বহুবল্লভ

উৎসর্গ

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রূপনিধি !

বসন্ত-শিঞ্জনে যার ছন্দনৃত্য চিনিল চরণ ;
রসনা স্বাদিল সুধা যার রস-গঙ্গোত্রী-প্রসাদে ;
ঝঙ্কার-তরঙ্গে যার উচ্ছ্বসিল নিষণ্ণ শ্রবণ ;
নেত্র—যার কান্তি হেরি' স্নিগ্ধ হ'ল শান্তি অপ্রমাদে ;—

সুষমা-সম্ভার-ঋণে যার—হিয়া হ'ল রত্নেশ্বর ;
হাস্যে, গল্পালাপে, দীপ্ত উপদেশে যার—নিত্য-নব
আলোক-অঙ্গুলি-মন্ত্রে স্বপ্নদাঙ্কা লভিল অন্তর ;
অঙ্কুর-সঙ্কেতে যার মঞ্জরিল মন্দার-পল্লব ;—

যার সনে তর্কচ্ছলে নির্ঘোষিয়া নিত্য আপনার
দৃপ্ত ছদ্ম স্পর্দ্ধা—প্রাণ পড়িয়াও শিখিল উঠিতে ;
যার ক্ষমা-মাঙ্গলিক-আশীর্ব্বাদী স্নিগ্ধ বাণীধার
মঞ্জুল পঙ্কজ-গুঞ্জ উন্মেষিল কঙ্করিত চিতে ;—

সে-তোমার পদাম্বুজে হে গান্ধর্ব্ব আনন্দ-নলিন,
অঞ্জলিনু মোর ক্ষুদ্র অর্ঘ্যখানি—প্রত্যাশা-বিহীন।

ওঁ

ইতি—

আষাঢ় সংক্রান্তি
১৩৪২

কৃতজ্ঞ দিলীপ

That characteristic of to-day's Art—the striving
of each Art to burst its boundaries (which
to many spell destruction) is surely
a happy omen···form, canons
rules—all melting in the
pot······stagnation
broken up.

GALSWORTHY

শিল্প কল্পনার প্রতি শাখা বল্লী দিকে দিকে আজি
বিথারিছে নিত্য নব ছন্দে গন্ধে—মলয়-উৎসারে···
অতীত যুগের গণ্ডি চূর্ণ·· উঠে নব শঙ্খ বাজি' ··
ধায় প্রাণ নব রথে—নব দিগ্বিজয়ে···হাহাকারে
অতীত-সীমান্ত-রক্ষি-দল ছায় সান্দ্র নীলাম্বর······
নীলাম্বরী স্নিগ্ধ হাসে, গায় : "শুভ চিহ্ন এ-সকলই,
অচিন-উদ্দেশ-পন্থে চলে চির-অশঙ্ক সুন্দর,
চেনা বন্ধ্যা বিধি-বন্ধ নীতি-তন্ত্র বসন্তে বিদলি'।

স্রোতোহীন সিন্ধুহারা অন্ধকূপে লাঙ্ঘি' উতরোল
যুগান্তরী গাঙ্গধারা···ডঙ্কে শোন্—অনামা কল্লোল ."

গলসওয়র্দ্দি

ভূমিকা

১৯২৭ সালে যখন দ্বিতীয়বার য়ুরোপে যাই তখন "দুধারা" লেখার সময়ে তার এই "দোসর উপন্যাসটি" (sister novelette) লেখার প্রেরণা পেয়েছিলাম। কিন্তু তার পরে "দোলা" লিখতে সুরু করি ব'লে হ'য়ে ওঠে নি। কাজেই "দুধারা" এতদিন অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছিল বৈ কি। কাল রাত্রে হঠাৎ সে-হারানো প্রেরণাটি নামল, এবং এত দ্রুত যে, আমি নিজেই আশ্চর্য্য হ'য়ে যাই. কারণ কাল রাত্রে আরম্ভ ক'রে আজ রাত্রের মধ্যেই এটি শেষ হ'য়ে গেল লেখা। "ইনকিউবেশন" কথাটার মধ্যে হয়ত সত্য আছে কিছু। এত দ্রুত কোনো উপন্যাস কখনো লিখিনি আমি। তাই মনে হয় "প্রেরণা" কথাটা কথার কথা নয়।

একটি কথার পুনরুক্তি করতে বাধ্য হচ্ছি। দোলার ভূমিকায় এ-কথাটি বিশদ ক'রে বলেছি। তবু আর একটু বলি।

কথাটি এই যে, আমার উপন্যাসগুলির ("মনের পরশ", "দুধারা", "রঙের পরশ", "দোলা", "বহুবল্লভ" ও "তরঙ্গ রোধিবে কে?"—শেষেরটি ১৯৩৬ সালে প্রকাশ্য) কোনোটিই নিছক গল্প নয়। আমি বার বার এ-কথা বলেছি যে, গল্প-লেখার লক্ষ্য নিয়ে—ঘটনা-বিবৃতি করতে আমি উপন্যাস লিখি না কোনোদিনই ;—কিন্তু তবু দেখতে পাই যে, বার বারই অনেকেই আমার উপন্যাসে খোঁজেন গল্প, ঘটনাপর্য্যায়, অনিবার্য্যতা (inevitability), গাঁথুনি—এই সবই। লেখেন : "গল্পে পদ্য কেন এল? ঘটনাপারম্পর্য্যের ইনএভিটেবিলিটি কোথায় গেল?

অমুক নায়ক এত কবিতা মনে রাখে কী ক'রে ? * কথাবার্ত্তা কেন এত সুন্দর হ'ল ?—" ইত্যাদি ইত্যাদি।

কথাবার্ত্তাকে সুন্দর করা হবে কেন, এই বিচিত্র প্রশ্নটির উত্তর আমি দোলার দীর্ঘ ভূমিকায় দিয়েছি। অন্যগুলির—রঙের পরশের শেষে। সে-সবের পুনরুক্তি করা অনাবশ্যক। কেবল ব'লে রাখি যে, সংক্ষেপে, আমার বক্তব্য এই যে, গল্প যা নয় তাকে গল্পের নিকষে কষতে যাওয়া অনুচিত, এবং উপন্যাস বিশেষ ক'রেই জটিল আর্ট —তাই সে বহু রীতি-নীতির সমন্বয় খোঁজে তার নিত্য-নব প্রেরণার নিত্য-নব পরিবর্ত্তনের আলোয়। এ-যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক গলসওয়র্দ্দি এজন্যে তো আনন্দে উচ্ছ্বসিত। তাঁর বাণী মনে হয় মূলত অপ্রতিবাদ্য। কারণ গত যুগের মাপকাটি দিয়ে এযুগের শিল্পকারকে কেমন ক'রে বিচার করা চলবে ? তার জুরিসডিকশনই যে নামঞ্জুর। লিটন ষ্ট্রাকি এই কথাই বলেছেন, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বী ভঙ্গিতে :

"After all, art is not a superior kind of chemistry, amenable to the rules of scientific induction. Its com-

* এঁরা চান সম্ভবত এই-ই যে. নায়কের স্মৃতিশক্তিকেও গল্পে হ'তে হবে গড়পড়তা ; ভুলে—যে, প্রখর স্মৃতিশক্তি জীবনে গড়পড়তা না হ'লেও যথেষ্টই দেখা যায়—যদিও অপ্রখর স্মৃতিশক্তির চেয়ে স্বভাবতই ঢের কম। গালিলিও (আরিয়স্তোর) অর্লান্দো ফুরিয়োসো—বৃহৎ বই—আদ্যন্ত আবৃত্তি করতে পারতেন, শ্রুতি স্মৃতি অনেক পণ্ডিতেরও আজও মুখস্থ, কথক কীর্ত্তনী প্রভৃতিদের শ্রুতিধরত্ব বিশ্ববিশ্রুত। আমি নিজেই সহস্রাধিক গান নির্ভুল গাইতে পারতাম—আমার অনেক বন্ধুর স্মৃতিশক্তিও বিস্ময়কর। আমার বন্ধু ক্ষিতীশপ্রসাদ নব্বইটি দীর্ঘ ইংরাজি প্রবন্ধ আদ্যন্ত মুখস্থ ক'রে ম্যাট্রিক দিয়েছিলেন— প্রতিটি আট দশ পাতার প্রবন্ধ। আরও বহু দৃষ্টান্ত জানি আমি প্রখর স্মৃতিশক্তির। বিশেষতঃ কবিতা তো কয়েকবার পড়লেই অনেকেরই মুখস্থ হ'য়ে যায়। এ-ধরণের স্মৃতিশক্তি গড়পড়তা নয় ব'লেই উপন্যাসে আনা চলবে না এ-কথা অগ্রাহ্য।

ponent parts cannot be classified and tested, and there is a spark within it which defies foreknowledge." (Books and Characters).

কথাটা সাদা : যা হয়েছে তারই অনবদ্য পুনরাবৃত্তি হোক—এ বলা চলে না। অথচ তবু অনেক সমালোচকই—বিশেষ ক'রে আমাদের দেশে—এ-যুগের উপন্যাসেও অন্তরে অন্তরে চান সে-যুগের রস-ধারারই পুনরাবৃত্তি। তাঁদের এ-প্রত্যাশা পূর্ণ করা সম্ভব নয়—কারণ এ-প্রত্যাশাই অসঙ্গত—যে-কথা বহুদিন আগে মনস্বী রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ ইনট্যুশনে ধরেছিলেন। রাজসিংহের সমালোচনায় লিখেছিলেন :

"দেখা কর্ত্তব্য, লেখক গ্রন্থবিশেষে কি করিতে চাহিয়াছেন এবং তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। পূর্ব্ব হইতে একটি অমূলক প্রত্যাশা ফাঁদিয়া বসিয়া তাহা পূর্ণ হইল না বলিয়া লেখকের প্রতি দোষারোপ করা বিবেচনা-সঙ্গত নহে। গ্রন্থ-পাঠারম্ভে আমি নিজে এই অপরাধ করিবার উপক্রম করিয়াছিলাম বলিয়াই এ-কথাটা বলিতে হইল।" (আধুনিক সাহিত্য) ইতি—

আষাঢ় সংক্রান্তি
১৩৪২

শ্রীদিলীপকুমার রায়

প্রদীপ

১

ইংলণ্ডের বিখ্যাত হ্রদজনপদে—লেক ডিস্ট্রিক্টে—

গ্রাসমিয়ার :

"ইংলণ্ডের নিসর্গ-সুন্দরীর পীঠস্থান"—বলত শ্রীলা বিভূতিকে।

"যদি কখনো বিলেতে যাও শ্রীলা, এ পল্লী-উপান্তে কিছুদিন নীড় না বেঁধে ফিরো না"—বলত বিভূতি সবিদ্রূপে।

গ্রাসমিয়ার :

"ইংলণ্ডের কাব্যমধুপদের মধুকুঞ্জ—তাদের 'স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা' "—বলত প্রদীপ শ্রীলাকে।

"যদি এ-অঞ্চলটা আমাকে না দেখাও প্রদীপ,"—তর্জ্জনী তুলে, শাসাত শ্রীলা সভ্রূভঙ্গে।

গ্রাসমিয়ার :

"ইংলণ্ডের স্বপ্নচারণদের রত্নতীর্থ"—বলত 'কবিনী' ডায়ানা প্রদীপকে।

"যদি তুমি না থাকতে ডায়ানা, এ কাব্যব্রজধাম থেকে যেত হয়ত আমার অগোচর—" বলত প্রদীপ সকৃতজ্ঞে।

প্রদীপ ও শ্রীলা ডায়ানার অতিথি গ্রাসমিয়ারে—ডায়ানার কাকা সার ফ্রান্সিস লরেন্সের কুটীর "রিট্রীটে"। ওরা তিনজনে কতবারই যে গেছে এই শান্ত "স্বপ্নঘেরা" পল্লীটির বিশ্ববিশ্রুত "ডভ-কটেজে"—যেখানে ওয়র্ডস্ওয়র্থ ছিলেন ন' বৎসর ও তাঁর পরে কোলরিজ ডিকুইন্সি বিশ বৎসর—ইংলণ্ডের বাণীর তিন বরপুত্র।

সেদিন ফিরছিল শ্রীলা ও প্রদীপ—ডভ-কটেজ থেকে। ডায়ানা ব্যস্ত ছিল গৃহকর্ম্মে। শ্রীলা বলল: "কী সুন্দর ক'রেই রেখেছে ওরা—কুটীরটি!"

প্রদীপ হেসে বলল: "রাখবে না? বাঃ সাক্ষাৎ কোলরিজ ওয়র্ডসওয়র্থের কুটীর! ইংলণ্ড আর কিছু না হোক কাব্যকৃতজ্ঞ যে—এ তার অতিবড় শত্রুও বলবে।"

শ্রীলা হাসল: "তা সত্যি, নইলে একজন সাধারণ ইংরাজ কবিও বলে সেদিনও যে, কোনো ইংরাজের বড় সৃষ্টি হ'ল ইংলণ্ডের একটি যুদ্ধজয়ের সামিল?" *

প্রদীপ হেসে বলল: "হ্যাঁ ওরা কাব্যদিগ্বিজয় সম্বন্ধে ঐ ঢঙেই ভাবে কিন্তু এখনো অনেকেই—অজ্ঞাতসারে। তবে ঐ যা বললে—সাধারণ কবিরাই। যারা সত্যি অসামান্য কবি তারা ভাবে অন্য ঢঙে—ইংলণ্ডের কবিদের সম্পর্কে।"

শ্রীলা ব্যঙ্গ হাসে: "এ-অসামান্য উচ্ছ্বাস তোমার যে কাটবে কবে তাই ভাবি প্রদীপ গালে হাত দিয়ে।" শ্রীলা গালে হাত দিয়ে সত্যিই মহা ভাবনায় পড়ে।

প্রদীপ খুব হাসে: "কিন্তু করি কী ডায়ানা—মাথা যে আমার আপনিই হেঁট হ'য়ে আসে অসামান্যের কাছে এলে। এমন কি তাদের ঐ উচ্ছ্বাসের মধ্যেও পাই যে আমি অসামান্যতা!"

—"যথা!" ঈষৎ ব্যঙ্গাভা শ্রীলার ওষ্ঠ-উপান্তে।

—"যথা কালই পড়ছিলাম ডভ-কটেজে ব'সেই অসামান্য কবি হারীন্দ্রনাথের উচ্ছ্বাস কবি 'এ-ই' সম্পর্কে।—পড়তে পড়তে উচ্ছ্বসিত

* "A great work by an Englishman is like a great battle won by England"—G. M. Hopkins.

না হ'য়ে যে পারি না আমি—উপায় কী বলো? মনে হচ্ছিল: সত্য কবির উচ্ছ্বাস তো উচ্ছ্বাস নয়, সে-ই যে ধরে আলো—চেনায় সত্যের মহিমাকে।"

—"আহা বলোই না শুনি। ঢুলিরা পায়েস খেলে মরে না—কাব্যের উচ্ছ্বাস কি মাত্র একজন অসামান্যার কানেই

করবে কূজন দিনযামিনী—
চিত্রী যিনি, আর—কবিনী।"

—"ঐ রকম করো ব'লেই তো ভর্সা পাই নে শ্রীলা—"

—"না না প্রদীপ, বলো। ঠাট্টা বোঝো না কেন?"

—"হুল কি একটুও নেই ঠাট্টাটির পেছনে?"

—"কক্ষনো নেই।—আচ্ছা, প্রমাণ দিতে না পারি করব প্রায়শ্চিত্ত—কাব্যোচ্ছ্বাস শুনে। বলো হারীন্দ্রনাথ কী লিখেছেন 'এ-ই' সম্পর্কে।"

—"দায় পড়েছে।" প্রদীপ রাগ করে।

শ্রীলা থামে: "তবে আমি এখানেই মাটি নিলাম।" ব'লেই ছুটে যায় নির্জ্জন রাস্তার ধারে—বসে আর কি ঘাসের ওপর।

—"আহা-হা করো কী—করো কী নন্দলালা? বেনারসিটা—"

কথা শুনবার মেয়ে শ্রীলা? রাগ ক'রে ব'সে পড়ে: "হোক্।"

প্রদীপ হাসে: "উঠবে না?"

শ্রীলা কুপিত সুরে বলে: "না না না।—যতক্ষণ না বলবে কবিতাটা রইলাম ব'সে।"

প্রদীপ গিয়ে বসে ওর পাশে। মৃদু মৃদু হাসে ফের।

—"বলো এবার।"

প্রদীপ অগত্যা ভূমিকা কাঁদে হারীন্দ্রনাথের 'এ-ই' প্রশস্তির:

"হারীন্দ্রনাথ বলছেন যে এ-ই-র গভীর কাব্য যুগিয়েছে যে কতই ইঙ্গিত কত আলোক-সন্ধানীকে :

Fountains of inspiration that outspray
Shadowless streams of whiteness sublime
Lending the earth's young singers ray on ray
Kindled through heavy darks of songless time."

স্বপ্ন-প্রেরণার নৃত্য-নির্ঝরিণী—যাহারা ঝঙ্কারে
ছায়াহীন তটিনীর বরেণ্য শুভ্রতা, ধরিত্রীর
তরুণ চারণ-কণ্ঠে সাঙ্গহীন রঞ্জন-সম্ভারে
ছন্দহীন অন্ধযুগে ঝলকিয়া মন্থর তিমির।

শ্রীলা চুপ ক'রে ভাবে।

—"কী শ্রী—"

—"না প্রদীপ," শ্রীলা হঠাৎ বলে ঈষৎ গাঢ় কণ্ঠে : "আজকেরটা উচ্ছ্বাস মনে হয় নি আমার। বিশ্বাস কোরো শুধু হুলই আমার সম্বল নয়।"

—"আমি কি তাই বলি নাকি শ্রীলা?" প্রদীপ ওর হাতটা টেনে নেয় মুঠোর মধ্যে।

ডিং ডং ডং…সামনেই সেণ্ট অসোয়াল্ড্ চার্চের মিনার থেকে ভেসে আসে জলতরঙ্গ—ক্যারিলন।… হঠাৎ এ-জলতরঙ্গের উদার উদাস কোমল গান্ধারে ওর শ্রীলাকে এত আপনার মনে হয়!…এ গত দশ দিনের মধ্যে একবারও তো কই মনে হয় নি এ রকম! ‥

—"চলো প্রদীপ, আর না, কল্পিনী হয়ত ভাবছেন তোমার জন্যে।" ফের সেই হাসি…হুল!…

জমছিল যে ভাবটা—যায় উবে ছিন্ন মেঘের মতন।

২

শ্রীলার সঙ্গে প্রদীপের ছিল কি একটা যেন দূর গ্রাম-সম্পর্ক। শ্রীলার কাকা ও প্রদীপের বাবা গ্রামে একই ভিটেয় মানুষ—থাকতেন দুই ভাইয়েরই মতন। শ্রীলার বাগ্দত্ত স্বামী বিভূতি চাক্‌রে মানুষ—প্রদীপের বাল্যবন্ধু। বাগ্দত্তার জন্যে অস্থির। "বিয়ে হয় নি তো এখনো—তাই—" বলত শ্রীলা তার প্রখ্যাত "স-হুল" হাসির সঙ্গে।

অস্থির—সত্যিই। নৈলে এমন কাজ কেউ করে কখনো? নিজের অবস্থা "বৈলাতিকী" নয় ব'লে বাগ্দত্তাকে বিলেতে পাঠায়—একাকিনীই? অবশ্য শ্রীলার বাবা গৌরীশঙ্করই যোগাতেন বেশির ভাগ টাকাটা—কষ্টে—শ্রীলার ভাইবোন অনেকগুলি—তবু বিভূতিকেও তো পাঠাতে হ'ত কিছু না কিছু মাস মাস! "বিলেত দেশটা মাটির" জেনেও যে শ্রীলার বড় ইচ্ছা ছিল দেশটা দেখা।

বিভূতি খামখেয়ালী মানুষ তার ওপরে। শুনল না—ওর বাবা মারা গিয়েছিল এ-বছর—কালাশৌচ—বিয়ে হয় না—রোখ ক'রে বিয়ের আগেই পাঠাল ওকে বিলেতে একরকম জোর ক'রেই। বন্ধুরা কেঁদে গাইল: "আদর্শবাদী!" শত্রুরা হেসে চাইল: "জানা আছে" নিরপেক্ষ সুধীবৃন্দ জ্ঞানীর মতনই মধ্যপন্থী হ'য়ে মাথা নাড়লেন: "হুঁ। আজকালকার ছেলেমেয়ে!"

শ্রীলার মা মমতার ইচ্ছে ছিল না বিয়ে না দিয়েই মেয়েকে সাতসমুদ্র পারে পাঠানো। কিন্তু গৌরীশঙ্করের শির তুঙ্গ—তাঁর মস্তিষ্কে সঙ্কল্প যখন বাসা বাঁধত মর্ত্ত্যবাসিনীর সাধ্য ছিল না তার নাগাল পাওয়া। অপিচ, খামখেয়ালী ভোলানাথ ভাবী জামাতার সঙ্গে প্র্যাক্টিকাল

ভাবী-শ্বশুরের কোথায় যেন একটা মনের মিল ছিল।···গরমিলেও কোথায় যে কে অলক্ষ্যে ব'সে গাঁথে মিলের মালা!···

যাই হোক্ শেষটায় যা ধার্য্য হ'ল তা এই যে, শ্রীলা হয় লণ্ডনে নয় কেম্ব্রিজে যাহোক কিছু একটা পাশ করবে। পাশটা গৌণ—বিলেত যাওয়াটাই মুখ্য।

প্রদীপ দারুণ আপত্তি করল: লণ্ডন! কক্ষনো না। শ্রীলার মতন ব্রিলিয়াণ্টা—ইত্যাদি ইত্যাদি। বিভূতি সসঙ্কোচে লিখল: "অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের খরচ"—প্রদীপ তার করল অক্সফোর্ড থেকে: "ননসেন্স, সে হ'য়ে যাবে অখন।" বিভূতির বুক দশহাত। উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রদীপকে তার করল—লম্বা—প্রায় ত্রিশটাকা খরচ ক'রে। বেহিসেবী বলত কি ওকে শ্রীলা সাধে!···

কিন্তু এক মুস্কিল হ'ল—শ্রীলা ছিল গণিতে এম-এ। কাজেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেম্ব্রিজেই তাকে যেতে হ'ল। গার্টনে পেল স্থান। প্রদীপই সব বন্দোবস্ত ক'রে দিল অবশ্য। আর বিলেতে ব্যবধানগত মুস্কিলই বা কতটুকু—ব্যাঙ্কের তহবিল ফাঁপা থাকলে? প্রদীপ অক্সফোর্ড থেকে যেত কেম্ব্রিজে মাঝে মাঝেই—মোটরে। কেন না নিয়ে যেতে কি আর হ'ত না শ্রীলাকে নানা জায়গায়?—কখনো ব্রাইটনে, কখনো লণ্ডনে, কখনো বা উদ্ভট উদ্ভট যায়গায়: যথা, বাকিংহামশায়ারে মিলটনের বাড়ি দেখতে বা মনমাউথশিয়ারে ওয়র্ডসওয়র্থের প্রিয় টিণ্টার্ণ অ্যাবে দেখতে, বা ওল্‌নিতে কাউপারের বাগানবাড়ি দেখতে। শ্রীলা খেয়ালিনী—এ-সবেই হ'ত সব চেয়ে বেশি খুসি।

ছ' সাত'মাস এই ভাবে চলল। লম্বা ছুটি এল জুনে। বিভূতি প্রদীপকে লিখল: শ্রীলার বড় ইচ্ছা গ্রাসমিয়ারে যায় ওয়র্ডসওয়র্থের "ডভ-কটেজ" দেখতে। আরও লিখল এইজন্যে যে, বিভূতিকে ওর

একজন শুভার্থিনী মাসি লিখেছিলেন ফরক্কাবাদ থেকে যে, সেখানেও জনশ্রুতি : শ্রীলা প্রদীপের সঙ্গে বড় বেশি হৈ হৈ করছে। বিভূতি প্রদীপকে জানালো—ও লিখেছে : "মাসি, জগৎটাকে ফরক্কাবাদে ব'সে দেখা যায় না ব'লেই ঘরের মায়া কাটিয়ে ওকে বাইরে পাঠানো।" বিভূতি "ঘরে বাইরের" ভক্ত। এম্‌নিই হয়।···তবু লোকে বলে—প্রদীপ বিভূতিকে বলত প্রায়ই—কবির কাব্য শুধুই কাব্যি!···কোন্ কবির কোন্ কথার বীজে যে কার হৃদয়ে ফোটে স্বপ্নের ফুল···কোন্ ক্ষুদ্র ধ্বনির ছিন্ন কাঁপনে যে কার হৃদয়ের সব তারগুলো ওঠে বেজে—আর অম্‌নি সারা মানুষটার শুধু চিন্তার দৃষ্টির নয় আচরণেরও ভঙ্গি যায় বদ্‌লে—কেউ কি জানে? তবু কাব্য—অবাস্তব, জীবনকে চেনে শুধু কারবারী মানুষরাই বটে! · যাহোক্, এল ওরা গ্রাসমিয়ারে জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে।



ইংলণ্ডের গ্রীষ্ম—ভরা জুলাইয়ের রং-প্লাবন, ফুল-জোয়ার—আকাশে বাতাসে জলে স্থলে। রক্তে বাজে সোনার তাল, মজ্জায় নীলের বাঁশি। আজ ওরা গিয়েছিল রাইডাল ওয়াটারে ওয়র্ডসওয়র্থের "রাইডাল মাউণ্ট" বাড়িটি দেখতে, যেখানে তিনি ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর ছিলেন, ডভ-কটেজে ন' বৎসর থাকার পরে। ফিরবার পথে ওরা "রেড ব্যাঙ্কের" একটা ছায়াবীথিকায় অনেকক্ষণ বিশ্রাম ক'রে নিয়েছিল—যেখান থেকে গ্রাসমিয়ারের হ্রদের পূর্ণ দৃশ্য দেখা যায়। তবু অনেকদূর হেঁটেছিল আজ। তাই শ্রীলা প্রদীপের বাহুতে একটু বেশিই ভর ক'রে চলেছিল—ঈষৎ ক্লান্ত। হঠাৎ হাততালি দিয়ে : "ঐ—ঐ—দেখ দেখ প্রদীপ—আর কী যে ভাবো তুমি অষ্টপ্রহর!—বেড়াতে আসাই ঝকমারি এমন অন্ধের সঙ্গে!" ওর বাহুতে দেয় খোঁচা।

—"কী দেখব ?" প্রদীপ চম্‌কে উঠে চারধারে তাকায়।

—"কবিতায় তো খুব আবৃত্তি করো প্রকৃতি-কবির :

And then my heart with pleasure fills,
And dances with the daffodils.

তখন আমার অন্তর কী আনন্দে ভরে !
ডাফোডিল ফুলগুচ্ছের সাথে নৃত্য করে !

অথচ অমন সোনার মতন ফুলগুলো চোখে পড়লে তো চোখ চেয়ে একটিবার দেখারও ফুর্‌সৎ পাও না। তবে ঘুরে ফিরে ক্রমাগত উত্তান-নয়না কবিনীর সঙ্গে থাকলে বোধহয় এম্‌নিই হয় !"

প্রদীপ হাসে, কিন্তু একেবারে নি-হুল হাসি নয় : "এ-কথা তোমার সম্পূর্ণ মিথ্যা নয় শ্রীলা যে, কবিনীর সঙ্গ একটু বিপদ্‌জনক—নয়ন উত্তান না হোক, একটু ভিতর দিকে না ফিরেই পারে না—কিন্তু ডায়ানার সম্বন্ধে বিমুখ না হ'লে অন্তত এটা মানতে যে, সে আগে মালিনী তার পরে কবিনী।"

শ্রীলা ভ্রূভঙ্গ করে : "বিমুখ আবার কেন হ'তে যাব আমি ! কী যে তোমার কথার শ্রী !"

প্রদীপ ফিক ক'রে হাসে : "শ্রী যে তোমার একচেটে শ্রীমন্তা ! বিধাতা এক একটা পরিবারে যতখানি শ্রী-র বরাদ্দ দেন তার পনের আনা যে তুমিই নিলে লুটে দুহাতে। আমরা মাত্র বাকি এক আনার পসারী ভাগে কম প'ড়ে যাবে না ?"

শ্রীলা হাসে : "নামের জন্যে আমি দায়ী নই। তবে জিভ আমার এত দুরন্তা না হ'লে—I humbly submit যে—এ নাম মানাত হয়ত আমাকে বসন্তার চেয়ে।"

প্রদীপ রাগ করল : "যা ইচ্ছে তাই বলো কেন শ্রীলা? কথাটার মানে কী হ'ল? কটাক্ষ তো কেবল কেবল করলেই হয় না—"

—"হয় গো হয়—নইলে কারুর 'রিট্রীটে' রিট্রীট করবার জন্যে অবেলায়ই তোমার প্রাণ এত আনচান করত কি?"

প্রদীপের কেমন যেন লাগে। শ্রীলাকে ভালো না লেগে উপায় নেই কারুরই। কেবল ওর বিষম দোষ এই যে, মুখশ্রী ওর যেমন শ্রীমন্ত, কথা তেম্‌নি কৃটন্ত! চাউনি যেমন মিষ্টি, ভঙ্গি তেম্‌নি কঠিন! প্রদীপের মানসী প্রতিমার সঙ্গে মেলে কই? মিলবার যে খুব দরকার আছে এক্ষেত্রে তা নয়—তবু প্রতি চিত্তরঙ্গিনীর মধ্যেই সে কেমন যেন না চেয়েই পারে না সেই মেয়ের পরশ—না—না—কি বলবে?—যা চায় প্রতি পুরুষেরই অন্তর।

তবু সে মাঝে মাঝেই রাগ করত শ্রীলার সম্বন্ধে এই অনানা প্রত্যাশার জন্যে। নানা সময়ে নানা আবছা আকাঙ্ক্ষাকে অঙ্কুরেই করত নিষ্পিষ্ট। এ-চিন্তাও পিছল যে!...ও হ'ল বিভূতির সম্পত্তি—যতই স্বাধীনতা দিক না সে ওকে—হার্ড ফ্যাক্ট হচ্ছে এই যে, বিভূতির গেহের কর্ত্রী যেমন শ্রীলা, শ্রীলার দেহের ভর্ত্তা তেম্‌নি ঐ বিভূতিই। মেয়েদের স্বাধীনতা—ও মৌখিক—অন্তত যতদিন অন্নসংস্থানের স্বাধীনতার বন্দোবস্ত না হয়। বেচারি বিভূতি! বোঝে না এ সাদা কথাটাও। কিন্তু জেগে যে ঘুমোয় তাকে জাগায় কে? আদর্শ নাস্তি—প্রদীপ বলে না অবশ্য, বলতেই পারে না—কিন্তু বাস্তব যে বড় অকাট্য ভাবেই অস্তি। "আদর্শবাদ তোর রক্তে বটে কিন্তু বাস্তবিয়ানা তোর মজ্জায়"—বলত বিভূতি প্রায় ওকে হেসে!...এম্‌নিই হয়।

শ্রীলা ওর মুখের দিকে তাকায় তির্য্যক্ ভঙ্গিতে—চলতে চলতে। প্রদীপ সাম্‌নের "রদে" নদীর পানে চেয়ে—একদৃষ্টে।

—"চুপ ক'রে রইলে যে ?"

প্রদীপ কাষ্ঠহাসি হেসে বলে : "কী বলব বলো ?"

—"রাগ করলে ?"

—"অপরাধ ?" প্রদীপ ফের হাসে—তেমনিই নিষ্প্রাণ হাসি···

—"তোমার কবিনীকে—থুড়ি, মিস লরেন্সকে—কটাক্ষ করেছি ব'লে।"

—"তাতে কার কী এসে গেল ?"

—"গেল না ? বুকে হাত দিয়ে বলতে পারো ?" শ্রীলা ঘাড় বেঁকিয়ে আবার তাকায় ওর পানে—মন্থর চরণে চলতে চলতে। ওরা আরও একটু ঘুরে চলে—রদে নদীর ধারে ধারে। এমন সোনার অপরাহ্ন—ঘরকে মনে হয় খাঁচা। চলতে চলতে চারধারের সোনার আলো চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে ওদের মনের পিয়ালায়। চুমুকও দেয় ওরা অজান্তে। ফলও ফলে। মনের বিরসতা যায় কেটে—অজ্ঞাতসারে।

—"দেখ দেখ কী সুন্দর একটা নৌকো শ্রীলা !"

—"সে হচ্ছে না বুদ্ধিমন্ত। সে-কথাটার জবাব মুলতুবি রয়েছে—ডিশমিশ হয় নি।"

—"কী মুস্কিল !"

—"I beg your pardon, * জবরদস্তি করছি, না ?"

প্রদীপ হাসে : "যখন দুধের বাটি থেকে মুখ ফেরালেই শিশুর চোখে পড়ে তার ধাই-মার মুখে হাসি হাতে বেত তখন সে দুধ খায় বুঝি প্রথমটার জন্যে ?"

—"তাই ব'লে অতটা বোলো না প্রদীপ। আমি মারি ?"

* ক্ষমা চাইছি তোমার।

—"কেবল কি হাতে মারাই মারা ?"

—"তবে ?"

—"প্রাণে ? ভাতে ?"

শ্রীলা খিল খিল ক'রে হাসে : "প্রাণ তোমার এক টুনকো নয় প্রদীপ। আর তোমার ভাত কেন যে-সংস্থান ক'রে রেখে গেছেন তোমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের চেক বই—তাতে চৌষট্টিটা পরিবারের পোলাও কোর্ম্মা কেউ মারেনা।"

—"আমি বুঝি তাই বলছি ?" প্রদীপ সবচেয়ে কুণ্ঠিত হয়—কেউ ওর টাকা আছে এ-তিরস্কার করলে। বললে কেউ কিছুতেই বিশ্বাস করে না কেন প্রদীপ নিজেকে এজন্যে খানিকটা অপরাধী মতনই ভাবে—কিন্তু লোকে কবেই বা বিশ্বাস করে বিশ্বাস করবার মতন জিনিষকে ?—বিভূতি প্রায়ই বলত ওকে প্রবোধ দিতে।

শ্রীলা ওর দিকে চেয়ে থাকে খানিক, দুষ্টুমিভরা চাহনি :

—"তবে ? গোলমালটা ঠিক কোথায় হবে—যে—"

—"ডায়ানা যদি বোঝে তুমি তার 'পরে বিমুখ—"

—"তাহ'লেও তোমার অন্ন যাবে মারা ? প্রাণের কথা ছেড়ে দিই —অতটা সেন্টিমেন্টাল কেউ নেই আর এ-জগতে।"

—"সেন্টিমেন্টাল ?" শ্রীলার এই কথাটাতেই ও সবচেয়ে শিরপা তুলত। ডায়ানা বলত : "It takes the wind out of your sails, Pradip."

—"শেক্ষপীয়র বলেন নি—Men have died and worms have eaten them, but not for love ?" *

* মরিয়াছে নর, ভখিয়াছে কীটচয় :
সত্য, কেবল—প্রণয়ের তরে নয়।

প্রদীপ অপ্রতিভ হাসে : "দূর্, তাই বলেছি না কি ?"

—"তা-ই প্রদীপ, তা-ই।—কিন্তু মাভৈঃ : আমি রিট্রিটে 'ক্ষণিকের অতিথি'—এমন কি অতিথিও নই, আগন্তুকা মাত্র।"

—"অমন টোনে কথা বলছ কেন শ্রীলা ? ছি। তোমাকে কি ডা— —কেউ অযত্ন করছে এখানে ?"

শ্রীলা চুপ ক'রে থাকে।

—"কী ?"

—"কিছু না।"

—"না, বলো।"

শ্রীলা ওর দিকে স্থিরনেত্রে তাকিয়ে বলে : "আমি জানতাম না প্রদীপ এত যত্ন আমাকে সইতে হবে এক অন্নপূর্ণার"—ব'লেই অধর দংশন ক'রে বলে : "জানো তো সবই—খোঁচাও কেন ?"

প্রদীপ চুপ ক'রে থাকে খানিক : "চলো স্কটলাণ্ডে ট্রসাক্স্ হ্রদে বেড়াতে যাই শুধু তোমাতে আমাতে।" হঠাৎ কথাটা বেরিয়ে যায় মুখ ফসকে।

শ্রীলা মুখ ভার ক'রে বলে: "এখন কি আর হয় ? এখানে অন্তত তিন সপ্তাহ ওর অতিথি হব আমরা কথা দিয়েছি যে। এখনো এক সপ্তাহ বাকি।"

শ্রীলা দারুণ সত্যবাদিনী নামডাক। গার্টনের মেয়েরা ওকে ঠাট্টা করত ওর সত্যকথা বলার বিষম ফ্যাড নিয়ে।

প্রদীপ প্রতিহত হয়। হঠাৎ এত ইচ্ছে হয়েছিল ট্রসাক্সে—শ্রীলাকে একলা পাশে পেতে—! অগত্যা ক্ষোভ চেপে পুরুষালি তাচ্ছিল্যের ঢঙে বলে : "কথা আবার কি ?—বেড়াতে এসেছি—"

শ্রীলা সজোরে ঘাড় নাড়ে :

—"তা হয় না প্রদীপ। তিন সপ্তাহ পূরো থাকতেই হবে। ছুতো অছিলা—ওসবে আমি নেই। তাছাড়া সত্যিই তো ডায়ানার যত্নের ত্রুটি নেই। ও যে ডায়ানা—প্রদীপ-কাব্যের উপেক্ষিতা নয়—এ দোষ তো ওর নয়। অবিচার কোরো না।"

শ্রীলা এম্‌নিই দুমদড়াস ক'রে কথা বলে—আজ ব'লে নয়—চিরটা কা—ল। ভাবেও না ওর কোন্ কথার কী মানে দাঁড়ায়—কী ব্যঞ্জনা ফুটে ওঠে ওর কোন্ ইঙ্গিতে। বাপ-মার একমাত্র মেয়ে—অবাধ্য দুলালী। গ্রাহ্যও করে না সুনামের জন্যে। তারও বেশি—দুর্নামের ঝড়েই যেন দল মেলে ওর হ্লাদিনী মূর্ত্তি।



ডায়ানা ছবি আঁকে। প্রদীপের সঙ্গে আলাপ—দার্জ্জিলিঙে। সে এক কাহিনী! বলি।

ডায়ানার কেউ নেই ওর বৃদ্ধ কাকা সার ফ্রান্সিস ছাড়া। কাকার একটি মাত্র ছেলে জাপানে ওসাকার টাইফুন ঝড়ে একটি জলমগ্না জাপানী মেয়েকে বাঁচাতে প্রাণ হারায়। সে সময়ে সার ফ্রান্সিস—কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট। যে ছিল বৃদ্ধের চোখের আলো সে-ও যখন নিভে গেল তখন তিনি চোখে অন্ধকার দেখলেন। কিন্তু কেউ জানল না—ডায়ানা ছাড়া। ওকে পুত্রের মৃত্যুর পরেই বৃদ্ধ আনেন কাছে। গভর্মেণ্ট নাইটও করে, কিন্তু স্বাস্থ্য তাঁর আর ফেরে না। পুত্রের মৃত্যুর মাস ছয়েকের মধ্যেই তিনি অবসর নিতে বাধ্য হ'ন মাত্র কুড়ি বছর চাকরির পরে। সংসারে আসে বৈরাগ্য না হোক্—বিতৃষ্ণা বৈ কি। কিন্তু নিটোল বিতৃষ্ণা নয়, একটু ফাঁক ছিল : বিপত্নীক অপুত্রক অকাল-বৃদ্ধের সংসার-প্রতিহত সমস্ত স্নেহ পড়ল গিয়ে ঐ অনাথা ভ্রাতুষ্পুত্রীর

'পরে। ওকে তিনিই করেছিলেন মানুষ। কলকাতায়ও ও তাঁর কাছেই থাকত। ছবি আঁকা শিখতে। আর সবচেয়ে আশ্চর্য্য : সত্যিই ভালোবাসত আর্টকে—যদিও প্রদীপের 'আশ্চর্য্য' বিশেষণটায় ডায়ানার বিমুখতার অবধি ছিল না। কিন্তু প্রদীপ ছাড়বার পাত্র নয়—অনুবাদ ক'রে ওকে বুঝিয়ে দিত যে ত্রিকালদর্শীরা মেয়েদের আর্ট-ভালোবাসা সম্বন্ধে কি লিখে গেছেন সে—ই সেকালে : "কিঞ্চিৎ শিল্পং বিবাহেরি কারণম্।" বলত : "ভালোবাসা মানে ভালো লাগা নয় ডায়ানা—যা তোমরা—মেয়েরা—মনে করো। তবে সত্যি ভালোবাসার কী জানে বলো মেয়েরা?" এ-সবে ডায়ানা রাগ করত খুবই, সময়ে সময়ে সত্যি রাগও—কিন্তু প্রদীপ তো তাই-ই চাইত। গ্রাসমিয়ারে এই-ই যে ছিল ওর সবচেয়ে বড় চিত্ত-বিনোদন—ডাইভার্শন।

কয়েক বছর আগে প্রদীপ দার্জ্জিলিং যায় বেড়াতে। একদিন এক পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চ'ড়ে ভোর রাতে টাইগার হিলে যাচ্ছে সূর্য্যোদয় দেখতে—এমন সময়ে সামনে এক শব্দ ও চিৎকার—নারীকণ্ঠে। টর্চ জ্বালিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে। এগিয়ে গিয়ে দেখে—দুটি ইংরাজ বৃদ্ধা রিকশতে ভয়ে শোকে উচ্ছ্বাসিনী। তাঁদের বোনঝিটি ঘোড়া শুদ্ধ নিচে প'ড়ে গেছেন—অন্ধকারে, খট্বায়! একমাত্র বোনঝি—কোথা গেলি রে—

প্রদীপ টর্চ ফেলে দেখে—খট্বার তল গভীর নয়। বিশ ফুট হবে। বাহনকে দেখা যাচ্ছে নিশ্চল ভাবে কাৎ হ'য়ে প'ড়ে। কিন্তু আরোহিকা কৈ? সে তৎক্ষণাৎ নিজের বিপুল পাগড়িকে দড়ির মত ক'রে ভুটিয়া রিকশওয়ালাদের ধরতে ব'লে নামে কোনোমতে। বহু কষ্টে—।—বিপদ? —ছিল বৈ কি, কিন্তু ছিল ব'লেই না তার রক্ত উঠল গরম হ'য়ে। ইংরাজ বোনঝি খট্বায়—ভেতোতমও যে হ'য়ে ওঠে সিরানো ভ্য বার্জরাক।

বড় সময়েই নেমেছিল। ডায়ানা একটা ছোট্ট জলভরা গর্ত্তে মুখ

গুঁজড়ে প'ড়ে। চোট বেশি লাগেনি চারধারে ঘন গুল্মের দরুণ, কিন্তু সম্বিৎ নেই। আর একটু দেরি হ'লেই হয়ত জলের মধ্যে শ্বাসরোধ হ'য়ে সব হ'য়ে যেত শেষ। প্রদীপ নিজের কোমরে উষ্ণীষী-রজ্জু বেঁধে অচৈতন্যাকে নিয়ে উঠে আসে বহু আয়াসে। বলিষ্ঠ সে, সহজেই উঠতে পারত—কেবল ধারে ধারে তীক্ষ্ণ পাথর তাই বেগ পেতে হ'ল। হাঁটু, বাহুমূল কেটেও গিয়েছিল বেশ খানিকটা: সেজন্যে বেচারি ডায়ানার দুঃখ বরাবরই ছিল তাজা।

বোনঝি তিনদিন বাদেই কলকাতায় ফেরেন—মাসিযুগলের হেফাজতে। কিন্তু গ্রাসমিয়ারের ঠিকানা প্রদীপকে দিয়ে তবে। সার ফ্রান্সিস সেখানে একটি ছোট্ট কুটীর কিনেছিলেন—নাম: "রিট্রীট"। প্রতি দুবছর অন্তর অভিশপ্ত বাংলা দেশ ছেড়ে 'হোমে' যেতেন—সেখানেই আনন্দের পাথেয় সংগ্রহ করতে। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে সেখানেই স্বর্গারোহণ পর্বের মহলা—ডায়ানা বলেছিল হেসে। প্রদীপ তার পরের বছরই বিলেত যায় ও অকসফোর্ড বেলিয়োলে ভর্তি হ'য়ে প্রথম ছুটিতেই যায় রিট্রীটে—ডায়ানার ও সার ফ্রান্সিসের নিমন্ত্রণে—এ-মহলায় বাদ সাধতে।

বৃদ্ধ তখন অসুস্থ—যখন দুবছর আগে প্রদীপ প্রথম গ্রাসমিয়ারে আসে। ও সে-বার ছিল প্রায় দুমাস তাঁর অতিথি। সার ফ্রান্সিস ভারতীয়দের আগে যে খুব নেকনজরে দেখতেন তা বলা যায় না। কিন্তু একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর পরে অনেক সময়ে সিভিলিয়ানেরও দৃষ্টিভঙ্গির নড়চড় হয়। তাছাড়া প্রদীপ ডায়ানার অসময়ের বন্ধু—ও প্রত্যুৎপন্নমতি না হ'লে ডায়ানার কী যে হ'ত—!—বৃদ্ধ আই সি এস বটে, কিন্তু স্বভাব-অকৃতজ্ঞ ন'ন। তার ওপর পুত্রহারা মন আরও নরম হ'য়ে এসেছিল—বোধ হয় ডায়ানা এখন প্রায় শিবরাত্রির সল্‌তে ব'লে।

তারপর প্রদীপকেও তাঁর একটু যেন ভালোই লেগে যায়—তার শ্যামবর্ণ সত্ত্বেও। বিশেষ ক'রে এইজন্যে যে, নির্জ্জন গ্রাসমিয়ারে শামলা রঙ কে-ই বা দেখছে? সমাজ যেখানে নাস্তি মুক্তিও সেখানে অস্তি বৈ কি—খানিকটা। তিনি ওর সঙ্গে খুব যে মিশতেন তা নয়—তবু সত্যিই সদয় ছিলেন। প্রদীপেরও কেমন যেন ভালো লাগত এই শুষ্কমূর্তি বৃদ্ধকে!—কেন জানে না, মনে হ'ত কঠোর আবরণের নিচে নরম শাঁস আছে। তাই হয়ত গ্রাসমিয়ারে বৃদ্ধের ওপর বারবার চড়াও হ'তে ওর বাধত না। প্রতি ছুটিতে অন্তত এক সপ্তাহ এখানে কাটিয়ে সে যাবেই। শুধু গ্রাসমিয়ারের অপূর্ব্ব দৃশ্য সৌন্দর্য্যের জন্যেই—এই কথাই অবশ্য বন্ধুমহলে প্রকাশ্য ছিল। কিন্তু সম্প্রতি দু-চারজন যেন কোনো অপ্রকাশ্যের ক্রমশ-প্রকাশ্যতার সম্বন্ধেই একটু আধটু ভবিষ্যদ্বাণী করতে সুরু করেছিল। এমনকি, অনেকে ওকে সুমুখেই বলত বাঁকা হেসে: "There's more in it than meets the eye, old fellow!" *

এমন সময়ে প্রদীপ সাক্ষাৎ শ্রীলার সঙ্গে গ্রাসমিয়ার যেতে তা'রা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচে। মা ভৈঃ—তারিণী যখন স্বয়ং রক্ষিণী।



ওরা যখন "রিট্রীটে" ফিরল তখন সন্ধ্যা আটটা। সন্ধ্যা না ব'লে বিকেল আটটা বলাই ভালো। য়ুরোপের নিদাঘ—ন'টা পর্য্যন্ত খাসা আলো।

ডায়ানা ফ্রাইং প্যানে কী একটা চড়িয়েছে। ওদের দেখে স্নিগ্ধ হাসে।

* যতটুকু চোখে দেখা যায় ব্যাপারটা তার চেয়ে বেশি গূঢ় হে!

কোমরে এপ্রন। কল্যাণী গৃহলক্ষ্মী!·· প্রদীপের এত ভালো লাগে নারীর এ-রূপ—বিশেষ ক'রে এ-দূর বিদেশে—!···মনে পড়ে ওর দিদিদের কথা।—ওর মাসতুতো বোনের কথা—সারাটা দিনই যারা গৃহকর্ম্মিনী—ত্বরিৎকর্ম্মা। দেশে নিরন্তর মেয়েদের এ-ঘরোয়া রূপে ও অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠত প্রায়ই। কিন্তু প্রবাসে মেয়েদের এই রূপেই হ'ত সবচেয়ে স্নিগ্ধ। আশ্চর্য্য!

—"কেমন লাগল শ্রীলা?"

—"চমৎকার—রাইডাল মাউণ্টে আবার আর একদিন যাব। যদিও ডভ কটেজই আমার বেশি ভালো লাগে।"

—"আমারও।" ব'লে ডায়ানা মুখ তুলল: "ক্লান্ত বুঝি?"

—"বেশি না।"

—"একটু চা ক'রে দিই?"

—"না ধন্যবাদ—অসময়ে। এই পাঁচটায়ই তো খেলাম।—একেবারেই ডিনারে বসা যাবে।"

—"দাঁড়িয়ে কেন? বোসো না এই কাউচটায়।"

—"ধন্যবাদ। বড্ড গরম আজ। গা ধুয়ে আসি—ক্ষমা—" শ্রীলা ত্বরিত-চরণে নিষ্ক্রান্তা।

—"বোসো প্রদীপ। খু—ব বেড়িয়েছ বুঝি? মুখখানি শুকনো দেখাচ্ছে।"

প্রদীপ বসল সেই কাউচটাতেই। শ্রীলার তীক্ষ্ণ কণ্ঠের পর এত মিষ্ট লাগে ডায়ানার স্নিগ্ধ কণ্ঠ!···ও যে স্নিগ্ধ কণ্ঠের জন্য কত তৃষিত থাকে স্বভাবতই—শ্রীলা যদি একটু বুঝত!···কিন্তু বোঝে না ব'লেই না ডায়ানার দরদটা ফুটে ওঠে এত বেশি—!··

ডায়ানা ফ্রাইংপ্যান থেকে মুখ তুলে শুধোয় : "ও-তরফের মেজাজ ?"

—"মন্দ কি ?"—প্রদীপ হাসে।

ডায়ানাও—কিন্তু অতি মৃদু হাসি।

প্রদীপ ওর আনত মুখের 'পরে চোখ রাখে :

—"আমার হাসির প্রতিধ্বনি ?"

—"পাগল! এ হাসি স্নিগ্ধ যে!—কী?" ডায়ানা তাকায় ওর চোখের পানে : "অন্তত, হুল নেই মানবে নিশ্চয়ই ?"

—"তা মানি। কিন্তু—তাই ব'লে—পূরো স্নিগ্ধ কি ? –নির্ভেজাল ?"

ডায়ানা মুখ তোলে ফ্রাইংপ্যান থেকে : "অতটা দাবি কর্‌লে সত্যের অপলাপ হবে—কবুল করছি।"

—"কথাটা ব'লে বিজ্‌লি হাসি লুকোলো কোথায় ?"—

ডায়ানা নিশ্চুপ। প্রদীপ বলে : "আহা বললেই বা। আমি তো আর চুক্‌লি কাটতে যাচ্ছি না।"

ডায়ানার হাসিমুখ গম্ভীর হ'য়ে আসে। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ বেচারি অমলেটটাকে একটা ছুরি দিয়ে নাজেহাল করতে থাকে।

—"বলবে না ?"

ডায়ানা মুখ তোলে, হাসে—কিন্তু প্রফুল্ল হাসি নয় : "কী বলব প্রদীপ ? হাসে তো মানুষ দুঃখেও—or disappointment if you will."

প্রদীপ সকৌতুকে বলে : "ডিসাপয়েন্টমেণ্টেও হাসে না কি মেয়েরা ?"

—"হাসে না ?—বিশেষ মেয়েলিপনা দেখে ডিসাপয়েন্টমেণ্টে ?"

—"কাঁদে কে তবে—মেয়েলিপনায় ?"

ডায়ানা প্রদীপের বুকে ওর আঙুল দিয়ে বেঁধে।

—"ঈ—শ্।"

—"অস্বীকার ক'রে কী হবে প্রদীপ ? যাতে মেয়েদের হাসি আসে তাতে যদি পুরুষদের কান্না না আসত তবে কি বিধাতা তাদের কপালে 'পুরুষ' অপবাদ দেগে দিতেন ?"

—"জানা আছে গো বীরোত্তমা, জানা আছে। বাঙালিনীর জিভের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে যত বিদ্রূপের ঝাল ঝাড়ো বেচারা আধা-বাঙালীর ওপর। কাঁদে সে কি সাধে ?"

ডায়ানা চুপ ক'রে ছুরি দিয়ে ব্যালান্স ক'রে তোলে অমলেটটা। পরে প্রদীপের দিকে তাকিয়ে: "ক্ষিধে পায় নি ?" মুখে হাসির বাষ্পও নেই আর।

—"কথার মোড় ফেরানো ?"

ডায়ানা ফের হাসে জোর ক'রে।

—"না, বলো ডায়ানা। কিছু মনে করো নি তো ?"

ডায়ানার মুখে গুমট আসে ঘনিয়ে: "পাগলামি কোরো না প্রদীপ। বলো—ক্ষিধে পায় নি ?"

—"পেলেই বা কি ?"

—"লুকিয়ে এই অমলেটটা দেব—এই।

অনিষ্কামী দৃষ্টিতে তাজা কষিত-কাঞ্চনাভ বস্তুটির পানে তাকিয়ে প্রদীপ ঢোক গিলে বলল: "নাঃ—থাক।"

ডায়ানা আর কথাটি না। মিনিট দুয়ের মধ্যেই একটি প্লেটে ক'রে মাখন-মাখানো রুটি ও অমলেট ধরল ওর সামনে টি-পয়টার ওপর। সঙ্গে ধূমায়িত চা।

প্রদীপ ছিল জানলার দিকে চেয়ে। চম্‌কে বলে: "এর নাম?"

ডায়ানা আঙুল দিয়ে দেখায়: "প্লেটে যেটা আছে তার নাম 'কিচ্ছু না'—আর এই যে পেয়ালায় দেখছ—এর নাম 'ধর্ত্তব্যই না।' এখন একটু চটপট করো দেখি, লক্ষ্মী ছেলে!"

প্রদীপ চোখ দুটো যথাসম্ভব বড় ক'রে লক্ষ্মী ছেলেরই মতন যথাবিহিত বিস্ময় প্রকাশ করল, ডায়ানার কানে শুধু সে-সব ভব্য আপত্তির শেষটা গেল: "—এখন?" "কী বললে?" বলতেই সে প্যানটা সরিয়ে রেখে ওর দিকে ফিরে বলল: "আহা কেউ দেখছে না গো দেখছে না। তাছাড়া চায়ে তো আর তোমার অরুচি নেই।—না, সময় অসময়ের পুণ্যচিন্তার বালাই।'

—"কিন্তু শ্রীলা যে বলে: While in Rome do as the—"

ডায়ানা তর্জ্জন ক'রে উঠল:

—"বলুক। খাও বলছি। এখানেও এটিকেট?"

—"শ্রীলা বলে: এদেশে এটিকেট বিনা বাঁচে কেউ?"

—"কথাটা মিথ্যে নয়। তবে ভরসা এই—এখনো যেখানে প্রতিবেশী শুধু গাছপালা, নদী আর হ্রদ সেখানে মানুষ এটিকেট না মেনে চলতে পারে—ক্বচিৎ।"

—"দার্জ্জিলিঙে এ-কথা মনে ছিল না বুঝি! সেখানে হ্রদ না থাকুক ঝর্ণা গাছপালার তো অভাব ছিল না?"

ডায়ানা মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বলে: "তুমি শুধু অভিমানী নও প্রদীপ—সাংঘাতিক অবুঝ।"

—"অবুঝ?"

—"নয়? কতবার বলেছি, তবু মনের কাঁটা তোমার যেতেই চায় না। দার্জ্জিলিঙে তোমার সঙ্গে ব্যবহারে এটিকেট মেনে না চললে

ভূমিকম্প হ'য়ে যেত না? সেখানে ছাড়া কি পেতাম একটুও? দেখলে স্বচক্ষে: ছিল সেখানে পাহারা আমার দু-দুটো জলজ্যান্ত বাঘিনী মাসি, নির্ভেজাল স্কচ আন্টি। তোমাকে ডাকবার কি জো ছিল—বিশেষ তুমি খদ্দরের ধুতি প'রে!"

প্রদীপ চায়ে চুমুক দিয়ে বলে: "কিন্তু খদ্দরের ধুতি তো এখানেও পরি—ঘরে।"

—"আহা এখানে দেখছে কে গো? ইচ্ছে হয় পায়জামা প'রেই থাকো না অষ্টপ্রহর ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে। আমি ওসব মানি না—যখন কাকা আমার হাতের মুঠোর মধ্যে—এসো শ্রীলা।"

ঘরে ঢুকেই শ্রীলা তিরস্কারের সুর ধরে: "এ কী প্রদীপ? এ—খন চা? অসময়ে!"

ডায়ানা হাসে: "বকতে হয় আমায় বকো শ্রীলা। আমিই করেছি জোরজুলুম—ও বেচারি যথোচিত সভ্যভব্য না না করেছিল।"

শ্রীলা ডায়ানার দিকে তাকিয়ে হাসে, কিন্তু খুব প্রসন্ন হাসি নয়: "জোরজুলুম?—কিন্তু কেন?—বিশেষ এ-অসময়ে?"

—"প্রদীপ যে অসময়কেই সুসময় মনে করতে চায়"—ঈষৎ হেসে: "মানে, ভোগের ক্ষেত্রে—সেটা তোমার জানার কথা।"

শ্রীলার প্রফুল্ল মুখ হঠাৎ মেঘে গেল ঢেকে। চকিত ভ্রূকুটি ক'রে বলল: "আমার! অপরাধ?"

ডায়ানার মুখের চেহারা বদ্‌লে গেল। কথাটা এ-রকম শোনাবে কে ভেবেছিল? তাড়াতাড়ি হেসে বলল: "তার ফিরিস্তি দেব 'খনি—যথাসময়ে। এখন দিই না তোমায়ও এক পেয়ালা? যখনকার যা।"

শ্রীলা গম্ভীর মুখে বলল: "না, ধন্যবাদ।"

প্রদীপ বাংলায় বলল: "ধন্যবাদটা না দিলেই হ'ত শ্রীলা—ও-টোনে।"

শ্রীলা বাংলায় বলল: "ফে—র ওদের সামনে বাংলা কথা? অভব্যতা?" ব'লেই ইংরাজিতে ডায়ানাকে বলল: "ওয়র্ডসওয়র্থের ঘরটা যে কী সুন্দর ক'রেই রেখেছে ডায়ানা,—দেখে যেন আর পুরোনো হয় না।" এ-কথাটা যে ওরা কতবারই বলে—ফ্যাসাদে পড়লেই—'ওয়েদারের' প্রসঙ্গের মতন।

ডায়ানা বলল: "ওয়র্ডসওয়র্থের ঘর রাখবে না সুন্দর ক'রে বাঃ!"

এ কথাটাও বোধহয় এই নিয়ে ও একশো সাতাত্তর বার বলল।

ঘরের মধ্যে একটা আড়ষ্টতার আবহাওয়া আসে নেমে।

শ্রীলা বলল: "আচ্ছা টুরিষ্টরা এখানে বেশি আসে না রাইডাল মাউণ্টে?" এমন খাপছাড়া শোনায় কথাটা! কিন্তু কিছু না বললে যে আরও—

ডায়ানা অকারণ হেসে বলল: "যুদ্ধের আগে শুনেছি এখানেই বেশি আসত। আমি এখানে বসবাস সুরু করেছি যুদ্ধের পরে—১৯২৫ থেকে। আজকাল তত লোক তো কই দেখি না। তবে শুনেছি বাউনেসে উইণ্ডরমিয়রে ট্রসাক্সেই আজকাল বেশি লোক যায়—গ্রাসমিয়ার রাইডাল ওয়াটার একটু আঘাটা মতন জায়গায় কি না।"

শ্রীলা হঠাৎ "আসছি" ব'লেই গেল বেরিয়ে।

ডায়ানা প্রদীপের পানে চাইল। প্রদীপ এত অস্বস্তি বোধ করে—!··· ডায়ানা সত্যিই তো কিছুই বলেনি ওকে!···একটু চকিত ঠাট্টা।·· কটাক্ষ? ছিল হয়ত—কিন্তু তার দশগুণ কটাক্ষ কি শ্রীলা রোজই করে না ওকে—সময়ে অসময়ে?—তবু—আর এমন অপদস্থ মতন হ'তে হয়···লেগেই আছে!···ক্লান্ত লাগে সময়ে সময়ে!...

সন্ধ্যায় সেদিন শ্রীলা খেতেই নামল না। মাথা ধরেছে এত—! ডোরা এক পেয়ালা কফি ও রুটি ও পনির নিয়ে গেল। ডিনারে ডায়ানা

বিশেষ ক'রেই করেছিল দুতিন রকম তরল তরকারি—যা শ্রীলা ভালোবাসত। সব যেন ব্যর্থ হ'য়ে গেল। ওদের মুখেও রুচল না আর।...এমনকি, বেচারি ডোরার মুখও মেঘলা!...

ডায়ানার সঙ্গে ডিনারে কথা একরকম হ'ল না বললেই হয়। প্রদীপ কোনোমতে ভব্যতা রক্ষা ক'রে আশ্রয় নিল শয়ন-কক্ষে।

—

কিন্তু রাতেও চোখে ঘুম আর আসতেই চায় না যেন। প্রদীপের আজকের অস্বস্তি ওদের তিনজনের এ-প্রবর্দ্ধমান অস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে নয়—সেটা তো ওর অনেকটা গা-সওয়া হ'য়েই এসেছিল। আজ ওর মনে ক্রমাগত বিঁধছিল যেটা—সেটা একটা সরল প্রশ্ন—যার উত্তর দারুণ জটিল: কেন ও শ্রীলাকে বলতে গেল ওরা দুজনে ট্রসাক্সে বেড়াতে যাবে ডায়ানাকে ফেলে? শ্রীলার বিসদৃশ সান্ধ্য আচরণে নিজের এ-অপরাধটা ওর যেন আরও বড় হ'য়ে উঠেছিল নিজের চোখে। শ্রীলা "না" করাতে ওকে আরও বেজেছিল—মনে করিয়ে দেওয়াতে যে, ডায়ানা ওদের বড় যত্ন করছে। ডায়ানা ওদের যত্ন করছে একথা শুনতে হ'ল কি না শেষে শ্রীলার মুখ থেকে! প্রদীপ কি জানে না যে, শুধু যত্ন না—ডায়ানার ভরসায় ও শ্রীলাকে—ডায়ানার ভাষায়—এ-'আখাটায়' আনতে সাহস করেছে! শ্রীলার সময়ে সময়ে হিষ্টিরিয়া মতন হ'ত—মৃগীর কাছ-ঘেঁষা—ডাক্তারেরা বলত "হাইলি-স্ট্রাং।" বিশেষ ক'রে কোনোরকম অন্তর্দ্বন্দ্বের উত্তেজনা হ'লেই ও কেমন যেন বিকল হ'য়ে পড়ত। বিভূতির এজন্যে অশান্তি উদ্বেগের সীমা ছিল না—আরো এইজন্যে যে, যে-কারণেই হোক, এ হিষ্টিরিয়া ওকে দিন দিনই বেশি চেপে ধরছিল বিলেতে এসে। কোথাও কিছু নেই—অজ্ঞান।—প্রদীপের ভয় হ'ত—কারণ ওর হিষ্টিরিয়াতে মৃগীর চিহ্ন ক্রমেই স্ফুট হ'য়ে উঠছিল বিলেতে। শুনে বিভূতিও খুব বেশি

ভয় পেয়েছিল বৈ কি। লিখেছিল—ও বিলেতে আসার চেষ্টা করছে বছর খানেকের জন্যে শ্রীলার তদারক করতে, কিম্বা ওকে নিয়ে যেতে। সেইজন্যেই শ্রীলাকে প্রফুল্ল রাখতে বিভূতির চতুর্গুণ মাথাব্যথা—প্রদীপকে বলা: 'হ্রদ-জনপদে' বেড়িয়ে নিয়ে আসার জন্যে।

নির্জ্জন জায়গায় শ্রীলা থাকেও ভালো। তাই কেম্ব্রিজেও ও থাকত দেহাতে—ইলাই ও কেম্ব্রিজের মাঝামাঝি। চলাফেরা: মোটরে—প্রদীপেরই একটা টুসিটারে। প্রদীপ আর একটা কিনে নিল, কারণ শ্রীলার সত্যিই স্থবিধে হয় টুসিটার একটা পেলে। রোজ ট্যাক্সির খরচ বেচারি বিভূতি যোগাড় করবে কোথেকে? মোটে তিনশো মাইনে। তবু তার থেকে পঞ্চাশ টাকা পাঠাত শ্রীলাকে ফি-মাসে—পিন্-মনি। এর বেশিও পাঠাত কখনো কখনো। কিন্তু একশোর বেশি পেরে উঠত না কোনো বারই। কারণ তার পোষ্য তো কম নয়: মা, দু-ভাই, এক বিধবা খুড়ি, আরও ছোটখাট কত—! প্রদীপ না থাকলে শ্রীলাকে ভরসা ক'রে ও বিলেত পাঠাতেই পারত না। ওকে মোটর হাঁকানোও শিখিয়েছিল তো প্রদীপই। এজন্যেও বিভূতি ভারি খুসি—কৃতজ্ঞ: প্রদীপের মতন বন্ধু বহুভাগ্যে মেলে—একথা সে কতই বলত,—তবু আশ যেন আর মিটত না—ব'লে।

কিন্তু শ্রীলা এসব নিয়ে মাথা ঘামাত না কোনোদিনও। সে প্রকৃতিতে নব্যা যে। কৃতজ্ঞতা হ'ল ওল্ড-ফ্যাশন্‌ড্। নিজের সম্পর্কে এ-নিয়ে প্রদীপের ক্ষোভ সত্যিই কখনো হ'ত না। কারণ শ্রীলার কাজে আসতে তার এত ভালো লাগত যে, কৃতজ্ঞ বোধ করত সে-ই। কিন্তু ডায়ানার বেলায়ও যে শ্রীলা একেবারে উদাসীন কৃতজ্ঞতা সম্পর্কে—এটা ওকে না বেজেই পারত না। আর যে-ই ভুলুক সে তো ভুলতে পারে না—শ্রীলাকে গ্রাসমিয়ারে এমন স্থন্দর কুটীরে এত যত্নে রাখা সম্ভব হয়েছিল

শুধু ডায়ানারই জন্যে। আর এজন্যে ঋণ তো শ্রীলার চেয়েও বেশি প্রদীপেরই।—ডায়ানার কী মাথাব্যথা শ্রীলার শরীরের জন্যে? সে তো শুধু প্রদীপের কথা ভেবেই তার বান্ধবীকে ডেকেছিল এমন স্বপ্নপুরে অতিথি হ'তে। আর আতিথ্য ব'লে আতিথ্য!—ওদের জন্যে নিজে-হাতে রাঁধত—এমন কি ওদের সঙ্গে বেড়াতও না পারত-পক্ষে—ওদেরি পরিচর্য্যার সুরাহার জন্যে।

না-বেড়ানোর মধ্যেও কিন্তু এক ইতিহাস ছিল। প্রদীপ লক্ষ্য করেছিল—ডায়ানা ওদের সঙ্গে বেড়াতে এলেই শ্রীলার প্রফুল্লতার অর্দ্ধেক যেত উবে। প্রথম প্রথম এ ও তা ব'লে সে ডায়ানাকে বোঝাত, কিন্তু বুদ্ধিমতী ডায়ানা অত সহজে ভুলবার পাত্রী নয়। তাই তো ওরা সম্প্রতি যখন মাঝে মাঝে হ্রদে-নদীতীরে, সিল্‌ভার হাউয়ে, বাউনেসে, ডভ কটেজে বেড়াতে যেত তখন ডায়ানা কোনো না কোনো ছুতোয় প্রায়ই হয় অন্তর্হিত হ'ত, না হয় থাকত বাড়িতেই। আজও সে সঙ্গ নেয়নি ওদের ওই জন্যেই,—বাড়ি ব'সে ওদেরই জন্যে স্বহস্তে রেঁধে রেখেছিল ক্যারি জাতীয় জিনিষ যা শ্রীলা ভালোবাসে। শ্রীলা একে নিরামিষাশী, তার ওপর শুকনো অতৈলাক্ত মশলাহীন জিনিষ মুখেও দিতে পারত না—কোনোদিনও না।—মেয়েরা সব রকম আবেষ্টনীতে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয় বলে কে? ওদের মতন পরিবর্ত্তন-বিরোধী কন্স্‌র্ভেটিভ জাত দুটি আছে জগতে? এমন কি কেম্ব্রিজেও শ্রীলা ইকমিকে রোজ ভাত রেঁধে খেত!—ভাবা যায়? প্রদীপ তো প্রথম শুনে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু পরে চর্ম্মচক্ষে দেখেশুনে না বিশ্বাস ক'রে আর করে কি? নিজের অভ্যাস সে যথাসাধ্য বজায় রেখেছিল—বিলেতেও। কম বিপন্ন হ'তে হ'ত ওকে নিয়ে প্রদীপের?

সত্যি, শ্রীলাকে নিয়ে ওর দুর্ভাবনার সীমা ছিল না। শ্রীলা বাপমার

একমাত্র মেয়ে—আদরিণী—নানা পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণা—"ব্রিলিয়াণ্ট" যাকে বলে। "সিন্টিলেটিং"—বলত ওকে প্রদীপ ও তার সাঙ্গোপাঙ্গ সবাই। নিজের হাতে চা পর্য্যন্ত ক'রে খায় নি শ্রীলা কোনোদিন। কেম্ব্রিজেও সে অন্য অনেক মেয়েদের চেয়েই বিলাসে ছিল। তার জন্যে অবশ্য প্রদীপই অনেকখানি দায়ী। ওর রান্নাবাড়ার সাজ-সরঞ্জাম, এটা ওটা সেটা যোগানো এসব প্রদীপই করত নানা ছুতোয়! শুধু তাই? অক্সফোর্ড থেকেও চকলেট, কফি, মাখন—এমন কি শাকসবজিও পাঠাত শ্রীলার খরচের সাশ্রয় হবে ব'লে।—এজন্যেও বিভূতির গদ্‌গদ কৃতজ্ঞতার অবধি ছিল না। কৃতজ্ঞতা যে তার মজ্জাগত। কেউ কিছু করলে হয়। আশ্চর্য্য, শ্রীলা কিন্তু ঠিক উলটো!—কেউ ওর জন্যে কিছু করলে ওর কোনোদিনও মনে হ'ত না—সেটা দান—ভাবখানা : এ-সবই যেন ওর জন্মস্বত্ব। ছেলেবেলার শিক্ষা : বুদ্ধিমতী বটে, কিন্তু—স্পয়েল্ট চাইল্ড—যার রাস নাম। সেইজন্যেই না ওকে নানা ভাবে সাহায্য করা প্রদীপের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। অন্য কেউ হ'লে কি প্রদীপের প্রিয় বেবি অস্‌টিনটা এমন অম্লানবদনে নিতে রাজি হ'ত—প্রদীপকে আর একটা মোটর কিনতে বাধ্য ক'রে! না—এসব যে ওর দরকার—সুতরাং নিতে বাধা কি!—এই ধরণের একটা ইসারা ছিল ওর মনের গহনে।—আরও কম্যুনিস্‌ম্ প'ড়ে জোর পেত এ-মন। কম্যুনিসমের শ্রমদীক্ষায় নয় অবশ্য : "প্রত্যেকে চাইতে পারে যা তার দরকার" এই সোশ্যালিষ্ট দীক্ষায়।

আসলে ছেলেবেলা থেকেই স্বাস্থ্য ওর একটু ডেলিকেট হওয়ার দরুণই যে ওর অধিকার জন্মে গিয়েছিল—অপরের সেবা নেবার, শুশ্রূষা পাবার—বিশেষ, ওর পুরুষ যজমানদের কাছ থেকে।—কম্যুনিষ্ট সমর্থন ছিল ওর যুক্তি-মনের যাকে বলে র‍্যাশন্যালাইসেশন—একথা জানত প্রদীপ বিলক্ষণই। জানত যে, এ-সবের মূল কারণটা ছিল আকৈশোর

শ্রীলার পূজার্ঘ্য-স্তবস্তুতি পাওয়ার অভ্যাস—ওর পুরুষ সেবায়েৎদের কাছ থেকে। আর যেহেতু প্রদীপ ছিল এদেরই রিং-লীডার—মোহান্ত, সেহেতু ঝক্কি সে সবচেয়ে বেশি বইবে না তো বইবে কে! দেবীর অশ্রান্ত দেবিয়ানার মর্য্যাদা সেবাদাস রাখবে না তো রাখবে কোন্ জন?

প্রদীপেরও দোষ ছিল? বটেই তো। একহাতে তালি বাজে কবে? স্বভাব-প্রশ্রয়ী নয় যে-সিন্ধবাদ—তার কাঁধে চাপে কোন্ নাছোড়-বন্দিনী? প্রদীপের আকৈশোর দুর্ব্বলতা: সুন্দরী—বিশেষ সুকণ্ঠী মেয়ের আবদার শোনা—হুকুম তামিল করা। শ্রীলা দুই-ই। কণ্ঠে ওর যদিও বাজত বীণার সুরে জলদমন্দ্রই বেশি—তবু স্বরটা এ—ত মোলায়েম, মানে কণ্ঠের স্বরখানি—যাকে ধ্বনি-বিজ্ঞানে বলে টিম্‌বার—! দুঃখ এই—শ্রীলা গাইতে জানত না। কিন্তু গান ও বুঝত—অন্তত ওর সেবায়েৎ পাণ্ডা পুরুতরা জয়ধ্বনি সহকারে বলত—শ্রীলা 'সাবাস ক্রিটিক।' আর কে না জানে—এ-যুগে স্রষ্টার চেয়ে ক্রিটিকের কদর বেশি?—সুতরাং এমন মোহিনীর আবদার যে শাপে—বর, দুর্ভোগে—বিলাস। তবু কখনো কখনো একটু বেশি রকম দুঃসহ হত যখন—ডায়ানার কাছে বলত প্রদীপ—হৃদয়-দুয়ার খুলে। কিন্তু দরদ পেত কই? ডায়ানা যে দস্তুরমত অ্যাডমায়ার করত শ্রীলার নেবার ক্ষমতাকে। নেপোলিয়ানের কথা: যা আমাদের নেই তাই তো আমরা করি অ্যাডমায়ার। শ্রীলার নেওয়া তো নেওয়া নয়—বলত ডায়ানা হেসে—দেওয়ারও বাড়া। এ যেন ওর সহজাত নৈপুণ্য—ও যেন জন্মেছেই নিতে, দিতে যারা জন্মায় তাদের দলে ওকে ফেললে চলবে কেন? "এ কি সোজা ক্ষমতা প্রদীপ," ডায়ানা বলত প্রায়ই, "যে, ও যখন চাইত—তখনও লোকের চোখে ও ছোট হ'ত না, হ'ত মহীয়সী? লোকে দিয়ে ধন্য হয়—ও চেয়ে ধন্য। নমুনা একটা দেখালে বটে!" শ্রীলা-

বিনিন্দিত হল যে-ডায়ানার কথার মধ্যেও ক্রমশ তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠতে চাচ্ছে এ-কথা ব'লে কিন্তু ওকে ঠাট্টা করার জো ছিল না। করলে ডায়ানা আপত্তি ক'রে কথার মোড় দিত ফিরিয়ে। বলত : "না প্রদীপ না, বিশ্বাস কোরো : শ্রীলার চাওয়ার মধ্যে নেওয়ার মধ্যে যে-একটা অনবদ্য আর্ট রয়েছে—আমি তাকে মনে প্রাণে বলি ইম্পেকেব্‌ল্‌—কেন না তাকে সুন্দরের কোঠায় ফেলা চলে।" বিশেষ ক'রে প্রদীপ ও শ্রীলার আদান-প্রদানে—বলত ডায়ানা। ওরা দুজনে যেন পরস্পরের দোসর—complement : একজন দিত স্বভাবে, নিত অকুণ্ঠে। "অবিশ্যি, তোমার কাছ থেকে নেওয়ায় যে খুব বেশি বাহাদুরি তা বলছি না" ব'লে ডায়ানা দ্ব্যর্থক হাসত, "কারণ তোমার অভিধানে অপাত্র শব্দটাই নেই। তুমি অন্য সব বিষয়ে একেলে—অলট্রা-মডার্ণ হ'লেও এ-বিষয়ে চুটিয়ে সেকেলে ;—আনাক্রনিস্‌ম্‌ বৈ কি।"

প্রদীপ খুব হাসত এ-ধরণের কথায়। বলত : "তোমার এ-ধরণের ঠাট্টায় আমার মনে পড়ে কার কথা শুনবে!—শ্রীলারই বাগ্দত্ত, আমার বাল্যবন্ধু বিভূতির। সে বলত : 'মনুষ্যকর্ম্মা' মানুষকে রচনা করবার সময়ে থেকে থেকেই হ'য়ে ওঠেন দুষ্টু ছেলে—অশিল্পী—মানুষ করবে কী বলো?—ভদ্রলোক এমন সব উপাদান করেন নির্ব্বাচন—যা কোনো ভদ্রলোক করে না—যা একদম মিশ খায় না।"

ডায়ানা হেসে বলত : "খুবই সত্যি কথা প্রদীপ। আর বিধাতার এ-অশৈল্পিক আচরণের ফলে মানুষটা হ'য়ে দাঁড়ায় হ-য-ব-র-ল। বাধে সংঘাত। বর্ণনা করা এক ফ্যাসাদ।"

—"ফ্যাসাদ কেন?"

—"নয়? ধরো, শ্রীলাকে নিয়ে যদি কেউ গল্প লেখে, বিশ্বাস করবে কেউ? হবে না বিরক্ত? ঘটাবে যে সে অহরহই অঘটন—অপ্রত্যাশিত।

আর্টের ইনএভিটেবিলিটির হবে গঙ্গাযাত্রা, নয় কি? বলো তো বুকে হাত দিয়ে? এ শ্রীলাকে কটাক্ষ নয় প্রদীপ, সত্যিই নয়," বলত ডায়ানা হেসে: "শ্রীলার উদাহরণটা দিলাম শুধু তোমাকে বোঝাতে—কেন আমি এই সব ক্রিটিকদের বুলি শুনি আর হাসি: আর্ট আর্ট আর্ট!—কতটুকু ধরে বলো তো বেচারি আর্টের ছোট্ট মঞ্জুষায়? দুটো কড়ি সাজাতে না সাজাতেই ঠাঁই নেই। তাই না জীবনকে বাদ দেবার এত আগ্রহ শিল্পীদের। মানানসই করতে পারবে তারা কোথেকে বলো? They die of a rose in aromatic pain—বলে না?—কিন্তু যেটা পারল না তারই জন্যে দাপাদাপি তাদের কত—লোকে সব সময়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাদের পানে চেয়ে না থাকলে তাদের ওপর কত রকমারি ঠোঁট-ফোলানি, বাইরণী ব্যঙ্গ, অভিমানের বিস্তুবিরস!—মনে পড়ে বাইরণের English Bards and Scotch Reviewersএ তাঁর অপার দুঃখ অপরিমেয় জ্বালা একটু গাল খেয়েই? ক্রিটিকদের বলা—সেই

As soon
Seek rose in December, ice in June;
Hope constancy in wind, or corn in chaff;
Believe a woman or an epitaph,
Or any other things that's false, before
You trust in critics."

শীতে গোলাপ-স্বপ্ন-দেখা, গ্রীষ্মে বরফ চাওয়া,
তুষে খোঁজা শস্য, বলা: "শান্ত হও না হাওয়া,"

* ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা তারা যায়—
সৌখীন সুগন্ধী বেদনায়!—Pope

নারীর কথায় আস্থা রাখা, ভাবা—কবর 'পরে
পাষাণ-ফলক-স্তুতিও সব সত্য,—চরাচরে
মিথ্যে আর যা যা আছে—সব বিশ্বাস কোরো, শুধু
ভুলো না ভাই—ক্রিটিক যদি ঝরায় বচন-মধু।

প্রদীপ বলত হেসে: "অথচ দেখেছ ডায়ানা যে, যাঁরা সব চেয়ে বেশি প্রশংসা পেয়েছেন তাঁরাই সব চেয়ে বেশি অকৃতজ্ঞ—স্পর্শকাতর? জীবদ্দশায় বাইরণের মতন প্রশংসা পেয়েছে জগতে কোন্ কবি? সমস্ত য়ুরোপ যাঁর কাছে ছিল নতজানু—শেলি উচ্ছ্বসিত—এমন কি দ্রষ্টাপুরুষ কবীন্দ্র গেটেও যাঁকে বলেছিলেন: "Byron issues from the sea-waves ever-fresh?" †

ডায়ানা বলত: "তাই তো এত দুঃখ আমার প্রদীপ। আর্ট আর্ট ক'রে মাতামাতি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ফ্যাশান এ-যুগে, ঢাক পেটানো যে, আর্ট মানুষকে দেবতা করে। কিন্তু দেবতা হয়েছে কি একটা মানুষও কোনোদিন—শুধু আর্টের সাধনায়? আর্টিষ্টকে অস্বীকার করছি না: মানি তাঁরা জীবনকে দিয়েছেন দেওয়ার মতন অনেক কিছুই। তার জন্যে কৃতজ্ঞ নয় কে? কিন্তু প্রফেট ঋষি ব'লে তাঁদের মাথাটি খাওয়া কেন?" বলতে বলতে ডায়ানা ঈষৎ উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠত: "তাঁরা করেছেন কি? প্রাণান্ত পরিশ্রম ক'রে জগতের এক কণা আলো এক বিন্দু ছায়া, এক রত্তি দুঃখ আধ রেণু সুখ, এক কাহণ ঝড় এক ক্রান্তি নীলিমা—মিশিয়ে কোনোমতে দু-চারটে ছবি করেছেন খাড়া।"

প্রদীপ অন্তর্টিপ্পুনি দিয়ে বলত: "ডায়ানা, তর্কের ঝোঁকে শুধু

† তুফান-তরঙ্গ হ'তে বাইরণ যেন বাহিরায়
চিরদিন অনাহত দীপ্রকান্তি—আলোকমালায়।

আমরাই বাড়াবাড়ি করি না, তোমরাও করো—দেখছ?—নইলে ভুলে যেতে না যে, এ জোড়া-তাড়া দেওয়া ছবির দাম তোমার কাছে কতখানি। শিল্পের সব ত্রুটি সব অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও তার কাছে পাই আমরা সত্যিই এত—"

ডায়ানা আরও উদ্দীপ্ত হ'য়ে বলত: "পাই—এ-কথা অস্বীকার করছে কে শুনি? নীল আকাশের ছোপ যখন ক্যানভাসে দিই মেলে বৈ কি তার একটু ছোঁয়াচ। তাই তো আর্টের করি আদর। কিন্তু পাই কতটুকু বলো তো এতে? ঐ মেঘটার কিনারায় সবুজ রঙের সঙ্গে মিশেছে নীল, আপ্রাণ চেষ্টায়ও কি ধরতে পারি ওকে তুলিতে? আর্ট!—ছোট্ট চতুঃসীমা, বেচারি গণ্ডি—শুচিবায়ুগ্রস্ত ভয়কাতুরে শিশু—কিন্তু জাঁক কত: জীবনকে এক সে-ই জেনেছে এঁকেছে বুঝেছে। বোঝে না যে, বহু চেষ্টা ক'রে গুল্ম ব্যাঙের-ছাতা কাদা ধোঁয়া কাঁটা আগাছা বাদ দিয়ে কোনমৎ-প্রকারে একটা ফিলসফি সে খাড়া করে—মৌমাছিদের মতন বাঁধে চাক। কিন্তু হায় রে, এতটুকু ঝড়, এতটুকু ঝাপ্টা—অমনি সব একাকার—কোথায় বা তার ফিলসফি, আর কোথায় বা তার বীর্য্য—হয় বাইরণের মতন কেঁদেই সারা: 'Ah happy years! once more who would not be a boy?' * না হয় শেক্ষপীয়রের মতন হা-হুতাশেই বিভোর: Life's a tale signifying nothing. † না প্রদীপ,"—ডায়ানা বলত ঘাড় নেড়ে: "আমি চাই না এই ধরণের হা-হুতুশে আর্ট। ওয়র্ডসওয়র্থকে আমার ভালো লাগে তাঁর আর্টের জন্যে তত নয়—যত

* অতীত সুখের যুগ! কোন্ হিয়া হায়,
তোরে স্মরি' ফিরে শিশু হ'তে নাহি চায়!

† এ জীবন এক শূন্য কাহিনী হায়,
সার্থকতারে কে কবে সেথায় পায়?

তাঁর চিত্তস্থৈর্য্যের জন্যে—ব্যালান্সের জন্যে। শুচিবায়ু তাঁর ছিল না ব'লে। সবচেয়ে বেশি : ওয়াটসনের ভাষায় তাঁর ছিল—'gift of rest' ব'লে।"

সত্যি। শ্রীলার মধ্যে সবচেয়ে অভাব যে এই স্থৈর্য্যেরই—এই ব্যালান্সেরই—এই বিশ্রামের। তাই না ওকে নিয়ে এত মুস্কিল। ও শাসনের বাইরে।—তাছাড়া প্রদীপ ওর "বিবেক-রক্ষকও" তো নয়—তার ওপরে এত নিঃসহায় যখন। বাইরে দেখতে যেমন বেপরোয়া—ভিতরে কি ঠিক তেম্‌নি পরবশ? 'স্বাবলম্বন' কথাটাই নেই ওর অভিধানে। আহা! নিজের মুড মেজাজ খামখেয়ালের দম্‌কা হাওয়াই যার কম্পাস তার জীবনতরীর অবস্থা কী? ভাবতেও দয়া হয়। অথচ দয়া প্রকাশ করাও চলে না। ওকে সাম্‌লে চলতে হবে অথচ দেখাতে হবে ও স্বাধীন—ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা বৈ কি। এতে অনারামই পনের আনা, অথচ তাতেই না আরাম! উদ্বেগেই তৃপ্তি। বিশেষ যে-মেয়ে এমন নয়ন-মনোহারিণী! মনে পড়ে এনশেণ্ট ম্যারিনারে কোলরিজের "Red as a rose is she" *—সেদিনও পড়ছিল ওরা তিনজনে ডভ কটেজে। মনে হচ্ছিল ওর—সত্যিই যেন শ্রীলার উপমা। ও চকিত কটাক্ষ করেছিল এ-লাইনটি প'ড়েই ওর দিকে। শ্রীলার গাল দুটি উঠেছিল লাল হ'য়ে—গোলাপ ফুলেরই মতন। মনে পড়ে: ডায়ানার সঙ্গে চোখোচোখি হয় ঠিক এই মুহূর্ত্তেই, আর তাতে ওরা কী অস্বস্তিই না বোধ করেছিল! কেন যে সন্ধ্যা হয় শুধু সেখানেই যেখানে বাঘের ভয় সবচেয়ে বেশি—!...

সত্যি, অস্বস্তি ওর চিরসাথী—শ্রীলার। যেখানে যায় সেখানেই

* রাঙা সে—গোলাপ-নিভা।

ওকে কেন্দ্র ক'রে বয় ঝড় তুফান অনারাম। দেখতে ও যেমন স্নিগ্ধ আবহ ওর কি তেম্‌নি আবর্ত্তসঙ্কুল! কিন্তু তবু—"Red as a rose is she!" আর্দ্র রসনায় আবৃত্তি করে প্রদীপ। মানতেই হবে! ওর যত দুর্নামই থাকুক না কেন, ওর এক অতীত জন্মে ও যে সমুদ্র-মন্থনের সময় উঠেছিল সিন্ধু ফুঁড়ে সে-বিষয়ে মতদ্বৈধ ছিল না ওর শত্রু-মিত্রের মধ্যে। কেবল মিত্রেরা বলত—ওর হাতের ভাণ্ডে ছিল সেই পদার্থ যার প্রসাদে জীব হ'ল শিব, শত্রুরা বলত—সেই নীল পদার্থ, যার কল্যাণে শিব হ'লেন জীব। তবে শত্রুরা স্বভাবদুর্ম্মুখ নয় কবে? যেটা বড় কথা সেটা এই যে, ওর মিত্রপক্ষ এসবে কান দিত না। আর মানুষ ঘর করে মিত্রকে নিয়েই। এদেরই দলপতি ছিল বিলেতে—প্রদীপ—বলা হয়েছে।

কিন্তু গ্রাসমিয়ারে তবু শ্রীলাকে সে কখনই আনত না। গভীর অনিচ্ছা ছিল তার—ডায়ানার কাছে ওকে আনতে। কিন্তু এমনিই বিচিত্র ব্যাপার যে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রদীপের কৌতূহলেরও অবধি ছিল না—দেখতে ওদের মুখোমুখি ক'রে। তাই সে প্রথমটায় একটু কিন্তু কিন্তু ক'রেই আধ-অনিচ্ছায় আধ-আগ্রহে রাজি হয়েছিল—যখন শ্রীলা তাকে চেপে ধরে। প্রদীপের কাছে না হোক অন্য অনেকের কাছে গ্রাসমিয়ারের "রিট্রীট"-রহস্য সম্বন্ধে কানাঘুষো কিছুই ও শোনে নি কি আর?

হোটেলেই উঠত ওরা, কিন্তু গ্রাসমিয়ার ছোট জায়গা, হোটেল তেমন সুবিধের নয়। তাছাড়া গ্রাসমিয়ারে এসে "রিট্রীট" ছাড়া অন্য কোথাও থাকার কথা ভাবাই যায় না। সাত পাঁচ ভেবে সব কথা লিখল ডায়ানাকে দুর্গা ব'লে। তৎক্ষণাৎ সে সানন্দে ওদের দুজনকেই করল নিমন্ত্রণ। "এক মাস—অন্তত তিন সপ্তাহ—থাকে যেন ওরা এসে,

ডায়ানা তার যথাসাধ্য করবে, আশা করে কষ্ট হবে না”—ইত্যাদি ইত্যাদি। সৌজন্যের কমি হয় নি।

সত্যি, গত ক'দিনে ডায়ানা কী যত্নই না করেছে ওদের! শেষটায় ওদের সঙ্গে বেড়ানো পর্য্যন্ত ছেড়ে দেওয়ার উপক্রম। তবু প্রদীপ ডায়ানাকে একবারও জিজ্ঞাসা না ক'রে ব'লে বসল কেন ট্রসাক্‌সে যাওয়ার কথা—দুজনে মিলে? ওর মনের মধ্যে কোথায় একটা সূক্ষ্ম ধিক্কার উঠে' টুকরো মেঘের মতন আনুষঙ্গিক সঙ্গীদের নিয়ে কেঁপে ওঠে। আর সবচেয়ে জাগে ভয়। যদি কথায় কথায় শ্রীলা ডায়ানার কাছে ফাঁশ ক'রে দেয় এ-কথা? এ-ধরণের কথা—শুধু এ-ধরণের কেন, কোনো ধরণের কথাই—কি ফাঁশ না ক'রে থাকতে পারে মেয়েরা? …কিন্তু ডায়ানা শুনলে কতখানি বেদনা পাবে?…আহা!

বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করে। স্তব্ধ রাত্রি। বাইরে থেকে থেকে দম্‌কা ভিজে হাওয়ার ঝাপ্‌টায় গাছের পাতা উঠছে ঝর্‌ ঝর্‌ ক'রে। কী আবেশময় যে লাগে এ মর্ম্মর ওর কাছে—!…কিন্তু আজ কোথায় যেন এ-মাধুর্য্যের মধ্যেও ফুটে ওঠে একটা ম্লানিমা!…আশ্চর্য্য, একই ধ্বনির মধ্যে কান কত কী শোনে—বহুরূপী মনের ভোল-বদ্‌লানোর দরুণ!—প্রদীপ ভাবে।

ভাবে—কত কী। ভাবনা কি একটা!—এই ডায়ানা। ইংরেজ মেয়ে এমন হয় কে জানত? সুন্দরী নয়। শ্রীলার পাশে দাঁড়াতেই পারে না। এমনকি, শ্রীমন্ত মেয়েও নয়। তবু—কী বলবে?—লাবণ্যময়ী? না, লাবণ্য বলতে মুখশ্রী ও দেহশ্রী আসেই। হ্যাঁ, বলবে—অসঙ্কোচে বলবে—মাধুর্য্যময়ী মেয়ে! নিটোল—স্নেহে সেবায় হাসিতে গল্পে!… আর কী সুন্দর আঁকে!…গ্রাসমিয়ারে বৃদ্ধ রুগ্ন কাকার সঙ্গে একেবারেই

একলাটি থাকে তো—কিন্তু কী হাসিমুখে! দিনের পর দিন রান্না-বাড়া, বাদবাকি সময়টা কাটে বই প'ড়ে, কবিতা লিখে ও ছবি এঁকে। তাই মুখে ওর ফুটে উঠেছিল এই নির্জ্জনতার শান্ত প্রতিচ্ছায়া—নির্বাত হ্রদবক্ষের নিবিড় স্তব্ধতা। হ্রদের কাছে থেকে থেকে ওর নীল চোখে ছোঁয়াচ লেগেছিল তার নিস্তরঙ্গতার—মঞ্জু স্বচ্ছতার। জড় প্রকৃতির ছোঁয়াচ যে দেহে মনে লাগে তা কি কবি ওয়ার্ডসওয়ের্থ এত গভীর ভাবে অনুভব করতে পারতেন—যদি গ্রাসমিয়ারে ন' বছর না কাটাতেন? প্রকৃতি বদলায় না? কে বলে? না বদলালে দার্জ্জিলিঙের সে চল-চঞ্চলা আজ এমন ধীরা মৌনা স্নিগ্ধা হ'ল কেমন ক'রে? প্রতিবারই ও এসে দেখে ডায়ানা আরও শান্ত, আরও স্নিগ্ধ, আরও নিটোল হয়েছে। আর শুধু কি সুষমাময়ী? কী কৃতজ্ঞ প্রকৃতি!...কবে ওকে প্রদীপ তুলেছিল সেই খটা থেকে—সেকথা ও আজও উল্লেখ করে—সুযোগ পেলেই। পুরুষরা নারীর চোখকে এত ভালোবাসে কেন? আয়না যে—নারীর নয়নতারা। সেথায় ফলে সবচেয়ে বেশি ঝলমলিয়ে তার পৌরুষের প্রতিভাস।

ডায়ানার চোখে প্রদীপ যে দেখত নিজের হিরোর রূপ। ওর মুখে কবিতা শুনতে শুনতে বাজত ওর কানে নিজের প্রাণের কবিত্বের ঝঙ্কার—সে-কাঁপনে ডায়ানাও দিত সাড়া—যাতে ও আবার করত প্রতিধ্বনি ...এম্‌নিই চলত আত্মপ্রসন্নতার ধ্বনিতরঙ্গ, যেমন দুটো আয়নার ফলে একটা দীপেরই প্রতিচ্ছায়ার পর প্রতিচ্ছায়া। তাই বুঝি ও বার বার আসত গ্রাসমিয়ারে? হয়ত তাই। কারণ সত্যিই তো ডায়ানার সঙ্গে ওর কোনো কিছু জটিল আবেগের সম্বন্ধ হয় নি—অন্তত প্রদীপের দিক দিয়ে নয়—ডায়ানার কথা সে-ই জানে। কিম্বা হয়ত সে-ও জানে না। জানুক বা না জানুক, কোনো বিপদের সম্ভাবনা ছিল না। তাই না ও

এত অবাধে আসত। তাছাড়া এ পৌরুষ-পরুষ বিদেশে অন্তঃপুরিকার—বিশেষ তরুণী বান্ধবীর—হাতের সেবা, মুখের হাসি, প্রাণের প্রীতি, চোখের আলো—এ ভালো না লাগে কার? প্রদীপ সত্যই বড় স্নিগ্ধ বোধ করত ওর আতিথ্যে। সার ফ্রান্সিসের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হ'ত ক্বচিৎ—নাম মাত্র। তিনি প্রায় একলাই থাকতেন হয় নিজের হট-হাউসে বাগান নিয়ে, না হয় নিজের লাইব্রেরিতে তাঁর বৃহৎ Indian Reminiscences অথবা Sports in the Tropics লেখা নিয়ে। কাজেই প্রতিবার প্রদীপ ও ডায়ানা মুক্তপক্ষ শুকসারীর মতন তর্কাকাশে উড়ে বেড়াত নিঃসমাজ প্রাসমিয়ারে। তর্ক থামলে, হ্রদে কুঞ্জে বনে—বিশেষ ক'রে ওয়র্ডসওয়র্থের ডভ কটেজে। কিম্বা রাইডাল মাউণ্টে। কতবার যে গেছে ওরা এই দুটি কুটীরে। কতবার যে পড়েছে সিল্‌ভার হাউয়ে ব'সে কবির Tintern Abbey-র কাছে ব'সে লেখা সেই অপূর্ব্ব কবিতাটি···প্রায় মুখস্থ হ'য়ে গেছে যে ওর কত লাইন :

These beauteous forms
Through a long absence have not been to me
As is a landscape to a blind man's eye!
But oft in lonely rooms, and 'mid the din
Of towns and cities, I have owed to them
In hours of weariness, sensations sweet,
Felt in the blood, and felt along the heart;
And passing even into my purer mind···

Nor less, I trust,
To them I may have owed another gift
Of aspect more sublime: that blessed mood,

In which the burthen of the mystery,
In which the heavy and the weary weight
Of all this unintelligible world,
Is lightened······

নিসর্গ-সুষমা-কান্তি ব্যর্থ রয় যেমন অন্ধের
নেত্রপথে—এই সব সান্দ্র রূপতনু সেইমত
বর্ষ বর্ষ ব্যবধানে হয় নি তো ব্যর্থ মোর কাছে !
পৌরজন-কোলাহলে স্তব্ধ কক্ষে ক্লান্ত লগ্নে আমি
লভেছি তাদেরই বরে আন্দোলিত মধুর স্পন্দন
কম্প্র রক্তে, হৃদি-ছন্দে—অনুভবে, তা'রা শুভ্রতর
চিন্তালোকেও যে মোর মিশে গেছে আত্মবিসর্জ্জনে।···
লভেছি তাদেরই বরে অন্তর্গূঢ় চেতনায় আমি
দীপ্ততর অবদান : অন্তরের সে-ধন্য উদ্ভাস—
প্রসাদে যাহার এই দুর্জ্ঞেয় বসুন্ধরার ছায়া-
রহস্যের অবগুণ্ঠ হয় স্বচ্ছ, কল্যাণে যাহার
জীবনের অন্তহারা শ্রান্তিভার হয় সহনীয় !

কতবার পড়েছে আর্দ্রচিত্তে হ্রদবক্ষে বা বেল আইল দ্বীপে তাঁর Simon Leer-এর

I have heard of hearts unkind, kind deeds
With coldness still returning :
Alas ! the gratitude of men
Have oftener left me mourning.

শুনেছি : কতই বিমুখ কঠিন হৃদয় আছে—
মধুরতা-প্রতিদানে যারা রয় হিম-কঠোর ;

হায়, মানবের কৃতজ্ঞতাই বেদনা বাজে
সব চেয়ে মোর অন্তরে, ঝরে নয়নলোর।

সত্যি। ঐ অসহায় দুর্ব্বল কাঠুরের গল্পটির মাধুর্য্য এ-ভাবে ও কি বুঝতে পারত কোনোদিন—যদি না ওয়র্ডসওয়র্থের কুটীরের উপান্তে ব'সে ঐ পাইন গাছটার নিচে ডায়ানার সংযতাবেগ কণ্ঠে শুনত প্রথম এই কবিতাটি? "কবিতা তো নয়—যেন একটি ছবি"—বলত ডায়ানা প্রতিবারই—পড়তে পড়তে। অসহায় কাঠুরে কত চেষ্টা করল তবু গাছের গুঁড়িতে কুড়ুলের দাগও বসল না। ওয়র্ডসওয়র্থ যাচ্ছিলেন সে পথ দিয়ে—তার হাত থেকে কুড়ুল নিয়ে দু তিন কোপেই গুঁড়িটা দিলেন ফেলে। কতটুকু শ্রম হ'ল তাঁর? "তবু বৃদ্ধ কাঠুরে এতেই কৃতজ্ঞতায় একেবারে ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ভাসিয়ে দিল! কী সুন্দর! কৃতজ্ঞতা যে মধুর—জানে সবাই। কিন্তু তার মধ্যেও যে বিষাদের এমন পুণ্য গন্ধ আছে এ সত্যটি কবি ওয়র্ডসওয়র্থের আগে কে এমন ক'রে এঁকেছে? মানুষ মানুষের জন্যে কতটুকু করে—তবু যে-হৃদয় এ-ঋণ স্বীকার করে সে এ-স্বীকারের ঔদার্যে, কোমলতায়, মাধুর্যে কী আনন্দ-আবহই না গ'ড়ে তোলে নিরানন্দ লোকে! শ্রদ্ধার্হ যে তাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া—এ কত সুন্দর, কত সার্থক বলো তো প্রদীপ!" বলত ডায়ানা যে কত ভাবেই—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে!……

প্রদীপ কখনো কখনো ইচ্ছে ক'রেই আপত্তি করত: "কিন্তু শুধু আনন্দের কথাই কি তোমার মনে হয় ডায়ানা? হৃদয় কি ভারি হ'য়ে ওঠে না ভাবতে যে, এত অল্পে মানুষ মানুষকে সুখী করতে পারে জেনেও সে ব'সে থাকে হাত গুটিয়ে?" প্রতিবাদ ক'রেই সে ডায়ানার মনটির পরশ পেত বেশি—তাই অনেক সময় ওর কথায় সর্ব্বতোভাবে সায় দিলেও ওকে উস্কে দিত দুষ্টুমি ক'রে।

ডায়ানা বুঝতে পারত না ; হাসত ব্যঙ্গ-হাসি, কিন্তু অস্নিগ্ধ নয়। "হাত গুটিয়ে ব'সে থাকা ছাড়া সে করবে কী প্রদীপ ?" বলত সে : "ভুলে যাচ্ছ যে, এ-সব নিয়ে ভাবাই হ'ল এ-যুগে সেন্টিমেণ্টালিটির চূড়ান্ত—ভাববিলাস। কেন না এরা হ'ল আবছা—সুতরাং মিথ্যে, সত্য হ'ল শুধু স্ফীতকায়া প্রত্যক্ষেরা : কর্ম্মের ধোঁয়া, ধূলো-বালির ঝড়-ঝাপটা, শক্তির অপচয়—লোভে নেশায় দাবিতে।

—"জানি, কিন্তু দুঃখ হয় যে তবু।"

—"কেন প্রদীপ ? যে-সুষমাকে বড় কেউই আদর করে না, যে-হৃদয়-বৃত্তিকে অবজ্ঞা ক'রেই মানুষ তার পৌরুষ জাহির করে এতে বেশি—তাকে সেইজন্যেই কি বেশি আদর করতে সাধ যায় না তোমার ?"—একটু চুপ ক'রে থেকে কখনো বা বলত হঠাৎ : "প্রদীপ, এ-সংসারে টাকা যশ দেহসুখ নিয়েই সবচেয়ে বেশি কাড়াকাড়ি, সফলতারই সবচেয়ে বেশি বাজারদর। জীবনকে কষে সবাই ত্বরিৎকর্ম্মার স্পীডোমিটার দিয়ে, মাপে হৈ-চৈএর পয়েণ্টারের দুলনি দিয়ে, ওজন করে শক্তির বাটখারা দিয়ে। কিন্তু সেইজন্যেই কি শান্তির মূল্য উজ্জ্বল হয় না ?"

—"কিন্তু শান্তি কতটুকু ডায়ানা ? আক্ষেপই তো হয় বেশি ভাবতে যে, জীবন এমনধারা স্বভাব-অকৃতজ্ঞ, দুঃখই তো জাগে বেশি দেখে যে, গতির ধর্ম্মই হ'ল ভোলা। নিরাশাই তো আসে বেশি অনুভব ক'রে যে, সুন্দর যদি আয়তনে ছোট হয় তবে সে যাবেই পিছিয়ে প'ড়ে। অতীতকে না ছাড়লে সুমুখকে মেলে না ব'লেই কি যত কিছু বহু-তপস্যায়-পাওয়া সম্পদকে যেতে হবে এম্‌নি ক'রে মাড়িয়ে ? সুন্দর যা কিছু, মধুর যা কিছু—তারা বিরল পেলব ব'লেই তাদের ভুলে হাত বাড়াব শুধুই বৃহৎ স্থূলের জন্যে ?—উত্তেজনা আছে শুধু পরিসরেই, ইন্দ্রিয় মানে শুধু

স্থূল প্রত্যক্ষকেই—এই যুক্তি মেনে কোমল সুকুমার কত্র যা কিছু—তারা আয়তনে ছোট ব'লেই তাদের করব অবজ্ঞা ?"

ডায়ানার মুখে ভেসে উঠত চিন্তাবেশের ছায়া: "সময়ে সময়ে দুঃখ আক্ষেপ নিরাশার হাত এড়াতে পারে কে প্রদীপ! শুধু যে অন্ধ—সে, যে অনুভবহীন—সে। কিন্তু এ-সবে ব্যথা-পাওয়ার পরেও একটা সুষমার প্রত্যয়ের রাজ্যে কি প্রতিষ্ঠা খুঁজে পাওয়া যায় না—অন্তত আভাষ কি মেলে না খুঁজলে ?"

—"কী ঠিক বলতে চাইছ ডায়ানা? এসবে যখন নিরাশা আসে তখন সান্ত্বনা পাব কিসে—বলতে পারো ?"

—"ছোট্ট সুষমায়, অনাদৃত মহত্ত্বকে যারা বড় মনে করে তারাই রইল দ্রষ্টা, ও থাকবে দ্রষ্টা—এই কথা ভেবে? মিথ্যার জন্যে ল'ড়ে যে-জয় তাতে আছে উল্লাস—গ্লানি। কিন্তু সত্যের জন্যে ল'ড়ে যে-পরাভব যে-লাঞ্ছনা যে-আনন্দ সে কি শুধুই কবিকল্পনা—মার্টারদের পাগলামি? To fight a losing battle when the cause is right ?* —কৃতজ্ঞতার কথাই নেও না। এতে লাভ কম ক্ষতিই বেশি—কে না মানবে বলো? কারণ কৃতজ্ঞতার ভার চলার পথে বাধা বৈ সহায় নয়। কিন্তু তবু মনে হয় না কি তোমার যে, যে-দুচারজন কৃতজ্ঞ হ'য়ে চায় পিছুপানে—তারা গতির প্রতিযোগিতায় হারলেও হয়ত শুধুই শূন্যতাকে সম্বল ক'রে চলে না—কিছু হয়ত পায়—যা গতিমন্তেরা হারায়? এ যদি না হ'ত তবে ওয়র্ডসওয়র্থের এই কৃতজ্ঞতার ছবি চোখকে এত মুগ্ধ করত কি—হৃদয়কে দিত এমন দোলা? কী দেখছ চেয়ে একদৃষ্টে? যা—ও।" ডায়ানার গাল দুটি সিঁদুর-রাঙা হ'য়ে ওঠে।

* যে-যুদ্ধে সত্যলক্ষ্য তাতে হার নিশ্চিত জেনেও তারই পক্ষে যুদ্ধ করা ?

—"কার্পেণ্টারের একটা কথা মনে পড়ল ডায়ানা—তোমার আপেল-বিনিন্দিত গণ্ড দুটিতে কম্‌প্লিমেণ্ট না, ভয় নেই।"

—"ফে—র? না—" তর্জ্জনী তুলে শাসিয়ে: "ওসব বিষয়ে সাফাইও না—বলো কার্পেণ্টারের কী কথা মনে পড়ল এমন হঠাৎ?"

—"Towards Democracyর ভূমিকার সেই কথাটা যে, ওর সুন্দর চিন্তাগুলি তিনি কিছুতেই ঘরের মধ্যে ব'সে লিখতে পারতেন না—লিখতে পেরেছিলেন শুধু গাছ-পালার আবহের গুণেই। মনে করো রবীন্দ্রনাথের পদ্মাবক্ষের ছিন্নপত্র। এ কি তিনি নিউ-ইয়র্কের আকাশ-আঁচড়া প্রাসাদে ব'সে লিখতে পারতেন কখনো?"

ডায়ানা হাসত: "তা সত্যি প্রদীপ। আমার এইমাত্র কি মনে হচ্ছিল জানো?—আমাদের এসব কথা যদি কখনো কেউ বইয়ে লেখে—লোকে কী হাসিটাই হাসবে—বান্ধবীরা! উঃ, ভাবতে পারো? ধরো যদি কোনো প্র্যাক্টিকাল টকি-ওয়ালা শত্রুতা করতে এসব কথা টকিতে তুলে নিত?" ডায়ানা শিউরে উঠত।

প্রদীপ হেসে বলত: "অত শিহরণের দরকার নেই ডায়ানা। টকিতেও লোকে হাসবে না। কারণ তাতেও শক্তি ব্যয় হয়। 'সময় যে নাই।' তারা শুধু একটা চকিত অনুকম্পার দৃষ্টি হেনে চলবে সুমুখ পানে। ছেলেমানুষিকে ছেলেমানুষি বলতেও যে বান্ধবীদের সময় নষ্ট হয়—জানো না?"

এরকম কত কথাই যে হ'ত ওদের ওয়র্ডসওয়র্থ কোলরিজকে কেন্দ্র ক'রে। সত্যি, ইংলণ্ডের কবিদের, বিশেষ ক'রে ওয়র্ডসওয়র্থকে, ও প্রথম বুঝেছিল ডায়ানার সংস্পর্শে এসে। তাঁর—

It is my faith that every flower
Enjoys the air it breathes.

জলে প্রত্যয় অন্তরে মোর : প্রতিটি কুসুমদল
প্রতি নিঃশ্বাস-সমীরণে হয় আনন্দ-চঞ্চল।

কিম্বা

And bring no book, for this our day
We'll give to idleness.

গ্রন্থ এনো না আজি বসন্তে : আজ মোরা সারা দিন
কাটাব আমন্থর সুখালসে বাজায়ে স্বপন-বীণ।

—ধরণের কথা ওর কাছে হয়ত খানিকটা ভাববিলাসই ঠেকে যেত—যদি না গ্রাসমিয়ারে ওয়র্ডসওয়র্থের কুটীরে তাঁর এসব জল্পনা আবেশ স্বপ্নকামনা পড়ত ওরা একসঙ্গে—পাশাপাশি—বইয়ের ওপর ঝুঁকে—যখন ডায়ানার চূর্ণ কুন্তল ঠেকত ওর গালে, ওর একটা হাত ন্যস্ত থাকত তার কাঁধে।

শ্রীলার পদার্পণের পর থেকে ঘুচে গেছে ওদের দুজনার এই সুন্দর সান্নিধ্য—প্রদীপ ভাবে উদাস মনে।... কত সুন্দর ছিল ওদের এই বন্ধুতা, এই স্নিগ্ধ টান পরস্পরের প্রতি—যাতে নেই আবিলতার বাষ্পও!... কে বলে : শুভ্র স্নিগ্ধতা অনাবিল থাকে না তরুণ তরুণীর মধ্যে?...

থাকে ব'লেই না ওর মনে আজ বিষাদ আসে ছেয়ে, ভাবতে : যে, ডায়ানা কত দূরে স'রে গেছে এক মধ্যবর্ত্তিনীর জন্যে। কিন্তু কই, কোনো অনুযোগই তো করে নি সে! হাসিমুখেই দিয়েছে পথ ছেড়ে। ডায়ানার কথা আজ এ-ত মনে হয়!...ক—ত কথাবার্ত্তার স্মৃতিই যে ফুটে ওঠে—ওর হাসির চাহনির মৌনতার স্নিগ্ধ পরিবেশে—!

প্রদীপ পাশ ফেরে। উঠে বসে। কী সেন্টিমেণ্টাল হ'য়ে পড়ছে ও

আজ ? এতটা তো আগে ছিল না ?—বিশেষ শ্রীলার সখিত্বের পর ওকে কত যে সাবধান হ'তে হ'ত তার হাসি-ঠাট্টার ভয়ে !···ফলে ও কত যে উন্নতি করেছিল পুরুষালি—manly—হাবভাবে !

কিন্তু আজ সে সব যত্নরুদ্ধ স্বপ্নসুর ফের বিদ্রোহী তালেই উঠেছে ফুটে। কেবলই ডায়ানার এই সব আবেশভরা ছেলেমানুষি বিজ্ঞ মেয়েলি কথাগুলো মনে পড়ছে। সম্প্রতি মাঝে মাঝেই এরকম হয় ওর : স্পন্দিত হ'য়ে ওঠে এসব সুর গভীর নিশীথে—মনটা যখন থাকে উঁচু তারে বাঁধা—দিনের আলোয় তারই নাম হয় সেন্টিমেণ্টালিটি—কিন্তু আজকে এ-গভীর রাতেও ওর মনে হয় কেন—ও কেমন যেন ভাববিলাসী হ'য়ে পড়ছে—অজ্ঞাতে ! শ্রীলার জন্যে ?—তা না হয় হ'ল, কিন্তু ডায়ানার প্রতি মনটা ঝোঁকে কেন ? তার কারণও কি ঐ শ্রীলা ? অথচ শ্রীলার কাছে যখন ট্রসাক্‌সে পাড়ি দেবার প্রস্তাব করেছিল, তখন তো ওর মন ঝুঁকেছিল ওরই পানে !···কেন এমন হয় ? পেণ্ডুলামের দোল্‌না না কি মানুষের এই মনটা—এ-মুহূর্তে এক প্রান্তে—পর-মুহূর্তে একেবারে অন্য প্রান্তে !

মনে পড়ে ওর ডায়ানার ফ্রাইংপ্যানে সন্ধ্যাবেলায় অমলেট তৈরি করার কথা ; কাউচে বসতেই ওকে দেওয়া। হঠাৎ মনে হয় : ওর কই মনে হয় নি তো যে, শুধু ওর জন্যেই সে রাঁধছিল—যদি ক্লান্ত বোধ করে সেইজন্যে চায়ের যোগাড় ক'রে রেখেছিল ? আবার মনে প'ড়ে যায় ওর প্রায়োক্তি : "দান শুধু গ্রহণ করলেই হয় না প্রদীপ, চাই তাকে অনুভব করা, চাই ঋণ-স্বীকার করতে শেখা।" ও নিজে স্বীকার করে শতমুখে। কিন্তু প্রদীপ ? কখনো ভাবেও কি তেমন ক'রে এসব ছোট্ট কথা ? এসব মৃদু গুঞ্জনের রেশ কতক্ষণ থাকে ওর মনে ? আর শুধু ছোট্ট রেশই তো নয় : শ্রীলার আগমনীর পর থেকে কি নানা পেলব সুন্দর

ধূপারতির বিসর্জ্জনীও ওঠে নি বেজে? ডায়ানাকে করে নি অবজ্ঞা? অবজ্ঞা ছাড়া আর কী নাম দেবে একে?

এত মনে হয় কেন এসব কথা আজ? কোন্ গোপন উচ্ছ্বাসে মনটা মর্ম্মরিত হ'য়ে ওঠে? কেমন করে? কেনই বা?

হঠাৎ মনে পড়ে: এ-ও বুঝি ঐ শ্রীলারই জন্যে। এবিষয়ে ওরা দুজন বুঝি দুটি আলাদা জগতেরই বাসিন্দা—ডায়ানা ও শ্রীলা—তাই বুঝি?···শ্রীলা শুধু গ্রহণ করতে জানে না—জানে আদায় করতে। সুন্দরী যে সে। তাই সবাই অর্ঘ্য দেয় ওকে উজাড় ক'রে। শুধু অসার যুবকেরা? প্রদীপের মনে কোথায় একটা বিষাদ জাগে। সে নিজেও কি এই অসার ছেলেদের দলবৃদ্ধি করে নি? শ্রীলাকে সবচেয়ে বেশি আদর দিয়েছে কে? প্রশ্রয়? প্রদীপ নিজে না? যখন সে যা চেয়েছে—শুধু হাসি মুখে নয়, সাগ্রহে জুগিয়েছে সে-ই তো সবার আগে। কেন? দেবার আনন্দে? বরাবর তাই ব'লে বুঝিয়েছে বটে মনকে—কিন্তু সত্যই কি তাই? প্রশ্ন ওঠে আজ।···

এ-প্রশ্নকে মনে ঠাঁই দিতেও যে ব্যথা বাজে!···কিন্তু আজ একথা সে অস্বীকার করেই বা আর কী ক'রে? ডায়ানার কাছ থেকে ও যে শুধু নিয়েই এসেছে, দেয় নি বিশেষ কিছু—আজ মনে প'ড়ে যায়। অবশ্য একথা সত্য যে, ডায়ানা কখনো চায় নি। কিন্তু চায় নি ব'লেই ও দিল না এ-ও কি একটা কথা হ'ল? তা তো নয়। ডায়ানার বেলায় —আরও বাজে ভাবতে—ও ছিল বরাবর শুধু পেয়েই খুসি—দেবার কথা মনেও হয় নি। আর শ্রীলার বেলা? কেবলই ও চেয়েছে—চেয়েছে—চেয়েছে—দিতে। ডায়ানার কাছে নিয়েছে পরিচর্য্যা—শ্রীলাকে করেছে সেবা। মানুষ এমন কেন? ডায়ানা রূপসী নয় যে! হায় রে! ব্যথা বাজবে না?

কে—র সেন্টিমেণ্টাল?

কিন্তু মন ওর মানা মানে কই? ব্যথা বাজবে না ভাবতে যে, নিজেকে ও যা ভাবত ও হয়ত তা নয়? শ্রীলার সঙ্গে ওর ব্যবহারে এটা প্রায় ধরা প'ড়ে যায় নি কি আজ? ডায়ানার সেবা যত্ন আদর আতিথ্য স—ব ভুলে শ্রীলার একটুখানি অসন্তোষ—অকারণ অসন্তোষ—এড়াতে ও চায় নি কি স্কটল্যাণ্ডে যেতে—ডায়ানার কথা একটিবারও না ভেবে?—যে-ডায়ানা ওদের সেবার জন্যেই দিনরাত ব্যস্ত, যে-ডায়ানা ওদের সাহচর্য্য অবধি ছেড়ে দিল—শ্রীলাকে প্রফুল্ল রাখতে!

কেন এমন হয়?···

প্রদীপ উঠে বসে বিছানায়। হাত বাড়িয়ে জানালাটা দেয় পূরো খুলে।

এ কী! কিসের গন্ধ? কেয়াফুলের? না তো! সার ফ্রান্সিসের হট-হাউসে কেয়াফুল কোথায়? তাছাড়া বাতাস তো ওদিক থেকে আসছে না?

আসছে—কোত্থেকে তবে এ-গন্ধ?···

আচম্বিতে টের পায়: শ্রীলার ঘর থেকে না?···শুনতে পায় জলের ঝাপটার শব্দ···শ্রীলা মুখে মাথায় জল দিচ্ছে। আর সন্দেহ নেই—সেই গন্ধ—এলোচুলের। বুকের মধ্যে রক্ত ওঠে চঞ্চল হ'য়ে—হঠাৎ। কেয়াফুলের সেই আতরটা—যেটা ও চুলে মাখত। নারীর চুলের চকিত গন্ধে নানা সময়ে নানান্ নেশার ঝিলিক জ্ব'লে উঠেছে বৈ কি ওর মনের মধ্যে, কিন্তু স্থায়ী হয় নি তো কখনো এমন? নিবিড় হয় নি তো কোনোদিন এ-ভাবে?···এ গন্ধে ওর মনে আজ জাগে যে ব্যথা-আনন্দ, ভয়-প্রত্যাশা, উল্লাস-গ্লানি—যুগপৎ!···সংযম হ'য়ে ওঠে যেন দুঃসাধ্য!···এ কী!!···

সুরভি স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে···ধীরে ধীরে।···মাঝে শুধু কাঠের পার্টিশন ওদের ঘরের মধ্যে। স্পষ্ট শুনতে পায় শ্রীলার কিমোনোর খস খস শব্দ। ওঠে···দাঁড়ায় জানলার কাছে।

এক ফালি চাঁদের আলো ঢ'লে পড়েছে ওর ব্যালকনিতে।···

ঐ···শ্রীলা এসে বসল।···ঘুম নেই ওর চোখেও। কেন?

কী ভাবছে ও? প্রদীপ একটু আড়ালে স'রে যায় চাঁদের আলোকে এড়িয়ে।

শ্রীলা—ঐ···তাকায় ওরই ঘরের পানে···চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যায়। ব্যালকনিতে ও বসলে প্রদীপের জানালা দিয়ে ওকে পরিষ্কার দেখা যায়।···কী সুন্দর ও! কিমোনো প'রে ওকে এত উদ্দীপনীও দেখায় চাঁদের আলোয়!···

ঐ সেই গন্ধটা ফে—র!···কেয়ার সঙ্গে অগুরুর মতন গন্ধ না?

মনে ওর মশাল ওঠে জ্ব'লে—দপ্ ক'রে। সে-আলোয় দেখতে পায়—ও···শ্রীলাকেই কি তবে—? উঠে দাঁড়ায়। ড্রেসিং গাউন প'রে নেমে যায় বাগানে—নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে। এ-চিন্তার কণ্ঠরোধ করতেই হবে। ঘরে ব'সে এ ও পারবে না হয়ত। লজ্জায় ওর মাথা কাটা যায়। এত দুর্ব্বল ও—কে জানত? আর এত বড় আবিষ্কার লুকিয়ে ছিল কোথায়—বেরিয়ে এলই বা কাকে উপলক্ষ্য ক'রে?···ছোট্ট একটুকুরো গন্ধ!···কোন্ পথ বেয়ে যে মুখোমুখি হয় নিজের প্রচ্ছন্ন স্বরূপের সঙ্গে!···একটা তুচ্ছ ছিন্ন গন্ধের ভোলা পথে নামে বিদ্যুৎ!··· কে জানত?···

৭

ডায়ানা শ্রীলার পেয়ালায় ঢেলে দিল দ্বিতীয় বার—দার্জ্জিলিঙের চা। আজই সকালে এসেছে কলকাতা থেকে। ডায়ানা আনিয়েছে শ্রীলারই জন্যে। বহুদিন বাদে বিলেতে দার্জ্জিলিং চা পেয়ে শ্রীলা মহা খুসি, বলল: "আজ চলো একটু লেকে বেড়াই প্রদীপ।"—

—"বেশ তো। ধন্যবাদ ডায়ানা। হ্যাঁ, আর এক চামচ—ব্যস্।"

ডায়ানা নিচুমুখে প্রদীপের পেয়ালায় চা ঢালতে থাকে।

শ্রীলা বলল: "আজ কিন্তু তোমায়ও যেতে হবে ডায়ানা—শুধু দার্জ্জিলিং চা আনালেই আতিথ্য-সৎকারের দায়-সারা হয় না।"

প্রদীপ বলে: "হ্যাঁ, আর আজ করব আমরা রিয়াল এক্সকার্শন—যাব অনে—ক দূরে।"

ডায়ানা চম্‌কে মুখ তুলে বলে: "সে কি হয়? আমার কত কাজ—যাও তোমরাই।" মৃদু হাসে "তোমরাই" ব'লে।

শ্রীলা রাগ ক'রে বলে: "সে হবে না। রোজ রোজ আমরা করব বিহার আর তুমি যোগাবে আহার—সেটি হ'তে দিচ্ছি না আর। আজ থেকে এ-ব্যবস্থা রদ, বুঝলে? নইলে—আল্‌টিমেটাম—শ্রীলার প্রস্থান।"

ডায়ানা বিপন্নকণ্ঠে বলল: "কিন্তু আমি না দেখলে শুনলে একলা ডোরা পারে কখনো এসবের ব্যবস্থা করতে?"

শ্রীলা বলল: "বেশ পারে। শুনেছি আগে আগে তুমি ও প্রদীপ কত বেড়াতে—তখন পারত কে?"

প্রদীপ হেসে বলে: "তখনকার কথা আলাদা শ্রীলা। তখন তো তুমি ছিলে না—আমাদের মুখে সব কিছুই রুচত।"

শ্রীলার গৌরবর্ণ মুখ ঈষৎ রাঙা হ'য়ে ওঠে···রাগ করলে এত সুন্দর দেখায় ওকে !···ডায়ানা মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে থাকে।

প্রদীপ ত্রস্ত কণ্ঠে বলল : "কী ? আবার রাগ হ'ল ?"

শ্রীলা চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বিরস কণ্ঠে বলল : "না রাগ হবে কেন ?"

ডায়ানা স্নিগ্ধ হেসে বলল : "এতে মিথ্যে মিথ্যে রাগ করো কেন শ্রীলা ? সত্যিই তো তুমি যা-তা খেতে পারো না—আমাদের মতন !"

শ্রীলা ভারি গলায় বলল : "তাই ব'লে আমি এতই স্বার্থপর না কি যে, তোমাকে রোজ রোজ বাড়ি বসিয়ে রাখব—শুধু আমার পরিচর্য্যা করতে ? কেমন ক'রে ও করল এ-ইঙ্গিত ?"

ডায়ানা সাদর কণ্ঠে বলল : "না না, ও এ-ধরণের কোনো ইঙ্গিত করে নি তো শ্রীলা। কেন মিথ্যে—আচ্ছা আচ্ছা, আজ আমিও যাব, চলো। কেবল, তাহ'লে আজ শুধু টোমাটো ও আলুর একটা ননডেসক্রিপ্ট্ তরকারি-মতন করতে দিই ? অনেকটা ক্যরির মতনই হবে, ভয় নেই।"

শ্রীলা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল : "কেবল কেবল কী যে ক্যরির কথা বলো তুমি ডায়ানা ! যেন কেম্ব্রিজে রোজই আমার ক্যরি যোগাচ্ছে মাইনেকরা শেফ্।" *

প্রদীপ ও ডায়ানার দৃষ্টিবিনিময় হয়। শ্রীলার কথার ভঙ্গি দিন দিনই যেন······

প্রদীপ ব্যাপারটাকে সহজ ক'রে নিতে জোর ক'রে হেসে বলে : "তা বললে আমরা শুনি শ্রীলা ? তুমি হ'লে : পয়লা নম্বর, বাপের একমাত্র মেয়ে ; দোসরা, বাগ্দত্তের একমাত্র বাগ্দত্তা ; তেসরা, সাক্ষাৎ গার্টনের

* Chef=নিপুণ রাঁধুনি।

ছাত্রী—তুমি কি ডায়ানা যে, সব কিছুই তোমার মুখে অমৃত-নিষ্যন্দিনী ঠেকবে?”

শ্রীলা আরও পরুষ কণ্ঠে বলল: “কী যে বাজে ঠাট্টা করো প্রদীপ, সময় অসময় নেই—আমি যাব না, যা—ও।” ব'লে চা'র পেয়ালা ঠেলে রেখে উঠতে যেতেই পেয়ালাটা বেটক্করে কেমন ক'রে মাটিতে প'ড়ে ঝনঝন ক'রে গেল ভেঙে। শ্রীলা ভ্রূক্ষেপও না ক'রে দ্রুতপদে দুম দুম ক'রে সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেল।

৮

—“কেন আমার সঙ্গে তুলনা করতে গেলে প্রদীপ? জানো না এতেই ও—”

প্রদীপ কোনো উত্তর দিল না—জানালা দিয়ে বাইরের হ্রদের পানে রইল চেয়ে।

—“কথা কচ্ছ না যে?”

প্রদীপ তাকাল ওর পানে:

—“কী কথা কইব ডায়ানা? ও যে এমন—” প্রদীপ থেমে যায়।

—“আহা—বিদেশে এসেছে। পারে না—চেষ্টা করে তো।” ব'লে ডায়ানা তার সাধের চায়নার ভাঙা খণ্ডগুলো কুড়িয়ে বাড়িয়ে চুল্লীতে ফেলে দিতে লাগল।

—“কোথায় করে ডায়ানা?”

ডায়ানা সেইভাবেই কুড়োতে কুড়োতে বলল: “করে প্রদীপ করে। জানো, সেদিন—ও আমার কাছে কেঁদেছে ওর এই মেজাজের জন্যে—ক্ষমাও চেয়েছে?”

প্রদীপ প্রীতকণ্ঠে বলল : "কবে? কই, বলো নি তো আমাকে?"

—"ও পৈ পৈ ক'রে মানা ক'রে দিয়েছিল। বোলো না আবার ওকে যে আমি বলেছি। তুমি যে পেট-আলগা, কথা দিয়েছিলাম ওকে। কথা দিয়ে কথা না রাখলে আবার ও—"

ডোরা ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে এসে বলল : "মিস সোম হঠাৎ বিছানায় শুয়ে হাত দুটো মুঠো ক'রে সেইরকম—"

৯

ওরা ত্বরিৎ ত্রস্তপদে ওপরে গেল। শ্রীলা বিছানায় কাৎ হ'য়ে প'ড়ে। দেহ শক্ত, চোখ অর্দ্ধেক খোলা, দৃষ্টি নেই।

ডায়ানা ওর বিছানার ধারে ব'সে শিয়রের ফ্লাস্ক থেকে ঠাণ্ডা জল নিয়ে ওর চোখে মুখে ঝাপটা দেয় সজোরে তিন চার বার। তারপর হাতের কাছে ছিল একটা মোটা "স্পেকটেটর" পত্রিকা, তাই দিয়ে হাওয়া করতে থাকে—আস্তে আস্তে।

—"মাথার কাছে জানলাটা খুলে দাও না প্রদীপ—ধন্যবাদ। না—আর কিছুই করতে হবে না। কোনো ভয় নেই—ঐ দেখ হাতের মুঠো খুলছে—নিঃশ্বাস পড়ছে সহজভাবে।"......

শ্রীলার চোখের পাতা কাঁপে···কাঁপে···ঐ খোলে চোখ।···

প্রদীপ ওর বিছানার শিয়রে। ঝুঁকে বলল : "কী শ্রী? কেমন?"

শ্রীলার অর্থহীন দৃষ্টি ওর মুখের 'পরে নিবদ্ধ হ'য়ে থাকে খানিক।

ডায়ানা প্রদীপের মুখের পানে চায়।

মিনিট পাঁচেক কাটে। প্রদীপ মুগ্ধনেত্রে চেয়ে থাকে ডায়ানার স্নেহানত উদ্বিগ্ন মুখের পানে। এত ভালো লাগে ডায়ানার এ মূর্ত্তি—! এত টানে ওর মনকে···

ডায়ানার মুখের পানে চেয়ে শ্রীলা হাসে। ক্ষীণ—স্নিগ্ধ হাসি।··· তারপরে···চোখ বোঁজে।

ডায়ানা খুব মৃদু স্বরে বলে: "দেখলে? বেচারি! বলি নি—চেষ্টা করে?"

প্রদীপের মুখের রেখায় রেখায় ফুটে ওঠে অনুতাপ: করে বৈ কি চেষ্টা! আহা! সমস্ত মনটা ভিজে ওঠে, এত ঝোঁকে শ্রীলার পানে যে, ডায়ানার সেবা-রতা মূর্ত্তিও আর চোখে পড়ে না। ডায়ানা সত্যিই বলেছে—বেচারিই বটে!···আর কী সুন্দর দেখায় ওর দুর্ব্বল কোমল মুখখানি! কী অপূর্ব্ব মধুর দেহলতা!···

১০

দুদিন বাদে।

এ-দুদিন ডায়ানা সবই শ্রীলার মুখে মুখে জুগিয়ে দিয়েছে। আজ শ্রীলা খুব ভালো আছে। প্রফুল্ল কৃতজ্ঞ চাহনি।

চা ঢালতে ঢালতে ডায়ানা বলল: "আজ একটু বেড়াতে যাবে শ্রীলা?"

শ্রীলা কোমল কণ্ঠে বলল: "তুমি গেলে—তবে।" প্রদীপের এত মিষ্টি লাগে এ কণ্ঠ—! আহা শ্রীলা যদি গান শিখত!···এ-কণ্ঠ কি বাণের জন্যে, না গানের?···গানের সমজদার হ'য়ে বাণ হানার রোখ আরও বেড়েছে ওর। না না ক্রিটিক না, ক্রিটিক না—বাইরণ খুব মিথ্যে

বলেন নি। অন্তত শ্রীলার মতন যাদের গলা তাদের সাজে না ক্রিটিক হওয়া—তারা হবে মূর্চ্ছনাময়ী।···দুঃখ দেবার ভার নিক তারাই—যারা সৃষ্টি করতে অক্ষম।

ডায়ানা হেসে বলল: "আমি যাব বৈ কি ভাই। আজকে যাব তোমাকে নিয়ে উইণ্ডরমিয়ারে। সেখানে 'হোটেল ওয়র্ডসওয়র্থে' চমৎকার রাঁধে। ফরাসী রান্না: তোমার ভালো লাগবেই। খেয়ে দেয়ে কোথাও জিপ্সিদের মতন তাঁবু ফেলব, কেমন? কিচ্ছু কষ্ট হবে না, ভয় নেই।"

প্রদীপ বলল: "তুমি সঙ্গে থাকলে কষ্ট হওয়া যে অসম্ভব তা শ্রীলা জানে। কেবল তাঁবু ফেলবে কী দিয়ে? শ্রীলার শাড়ী? তা ও দিতে পারবে যত চাও—তিন ট্রাঙ্ক শাড়ী না নিয়ে ও পথ চলে না।"

শ্রীলা হাসে—মৃদু আভিজাত্যের হাসি—কিছু বলল না। এ-ধরণের বাহবায় ও কখনো খুসি বৈ দুঃখিত হয় না। এমন কি সে-বাহবার পিছনে হুল থাকলেও না।

ওরা যখন ষ্টীমার ধরল তখন বেলা আটটা। চারদিকে সোনার উঁকি হীরের চমক ঝলমল ঝলমল করছে। গ্রাসমিয়ার লেকের ধারে ধারে সার সার পাইন বীথি। মধ্যে মধ্যে সে ঘন পল্লবের মধ্যে লুকোচুরি খেলে লালচে কুটীরগুলোর রাঙা চোখ। সাম্‌নে হরিৎনীলাভ জল ঝিকমিক ঝিকমিক করছে। ওপারে পাহাড়তলী প্রশান্ত নয়নে জলে দেখছে নিজের ছায়া যেমন কবি দেখে ভক্তের চোখে—নিজের মহিমার। মাথার ওপরে ছেঁড়া মেঘরা বাঁধছে দল। ইংলণ্ডের আকাশ নির্ম্মল—সয় না তাদের। চক্রান্তে তারা শিনফেনদেরও হার মানায়—ডায়ানা বলত হেসে। ওর এক বন্ধু চার্লস ম্যাকফর্সন শিনফেন। তার প্রতি

ওর শ্রদ্ধা আছে। প্রদীপ ডায়ানার মুখে শিনফেনদের কত কথাই যে শুনত!···শুনতে শুনতে তার ভেতো বাঙালী রক্তও উঠত গরম হ'য়ে।

*

প্রায় ঘণ্টাখানেক ওরা কথাই কয় না। কইলেও দুচারটি মাত্র। কইবে কি? চোখই শুষে নিয়েছে সমস্ত চেতনা—জিভ কানের খোরাক যোগায় কে?···

প্রদীপের মনে জাগে এক অপূর্ব্ব শিহরণ—থেকে থেকে। অনেকদিন এমন হিল্লোল বয় নি ওর দেহে মনে। শ্রীলার এমন কোমল মূর্ত্তিও ও এসে পর্য্যন্ত দেখে নি। ঈষৎ দুর্ব্বল দেখায় ওকে। তাই বুঝি আরও সুন্দর?···নীলাম্বরী শাড়ীটি প্রভাতী চূর্ণ কিরণে এমন অপরূপ দেখায়!···আজ ও খোঁপাও বাঁধে নি—চুল খোলা। চন্দন রঙের ব্লাউস। গায়ে একটি দামী দোরোখা কাশ্মীরী শাল—প্রদীপেরই উপহার ওর জন্মদিন উপলক্ষে দেওয়া—মাস দুই আগে।—সত্যস্নাতা—কপালে ছোট্ট একটি নীলপোকার টিপ। ছবিখানি! বিশেষ ক'রে ওর ভালো লাগে ওর শালটি শ্রীলার গায়ে দেখে। কী সুন্দরই মানায় ওকে এসব—!' আর ও তা জানে বেশ ভালো ক'রেই। না জেনে পারে?

কেবল ওর কোথায় যেন খচ খচ করে। ডায়ানাকে ওর পাশে এত নিষ্প্রভ দেখায়!···

বাজে ওকে কোথায়?—কেন?—ভাবে। ডায়ানার গুণের সঙ্গে যখন শ্রীলার তুলনা করে—না ক'রেই পারে না যে—তখনও এম্‌নিই বেঁধে কোথায় যে ওকে!—আর আজ—ডায়ানার রূপ ওর পাশে ম্লান দেখায় ব'লেও ঠিক তেম্‌নিই হয়। কেন হয়? তুলনা আসেই বা কেন? না এলে কত ভালো হ'ত!···তবু এমনিই মন ওর যে, কিছু

ভোগ করতে গেলেই তুলনায় যেন ভোগের রস বেশি পায়। সে-রস সব সময়ে যে মিষ্টরস তা নয়—তবু রস তো। কটু অম্ল কষায় এমন কি তিক্ত রসও দাঁড়ায় মিষ্টের সমান যেন—মনের মেজাজ বিশেষে। আশ্চর্য্য !……

পরশু রাতের কথা মনে পড়ে। লজ্জা হয়, কিন্তু রোমাঞ্চও যে !··· শ্রীলা ওর প্রতি উদাসীন নয় ও বুঝতে পেরেছে। নিশীথ রাতে ওর সেই তাকানো থেকে—ওর ঘরের পানে। বেচারি বিভূতি !···শ্রীলাকে নিয়ে কি সুখী হবে ? ভাবতেও দুঃখ হয়। কিন্তু বিভূতি যে সাদামাটা ! পারে কখনো শ্রীলার মতন মেয়ের চিত্তহরণ করতে। ভাবতেও সুখ !

আর, বেচারি ডায়ানা !—জীবনে বেচারি নয় কে ?

১১

পথে সুন্দরের কত ঠাটঠমকই যে !—বিশেষ ক'রে বেল্ আইল দ্বীপের কাছটায়। সত্যিই যেন ডাকে হাতছানি দিয়ে ওর কুঞ্জবীথি, শৈলমালা উঁচু নিচু উপত্যকা, ছোট ছোট বাগানগুলি—কোনোটা বা প্রকৃতির হাতে গড়া—কোনোটা মানুষের।···কিছুদিন আগে এখানে ওরা একদিন বনভোজন করেছিল।

উইণ্ডারমিয়ার এত সুন্দর দেখায় দূর থেকে !···একটা ছোট্ট মতন পাহাড়ের ওপরে "হোটেল ওয়র্ডসওয়র্থ।" চিত্রার্পিতের মতন গাছগুলোও হ্রদের ধারে ধারে। ওরা তিনজনেই মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে থাকে।···

চলে ওরা এ-পথে সে-পথে—খেয়ালকেই শুধু মেনে—এম্‌নিই। মনে বয় মুক্তির হাওয়া, প্রাণ দোলে আনন্দের দোলায়।···

শ্রীলাকে ঈষৎ ক্লান্ত দেখায় যেন। প্রদীপ কোমল কণ্ঠে বলে : "বসবে শ্রীলা ?"

নিজের কণ্ঠস্বরে কোমলতার মিড় একটু বেশি লেগে যায় যেন!··· ডায়ানার সঙ্গে হয় চোখোচোখি। 'শ্রীলা' সম্বোধনটা অত মিষ্টি হ'য়ে রসিয়ে না উঠলেই পারত—ডায়ানার সাম্‌নে ? ডায়ানা ঈষৎ রক্তিম হ'য়ে ওঠে। বলে : "হ্যাঁ চলো, ঐ বেঞ্চিটাতে একটু বসি।"

শ্রীলা বলে : "না—বেশ লাগছে হাঁটতে। তাছাড়া উইণ্ডরমিয়ারে কোথায় কি দেখবার আছে দেখাও, বাঃ!"

ডায়ানা হেসে বলে : "দেখাবার মতন কী-ই আর এমন আছে ভাই? থাকবার মধ্যে অরেস্‌ট্‌ হেড পথেই পড়বে চলো দেখাচ্ছি—যেখানে এলারে-তে থাকতেন—ব্লাকউড ম্যাগাজিনের প্রসিদ্ধ ক্রিস্‌টফার নর্থ—কোলরিজ ওয়র্ডসওয়র্থের বন্ধু। তবে সেখান থেকে হ্রদের দৃশ্য চমৎকার দেখা গেলেও—আজ যাব অন্য দিকে একটু নিরালায়।"

শ্রীলা বলে : "না ডায়ানা। এখানে যে-দৃশ্য তোমার সব চেয়ে ভালো লাগে সেখানেই নিয়ে চলো আজ।"

ডায়ানা বলল : "দৃশ্য তো এখানে অনেকই ভালো লাগে ভাই। কিন্তু আমি এসব জায়গায় বেড়াই দৃশ্যের জন্যে তত নয় যত এই হ্রদগুলির স্মৃতি থেকে কিছু পাথেয় সংগ্রহ করতে।"

—"পাথেয় ?" প্রদীপ জিজ্ঞাসা করে।

—"পাথেয় ছাড়া কী বলব প্রদীপ?—আমি যখনই বেড়াই উইণ্ডরমিয়ারে, কেস্যুইকে, রাইডাল মাউণ্টে, বাউনেসে তখনই মনে হয় আমার সব আগে এই হ্রদগুলিরই কথা। কত সুন্দর কবিতার প্রেরণা যে জুগিয়েছে এরা!···সারা ইংলণ্ড—শুধু ইংলণ্ড কেন, সারা জগৎ এই

হ্রদগুলির কাছে কৃতজ্ঞ। তোমাদের আছে ধর্ম্ম-তীর্থ। আমাদের—কাব্য-তীর্থ।"

প্রদীপ মৃদুস্বরে বলল : "এ-গর্ব্ব তুমি করতে পারো ডায়ানা" ব'লেই হেসে বলল : "কিন্তু সেদিনও যে আমার কাছে কবিদের নিন্দা করছিলে, মনে আছে ?"

ডায়ানা মিষ্ট হেসে বলল : "তুমি ভারি দুষ্টু, প্রদীপ। আমাকে উস্কে দাও প্রথমে কবিদের নানা আত্মপ্রসাদের গুণ গেয়ে, তাদের মন্দ জিনিষকেও ভালোর সঙ্গে তাল পাকিয়ে চমৎকার ব'লে ঢাক পিটিয়ে ;—তারপর যখন আমি রুখে উঠে তাদের নিন্দায় মেতে উঠি—তখন আমার সেইসব অত্যুক্তিকেই মনে ক'রে রাখো—আমারই বিরুদ্ধে হানো আমারই অস্ত্র। This is unfair." *

শ্রীলা বলল : "অত্যুক্তি করো কেন তবে ?

ডায়ানা বলল: "ভাষার কারসাজিতে : একটা কথা যখনই জোর দিয়ে বলি,—খুব সাবধান না হ'লে একটু না একটু অতিশয়োক্তি তার মধ্যে থেকে যায়ই। তাছাড়া—" ব'লে প্রদীপের মুখের দিকে তাকিয়ে : "তাছাড়া তুমি অন্তত জানো প্রদীপ, মুখের কথায় অনেক কিছু ব'লে ফেলেই আমরা দেখি যে, যেটা বলা হ'ল সেটার ওপর বেশি আলো ফেলতে গিয়ে অন্য যে-সব কথা বলা হ'ল না তাদের ওপর এত বেশি ছায়া প'ড়ে যায় যে, আমাদের ঠিক মতামতের সত্য ছবিটা ঠিক পরিপ্রেক্ষিতে ফুটে ওঠে না—প্রায়ই : ফলে বলি এক—দাঁড়ায় আর।"

শ্রীলা বলল : "যথা ? যথা ? একটু কংক্রীটে এসো কবিনী! দোহাই।"

ডায়ানা হেসে বলল : "ওহো, কংক্রীট না হ'লে মেয়েদের মন ওঠে

* ৫ অধ্যায়।

না যে. ভুলেই গিয়েছিলাম—" বলেই গম্ভীর হ'য়ে : "এই ধরো না কেন—ওয়র্ডসওয়র্থেরই কবি-প্রশস্তি যে, তাদের চেয়ে—

The stars pre-eminent in magnitude
'Are yet of no diviner origin ! †

কথাটা জ্যোতিষের দিক দিয়ে দেখলে বাড়াবাড়ি বৈ কি। তুচ্ছ একটা বিন্দু-গ্রহে রেণুর রেণুর মতন কবি মনীষারা দিচ্ছে হামাগুড়ি—তাদের বলা হচ্ছে কিনা গ্রহতারার চেয়ে মহিমান্বিত। আয়তনের দিক্ থেকে কথাটা হসনীয়েরও বাড়া। কিন্তু তবু কি কথাটা একেবারেই কবির কাব্যোচ্ছ্বাস ?"

শ্রীলা বলল : "তা তো কেউ বলে না ডায়ানা।"

ডায়ানা বলল : "বলে না ? বাঃ!—কবিদের তুচ্ছতার ক্ষুদ্রতার দিকে যখন তাকাই তখন শুধু বলি যে এই কথাই,—তাদের দৈনন্দিন ক্ষুদ্রতার ধারে চোখ রেখে যখন কথা কই তখন ভুলেই যাই যে তাদের এই divine origin-এর আকাশবাণী। তাই এই কথাই আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে, কবিদের অসারতা সম্বন্ধে যখন কথা বলি তখন সেটা সত্য হ'লেও ধ্বনিতরঙ্গের হানাহানির ফলে স্বভাবতই তাদের এ অসারতার 'পরে মনোযোগের একটা তীব্র আলো পড়ে। তাতে ক'রে পরিপ্রেক্ষিতের হয় গোলমাল—অন্য দিকটার ওপর অন্ধকার পড়ে ব'লে। কাজেই তখন অন্য দিকগুলো অবিচার অবিচার ব'লে আপত্তি করলে কনটেম্পট্ অফ কোর্ট অভিযোগে তাদের দায়রায় সোপর্দ করারও জো-টি থাকে না আর।"

† নক্ষত্র-আলোক-উৎস—আলোকসম্ভব, মহীয়ান্
কবিদের চেয়ে নয় দিব্যতর—মহিম-মহান্।

প্রদীপ হেসে বলল : "কথাটা বলেছ বেশ ক্ষুব্ধ উকিলানী। কারণ কবিশিল্পীদের অসারতা নিয়ে যতই ফোঁসফাঁস করি না কেন, তারা বংশগৌরবে দেবজন্মা না হোক ক্ষণজন্মা—নিশ্চয়ই। তাই তো তোমার 'কাব্য-তীর্থ' কথাটা এত মনে ধরে আমার। আজকাল মনে হয় আমার প্রায়ই যে, তীর্থঙ্কর যদি হ'তেই হয় তবে কবিদের কাছে হাত পাতাই ভালো—পাণ্ডা পুরুত পাদ্রী র‍্যাবিদের কাছে হাত পাতার চেয়ে।"

শ্রীলা হেসে বলল : "খুব ঠিক কথা প্রদীপ। এসো আমরা দুজনে মিলেই ডায়ানার স্তবগান করি 'কবিনী' ব'লে—যদিও দুষ্টু মেয়ে দেখাবে না কিছুতেই তার কবিতা।"

প্রদীপ হেসে বলল : "সোজা দুষ্টু! তোমাকে তো তোমাকে—দুদিনের অতিথি তুমি—আমি এত সাধ্যসাধনা ক'রেও ওর একটি কবিতারও উদ্দেশ পাই নি। তাই মনে মনে ভাবি—ডায়ানা আমাদের হয় এলিজাবেথ ব্রাউনিঙের সমমর্ম্মিণী, না হয় ক্রিসটিনা রসেটির সমধর্ম্মিণী।"

ডায়ানার গাল দুটি লাল হ'য়ে উঠল ঈষৎ, হেসে বলল : "ভাগ্যে দেখাই নি প্রদীপ!—নইলে—এ রোমাঞ্চকর তুলনা কি কানেও শুনতাম কখনো এজন্মে!—ঐ ঐ দেখ এলারে।"—

—"এলারে?"

—"বলছিলাম না—ব্ল্যাকউড পত্রিকার প্রসিদ্ধ ক্রিস্‌টফার নর্থ থাকতেন? এখানে তাঁর কাছে ওয়র্ডসওয়র্থ কোলরিজ মাঝে মাঝেই আসতেন। কত গল্পই না করতেন তাঁরা—কত বিষয়ে!"

প্রদীপ শিউরে ওঠে! তীর্থ-মহিমা কাল্পনিক—বলে কে? স্মৃতিকে এমন উদ্দীপ্ত করে আর কে?···তার ভাবতেও যে গা'র মধ্যে শির

শির ক'রে ওঠে আনন্দে যে, এখানে আসতেন সাক্ষাৎ কোলরিজ ওয়র্ডসওয়র্থ! কী কথা হ'ত তাঁদের? আহা, যদি কেউ লিখে রাখত! জীবনে কয়টা মানুষের কথার পিছনে জ্ব'লে ওঠে তাঁদের ব্যক্তিত্বের আলো—প্রতিভার দীপ্তি?···

এলারে, অরেস্‌ট্‌হেড ওরা ছাড়িয়ে যায়।···পৌঁছয় এক নির্জ্জন বনস্থলীর সাম্‌নে। কী সুন্দর!—কত ডেসি ড্যাফোডিল উডবাইন পাইন ভায়োলেট আরও কত কী ফুল লতা গাছ এখানে সেখানে। কোথাও বা সযত্ন-রোপিত, কোথাও—বন্য। ইংলণ্ডের বনানী হিংস্র তো নয়—ওরা চলে, অকুতোভয়ে।

প্রদীপ মুগ্ধনেত্রে চারদিকে তাকিয়ে বলে: "মনে পড়ে ডায়ানা সেদিনই পড়ছিলে কবির?—

One impulse from the vernal wood
May teach you more of man
Of moral evil and of good
Than all the sages can.

বসন্তবন-হ'তে আনন্দে ছন্দে যে-শিহরণ,
যায় সে কুহরি' যত অন্তর-বাণী,—
ভালো ও মন্দ কারে বলে যত করে সে গুঞ্জরণ,—
দিশা কি তাহার পায় নিখিলের জ্ঞানী?

এখানে না এলে যে এমন ভাব সব কবির প্রাণের থেকে ঝর্ণার মতন ঝরত না ছন্দ হ'য়ে, এ আমি বাজি রেখে বলতে পারি!"

ডায়ানা হাততালি দিয়ে বলে: "ঐ—ঐ—দেখ দেখ এক ঝাঁক সোয়ালো পাখী কেমন নাচছে। মনে পড়ে?—

The birds around me hopped and played
Their thoughts I cannot measure ;
But the least motion which they made
It seemed a thrill of pleasure."

পাখীরা—আমার চারিধারে নেচে নেচে খেলা করে যারা
চিন্তা তাদের আমার চিন্তাপার ;
শুধু জানি : প্র'ত অণু-কম্পনে তাদের—ঝরায় তা'রা
জীবনানন্দ-শিহরণ-সম্ভার !

শ্রীলা মুগ্ধচক্ষে সেদিকে চেয়ে বলে : "অ'চ্ছা ডায়ানা, প্রকৃতিকে কি তোমরা এত ভালোবাসতে—পাখীকে ফুলকে হ্রদকে বনকে নিয়ে এত উচ্ছ্বসিত হ'তে পারতে—যদি কবিদের কাব্যের আয়নায় এ-সবের রং ঢং ব্যঞ্জনা এমন সুন্দর হ'য়ে না ফলত ?"

ডায়ানা বলল : "প্রদীপ হয়ত তোমাকে ব'লে থাকবে—আমি প্রকৃতিকে নিয়ে যত উচ্ছ্বসিত হই প্রকৃতির কবি-ভক্তদের ভক্তি মাতামাতি নিয়ে ঠিক ততটা না।"

শ্রীলা হেসে বলল : "বলেছে। তবে কবি বেচারিদের ভক্তির 'পরেই বা এতটা বিরূপ কেন ভাই ? মনে রেখো তারা প্রফেশনে ভক্ত। আর ভক্তিতে মাতামাতি না হোক—জাহিরিপনা তো একটু থাকবেই।"

ডায়ানা হেসে বলল : "জাহিরিপনা নিয়ে রাগ করছে কে শ্রীলা ? সেটা নেই কার ? লেখা মানেই তো জা'হরিপনা, শুধু লেখা কেন—কর্ম্ম, সেবা, দান কিসে নেই জাহিরিপনা—খানিকটাও ? অবশ্য কবিরা কথায় কথায় বলেন বটে যে তাঁরা লেখেন কেবল নিজেদের জন্যেই—কিন্তু তা তো আর তাঁরা নিজেরাও বিশ্বাস করেন না। করলে লিখে প্রকাশ করার জন্যে এত ব্যাকুলতা কেন তাঁদের ? লেখা শুধু নিজের জন্যে

সেলফ-এক্সপ্রেশনের জন্যে হ'তে পারে, কিন্তু ছাপানো নিশ্চয়ই নিছক নিজের জন্যে নয়। না—আসলে কথাটা আত্মবিজ্ঞপ্তি নিয়ে নয়—কেন না প্রকাশ মানেই তো খানিকটা আত্মবিজ্ঞপ্তি—কম আর বেশি।"

প্রদীপ ঠাট্টা ক'রে বলল: "কিন্তু কথা তবে কিসের জন্যে? এদিকে বলছ রাগ করছে কে? কিন্তু এ-ও কি রাগের কথা নয়?"

ডায়ানা গম্ভীর হ'য়ে বলল: "না, তবে ক্ষোভ একটু আছে হয়ত। কবিরা বলেন: আত্মভোলা হ'য়েই পূজো করেন তাঁরা প্রকৃতিকে—the greater presenceকে—প্রেমাস্পদকে—কত কিছুকেই—কিন্তু আসলে কাব্যে যাকে ব্যক্ত করেন তার মধ্যে অনেকটাই থাকে আত্মপূজা—নিজের আবেগকেই বড় ক'রে দেখা—উপাস্যকে ছেড়ে। এতেই আমার আপত্তি।"

শ্রীলা বলল: "ঠিক কী বলতে চাচ্ছ ডায়ানা? আবেগ যে স্বভাবতই নিজেকে প্রদক্ষিণ করে: নিজেকে একটু পূজা না ক'রে সে পারে কখনো?"

ডায়ানা মৃদুস্বরে বলল: "একটুতে তো আপত্তি নেই শ্রীলা, আপত্তি আমার বাড়াবাড়িতে, মাতামাতিতে, বিহ্বলতায়, ফেনিলতায়। কবিরা যখন প্রকৃতিকে পূজা করেন তখন যদি সমস্ত সময়টা প্রকৃতির চিত্রণে মগ্ন না থেকে মাঝে মাঝে নিজের আবেগকেও একটু পিঠচাপড়ে দেন—তার আঁকার জন্যে—তবে বলবার কিছু থাকে না; কেন না এজগতে নিঃস্বার্থ প্রেরণা বড়ই বিরল। আবেগ যখন আনন্দ দেয়—তখন তাকেও যথোচিত পুরস্কার দিতে তাই আমার আপত্তি নেই। আমার আপত্তি: পূজ্যকে নামিয়ে শেষটায় পূজালুতার অশ্রু উচ্ছ্বাসকেই তার বেদীতে বসানোয়।"

প্রদীপ হেসে বলল : "কিন্তু তবু তো তোমার পূজালুতার বাধে না কবির কাব্যকে অশ্রু-অঞ্জলি দিতে—স্তব স্তুতি ক'রে ?"

ডায়ানা একটু হেসেই গম্ভীর হ'য়ে গেল : "বাধবে কেন ? সুন্দর যখন সুন্দর হ'য়ে ফুটল, তখন সুন্দরের মর্য্যাদা পাবে না ? বাঃ ! প্রকৃতিকে করি স্তব, করি স্তুতি—সে সুন্দর ব'লেই তো ? তবে ? প্রকৃতির কাব্য স্তব সুন্দর হ'লে তাকেই বা স্তব করব না কেন ? সুন্দর যেখানেই মূর্ত্তি ধরল সেখানেই সে দাবি করতে পারে স্তবস্তুতির। এ-দাবির মর্য্যাদা যে রাখতে চায় না সে সভ্য নয়—গোঁয়ার—ফিলিষ্টাইন।"

শ্রীলা ঈষৎ বিরসকণ্ঠে বলল : "কিন্তু এত ভেবে চিন্তে বিশ্লেষণ ক'রে যে স্তব করে সে কি স্তবের কিছু জানে ডায়ানা ?"

ডায়ানার মুখ ঈষৎ রক্তিম হ'য়ে উঠল। "আমি তো তোমায় যুক্তি খণ্ডন করতে—" ব'লেই সে থেমে গেল।

কেমন যেন অস্বস্তির ছায়াপাত হয় এই বাদ প্রতিবাদে। ওরা চলতে থাকে।

খানিক বাদে ডায়ানা হঠাৎ শ্রীলার পানে চেয়ে বলে : "যদি অতর্কিতে কিছু ব'লে থাকি শ্রীলা, কিছু মনে কোরো না। কবিদের আমি সত্যিই ভালোবাসি—বিশ্বাস কোরো। তাঁদের মধ্যে অসার যেটুকু আছে সেটুকুর প্রতি আমার দৃষ্টি যে বেশি পড়ে সে শুধু এইজন্যে যে, তাঁদের কাছে আমি আরও বেশি প্রত্যাশা করি। কিন্তু—" ব'লে একটা ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল : "আমাদের সব আশা পূর্ণ হয় না ব'লেই যে যা পাই তার মূল্য কমে এ-কথা কোনোদিনই বলি না আমি। কবিদের কাছে আমরা পেয়েছি কি শুধু সুন্দরকেই ! পেয়েছি

তার চেয়েও ঢের বড় জিনিষ—ভালোবাসার গভীরতা নিবিড়তা সম্বন্ধে কত আলো—কত সময়েই !"

শ্রীলার মুখ প্রসন্ন হ'ল না তবু, শুষ্ক কণ্ঠে বলল : "আলো ?—মানে ?"

ডায়ানা একটু ইতস্তত ক'রে বলল : "আমাদের মতন সাধারণ নরনারীর হৃদয় যে থেকে যেত অল্পেরই পসারী শ্রীলা—যদি কবিরা তাঁদের আলোর কাঠির পরশে না জাগিয়ে দিতেন ভালোবাসার ছায়া-দুরাশা। শুভ্র ভালোবাসার আলোয় যে সাত সাতটা রং লুকিয়ে এ কি আমরা জানতাম—কবির কাব্যমেঘে যদি সে রামধনু না ফলাত ?"

প্রদীপ সপ্রশংস কণ্ঠে বলল : "তবু তুমি বলো ডায়ানা, তুমি কবি নও। এবার দেখাতেই হবে তোমার কবিতা কিন্তু।"

শ্রীলা চকিতে প্রদীপের পানে তাকিয়েই ডায়ানার দিকে ফিরল : "কবি বৈ কি ডায়ানা। তুমি কবি নও তো কে কবি ? নইলে কবির সৃষ্টির মহিমা সম্বন্ধে আমাদের চোখ খুলে দিত কে ?"

ডায়ানা বিস্মিতনেত্রে ওর দিকে তাকিয়ে শুধোলো : "মানে ?"

মেঘলা মুখ ঈষৎ আড় ক'রে নিয়ে শ্রীলা বলল : "মানে—বলেছ যা সবই ঠিক—কেবল বলো নি স—বটা।"

ডায়ানার মুখ ঈষৎ রাঙা হ'য়ে উঠল, সে কি বলতে গিয়ে থেমে গিয়ে শুধু বলল : "বলি নি ? কী বলি নি ?"

শ্রীলা মাটির পানে চেয়ে বলল : "যে, কবিরা ভালোবাসাকে নিয়ে সৃষ্টি করেন যদি বিন্দুপ্রমাণ তবে অনাসৃষ্টি ঘটান সিন্ধুপ্রমাণ। তাঁরা শুধু মেঘের রঙে রামধনুই ফলান না—বাজ হ'য়ে আগ্নেয়গিরি জ্বালানই বেশি।"

প্রদীপ চম্‌কে তাকায় দুজনেরই পানে—পর পর।—ডায়ানার মুখ

আবীরের মতন লাল হ'য়েই যায় ছাইয়ের মতন সাদা হ'য়ে। শ্রীলা মুখ আরও আড় ক'রে চলে।···

ঠিক এই সময়ে ওরা ঘন-পল্লব ঝাউয়ের বীথি থেকে আসে বেরিয়ে।—একটা শরে শ্রীলার শাড়ি বেধে যায়, ছাড়াতে মুখ ফেরায় সে প্রদীপের দিকে।—সূর্য্যের দীপ্ত রশ্মি প'ড়ে একটু আগে যে-পাণ্ডুর মুখে তাপের চিহ্নও ছিল না তাতে কে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।···

প্রদীপ শঙ্কিত হ'য়ে বলে: "কী হয়েছে শ্রীলা?"

—"হবে আবার কী? আহা চলো না!—মানুষকে এ—ত ব্যস্ত করো তুমি—অকারণ—আঃ—শাড়িটা—" জোরে টান দিল: সশব্দে একটা প্রকাণ্ড ফালি গেল ছিঁড়ে।

ডায়ানা "আহা—হা—" বলতেই শ্রীলা "ও-কিচ্ছু না—চলো—কী যে ছাই বনজঙ্গলের মধ্যে এলে নিয়ে—!" ব'লেই দ্রুতপদবিক্ষেপে এগিয়ে যায়।

প্রদীপ এগুতে যায়—ডায়ানা ওর হাত ধ'রে রুখে দেয় বাধা। প্রদীপ আশ্চর্য্য হ'য়ে তাকায় ওর মুখের পানে: "কী ডায়ানা?"

—"শ্—শ্—শ্।"

ওরা আর একটা বনস্থলীর মধ্যে ঢোকে।···গাছে গাছে কতই গলাগলি···ফিশফাশ···

কিন্তু দেখে না কারুর চোখই...শোনে না কোনো কানই!···

১২

শ্রীলার ঐ একটা কথায় ওদের মধ্যে কী ওলটপালট যে ঘ'টে গেল—!···ডায়ানার মুখে কোথায় আর সে-অরুণাভা? প্রদীপের মুখে বাদলের জটলা, শ্রীলা মনমরা!···একটুকরো মেঘ যেমন আশেপাশের

মেঘের কানাকানিতে দেখতে দেখতে বাষ্প-বাহিনী গ'ড়ে তোলে ওদের মধ্যেও হ'ল যেন তেম্‌নি। আগ্নেয়গিরি কি পথ চেয়ে থাকে এক টুকরো স্ফুলিঙ্গের? অথচ এ ওর গ্রাসমিয়ার-জীবনের অকাট্য অভিজ্ঞতা হ'লেও বললে বিশ্বাস করবে কে?—ভাবে প্রদীপ। সবাই বলবে না কি—এসব বাড়াবাড়ি—নভেলি কাণ্ড, ঘটে শুধু নভেলেই? গ্রাসমিয়ারে না এলে কি প্রদীপও বলত না? হায়রে আর্টের প্রবাবিলিটি! ভাবে প্রদীপ।—তবে জীবনকে আর্ট ঠাঁই দেবে কেমন ক'রে—তার লক্ষ্মীর ছোট্ট চুপড়িতে?—ডায়ানা বেশ বলে এক একটা কথা, না? সত্যি।

আর, কেনই বা একটা ছোট্ট অতর্কিত কথায় ঘটনায় মানুষের অগুন্তি আয়োজন হয় ব্যর্থ—বহু বিনিদ্র যত্ন-উদ্যমের হয় অবসান?— প্রদীপ ভাবে। তবে কি সত্যিই জীবনের অন্তরালে আছে এমন নানান শক্তিপুঞ্জ—যারা এইসব যোগাযোগের মধ্যে দিয়েই নিজেদের তাণ্ডব-লীলা তোলে ফুটিয়ে?—ওর মনে পড়ে ডায়ানার আর একটা প্রায়োক্তি: "জীবনের মধ্যে বিশেষ ক'রে হৃদয়-রাজ্যের অন্তঃপুরই যে সব চেয়ে গোপন প্রদীপ, —সব চেয়ে ঘেরাটোপে ঢাকা। সে-পর্দানশীনতা কতটুকু ঘুচেছে তার?" সত্যি, ভাবে প্রদীপ, এই তো সবে সুরু তার ঘোম্‌টা-খোলার। এর মধ্যেই হয়েছে কি? সবে কলির সন্ধ্যে।

সব চেয়ে আশ্চর্য্য লাগে ওর এইটে লক্ষ্য ক'রে যে, এসব অজস্র এলোমেলো চিন্তার ঠাশবুনানির ফাঁকে ফাঁকেও উঁকি দেয় ক্রমাগতই ডায়ানারই নানা কথা, ডায়ানারই কোমল মুখখানি, ডায়ানারই ব্যথাভীরু চোখদুটি!…দুঃখও হয় যে, শ্রীলাকে সত্যিই ডায়ানা যেন ঈষৎ ভয় করতেই সুরু করেছে—সম্প্রতি।

কিন্তু কেন আসে এসব অকারণ ভয় ব্যথা? কোথায় আমাদের

চিন্তারাজ্যের অশ্রান্ত ঢেউয়ের ঘাত-প্রতিঘাতের কূলকিনারা?···ভাবে প্রদীপ·· ভাবে।···আর শুধু কি ঢেউ? কোথা-থেকে-উড়ে-আসা একটা ছোট্ট কথার বীজে মনের মাটিতে জন্মায় কত যে অসম্ভব আশা-আকাঙ্ক্ষার শাখান্বিত বনস্পতি—! আলাদিনের আশ্চর্য্য-প্রদীপের জীন এ-যুগে নেই—বলে কে? মনের প্রতিটি তন্তুর কাঁপনেই যে জন্মায় রক্তবীজ!···

"কিন্তু শুধুই কি রক্তবীজ প্রদীপ?"—বিষণ্ণতার মধ্যেও শুধোয় একটা স্বর।—"ডায়ানার মুখের মতনই নীল আনন্দও কি উঁকি দেয় না থেকে থেকে বজ্রমেঘের ফাঁকে ফাঁকে? আর সব জড়িয়ে?—যেটা দাঁড়ায় সেটা ডামাডোল না সিম্ফনি?" একটুকরো হাওয়া আসে—ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে লক্ষ পাতার কণ্ঠ। প্রতি পাতার বুকে হয়ত ব্যথা বাজে হাওয়ার সঙ্গে হানাহানিতে,—কিন্তু লক্ষ পাতার সমাবেশে? প্রদীপের মনে জাগে ওর একটি প্রিয় চরণ: "আজি মর্ম্মর-ধ্বনি কেন জাগিল রে?" এ-চরণটির গুঞ্জনে হঠাৎ আলো দেয় দেখা। শ্রীলার এতশত রুক্ষতা—কিন্তু রুক্ষতা কার জন্যে? ভাবতে আনন্দ জাগে—জাগে আশা। ডিসকর্ডের মধ্যে এ কী কংকর্ড! বিবাদী সুরের মধ্যে এ কী বাদী সুরের বিপরীত মাধুর্য্য! আখেরে কি তবে এ-সবই সার্থক হবে শ্রীলার সঙ্গে ওর—

কিন্তু এ অন্যায় আশা। অন্যায় অন্যায় অন্যায়—জপ করে প্রদীপ। বিভূতি তার বাল্যবন্ধু। আছে শ্রীলা পথ চেয়ে কেন মিথ্যে—

কিন্তু আগুন ধ'রে গেছে যেখানে—সেখানেও বিভূতি? আগ্নেয়গিরি—আগ্নেয়গিরি···উচ্চারণ করে ও। ম্লান হাসে··শ্রীলা মিথ্যা বলে নি। বেচারি বিভূতি করবে কী?

আর বিভূতি যদি এ-কাহিনী জানত তবে কি চাইত শ্রীলাকে

ফিরে? কিন্তু একথা না জানলেও সে ওকে চাইলই বা কেন? বুঝল না কেন যে শ্রীলার সঙ্গে ওর এতটুকুও মিল নেই কোথাও? তবে? কেন ওকে কামনা করে সে—যাকে নিয়ে সুখী হবে না?—

কিন্তু এ কী চিন্তা! শ্রীলা অন্য কারুর স্নেহনীড়ে সুখী হবে না ভাবতেও প্রদীপের মনে এমন শিহরণ জাগে কেন?—ছী। আসা উচিত অনুতাপ, কিন্তু তা আসে কই? আসে যে গর্ব্ব, বিজয়দর্প, আত্মপ্রসঙ্গ!···ভাবতে ভাবতে খানিক আগেকার আনন্দের প্রতিক্রিয়ায় মন ওর ওঠে কালো হ'য়ে—উল্লাসের হাওয়ায় বিষণ্ণতার মেঘ হয় জড়ো—দেখতে দেখতে ফুলে ওঠে সাথী আত্মগ্লানি!···এমন সব ভাবনাদের কি প্রশ্রয় দেওয়া উচিত? মন্দ কাজের চেয়েও যে মন্দ চিন্তা বেশি বিশ্বাসঘাতক। মন্দ কাজ অন্তত মিথ্যাচারী নয়। তার মুখোষ নেই। সে বলে আমি এই এই—আমার এইটুকু দেবার শক্তি আছে—তার বেশি না। কিন্তু মন্দ চিন্তার মন্দ সান্ত্বনার যে হাজারো ফুসলানি—ছদ্মরূপ, মুখোষ, প্রবঞ্চনা। আর সব চেয়ে অনিষ্ট করে যে সে-ই—ইচ্ছাশক্তির ভিত্তিমূলে সুড়ঙ্গ কেটে। মন্দ কাজের ফলে আসে পরিতাপ: কিন্তু মন্দ চিন্তার ফলে যে মন্দে বিতৃষ্ণাই অজান্তে যায় উবে—বিবেক-পথের তলে তলে এই খননের জন্যে।—না: এ চিন্তাকে সে প্রশ্রয় দেবে না।—দেবে না দেবে না দেবে না।

হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে ডায়ানার মুখের পানে। বেচারি!—কেবলই মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে আত্মকরুণাও। সে-ই—প্রদীপই—তো এসবের মূল। সে ওর জীবন-পথে উদয় না হ'লে অবেলায় কি ছায়া আসত ঘনিয়ে ওর জীবনে? কে জানে ওর মনে কোনো আশার উন্মেষ হয়েছিল কি না প্রদীপের এম্‌নি কোনো অতর্কিত কথায়? মন যখন কোনো কিছু চায় প্রবলভাবে—তখন ক্ষুদ্র ইঙ্গিতের পিছনেও যে সে শোনে বৃহৎ

অঙ্গীকার, ছোট্ট আভাসেই জাগে অতিকায় আশ্বাস। যেমন—হ্যাঁ, যেমন প্রদীপের মনে হয়ত জাগতে চাইছে শ্রীলার দমকা দুএকটা কথায় —আচরণে। কে বলতে পারে? হয়ত এ-ও ওর একটা মুড মাত্র—খামখেয়াল!

ভাবতেও বাজে। না না। তা নয় কখনই। আর যাই ওর খামখেয়াল হোক না কেন, এটা নয় নয় নয়। হঠাৎ মূর্চ্ছা হ'ল কেন ওর? অকারণ কোমল হ'ল কেন ও? তীক্ষ্ণ কথা যার স্বভাবসিদ্ধ আচমকা উদাস কথা ব'লে বসে কেন সে—বিশেষ ডায়ানার সামনে? কেনই বা ভালোবাসার জন্যে এমনতর আক্ষেপ প্রকাশ করে?, বিভূতি এর হেতু হ'লে ঘটত কি এমন সব অঘটন? বিভূতি? দূর্। হাসে প্রদীপ। সে সত্যিই অবান্তর যে! কাকে ঠকাবে ও? চিন্তাকে জোর ক'রে চাপা দিয়েই বা কতটুকু ফল? প্রাণ যা চায় তা পেলে না বুঝে সে পারে? তৃষ্ণার জল মিললে তালুকে বোঝাবে কে যে, এ-জল বহুবাঞ্ছিত নয়? যে তৃষিত—সে?

সার ফ্রান্সিস

১

রজনীগন্ধার স্বপ্ন-জাগানিয়া গন্ধ আসে ভেসে। সার ফ্রান্সিস তাঁর হটহাউসের অনেকখানি অংশই করেছেন রজনীগন্ধায় ভর্ত্তি··কত মল্লিকা, বেল, কনকচাঁপারও গাছ যে! আরও কত···সে সব প্রদীপ চেনে না। ওর সব চেয়ে ভালো লাগত হটহাউসের ঐ টিউব রোজগুলি। মন্দ খরচ হয় না বৃদ্ধের—এই হটহাউসটির পিছনে। কিন্তু বাগান হ'ল তাঁর 'প্যাশন'। তাঁর লনের ধারে ধারে কত রকম যে গাছ বসিয়েছেন সার ফ্রান্সিস!···আর হটহাউসের তো কথাই নেই। এ ছাড়াও জাপানী নানা বামন গাছ...এমন কি জাভা থেকেও কত কী চারা···

কত নিশীথ রাত্রে প্রদীপ তার শয়নকক্ষের জানলা দিয়ে নিঃশ্বাসে আকণ্ঠ টেনে নিয়েছে তার দেশের কত সুরভিত স্মৃতি—এই দেশী ফুলের গন্ধের সাথে!···ইন্দ্রিয়ের যত রকম স্মৃতি-দীপন আবেশ আছে বোধ হয় তাদের মধ্যে সব চেয়ে পলাতক অথচ সব চেয়ে প্রবল আবেশ এই ঘ্রাণের। প্রদীপের মনে কি একটা কোমল ব্যথা যে উদ্বেল হ'য়ে ওঠে আজ এই গন্ধে—!···সে ডায়ানার উপহার ওয়র্ডসওয়র্থ-চয়নিকা – সামনের পৃষ্ঠায় তাঁর vignette ছবি সমেত—নিয়ে বসে পড়তে। সত্যিই পড়ে কি আর? অন্যমনস্কভাবে পাতা উল্টে যায়···এম্‌নিই। হঠাৎ চোখে পড়ে:

To me the meanest flower that blows can give
Thoughts that do often lie too deep for tears.

নগণ্য কুসুম—সে-ও মঞ্জরিয়া অন্তরে জাগায়
চিন্তা কত···তল যার অন্তঃশীলা অশ্রুও না পায়!···

মনটা কেমন যেন উন্মনা হ'য়ে ওঠে এ সামান্য দুটি চরণ পড়তে পড়তে।...পাতা উল্টিয়ে যায়...ভেসে আসে আবার সেই বেল জুঁই রজনীগন্ধার মিলিত গন্ধ—একটা মাতাল হাওয়ায়। হঠাৎ চোখে পড়ে:

A dancing shape, an Image gay,
To haunt, to startle and way-lay!

নৃত্যসুঠাম তনুহিল্লোল—পুলক-প্রতিমা কলস্বনা:
করে উন্মন, চমকি' বেড়ায়, আধ পথে ঝাঁপি' হরে চেতনা!

চম্‌কে ওঠে!...হঠাৎ এ লাইন দুটিই বা এ-সময়ে ওর চোখে পড়ল কেন?...বইটি মুড়ে সামনের হ্রদটির পানে চেয়ে ভাবে...ভাবে... এলোমেলো গন্ধবিধুর ভাবনা। মনে হয় কেবলই: "To haunt, to startle and way-lay!"

দরজায় টোকা—খুব মৃদুশব্দে।

ফের চম্‌কে ওঠে। রাত প্রায় দশটা। এ-সময়ে কে! ওরা তো বেড়িয়ে ফিরে দুজনেই ক্লান্ত হ'য়ে শুতে গেছে ক—খন! বোধ হয় আটটায়। তবে?

—"এসো।"

—"শুভ সন্ধ্যা শীল।" দোরের হাতল ঘোরে: বৃদ্ধের শুভ্র কেশ শুভ্র শ্মশ্রু দেখা যায়।

প্রদীপ উঠে দাঁড়ায়: "সার ফ্রান্সিস!"

এমন অভাবনীয় ব্যাপার তো কখনো ঘটে নি! কাকাকে ডায়ানা হেসে বলত—ক্রনমিটার!—এ অসময়ে—!!...

—"বোসো বোসো শীল। একটু কথা আছে—তাই।" কেশে: "ব্যস্ত নও তো?"

—"একটুও না সার ফ্রান্সিস। বসুন—এখানে, এই যে—আগুনের পাশে। বাদলায় হঠাৎ যে-ঠাণ্ডা—" কথা বাধে। কারণ সত্যিই তেমন বাদলা তো হয় নি। ঐ তো আকাশ টলটলে···নির্ম্মল—এক পশলা বৃষ্টির পরে—ঐ তো নিটোল তারাদের দেখা যাচ্ছে।···

সার ফ্রান্সিস ধন্যবাদ দিয়ে বসলেন: "হ্যাঁ আগুনের কাছেই ভালো। বয়স তো কম হ'ল না—সাতসটি। বাঃ—আগুনটা কী চমৎকার ক্র্যাক্ল্ করছে!—ডোরা বড় ভালো।" সার ফ্রান্সিস কাউচ-গর্ভে ডুবে যাবার উপক্রম।

—"ডোরা নয় সার ফ্রান্সিস,—ডায়ানা। নিজে হাতে জ্বেলে দিয়ে গেছে। কত-বারণ করলাম। ও কি শোনে? বলে ডোরা ভালো চুল্লী জ্বালাতেই পারে না।"

সার ফ্রান্সিসের মুখ স্নেহে কোমল হ'য়ে ওঠে, উজ্জ্বল: "কে? ডায়ানা? ও—।"

একটু পরে: "বড় লক্ষ্মী মেয়ে। নিজের কথা ভাবে না ভুলেও কোনোদিন।—চিরটা কা—ল এই এক ভাব।"

প্রদীপ কি বলতে গিয়ে থেমে যায়—তাঁর চিন্তাকুল মুখ দেখে।

—"ওর কথাই বলতে এসেছি।"

প্রদীপ মাথা হেঁট করে। বুকের মধ্যে রক্তে লাগে দুলুনি। ওর কথা? প্রদীপকে? সার ফ্রান্সিস? এ সময়ে? যিনি প্রায় সব সময়েই থাকেন সাধুসন্তের মতন একলা—?

—"বলব?"

—"বিলক্ষণ!"

সার ফ্রান্সিস তবু ইতস্ততঃ করতে থাকেন।

—"কিছু ডেলি— প্রাইভেট কথা?"

—"নইলে কি আর—" ব'লেই চাপা স্বরে : "ওরা শুয়েছে ?"

—"হ্যাঁ।"

—"দোরটা চাবি দিয়ে এসো তো।"

প্রদীপ উত্তরোত্তর বিস্মিত হ'য়ে ওঠে। ব্যাপার কি ? ' উঠে চাবি দিয়ে এসে বসে।

—"এ-সময়ে আর আসে না তো কেউ ?"

—"না সার ফ্রান্সিস। এতক্ষণ হয়ত ওদের অর্দ্ধেক রাত্রি। —কিন্তু—অর্থাৎ এমন কী কথা ?"

সার ফ্রান্সিস খানিক চুপ ক'রে থেকে কেশে বললেন : "তুমি বুঝতে পারছ হয়ত ?"

প্রদীপ ত্রস্ত স্বরে বলল : "না তো।"

বৃদ্ধ একটু ভাবলেন।—পরে কেশে গলা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বললেন : "ডায়ানার বিবাহের।"

—"বিবা—!"

—"হ্যাঁ। তোমাকে ও ভালোবাসে।" গলায় ওঁর জড়তা গেছে কেটে। C'est le premier pas qui coûte *—মনে প'ড়ে যায় প্রদীপের—হঠাৎ।

সার ফ্রান্সিস একদৃষ্টে ওর পানে চেয়ে। কিছু একটা না বললেও আর মান থাকে না। অস্ফুটে বলে : "আ—মা—কে !" ব'লেই কিন্তু নিজের 'পরে ধিক্কার হয় ওর এ-অভিনয়ের জন্যে। সার ফ্রান্সিস তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে বলেন : "তুমি জানতে না ?"

আমতা আমতা ক'রে প্রদীপ বলে : "ভালোবা—ঠিক না। তবে বন্ধুত্ব—"

* বাধে শুধু প্রথম পা-টি ফেলতে, তার পরে সব আসে সহজ হ'য়ে।

—"Tut tut my child—you can't be so simple after all.* যুবকের সঙ্গে যুবতীর আর যাই হোক্ বন্ধুত্ব হয় না। অন্তত আমার সত্তর বছরের অভিজ্ঞতায়ও মেয়েতে ছেলেতে বন্ধুত্বের একটি দৃষ্টান্তও চোখে পড়ে নি। "বন্ধুত্ব হয় মেয়েতে মেয়েতে, ছেলেতে ছেলেতে। ছেলেতে মেয়েতে—তবে হ্যাঁ—বৃদ্ধ বৃদ্ধার মধ্যে হয় হয়ত।" মৃদু শ্লেষের আমেজ হাসিতে।

প্রদীপ কি বলবে ভেবেই পায় না। এরকম আকস্মিক—

—"শোনো শীল"—সার ফ্রান্সিসের কণ্ঠস্বর মুহূর্তে কোমল হ'য়ে আসে ফের: "আমি চিরদিনই একটু অ্যাব্রাপ্ট †—জানোই তো—কিছু মনে কোরো না। তোমাকে কোনো দোষই দিচ্ছি না। তোমাকে ও ভালোবাসুক এ-ও আমি চাই নি—একটুও না। কিন্তু—You understand? It's no use blinking the fact." ‡

—"আ—আমি এতটা জানতাম না।" ব'লে ওর আরও আত্মগ্লানি আসে। দু'দুবার মিথ্যে বলল? কেন? কিসের ভয়ে?

—"Tut tut man!"

প্রদীপ উত্তর দিতে গিয়ে থেমে যায়। না, আর না। সোজা হ'য়ে বসে: "Must face the music" § জপ করে মনে মনে।

—"শোনো শীল। প্রতিজ্ঞা করো—এ-কথা কখনো ওকে বা কাউকে বলবে না।"

* টাট্ টাট্—তুমি এত কিছু শিশু নও।

† আচম্কা কথা ব'লে থাকি।

‡ সত্যকে এড়িয়ে চলা বৃথা।

§ সম্মুখীন হ'তে হবে—অপ্রিয় সব কিছুরও

—"না না সার ফ্রান্সিস"—প্রদীপ মুখ নিচু করে। সোজা তাকাতে পারে না কেন?

সার ফ্রান্সিসের কণ্ঠস্বর ফের নরম হ'য়ে আসে: "তোমাকে কোনো দোষ দিতে আসি নি শীল—তুমি কী করবে বলো? অনুরোধ করতেও চড়াও হই নি আজ। ডায়ানার ভাবনা কি? আমার সব সম্পত্তি ওর। কেউ নেই আমার। আমি এসেছি ওর—অর্থাৎ—যা ক'রে হোক যেমন-তেমন একটা বিবাহের বন্দোবস্ত করতে নয়—জিজ্ঞাসা করতে—" একটু কেশে: "অর্থাৎ তুমি ওকে ভালোবাসো কি না। নইলে সৎপাত্রের ওর অভাব হবে না এদেশে।"

—"সৎ—"

—"হ্যাঁ। ওকে তিন চারজন বিয়ে করতে চেয়েছিল—সচ্চরিত্র সঙ্গতিপন্ন পাণিপ্রার্থী।"

—"ও কি বলল?" প্রদীপের জাগে কৌতূহল।

—"যে, ও বিয়ে করবেই না কোনোদিন। তোমাকে বলে নি যে, ও চিরকুমারী থাকবে?"

—"বলেছে।"

সার ফ্রান্সিসের মুখ ম্লান হ'য়ে আসে: "কিন্তু সে মিথ্যে কথা। আর সেটা তুমি জানো সব চেয়ে বেশি ক'রে।"

—"ঠিক জানি না—তবে—"

—"শোনো শীল। আমরা স্কচ। বেশি কথা কই না—আবেগও আমাদের—well, still waters run deep *—তোমার সঙ্গে একটু খোলাখুলি কথা বলতে এসেছি—ওকে—অর্থাৎ ওর চেয়ে—" একটু কেশে: "মানে, প্রিয় জগতে আমার কেউ নেই—তাই।"

* শান্ত জল গভীর সব চেয়ে।

প্রদীপ আর্দ্র হ'য়ে ওঠে। এই কি সেই কঠিনকান্তি স্বল্পভাষী শিকারী সাহেব?

—"ও—আমার জীবনে—যাক্। শুধু জেনে রাখো ওর সুখের জন্যে আমি—" একটু কেশে: "অর্থাৎ সব সইতে পারি। এমন কি তোমার সঙ্গে ওর বিবাহও।"

প্রদীপ দাঁড়িয়ে ওঠে: "সার ফ্রান্সিস!"

—"Tut tut—"

—"ভেবেছেন কি সার ফ্রান্সিস? What do you mean by your confoun— impertinent tut tut? * টাকার জাঁক, না চামড়াটা সাদা এইজন্যে?"

সার ফ্রান্সিসের দু'চোখ জ্ব'লে ওঠে। চিরদিন আদেশ করতেই তিনি অভ্যস্ত। প্রদীপ তীব্র নিখাদের সুর পঞ্চমে নামিয়ে নিয়ে কঠিন কণ্ঠে বলল: "গুড্ নাইট, একটু বেড়াতে যাচ্ছি।"

—"ক্ষমা কোরো শীল। আমার অন্যায় হয়েছে। বোসো।" চোখে ওঁর সহসা সম্মোহের আলো ফোটে শ্যামচর্ম্মের প্রতি।

প্রদীপ ফিরল ওঁর পানে, বসল না।

সার ফ্রান্সিস ধীরস্বরে বললেন: "কিন্তু আমাকে একটু বুঝতেও চেষ্টা কোরো। ডায়ানার খুব ভালো ঘরে বিয়ের ঠিক করেছিলাম। লাখ টাকা যৌতুক, কাজেই—বুঝতে পারছ?—মৌচাক ডাকলে দুনিয়ায় মৌমাছির অভাব হয় না। কিন্তু ও বলে—বিয়েই করবে না। তিন তিনজনকে 'না' বলেছে ও গত দুবছরে।—দাঁড়িয়ে কেন? বোসো—please."

* আপনার দুঃশীল টাট্ টাটের মানে?

প্রদীপ বসল দূরে একটা চেয়ারে।

"রাগ কোরো না শীল, অতদূরে না—কাছে এসো। বুঝছ না কেন?" আবার কেশে: "খোলাখুলি কথা আমাকে বলতে হচ্ছে তো আমার নিজের জন্যে নয়—ওরই জন্যে। রাগ করবে না বলো? আমি সব বাঁচিয়ে কথা বলতে পারি না যে,—বিশেষ যেখানে ঐ মেয়েটার সুখ নিয়ে কথা।"

প্রদীপের মনটা ভিজে ওঠে: "না না সার ফ্রান্সিস—যা যা আপনার মনে হয় স্বচ্ছন্দে বলুন, আমি আর কিছু মনে করব না, কথা দিচ্ছি।" সে ওঁর কাউচের পাশে একটা বেতের চেয়ারে বসে।

বৃদ্ধ আবার একটু কেশে গলা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বলতে লাগলেন: "আমরা স্কচ্। আমার দাদামশায় ছিলেন ডিউক। আমাদের রক্তে বিদেশীর রক্ত মেশে নি আজ অবধি।—কাজেই—বুঝতে পারছ?—রক্তশুদ্ধি-রক্ষার দিকে—no offence * আমাদের খর দৃষ্টি। এ-সংস্কার এক পুরুষের তো নয়—কাজেই—বুঝতে পারছ?"

—"পারছি।"

—"তবু ওকে যে তোমার সঙ্গে মিশতে দিয়েছি সব জেনে শুনে, সে শুধু—" একটু কেশে ফের: "বুঝতে পারছ?"

—"ঠিক না। ওকে আমি বাঁচি— খট্‌া থেকে তুলেছিলাম ব'লে?"

—"না। ও তোমাকে সত্যিই—আঃ, বুঝতে পারছ না?"

—"পারছি। কিন্তু আপনি কেমন ক'রে জানলেন—সত্যিই? বলেছে ও?"

* অপরাধ নিও না।

সার ফ্রান্সিস ম্লানগর্ব্বে হাসলেন: "আমরা স্কচ শীল। ডায়ানা মুখ ফুটে বলবে? প্রাণ গেলেও—" বৃদ্ধ কেশে চুপ ক'রে গেলেন।

—"তবে?"

—"শীল" বৃদ্ধের স্বর গাঢ় হ'য়ে আসে—কিন্তু তৎক্ষণাৎ স্বর পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বলতে লাগলেন: "ওকে আমি হাতে ক'রে মানুষ করেছি। আমার ছেলে জন, সে ওসাকায়— open the window please, will you *—ও-ই তার স্থান নিয়েছে। ওর মনের প্রতি কথা যে—" একটু থেমে: "আমার কাছে ও কি পারে কিছু লুকোতে?" বৃদ্ধের মুখে ফুটে ওঠে অস্তাভ হাসি: "মাকড়সা জানেই তার জালের যত দূরের উর্ণায়ই টান পড়ুক—এতটুকুও।"

প্রদীপ চুপ ক'রে রইল।

বৃদ্ধ বলতে লাগলেন: "ও যখন আঠার বছরের তখন—মানে, একটি আমেরিকান ছেলে ওর পিছু নেয়। দুশ্চরিত্র। ও তার দিকে একটু ঝোঁকে দুদিনের জন্যে। সে অনেক কথা। বড় ঘা-ই খেয়েছে ও—শুধু সেখানে নয়—অন্যত্রও।" একটু কেশে: "আর—এ সবের ফলে ওর মধ্যে মস্ত একটা নড়চড় হ'য়ে যায়।—কিন্তু এ সব ভূমিকম্পেও একটি কথাও হয় নি কখনো আমাদের মধ্যে।"

একটু থেমে বৃদ্ধ ব'লে চললেন: "কথা-হওয়ার আমাদের দরকার করে না। মুখে কিছু বলতে গেলেই হই আমরা সঙ্কুচিত। কিন্তু তবু তোমাকে বলতে হচ্ছে—" কেশে আবার: "কেন না—কিছু মনে কোরো না শীল, তুমি তো আমাদের স্বজাতি নও—তাই।"

প্রদীপ হেসে বলল: "মনে করব না, কিন্তু স্বজাতি হ'লে বলতেন না?"

* জানলাটা খুলে দেবে দয়া ক'রে?

—"ঐ যে বললাম—বলার দরকারই হ'ত না। যাক সে কথা, শোনো। কিছু যদি মনে না করো—"

—"কিচ্ছু না সার ফ্রান্সিস, বার বার কুণ্ঠিত হবার দরকার নেই সহজভাবেই কথা বলুন। আর আমি রাগ করব না কথা দিয়েছি তো।"

—"ধন্যবাদ শীল।—আমি জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম—that wom— মিস সোমটি কে?"

প্রদীপের রাগ হয় দারুণ, কিন্তু সংবরণ ক'রে বলে: "হঠাৎ?"

সার ফ্রান্সিস তার দিকে অচঞ্চল নেত্রে তাকিয়ে বললেন: "বুঝতে পারছ না?"

প্রদীপ চোখ নিচু ক'রে বলল: "পারছি।"

—"তবে?"

—"ক্ষমা করবেন সার ফ্রান্সিস—এ অন্যের কথা, আমি আলোচনা করতে অক্ষম।"

—"Tut tut man, don't you see my little girl is suffering hells because of that woman?" * বৃদ্ধের শান্ত চোখ দুটি যেন বাঘের মতন জ্ব'লে ওঠে বিজলি আলোয়: "ও এসে অবধি এই সপ্তাহে ডায়ানা আমার আধখানা হ'য়ে গেছে, চোখে পড়ে না কি তোমার কিছুই?"

প্রদীপ চমকে ওঠে: সত্যিই তো পড়ে নি ওর চোখে।

সার ফ্রান্সিস দোরের দিকে তাকিয়ে স্বর নামিয়ে নিয়ে বললেন: "একথা জানতে দেবে না ওকে—প্রতিজ্ঞা করো। ঘুণাক্ষরেও না।"

* টাট্ টাট্—দেখতে পাচ্ছ না আমার ছোট্ট ডায়ানা ও মেয়েটার জন্যে মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণাভোগ করছে?

প্রদীপ স্পষ্টকণ্ঠে বলল : "সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন সার ফ্রান্সিস। কেউ কোনোদিন জানবে না—অন্ততঃ আমার মুখ থেকে না।"

বৃদ্ধ ওর হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে চাপ দিয়েই ছেড়ে দেন। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে—হঠাৎ।—"যে অভিমানিনী মেয়ে!" একটু চুপ ক'রে থেকে : "ছেলেবেলা থেকেই। অথচ কেউ কি জানে সে-কথা? লোকে ভাবে ওর হৃদয়ের সব তরলতা গেছে জমাট হ'য়ে। মনের ভিতরে ওর বিপ্লব ঘ'টে গেলেও—" বৃদ্ধ থামলেন।

—"আমাকে ক্ষমা করবেন সার ফ্রান্সিস। মিস সোমকে এখানে এনে খুব অন্যায় করেছি।"

—"নিয়ে যাবে কবে?"

—"কালই—যদি বলেন।"

সার ফ্রান্সিস একটু ভেবে বললেন : "না। অত তাড়াতাড়িতে কাজ নেই। ও বুঝতে পারবে আমি তোমাকে বলেছি।"

—"কেমন ক'রে?"

সার ফ্রান্সিস মৃদু হাসেন : "শীল, একটা মন অপর একটা মনের কাছে বে-আব্রু হয় কেবল তখনই যখন অপর মনটিরও আব্রু ঘোচে তার নিজের কাছে। আমি ডায়ানার মনকে চিনতে পেরেছি—নিজে ওর মনের কাছে ধরা দিয়ে।"

একটু থেমে স্বর নামিয়ে : "তাই তো এত সাবধানতা। বুঝতে পারছ?"

প্রদীপ ঘাড় নেড়ে অন্যমনস্ক ভাবে পায়ের নিচে কার্পেটটার একটা ফুলের দিকে চেয়ে থাকে।

—"মিস সোম কি—না, ক্ষমা কোরো।"

—"না সার ফ্রান্সিস। আপনাদের আমি দুঃখ দিয়েছি। আপনাকে আমি ব্যাপারটা খুলে বলতে বাধ্য।"

বৃদ্ধ প্রীত উৎসুক নেত্রে ওর দিকে তাকালেন।

—"শ্রী—মিস সোম আমার এক বাল্যবন্ধুর বাগ্দত্তা।"

সার ফ্রান্সিসের মুখ চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে: "সত্যি?"

—"সত্যি, কিন্তু—না—উনি বোধ হয় দেশে চ'লে যাবেন শীঘ্রই। এদেশে ওঁর শরীরও খারাপ যাচ্ছে। মূর্চ্ছা হয় মাঝেমাঝেই।"

—"হ্যাঁ, ডায়ানা বলেছে।"

—"আজকাল মূর্চ্ছাটা বেড়েছে—একটু বেশি ঘন ঘন হচ্ছে এখানে।"

—"তা-ও জানি।" বৃদ্ধ কাশেন: "কেন হয়—তা-ও।"

প্রদীপ ত্রস্ত কণ্ঠে বলে: "কে বলেছে? ডায়ানা?"

—"পাগল! পরের কথায় থাকবে ডায়ানা?"

—"তবে?"

—"বলেছে—কিছু মনে কোরো না শীল—বলেছে ডোরা।"

—"ডোরা! সে কী ক'রে—"

সার ফ্রান্সিস মৃদু হাসেন: "শীল, যখন জীবনকে আরও চিনবে তখন জানবে—" কেশে: "জানবে যে, মানুষের গোপনতম কথাও জানে অনেক সময়ই চাকর-বাকরে—যা কেউ টের পায় না তা-ও।" ব'লে তাঁর মৃদু ব্যঙ্গ হাসি হাসেন: "আর কেন, জানো?"

প্রদীপ তাকায় শুধু।

—"কারণ ওদের কাছে আমরা সব চেয়ে সহজে মুখোষ খুলি; ভাবি ওরা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়—মূর্খ। ডোরার কাছে আমি ডায়ানার সম্বন্ধে কত কথাই যে জেনেছি—!"

প্রদীপ আশ্চর্য্য হ'য়ে চেয়ে থাকে। এ সে জানত না—সত্যিই। কোথায় আনন্দও জাগে।

—"কী বলেছে ডোরা—শ্রী—মিস সোমের মূর্চ্ছার কারণ?"

—"সত্যি বলব?"

—"বিলক্ষণ!"—প্রদীপের কণ্ঠস্বর কিন্তু এমন শুষ্ক শোনায়—!

—"ডায়ানাকে ও বিষচক্ষে দেখে।" বৃদ্ধের স্বর মৃদু, কিন্তু তার জ্বালা ও তাপ যেন প্রদীপকে স্পর্শ করে।...

প্রদীপ রুক্ষ কণ্ঠে বলে: "মিথ্যা—"

সার ফ্রান্সিস হেসে ব'লে ওঠেন: "Tut—tut man, don't be sentimental,*, এরকম ক্ষেত্রে অন্য কী আশা করো তুমি? তুমি শিশু নও।"

প্রদীপের রক্তস্রোত দ্রুত বয়।—তাহ'লে ও ভুল করেনি? শ্রীলার এটা মুড মাত্র নয়—গা-র মধ্যে শির শির ক'রে খেলে যায় একটা বিদ্যুৎ-হিল্লোল! ..

সার ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়ালেন: "আচ্ছা, ঘুমোও, গুড নাইট।"

—"গুড নাইট সার ফ্রান্সিস।"

দোর অবধি গিয়ে ফিরে কুণ্ঠিত স্বরে বললেন: "ডায়ানা—"

—"কী?"

—"বুঝতে পারছ না?"

—"পারছি।" প্রদীপ মাথা নিচু করে।

বৃদ্ধ একদৃষ্টে তার দিকে খানিক চেয়ে থাকেন: "মন স্থির করা কি সম্ভব নয়?"

প্রদীপ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। ওর বুকের মধ্যে যে কী তোলপাড়

* টাট্ টাট্—সেণ্টিমেণ্টাল হ'য়ো না।

হ'তে থাকে?···কিন্তু কী বলবে ও? মনস্থির?···এত দুঃখেও হাসি আসে।···

সার ফ্রান্সিস আরও খানিকক্ষণ উত্তরের প্রত্যাশায় ওর মুখ পানে চেয়ে থেকে বললেন: "আমার সম্পত্তির সমস্তই ও পাবে। যৌতুক ছাড়াও—"

প্রদীপ বিরক্ত সুরে বলে: "বার বার যৌতুকের কথা বলছেন কেন সার ফ্রান্সিস? আমি কি টাকার—"

সার ফ্রান্সিস ব্যঙ্গভরে বললেন: "Tut tut man, টাকা আজকের দিনে—আমাদের দেশে—"

—"দয়া ক'রে ও-টোনে কথা বলবেন না সার ফ্রান্সিস। আমি আপনাদের দেশের লোক নই। হৃদয় আমাদের কাছে বড়—টাকার চেয়ে।"

সার ফ্রান্সিসের কপাল কান টকটকে লাল হ'য়ে ওঠে: "কী তোমাদের দেশের লোকের জাঁক করছ শীল? আমি কি জানি না তোমাদের পণপ্রথা—" ব'লেই আত্মসংবরণ ক'রে: "মানুষের চরিত্র সর্ব্বত্রই সমান বন্ধু! হৃদয়-টিদয় বেশ কথা, খাসা—কেবল পেটে অন্ন থাকলে—তবেই।"

প্রদীপ কঠিন কণ্ঠে বলল: "সার ফ্রান্সিস, আপনি এখানে এসেও ভুলতে পারেন নি যে সবাই আপনার তাঁবে নয়। তাই অতিথির কাছেও তার দেশের নিন্দা ক'রে ভাবলেন খুব পৌরুষ দেখানো হ'ল। —এর পালটা-জবাব দিয়ে চাষামি আমি করব না।—কিন্তু—শুনুন সার ফ্রান্সিস, আমার কথা শেষ হয় নি। আমার নিজের টাকা আছে কি না সেকথা বলব না, কেননা সে-টাকার জন্যে আমি মনেপ্রাণে লজ্জিত। তবে এটুকু বললে হয়ত খুব অন্যায় হবে না যে, আপনি যা যৌতুক দেবেন তার চতুর্গুণ যৌতুক আমি প্রত্যাখ্যান করেছি দেশে।"

ব'লেই ওর অত্যন্ত লজ্জা আসে, বলে স্বর নামিয়ে : "কিন্তু একথা অবান্তর। যেটা মনে রাখা আপনার উচিত সেটা এই, যে, ডায়ানার সঙ্গে আমি এতটুকুও প্রতারণা করি নি—একদিনও না। এখানে এসেছি আমি বার বার—কিন্তু আপনাদেরই—সকৃতজ্ঞে বলছি—সাদর নিমন্ত্রণে। আর—" ব'লে একটু থেমে : "আর মনে রাখবেন—যুবক যুবতীর মধ্যে বন্ধুত্বে আপনি বিশ্বাস না করলেও ডায়ানা নিজে করে।"

সার ফ্রান্সিসের ঠোঁটে কাঁপে ব্যঙ্গ হাসি : "করে?"

—"হ্যাঁ। নইলে—"

—"টাট্ টাট্ শীল। কেন রাগ করছ! তোমাকে কড়া কথা শোনাতে আমি আসি নি। তোমাদের দেশের কথা বলার জন্যেও আমাকে ক্ষ—কিছু মনে কোরো না। আমার মনে রাখা উচিত ছিল—তুমি আমার অতিথি। কিন্তু—" বৃদ্ধ মুহূর্তের জন্যে অধর দংশন ক'রেই সহজ কণ্ঠে বললেন : "তুমি জানো কি যে—যে—ডায়ানা আজ সারা দুপুর কেঁদেছে?"

—"কেঁদেছে?"

—"এ-খবরও রাখো না—তবু বলো ছেলেতে মেয়েতে বন্ধুত্ব হয়? শুধু আজ না পরশুও—তরশুও।" একটু থেমে : "এজন্যে তোমাকে দোষ দিচ্ছি না অবশ্য—তবে বন্ধুত্বের কথা তোলো কেন বলো তো?—ডায়ানা কী বলবে তোমাকে শুনি?—যে, ও বিশ্বাস করে না এরকম বন্ধুত্বে?" বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে ফের : "বলে কখনো কোনো আত্মসম্মানী মেয়ে—যখন—যখন—বন্ধুত্বের অতিরিক্তটুকুর জন্যেই থাকে সে তৃষিত?" মুখে তাঁর শ্লেষের ঝাঁঝ করুণায় যায় নিভে।

প্রদীপ মুখ নিচু করল।

বৃদ্ধ স্বর নামিয়ে নিয়ে ঈষৎ শান্ত স্বরে বললেন :

"শোনো শীল। বিশ্বাস কোরো আমি সেকেলে হ'লেও হৃদয় বললে হেসে উড়িয়ে দিই না—যদিও তোমাদের মতন কেঁদেও ভাসাই না—কবুল করছি। বাস্তবিক—" একটু কেশে ফের: "বাস্তবিক পক্ষে, হৃদয়বস্তুর ওপর আমার বিশ্বাস আছে ব'লেই একরকম তোমার কাছে বলেছি ডায়ানার লজ্জার কথা।"

—"লজ্জার?"

সার ফ্রান্সিসের সমস্ত মুখ চোখে কে যেন আগুন ধরিয়ে দেয়: "তবে কি গৌরবের? শীল—" ব'লেই আত্মসংবরণ ক'রে: "মিস সোমের মতন ফ্লার্টের প্রতি যে-অন্ধ আসক্ত, গুণের চেয়ে যার কাছে মুখচোখের হাব-ভাব বড়, তাকে ডায়ানা যে সব বুঝেও 'যাও' বলতে পারছে না এ-লজ্জা কি স্কচ মেয়ের বুকে না বেজে পারে?"

প্রদীপ প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙল: "সার ফ্রান্সিস!"

বৃদ্ধ মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে রইলেন হ্রদের দিকে। দাঁড়িয়ে তাঁর জানু কাঁপছিল থর থর ক'রে।

—"আমায় ক্ষমা করবেন। ডায়ানার জন্যে আমি সত্যিই অত্যন্ত দুঃখিত।"

সার ফ্রান্সিস এগিয়ে এসে ওর করমর্দ্দন করলেন: "You are a good fellow Seal. I esteem you."*

প্রদীপ একটু চুপ ক'রে থেকে সোজা বৃদ্ধের চোখের পানে চেয়ে বলে: "এখন কী করতে বলেন আমাকে?"

সার ফ্রান্সিস দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে বললেন: "মিস সোমের যে প্রসাদপ্রার্থী—তাকে কী বলব বলো? শুধু এইটুকু বলি—তাঁকে

* তুমি ছেলে ভালো শীল, তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি।

যেদিন ভুলবে সেদিন এখানে এসো—তার আগে নয়—অর্থাৎ যদি ডায়ানার একটুও শুভার্থী হও। ওকে সুখী না করতে পারো—তোমার অপরার—ঐ যে— প্রতি আসক্তির উত্তাপে ওকে দ'গ্ধে মেরো না।"

—"কালই চ'লে যাব সার ফ্রান্সিস।"

বৃদ্ধ ওর কাঁধে হাত রাখলেন: "অতটা বাড়াবাড়ি কোরো না শীল। এবার যখন এসেছই হঠাৎ যেয়ো না—তাহ'লে ডায়ানার দুঃখ বাড়বে বৈ কমবে না। কেবল—" ব'লে ওর দিকে স্থিরনেত্রে চাইলেন।

প্রদীপ ওঁর দৃষ্টির সাম্‌নে চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল: "কেবল? বলুন—অসঙ্কোচে—যদি আমার সাধ্য হয়—"

সার ফ্রান্সিস ওর কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে নিয়ে বললেন: "কেবল—যদি পারো তো—অর্থাৎ – ওর সাম্‌নে—রাগ কোরো না শীল—একটু অভিনয় কোরো: দেখিয়ো—মিস সোমের দিকে তোমার মন ঝোঁকে নি—" ব'লে থেমে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ম্লান হেসে বললেন: "যদিও—কী-ই ফল হয় বলো এসব অভিনয়ে? – তবু—যতটা পারি আমরা আচরণে তো শুধরে নিই নিয়তির—" একটু থেমে: "নিষ্ঠু—অর্থহীন অবিচার।"

২

সোফায় এলিয়ে প্রদীপ ভাবে…ভাবে।…শুধুই ভাবনা, চিন্তা, জল্পনার বুদ্‌বুদের ভিড়…তুফান…অসংবদ্ধ…অর্থহীন…তপ্ত, স্পন্দমান, গাঢ়।·এক একটা বুদ্‌বুদ ফাটে—আর তার প্রতি নির্ম্মল কণায় হাজারো বুদ্‌বুদ ওঠে ফেনিল হ'য়ে। তা'রাও ফাটে…আবার উঁকি মারে নতুন অতিথি।··স্থান দিতে না দিতে প্রতি আগন্তুক হ'য়ে দাঁড়ায় জবরদস্ত বাসিন্দা, ছাড়ে না স্থান সহজে।

কোথা থেকে কী হয়? শ্রীলা ডায়ানাকে বিষচক্ষে দেখে? ওদের যে বনে না এটা ছিল স্বচ্ছ, কিন্তু বিষ—প্রদীপ এ-চিন্তাকেও সইতে পারে না, অন্য কথা ভাবে।—ডায়ানা একের পর এক পাণিপ্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করেছে? ওরই জন্যে? সার ফ্রান্সিস তাঁর স্কচ্ অভিমান ছেড়ে এলেন ওর কাছে এরকম আবেদন জানাতেই বৈ কি। অভাবনীয় নয় কোন্‌টা? তবু বলে লোকে—রোমান্সের যুগ গেছে অস্ত!

গর্ব্ব হয়। নিষ্ঠুর একটা পরিতৃপ্তিও। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আসে দুঃখও—অবসাদও! সত্যিই তো ডায়ানাকে ও দুঃখ দিতে চায় নি। তবে? নিয়তির এ কেমন বিচার? কেন এমন হয়? শান্ত ডায়ানা, স্নিগ্ধ ডায়ানা, বৃদ্ধের কথা মনে পড়ে! "অভিমানিনী মেয়ে?" জীবনে কোনোদিনও নিজের কথা ভাবে নি—না করেছে কখনো কারুর কোনো অকল্যাণ কামনা—স্বপ্নেও। তার জীবনে প্রদীপ এ কী ধূমকেতু হ'য়ে এল? এসেছিল তো সত্যিই বন্ধু হ'য়ে ওর। কিন্তু—

মনে প'ড়ে যায়—সার ফ্রান্সিসের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ: "বন্ধুত্ব—যুবকের সঙ্গে যুবতীর? টাট্ টাট্!" সত্যিই কি হয় না? কিন্তু ওর তো মনে হয়েছিল—হয়! শুধু মনে হওয়া নয়—মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছিল যে!...সেটা কি আত্মপ্রবঞ্চনা—না, অন্ধতা? আর সত্যিই তো শ্রীলার আবির্ভাবের আগে ও বুঝতে পারেনি এত শত। মানুষ কি চেনে নিজেকে? চিনবে কোনোদিন? উপায় কি সত্যি আছে—পরম চরম আত্মপরিচয়ের?

মন থাকে ছায়া-মৌন—নিজের সম্বন্ধে নিজের নানা ধারণার স্নেহচ্ছায় আত্মপ্রসাদের নীড়ে।...এক একটা ঘটনায় আসে বিদ্যুতের ঝাপ্‌টা—নীড় যায় ভেঙে—মনগড়া ধারণার—আশ্রয়ের—আব্রু যায় খ'সে—নিজের সঙ্গে হয় মুখোমুখি।—ভাবে প্রদীপ...ভাবে...সে উন্মুক্ত নগ্ন

আলোয় দেখি নানা ঝড়-তুফানে যে-ভাবে সাড়া দেওয়ার কথা—দিই না তো সাড়া সে-ভাবে! অম্‌নি বদ্‌লে যায় আত্ম-পরিচয়ের রূপ, দেখি—কাল নিজেকে যা ভাবতাম আজ তা নই। অথচ…অথচ…কাল নিজেকে যা ভাবতাম কাল কি তা ছিলাম না? কেউ কি জানে? স্বপ্ন যখন ভাঙে তখন জাগরণে তার যে-মূর্ত্তি ফুটে ওঠে সে-ও হয়ত আর এক স্বপ্ন—এ-জাগরণ হয়ত চেতনার আর একটা স্থায়িতর স্বপ্ন—সে-চেতনা পেলে দেখব যে, এ-জাগরণের পরেও আছে নব-জাগরণ—যেমন ঘুম ভাঙলে দেখি: স্বপ্ন-চেতনার পারে জাগ্রৎ-চেতনা? এই যে অতি-জাগরণ—এর আভাষ কখনো কি পাই না? পাই তো…ভাবে প্রদীপ। যদিও বিদ্যুতের মতন ক্ষণ-উদ্ভাসে। মনে জাগে ওর প্রিয় কবির একটি গান:

দেখিতে না দেখিতে সে
কোথা যে গেল রে ভেসে…
যেন কোন্ মায়া-সরসী·· ছুঁতে না ছুঁতে শুকালো··
সে কেন দেখা দিল রে?—না দেখে ছিল যে ভালো!

তাই কি? আভাষ যদি ক্ষণিক হয় তবে তা না পাওয়াই কি ভালো? স্বপ্ন না ভাঙাই কাম্য?

প্রদীপের বিষণ্ণ মন বলে: তা ছাড়া আর কি? আভাষেই তো আসে নিরাশা…আসে অতৃপ্তি…শ্রীলার প্রিয় উপমা—সোণার হরিণ…। "মায়া-সরসী!"

কিন্তু এই কথাই কি সত্য? সোণার হরিণের স্বর্ণদীপ্তি দেখা দেয় শুধু ছলতেই? তার ডাকে চোখ ধাঁধে প্রাণ দোলে মন মজে—শুধু শুধুই—এম্‌নিই? মায়া-সরসী ছুঁতে-না-ছুঁতে শুকোয় কি এই জন্যেই

নয় যে, তাকে ধারণ করার শক্তি অন্তরে ফোটে নি এখনো? "যে অ-ধরা দেয় না ধরা সে ডাকে...ডাকে · ডাকে।" কিন্তু কেন? কবি কেন বলেছেন "বরমিহ বিরহ"? গেয়েছেন কেন—"মিলনের চেয়ে বিরহ ভালো"? এই জন্যেই নয় কি যে, বিরহই দেয় গতি ও গতিতেই সার্থকতা, মিলনে স্থিতি তাই সে অকৃতার্থ? তাই কি সারা জগতে আজ গতিরই জয়ধ্বনি?

এই গতির প্রবাহ যোগায় কে? স্বপ্নভঙ্গই তো। নয় কি?··· ভাবে প্রদীপ। নিজেকে যা ভাবি তা-ই যদি হতাম তবে গতির অঙ্কুশ হানত কে—কেনই বা?

তাই তো নিজেকে বাইরের ঘটনাক্রমের দাস ব'লে চেনারও দরকার আছে। এ-পরিচয় না হ'লে চাইব কেন ঘটনাচক্রের কবল থেকে মুক্তি পেতে—নিয়তির উপরে উঠতে? যাদের দেখতে পাই না তাদের হাতেরই খেলার পুতুল আমি—এ না জানলে আমার পুতুল-রূপের গ্লানি কাটাব কোন্ তাগিদে?

খেলার পুতুল···খেলার পুতুল···ভাবে প্রদীপ। হাসে · বিষণ্ণ হাসি। অস্বীকার করতে ইচ্ছা হয় না? না হ'য়ে পারে—বিশেষ গর্ব্বী মানুষের? কিন্তু···মাথা নাড়ে প্রদীপ···মিথ্যে গর্ব্বের আকাশ-কুসুম চয়ন ক'রে লাভ কি? তার ক্ষণ-আয়ু শেষ হ'লে তো যাবেই সে ঝ'রে! জন্ম-পরাধীন যে সে কেমন ক'রে—?

জন্ম-পরাধীন?···বিদ্রোহ ওঠে মাথা চাড়া দিয়ে। কিন্তু বৃথা আস্ফালন ···ভাবে ফের। মানুষ স্বাধীন—আত্ম-সম্রাট? বলে কোন্ মূঢ়? নিজের নিয়ন্তা যদি সে হ'ত তবে কি এক একটা নগণ্য কথায়ও স্মৃতিতে তার জমত অগণ্য দুঃখের পলি? ছোট উইঢিবি দেখতে দেখতে হ'ত হিমালয় —মনের কোনে? কী ভেবে ওরা গেল বেড়াতে উইণ্ডারমিয়ারে—কত

প্রফুল্লতার পাল তুলে—সাধু সঙ্কল্পের বনেদ গেঁথে অন্তরের অতলে—আর কী ঘ'টে গেল ?—কথার পিঠে দুটো তুচ্ছ কথায় শ্যামলতার রাজধানীতে জাগল অগ্নিগিরি !···শ্রীলা বলে বেশ এক একটা কথা !···মনে প'ড়ে যায়—ডায়ানাও বলত অমনি আর একটা কথা : তাসের ঘর রচে মানুষ বালুভিত্তির ওপরে।

তাসের ঘর···তাসের ঘর। নয় ?···নইলে কাঁদে ডায়ানার মতন শান্ত সংযত মেয়ে—সারা দুপুর—সারা সন্ধ্যা ? আহা !···

সবচেয়ে মনে জাগে তার আজ ঐ শান্তমূর্ত্তি রুদ্ধগর্ব্বী বৃদ্ধের কথা। তিনিই কি স্বাধীন—আত্মনিয়ন্তা ? পারলেন কই তাঁর শ্বেতচর্ম্মের গর্ব্ব বজায় রাখতে ? আসতে হ'ল তো জাত্যভিমান ছেড়ে বিজিত জাতির অবজ্ঞেয় শ্যামচর্ম্ম যুবকেরই কাছে—তাকেই মিনতি জানাতে ?—মিনতি বৈ কি—তাছাড়া কী নাম দেওয়া যায় এর ? আর কী জন্যে ? না, একটি মেয়ের প্রতি বৃদ্ধের স্নেহের তাগিদে।

স্নেহ ভালবাসা···মানুষের কতই না গর্ব্ব এদের নামে !·· কত উচ্ছ্বাস কত কবিত্ব কত মাতামাতি !···ধূলোয় না কি তারা ফলে এদেরই ইন্দ্রজালে !···কাব্য-মায়া !···নইলে যে-স্নেহের জন্যে বৃদ্ধ জাতীয়তা-গর্ব্বও ছাড়লেন—তা দিয়ে ডায়ানাকে এক কণাও সান্ত্বনা দিতে পারলেন কই ? পারলে কি আসতেন ওকেই উপরোধ করতে ? বৃদ্ধের চিরলালিত গর্ব্বে কতই না বেজেছে—ভাবে ও ! কিন্তু বাজবে না তাকে—যে ভালোবেসেছে ? ভালোবাসার চেয়ে দুর্ব্বল কে ? আর দুর্ব্বলতা মানেই তো তাই যা আঘাতকে ডাকে—যেমন বায়ুমণ্ডলে ডিপ্রেশন ডাকে ঝড়কে !···

আর ভালোবাসা শুধু কি দুর্ব্বল ?—নিষ্ঠুরও নয় কি সেই সঙ্গে ?

ভাবতে বেদনা বাজে—তবু অস্বীকার ক'রে কী ফল ? "নিষ্ঠুর"

ছাড়া কী নাম দেবে একে? গ্রীকরা প্রেমের দেবতাকে বলেছিল অন্ধ কি সাধে? সব নিষ্ঠুরতাই যে অন্ধ—তাই বুঝি?

অন্ধ! বটেই তো। আর তাই থেকেই তো আসে মূঢ়তা! ধৃতরাষ্ট্র লোহার ভীমকে বাহুবন্ধনে চূর্ণ ক'রে শক্তির অপচয় করতে গেলেন এ-মূঢ়তায় আমরা হাসি···কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে এর চেয়ে হাজারগুণ মূঢ় আচরণ না করে কে? কে না চায় প্রেমের কাছে নিত্যই সেই বস্তু যা প্রেমের অনায়ত্ত? ভুল লোকের কাছে যায় না কি সে প্রতিদিনই—অলভ্য বরের জন্যে?—প্রেমতৃষ্ণা যদি অন্ধ না হয় মূঢ় না হয় তবে ডায়ানাকে প্রদীপের এত আপন মনে হওয়া সত্ত্বেও উন্মুখ হ'য়ে থাকত কি ও শ্রীলার প্রসাদ-কণিকার জন্যে?

কি? ডায়ানা নয় ওর আপন? নৈলে আসত কি ও বার বার এই দূর গ্রাসমিয়ারে প্রতি ছুটিতেই? ভালোবাসে না ও ডায়ানাকে? না বাসলে এত বেদনা বোধ করত ও তার জন্যে? সে কেঁদেছে ভাবতেও বুকের মধ্যে টন টন ক'রে উঠ্‌ত এমন ক'রে? করুন গে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ সার ফ্রান্সিস। আছেই আছে ছেলেতে মেয়েতে স্নেহসম্বন্ধ।

আর ডায়ানাকে স্নেহ না ক'রে পারে কেউ? বৃদ্ধের কথা মনে পড়ে: "নিজের কথা ভাবে না ও কখনো।" সত্যি। ওদের দুজনার সুখ-সুবিধার জন্যে কি সে আত্মবিলোপ করে নি প্রতিদিনের প্রতি আচরণেই—অম্লানবদনে?—আর জেনে যে, তার প্রতি প্রদীপ উদাসীন, জেনে যে, তার প্রেমের কথা কোনোদিনই সে প্রদীপকে বলতে পারবে না মুখ ফুটে। সবচেয়ে বড় কথা: প্রদীপকে গভীর ভাবে চাওয়া সত্ত্বেও। এখন তো আর সংশয়ের পথ নেই?

কেন এমন হয়?—ভাবে প্রদীপ।—যা নাগালের বাইরে তার জন্যেই মন ঝোঁকে কেন—যা করায়ত্ত তাকে ছেড়ে? মানুষ স্বভাবে দানোন্মুখ

ব'লে? স্নেহার্থী ব'লে? কিন্তু তাহ'লে সে পারে না কেন স্নেহ দিয়ে ডায়ানার তৃপ্তি মেটাতে? ওর নারীত্বকে ফুটিয়ে তুলতে পারে না কেন তার অমলিন শ্রদ্ধা দিয়ে, প্রীতি দিয়ে, সখ্য দিয়ে? কেন ডায়ানা এ-সব চায় না—এমন কি পেলেও মুখ ফেরায়? তবে কি খতিয়ে সার ফ্রান্সিসের সিনিক কথাই সত্যি যে, ছেলেতে মেয়েতে আর যা-ই হোক না কেন বন্ধুত্ব হয় না? ডায়ানা মেয়ে--সুতরাং প্রদীপের কাছে চাইবে শুধু সেই বস্তু যা ও দিতে উন্মুখ—শ্রীলাকে? এ ছাড়া কোনো স্থায়িতর সত্যতর যোগসূত্রই নেই ওদের মধ্যে? থাকতে পারে না?

কিন্তু এ-ই যদি হবে ওদের সম্বন্ধের শেষ কথা, তবে ডায়ানাকে ছাড়তে হবে—ডায়ানাকে আর কখনো দেখতে পাবে না ভাবতেও ওর এত ব্যথা বাজে কেন? এ যদি ভালোবাসা নয় তবে ভালোবাসা বলে কাকে?

দু-রকম স্নেহ? তথাস্তু—কিন্তু তা-ই যদি হয়, তবে দুটোর মধ্যে একটার দাবিদাওয়া বেশি প্রবল ব'লে অন্যটা হবে একেবারে নামঞ্জুর—এ-ই বা কোন্ বিধান? দুটোর একটাকে পথ ছেড়ে দিতে হবে এ-ই বা কোন্ ব্যবস্থা? থিশে বাঁচবার অধিকার নেই কার? তবে কেন এ-নিষ্ঠুর আত্মবিলোপ করতে হবে স্নেহকে—প্রেমের খাতিরে?

সবচেয়ে দুরূহ সমস্যা: কোন্‌টার মূল্য বেশি! ডায়ানার প্রতি ওর স্নেহ নিটোল, শুভেচ্ছা উচ্ছল, প্রীতি নিষ্কণ্টক। শ্রীলার প্রতি ওর টান—দুর্নিরোধ্য, তৃষ্ণা—উদ্দাম, কোমলতা—অবর্ণনীয়। কোন্‌টা বড়?

হায় রে, কোথায় সেই মাপকাটি, মানদণ্ড—যা দিয়ে ও মাপবে উভয়ের ছোট-বড়ত্ব?

৩

মাথাটা ওর এত গরম মনে হয় হঠাৎ। ঝিম ঝিম ক'রে ওঠে ভাবতে ভাবতে।···উঠল। পাশের বেসিন থেকে জলের ঝাপটা দিল মুখে চোখে মাথায়। তারপর হঠাৎ মোটা ড্রেসিং গাউনটা চাপিয়ে বেরিয়ে পড়ল বাগানে।

এক টুকরো বাঁকা চাঁদ—তৃতীয়ারই হবে। তার বাঁকা ধনুকের মাঝখানে একটি তারা জ্বল জ্বল করছে। ঠিক একটি চন্দ্রবিন্দু। এরকম তো ও কখনো দেখেনি···মখমলের মতন নরম লনে পায়চারি করতে করতে ভাবে।···মনের উপকূলে হঠাৎ যেন একটা শান্তির হিল্লোল এসে লাগে। চকিত শান্তি···কিন্তু এত নিবিড়—!···

কী সুন্দর গভীর রাত্রি! এক একটা সন্ধ্যার স্মৃতি ভোলা যায় না। রাত্রি অসামান্য ব'লে নয়—অজানা কারণে—অচিন যোগাযোগে। এ-রাত্রিটিও ও তেমনি ভুলবে না কোনোদিনই বুঝি। মনে পড়বে গেটের ডানপাশে সার ফ্রান্সিসের হট হাউস থেকে গোলাপ ও বেলের মৃদু গন্ধের সেই থেকে থেকে নিবিড় হওয়া···থেকে থেকে ফিকে হ'য়ে আসা···মনে পড়বে ঐ বাঁপাশের উডবাইন লতার পল্লবগুলির অকারণ এম্‌নিই শির শির ক'রে ওঠা—থেকে থেকে লক্ষ স্থির সবুজ চোখে নীলাকাশের পানে চেয়ে থাকা···মনে পড়বে অদূরে দুটি ঝাউয়ের সারির মাঝ দিয়ে লাল সুরকির রাস্তা···আর সবচেয়ে মনে পড়বে ওই নির্ম্মল আকাশে চাঁদের চন্দ্রবিন্দু। হঠাৎ মনে হ'ল : ওর নিচে যদি একটা "ও" রচত কেউ তারা দিয়ে ·—তাহ'লে আকাশে ফুটে উঠত চন্দ্রতারার মিলনে—ওঙ্কার। ভাবতেই, কেন জানে না, গায়ের মধ্যে ওর ওঠে কাঁটা দিয়ে : সত্যিই শোনে ও

ওঙ্কার-ধ্বনি !···স্পষ্ট···ঐ হ্রদবক্ষ থেকে আসছে ভেসে···সঙ্গে ঘণ্টা মৃদু··· অথচ স্পষ্ট। · অতি স্পষ্ট···কিন্তু কে বিশ্বাস করবে একথা ? কোন্ পথ বেয়ে যে কী আসে···অকারণ···কোন্ তুচ্ছ চিন্তায় যে কী ভাবে হৃদয় দেয় সাড়া—!···খানিক আগের অশান্তি হঠাৎ আপ্না-আপ্নিই স্নিগ্ধ হ'য়ে আসে···কেন যে···!

হঠাৎ একটা দম্কা বাতাসে ভেসে আসে আবার বেল ও রজনীগন্ধার গন্ধ। মাঠে ঘাটে বাঁশির সুরের সঙ্গে ফুলের গন্ধ বোধ হয় সব চেয়ে স্বপ্নময়। খোলা হাওয়ায় সুরস্নিগ্ধ গন্ধের মধ্যে ওর সব চেয়ে প্রিয় গন্ধ ছিল হাস্নুহানা—তার পরেই বেল ও রজনীগন্ধা। ও হট হাউসটির কাছে গিয়ে দাঁড়ায়—এ-যুগল গন্ধকে পরম ক'রে পেতে। মনের মধ্যে যেন একটা স্তবগান নিবিড় হ'য়ে ওঠে এ-যুগল গন্ধে। সেই ঘণ্টা এখনো বাজে না ? ঐ তো···স্পষ্ট। গন্ধ ও সুরের সঙ্গম। যা ও সব চেয়ে ভালোবাসে।···কান পেতে শোনে···

*

—"কে ?"

প্রদীপ চম্কে উঠল : "সার ফ্রান্সিস ?"

—"শীল ?—এসো এসো। বোসো। ভিতরে—দেখ কী সুন্দর গন্ধের দোল্না !"

সার ফ্রান্সিস তাঁর হট হাউসটির মধ্যে তাঁর প্রিয় মর্ম্মর বেদীতে ব'সে। চাঁদের আলো পড়েছে তাঁর শুভ্র কেশের 'পরে।

*

—"বোসো বোসো—এই যে আমার পাশেই—এই বেদীতেই।"

—"ধন্যবাদ।"

কথা কইতে সঙ্কোচ হয়···তবু কিছু যে বলতেই হয় : "এত রাত্রে—এখানে—সার ফ্রান্সিস ?"

—"যখন ঘুম হয় না—আমার এই হট-হাউসটিতে ব'সে থাকি এম্‌নিই—বলে নি ডায়ানা ?"

—"কই ? না তো। কেন ?"

—"কেমন স্নিগ্ধ নয় ! আর কত রকম গন্ধের পরিণয় ! তোমাদের দেশের মানুষকে আমি ভালোবাসতে পারি নি শীল, কিন্তু তোমাদের দেশের ফুলকে ও উষ্ণতাকে আমি সত্যই ভালোবেসেছি···এদেশে তাকে পাই—শুধু এখানেই।"

প্রদীপ নিশ্চুপ। বৃদ্ধের মধ্যে এত নরম আবেশ—কে ভেবেছিল !

—"তোমরা ভালোবাসো ধ্বনির সিম্‌ফনি—কবিতায়—আমি ভালোবাসি গন্ধের সিম্‌ফনি—ফুলে। বুঝতে পারছ ?"

প্রদীপ মৃদু হাসে : গভীর নিশীথে বুঝি স্কচদের মুখেও আবেগ ফুল কাটে !···জীবনে অভাবনীয় নয় কোন্‌টা ?

সার ফ্রান্সিস সামনের শার্শিটা খুলে দিলেন : "এখান থেকে হ্রদটি কেমন দেখায় দেখ।"

সত্যি, কী সুন্দর !···দেখে প্রদীপ মুগ্ধ নেত্রে। অদূরে পাহাড়গুলো স্বপ্ন দেখছে··তাদের পায়ের তলায় হ্রদের জল কাঁপছে দুলছে হেলছে ফুলছে।···আর তৃতীয়ার চাঁদের স্তিমিত আলোয় এমন ঘুমন্ত পুরী হ'য়ে উঠেছে—ঐ সামনের বীথিকাটি—হ্রদতটে !···

—"শীল !"

প্রদীপ মুখ তোলে।

—"একটা কথা আমার—" একটু কেশে : "কেবলই মনে হচ্ছে—"

প্রদীপ প্রশ্নোৎসুক নেত্রে চেয়ে থাকে···

—"তোমাকে তাড়াতাড়ি যেতে বলেছিলাম ব'লে—"

—"না না সার ফ্রান্সিস, সে কি কথা ?"

—"সব দিক দিয়ে ভালো ভেবেই—বুঝতে পারছ ?"

প্রদীপ কুণ্ঠিত হ'য়ে বলে : "অত অ্যাপলজির কী দরকার সার ফ্রান্সিস ?—যখন—" বাধে কথাটা শেষ করতে, তবু জোর ক'রেই বলে : "যখন বলেছিলেন আপনি ঠিকই। সত্যিই তো আপনার চেয়ে বড় শুভার্থী ডায়ানার কেউ নেই।"

বৃদ্ধ একটু চুপ ক'রে থাকেন, পরে হঠাৎ বলেন : "ডায়ানার ঘরের পাশ দিয়ে যখন এলে ওর—" একটু কেশে—"কোনো চাপা কান্নার স্বর-টর শুনতে পেলে কি ?"

প্রদীপ বিস্মিত সুরে বলে : "চাপা কান্না ? এ নিশুত রাতে ? কই, না তো ?"

বৃদ্ধ একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন : "আমি যখন তোমার ঘর থেকে এলাম ঘণ্টাখানেক আগে তখন ও কাঁদছিল—তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম।"

প্রদীপের হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয় : "এত কাঁদছিল যে শুনতে পেলেন বাইরে থেকে ?"

বৃদ্ধ বিষণ্ণ হাসেন : "পাগল ! আমি ওর ঘরের দোরের কী-হোলে কান দিয়ে শুনি তাই। অতি মৃদু কান্না···কান না পাতলে সাধ্য কি কেউ টের পায় ?"

প্রদীপের বুকের মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে। তাই বৃদ্ধের চোখে ঘুম নেই ! ও—।

বৃদ্ধ হঠাৎ বললেন : "আশ্চর্য্য লাগছে ?"

প্রদীপ বিস্মিত হ'য়ে তাকায় ওঁর মুখের পানে।

বৃদ্ধ মৃদু কণ্ঠে বললেন : "আমি ওর শুভার্থী বলছিলে না ?"

প্রদীপ চুপ ক'রে রইল।

—"ও যে আমার জীবনে কত বড় আশীর্ব্বাদ হ'য়ে এসেছে তা জানলে —শুভার্থী কথাটা ব্যবহার করতে না—" বৃদ্ধ মাঝপথে থেমে গেলেন।

—"ও আমাকে দিয়েছে কী জানো ?"

প্রদীপ তাকালো ওঁর মুখপানে।

—"আমি ছিলাম নাস্তিক।"

—"আপনি ?"

—"হ্যাঁ। আমার জনের মৃত্যুর পর—" বৃদ্ধ থামলেন ফের।

প্রদীপ স্পৃষ্ট কণ্ঠে বলল : "ডায়ানার কাছে শুনেছি সে কত—" থেমে : "কত মহৎ ছিল—নইলে—একটি জাপানী মেয়েকে জল থেকে বাঁচাতে প্রাণ দেয় কি বিভূঁয়ে—"

—"যাক ও-কথা শীল।"

প্রদীপ মৃদুস্বরে বলল : "ক্ষমা করবেন সার—"

বৃদ্ধ জোর ক'রে হেসে বললেন : "না না—ক্ষমা আবার কি ? যা ভেবে আমার কষ্ট ভাবছ তা নয়।"

প্রদীপ উদ্যত প্রশ্ন সংবরণ ক'রে বৃদ্ধের দিকে রইল চেয়ে।

—"কষ্—" বৃদ্ধ থেমে যান ফের—"আক্ষেপ হয় ভেবে যে, আমরা ঘুরে বেড়াই নিজের রচা কামনার ফুল্কির পিছু পিছু—সারাটা জীবনই।"

প্রদীপ আবার প্রশ্ন করতে গিয়ে থেমে গেল।

বৃদ্ধ ম্লান হেসে বললেন : "কিন্তু আমরা ছুটি, কিন্তু খুঁজি না যে—, এ-কথা শিখেছি ঐ ছোট্ট ডায়ানারই কাছে।"

প্রদীপের অন্তরে কোমলতা নিবিড় হ'য়ে ওঠে। ডায়ানা এঁর কাছে এখনও ছোট্টটি! বড় ও হবে কি কোনোদিনই—পিতৃকল্পের চোখে?

—"তবু ছোট্টই হ'ল বড়—শিখিয়ে।" বৃদ্ধ হাসেন—যেন আপন-মনেই—হ্রদের দিকে চেয়ে। "গুরু ব'লে একটা কথা আছে না তোমাদের?"

প্রদীপ মৃদুস্বরে বলল এবার: "গুরু? কী শিখিয়ে?"

—"যে, মানুষ কত অকৃতজ্ঞ।"

স্বল্পবাক্ বৃদ্ধের কাটা-কাটা কথার মধ্যে প্রদীপ শোনে যে আজ কত কী—!...

—"আজও তার পরিচয় পেলে তো?"

—"কিসে?"

—"বললাম যখন যে—" বৃদ্ধ কাশলেন—"মানুষকেই শুধরে নিতে হবে নিয়তির নিষ্ঠুরতা?"

প্রদীপ চুপ ক'রে রইল।

—"নিষ্ঠুরতা নিয়তির নয় শীল—ডায়ানা ঠিকই বলে। অকৃতজ্ঞও আমরাই ..পেয়ে ঠোল...অথচ শেষটা দায়ী করি ভগ—নিয়তিকে... প্রকৃতিকে।"

প্রদীপ নিশ্চুপ।

—"কী ক'রে জানল ঐটুকু মেয়ে?"—যেন নিজের মনেই।

প্রদীপ হাসে: বৃদ্ধদের ভাষার ধরণ যদি তরুণদের মতনই হবে...

—"দিন পাঁচ ছয় আগে ও কী বলেছিল আমাকে জানো?—এই হট হাউসেই ব'সে—এম্‌নি রাতেই?"

—"কী?"

—"যে, আমি হট হাউসে যদি কাঁটা বুনতাম—তবে ফুলের গন্ধ ঘনিয়ে উঠত না।"

প্রদীপ কথা কইল না।

—"এ-ও আমাকে ঐ ছোট্ট ডায়ানাই শেখালো," একটু থেমে : "ওর মুখের কথায় নয়—জীবনের দৃষ্টান্তে।"

—"কী ভাবে সার ফ্রান্সিস—জিজ্ঞাসা করতে পারি ?"

—"পারো। কিন্তু উত্তর দিতে পারি না আমি।"

—"ক্ষমা করবেন সার ফ্রান্—"

—"না না তোমার কোনো অন্যায়ই হয় নি প্রশ্নে। তবে আমরা কি বুঝি শীল—কোন্ সান্ত্বনা কোন্ পথ বেয়ে আসে জীবনে ?"

বাইরের হ্রদের তীরে পাইন-বীথিকা ওঠে ঝির ঝির ক'রে।

বৃদ্ধ ওর দিকে তাকালেন—চকিতে :

"ও আমার জীবনে এনেছে এই সান্ত্বনা—বুঝলে কি ?"

প্রদীপ উদ্যত একটা প্রশ্নকে করে নিরস্ত।

—"অথচ বাইরে থেকে দেখতে ও এত সংসারী—এত মিশুক—যে, কে বলবে : ওর ভিতরকার মানুষটা—" বৃদ্ধ কুণ্ঠিত হ'য়ে থেমে গেলেন।

প্রদীপ একবার তাঁর চিন্তাবিষ্ট মুখের পানে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে চেয়ে রইল হ্রদের দিকে।

বৃদ্ধও হ্রদের দিকে চেয়ে।

কতক্ষণ যে ওরা এভাবে চেয়ে···

বৃদ্ধ যেন আপন মনেই বললেন : "ও একটা কবিতা আবৃত্তি করেছিল আমার কাছে যখন ওর বয়েস মাত্র কুড়ি। সেটা" একটু কেশে—"যে ওর ছোট্ট মনেও···এমনধারা ঢেউ তুলবে···ঐ কচি বয়সেই—"

বৃদ্ধ থেমে গেলেন আপন মনেই। পরে ফের আপন মনেই :

"কে ভেবেছিল!"

বৃদ্ধ নিজের সঙ্গেই কথা কইছেন। প্রদীপের হঠাৎ এত আপনার··· এত চেনা···বোধ হয় এই শুষ্কমূর্তি শুভ্রকেশ বিদেশীকে—!···

—"কী ভেবেছিল ?"

বৃদ্ধের চমক ভাঙে : "কী ? কী সম্পর্কে ?"

প্রদীপ একটু আশ্চর্য্য হয় : "এমন কিছু না। বলছিলেন না— একটা কবিতার কথা ও শোনাত আপনাকে আগে আগে ?"

বৃদ্ধ অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েন ফের : "হুঁ।"

প্রদীপ মনস্থির ক'রেই শুধোলো এবার : "কী কবিতা সার ফ্রান্সিস, জিজ্ঞাসা করতে পারি ? কার ?"

বৃদ্ধ ওর দিকে তাকালেন : "কী বললে ?"

—"কী কবিতা ও শোনাচ্ছিল বলছিলেন না আপনাকে ?"

—"ও—হ্যাঁ—কবিতাই।"

প্রদীপের মনে জাগে করুণ হাসি : ভ্রাতুষ্পুত্রী-তন্ময়ই বটে !

—"বলবেন ?"

বৃদ্ধ নিদ্রোত্থিতের মতন বললেন : "কী বলব ?"

—"কী কবিতা ও—"

—"ও হ্যাঁ। শুনবে ?"

প্রদীপ মৃদু হাসে : "শুনব না ? আপনিই তো বলেন যে, ডায়ানাকে আমি যেটুকু চিনেছি—চিনেছি ওর প্রিয় কবিতারই মধ্যে দিয়ে।"

সার ফ্রান্সিসও হাসলেন : "হ্যাঁ বলি বটে—তবে শোনো—"

—"দাঁড়ান—বলুন আগে—কবিতাটি কার ? ওর নিজের ?" ওর স্বরে কৌতূহল ওঠে ফুটে—একটা প্রত্যাশাও যেন ··চাপতে পারে না।

সার ফ্রান্সিস হাসলেন: "ওর নিজের কবিতা ও জাহির করবে? খুব চিনেছ ওকে তাহ'লে!"

প্রদীপ লজ্জিত স্বরে বলল: "তা বটে —কিন্তু কার কবিতা বলুন তাহ'লে।"

সার ফ্রান্সিস বললেন: "ওর প্রিয় কবি: জর্জ্জ রাসেল ওরফে 'এ-ই'-র। আমাকেও যাঁর ভক্ত ক'রে তুলেছে ঐ মেয়েই সময়ে অসময়ে এসব পড়িয়ে পড়িয়ে। নইলে কোনোদিনই কি কবিতা পড়েছি আমি? না, ও সবের কিছু ধার ধারতাম?"

প্রদীপ মৃদু হাসল।

সার ফ্রান্সিস বললেন: "সত্যিই শীল, ভাবতে আমার আশ্চর্য্য লাগে—কী কারণে—" একটু কেশে—"কবিতা বিশেষ—অর্থাৎ এ-কবিতাটি আমাকে এত স্পর্শ করেছিল, এখনও করে!···আমি শুধু যে অকবি তা-ই নই—মিস্‌টিকদের নামেও ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসতাম—চিরদিনই। এখনো হাসি"—থেমে: "কিন্তু দিনের আলোয়।"

প্রদীপ উত্তর দিল না।

সার ফ্রান্সিস হ্রদের দিকে খানিক চেয়ে রইলেন: "ডায়ানা বলে মিথ্যে না—যে, কার মনের কোন্ তার যে কোন্ কাঁপনে—" ব'লেই প্রদীপের দিকে চেয়ে যেন সশব্যস্তে থেমে গেলেন।

প্রদীপের এত ভালো লাগে···অকারণ···

সার ফ্রান্সিস গলা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বললেন: "যাক্ শোনো। কবিতাটির নাম 'এ-ই' দিয়েছিলেন: 'নির্ব্বাসিত' বা 'অনাদৃত'—'The Outcast'," ব'লে সার ফ্রান্সিস তাঁর গম্ভীর স্বরে ঈষৎ কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে থেমে থেমে আবৃত্তি করলেন:

"Sometimes when alone
At the dark close of day,
Men meet an outlawed majesty
And hurry away.

They come to the lighted house…
They talk to their dear…
They crucify the mystery
With words of good cheer.

When love and life are over,
And flight's at an end…
On the outcast majesty
They lean as a friend."

দিনান্তের অন্ধকারে…কভু…একা যবে …
সহসা মানব হেরে সে-মহিমান্বিতে—
যাঁরে ঠাঁই দেয় নাই জীবন-বিধানে :
অমনি সরিয়া দূরে যায় সে চকিতে।…

আলোকমর্ম্মর গেহে ফিরিয়া সে আসে…
কত কথা কয়—প্রিয়…বল্লভের সনে!—
শুনেছিল যে-রহস্য-বাণী—তার তরে
শরশয্যা রচে কল-উচ্ছল বচনে।…

সাঙ্গ যবে প্রাণ-রঙ্গ, প্রেম-প্রীতি-রাস,
নির্লক্ষ্য উধাও গতি থামে—শ্রান্তি তরে :

যাঁরে ঠেলেছিল দূরে—সে-মহিমান্বিতে
বন্ধু বলি' লয় বরি' একান্ত নির্ভরে।

দুজনেই অনেকক্ষণ নিশ্চুপ।…

হঠাৎ প্রদীপের চোখ পড়ে সার ফ্রান্সিসের চোখের 'পরে।

চাঁদের বাঁকা আলো থম্‌কে—সে-চোখে। দুই বিন্দু জল শুধু চিক চিক করছে।

বৃদ্ধের চোখ পড়ল ওর স্তব্ধদৃষ্টি মুখের উপর।

প্রদীপ অপরাধীর মতন দৃষ্টি নিল ফিরিয়ে।

সার ফ্রান্সিস নিজের মোটা লাঠিটি নিয়ে মাটিতে ঠুকে উঠে দাঁড়ালেন: "গুড নাইট, শীল।"

—"গুড নাইট, সার ফ্রান্সিস।"

বাড়িতে ঢোকবার সময়ে বৃদ্ধ হঠাৎ ফিরলেন: "শীল!"

—"সার ফ্রান্সিস!"

—"একটা—অনুরোধ।"

—"বলুন।"

—"এ-কথা—মানে—এ কবিতার—বুঝতে পারছ?"

প্রদীপ আশ্চর্য্য হ'ল: "কাউকে বলব না?"

—"Please."

তৃতীয়ার অর্দ্ধ-ওঙ্কারটি ঢেকে গেছে।…তবু পল্লবদের করতালির বিরাম নেই।…কিন্তু…যা গেছে তা কি আর ফিরবে? ..

ডায়ানা

১

যখন সে শুল তখন রাত প্রায় একটা। ঘুমের আশা দুরাশা··· তবু কর্ত্তব্যবোধে চোখ বোঁজে। কিন্তু বৃথা। কেবলই মনে আসে কথার পর কথা—চিন্তার পর চিন্তা—প্রশ্নের পর প্রশ্ন—বুদ্বুদ ফেনা ঢেউ হ'য়ে—ডায়ানাকে, শ্রীলাকে—সবচেয়ে বেশি ঐ বৃদ্ধকে কেন্দ্র ক'রে! কে ভেবেছিল ওঁর মধ্যে এত আবেগের প্রবাহ অন্তঃশীলা হ'য়ে বইছে নিরন্তর! কেবলই ঘুরে ঘুরে বাজে সার ফ্রান্সিসের গম্ভীর কুণ্ঠিত কণ্ঠস্বরে তাঁর:

On the outcast majesty
They lean as a friend.

কত সত্য কথা! কত সময়েই তো সে-ও পেয়েছে আভায তারা-ভরা আকাশের নিচে, হ্রদ-বক্ষে, নদী-তীরে, সাগর-সঙ্গমে···কিন্তু সত্যিই কি মর্য্যাদা রেখেছে ঐ-আভাষের? নির্ম্মমভাবে সরিয়ে দেয় নি মহামহিমার ডাককে!···সত্যি, মানুষ কত অকৃতজ্ঞ···আজ সে এমন গভীর ভাবে উপলব্ধি করে—! বৃদ্ধের কথা বার বার মনে পড়ে: মানুষ ছুটে বেড়ায় তার বাসনার ফুলকির আগু টানে।···

আর এ দীক্ষা দিয়েছে ওঁকে ডায়ানা! ছোট্ট ডায়ানা!·· আহা! মনটা ওর আর্দ্র হ'য়ে ওঠে। প্রতি পুরুষের মধ্যেও কি মা নেই—যার চোখে সন্তান কোনোদিন বড় হয় না? অন্তত বৃদ্ধের কাছে যে ডায়ানা কোনোদিনও বড় হবে না এ নিশ্চয় ক'রে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না কি?

চিন্তার মোড় ফেরে অমনি ডায়ানার পানে। সত্যি, ওর 'পরে শ্রদ্ধায় মনটা ওঠে ভিজে। কেবলই মনে হয় সার ফ্রান্সিসের কথা : "অথচ কে বলবে—বাইরে যে-মেয়ে এত সংসারী···এত মিশুক"···আহা!

এ-হেন ডায়ানা কেঁদেছে আজ সারা দুপুর—সারা সন্ধ্যা!···রাত দশটার সময়েও কাঁদছিল!···বেচারি!···কত একলা সে!

সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ মনে হয় শ্রীলার কথা। আশ্চর্য্য, গত কয় ঘণ্টা তার কথা কত কম মনে হয়েছে! কিন্তু সে কি আরও একলা নয়? ডায়ানার জন্যে তবু তো ভাববার একজন আছে এখানে। কিন্তু শ্রীলা? কত নিঃসহায় সে—নিঃসঙ্গতার ওপর! হয়ত, সেও কেঁদেছে? ভাবতে আনন্দও হয়···অথচ দুঃখও। কেঁদেছে তো প্রদীপেরই জন্যে। কিন্তু কী ক'রে ওকে সান্ত্বনা দেবে? দুঃখ না হ'য়ে পারে?

দুটোর সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

স্বপ্ন দেখল : শ্রীলা ওর পানে চেয়ে···ওরা দুজনে বেড়াচ্ছে হ্রদ-তটে। হঠাৎ ওর দৃষ্টি পড়ল শ্রীলার চোখের 'পরে। সেখানে মূর্ত্ত যে-বেদনা সে শ্রীলারও নয়, ডায়ানারও নয়—কোন্ চিরন্তনী বিষাদিনীর—!···ঘুম ভেঙে গেল। আর ঘুমের আশা বৃথা। ঢং—ঢং—ঢং ক'রে তিনটে বাজল সেণ্ট অসোয়াল্ডের ঘড়িতে। তবু পাশ ফিরে শুল।

বিলেতের গ্রীষ্মকাল : ভোর সাড়ে তিনটেয়ই আলো। পণ্ডশ্রম—আর বিছানায় এপাশ-ওপাশ করা—ঘুমের তপস্যায়। চারটের সময়েই পড়ল বেরিয়ে। সাম্‌নেই—হট হাউসে সেই মর্ম্মর বেদীতে ব'সে সার ফ্রান্সিস।

—"গুড মর্ণিং শীল।"

—"গুড মর্ণিং সার ফ্রান্সিস।"

—"ঘুম হ'ল না বুঝি?" বৃদ্ধের স্বর এত কোমল—!···

—"হ—য়েছিল—তবে—"

—"ভোরের দিকে বিছানায় টেঁকা গেল না এই না? ব্যথার ব্যথী আমিও"—বৃদ্ধের মুখে শান্ত স্মিত হাসি···"চলো একটু হ্রদের দিকে যাই।"

দুজনে চলে মন্থর গমনে।

দু তিনবার বলি বলি ক'রে বৃদ্ধ ব'লে ফেললেন: "রাগ করোনি তো—সত্যিই?"

—"না না সার ফ্রান্সিস। আমি কি বুঝি না?"

—"কিছু যদি মনে না করো—"

—"বলুন না—"

—"সার রুডল্‌ফের ছেলেকে দেখেছ তো? চার্লসকে?"

—"কচিৎ। তিনি আজকাল আর তো কই আসেন না?"

—"আসবার পথ কি রেখেছে ডায়ানা?—তাকে 'না' ব'লে দিয়েছে যে এই গত মার্চ্চেও।"

প্রদীপ নতমুখে চলতে থাকে—ছড়িটা ভুলে ঘুরোয় হাতে। রাস্তায় ছড়ি ঘোরানো সুশীলতা নয়—বিশেষ বৃদ্ধের সাম্‌নে—তবু।

"ছেলেটি সত্যিই ভালো।"

প্রদীপ তেম্‌নি নিঃশব্দে হাঁটে···ছড়িটা আরো ঘোরে।

—"আমি তাকে তার করেছি আজ সকালে। বুঝতে পারছ?"

প্রদীপ চুপ ক'রে থাকে। সার ফ্রান্সিস যেন মরীয়া হ'য়ে উঠেছেন—হবেনই কনফিডেনশিয়াল: "আমি চাই ওদের বিয়ে দিতে।" কাশি।

প্রদীপ কী বলবে? ছড়িটা প'ড়ে যায় হঠাৎ বৃদ্ধের পায়ের কাছে। বৃদ্ধ তুলে দেন, কিন্তু প্রদীপ ধন্যবাদ দিতেও যায় ভুলে।

—"ডায়ানা স্ত্রী হবার জন্যে—" ঈষৎ কেশে: "মা হবার জন্যেই তৈরি যে। মনে হয় না তোমার?"

আর চুপ ক'রে থাকলে মান থাকে না: "তা সত্যি।" একটু আশ্চর্য্য লাগে যদিও। এসব কথা কেন?

—"সে আসবে আজ।"

—"এখানে?"

—"হ্যাঁ। উইণ্ডারমিয়ারে এসেছে দিন সাতেক হ'ল। তোমাদের কাল বিকেলের দিকে দেখেছে—লিখেছে।

"আসবে বেড়াতে। তুমি থাকবে তো?"

—"আমি?—না, আমি ভাবছি—অর্থাৎ ঐ দিক পানে যাব বেড়াতে।"

সার ফ্রান্সিস চুপ ক'রে রইলেন···এ কথায় খুসি যেন একটু পরে: "কিন্তু···ডায়ানাকে আজ নিয়ে যেয়ো না"—কেশে: "মানে—ও যেতে চাইলেও না—" ওর পানে চেয়ে: "বুঝতে পেরেছ?"

—"পারা খুব শক্ত নয় সার ফ্রান্সিস।" শত চেষ্টা সত্ত্বেও তার হাসির রেশে ব্যথার ছোঁয়াচ লাগে যেন···

২

বিকেলে বাড়ি থাকা আর তো চলে না—থাকব না বলার পরে। যদিও থাকতে ওর এত ইচ্ছা হচ্ছিল—।···চার্লস ম্যাকফর্স'নকে ওর ভালো

লাগে নি কোনোদিনও। আজ তো ওর বুকের মধ্যে কেমন যেন করতে থাকে তার কথা ভাবতেও! ডায়ানা হবে তার তৈজস—চিরদিনের জন্যে? ঐ বেঁটে খাটো—দুর্ম্মুখের মতন—

নিজের ওপর রাগ হয়! এ কেমন ধারা? চার্লস কেমন মানুষ কিছুই তো জানে না সে? তার ওপর তার চেহারা নিয়ে মনে মনে ঠাট্টা! ছি ছি। নিজের ওপর প্রায় ধিক্কার আসে!···তাছাড়া সার ফ্রান্সিস তো ঠিকই বলেছেন: ডায়ানা একলা থাকবার মতন মেয়ে নয়। নীড়-বাঁধা ওরা স্বভাবে—মজ্জায়। স্নেহ দিয়ে গড়া ওর দেহের প্রতি অণু। শ্রীলা যেমন নিতে চায় ও চায় তেমনি দিতে—কিন্তু বাইরেকে নয়—ঘরকে গৃহকে। ছোট্ট ওর পরিধি—কিন্তু সেখানে ও সৃষ্টি করবার ছাঁচেই ঢালাই-করা যে: গৃহলক্ষ্মী না হ'লে ওর লক্ষ্মীশ্রী ফুটবে কেমন ক'রে?

তবু—কেন যে প্রদীপ চায় ডায়ানা আজীবন একলা থাকুক—!

কেন যে মন কেমন করে ভাবতে যে ওর ভর্ত্তা হবে চার্লস—! কেবল মনে হয় উপমাটা—দুর্ম্মুখের মতন—ছি! চেহারার রাজ্যেও প্রতিযোগিতার ভাব?—যে-রাজ্যের রাজদণ্ড যোগায় কোনো স্বগুণ নয়—যোগান প্রকৃতি? কুশ্রী মানুষের কুশ্রীতা নিয়েও আত্মপ্রসাদ? ধিক্। নিজের সম্বন্ধে এ আর একটা স্বপ্ন ভাঙে ওর। এত ক্ষুদ্রতা ছিল গর্ব্বী প্রদীপের মনে! ধিক্ ধিক্।

শ্রীলাকে নিয়ে বেরোয় ও ডায়ানাকে কিছু না ব'লেই বিকেল চারটেয়! সুবিধে হ'য়ে গিয়েছিল। সকাল থেকেই ডায়ানার মাথা ধরেছে—ও আজ নিচেই নামে নি। এই প্রথম ও নামল না নিচে। ডোরাই ওদের দেখাশুনো করল খাওয়া-দাওয়ার।

শ্রীলার মুখ আজ এত প্রসন্ন—! এসে অবধি এত খুসি ওকে

প্রদীপ একদিনও দেখেনি। বলল : "চলো প্রদীপ, একটা নৌকো নিয়ে হ্রদে।"

—"চলো—কিন্তু—"

—"কী?"

—"এমন কিছু না—কেবল—"

—"কেবল?" শ্রীলার মুখে মেঘের ছায়া আসে ঘনিয়ে।

প্রদীপ আকাশের দিকে চেয়ে ত্রস্ত সুরে বলে : "না না—তুমিই ঠিক—চলো, যাওয়াই যাক। আজ হ্রদে নৌকাবিহারের মতনই অবস্থা বটে।"

পণ্ড হ'য়ে গেল নৌকাবিহার। ঘণ্টাখানেক বাদে শ্রীলা বলল : "ভালো লাগছে না, চলো ফিরি।"

দাঁড় টানতে টানতে ক্লিষ্ট কণ্ঠে প্রদীপ বলল : "চলো।"

মনে তার কেবলই জাগছিল আজ চার্লসের কথা। বুকের মধ্যে এমন টন টন করছিল—! শ্রীলার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না—ওরই দেওয়া সেই বাদামী রঙের শাড়িটি, কানের দুল ও সেই দোরোখা শালটি পরেছিল—যা পরলে ওকে এত সুন্দর দেখাত—প্রদীপ বলত প্রায়ই। এত সুন্দর সত্যি ওকে দেখায়ওনি বোধহয় কোনোদিন। মুখখানিতেও দীপ্ত—সোণার ঝরণার রাঙা আলো। তবু প্রদীপের চোখে কেন যে কিছুই পড়ল না আজ—!...যখন ওরা ফিরল তখন শ্রীলার প্রসন্ন বাসন্তী মুখে ঘনিয়ে এসেছে শ্রাবণের গুমট...সহজে কাটবার মেঘ এ নয়—জানে প্রদীপ। তবু ভয় হয় না তো আজ! এমন কি আক্ষেপও না! কেন যে—?

৩

ওরা হট হাউসের সামনের উইকেট গেট দিয়ে ঢুকল—এমনিই; ঢুকেই চম্‌কে উঠল: বাঁ ধারে হনিসাক্‌লের লতাকুঞ্জে অজস্র পীতাভ হনিসাক্‌ল্‌ ফুলের চাঁদোয়ার নিচে একটি টী-পয়ের দুপাশে ডায়ানা ও চার্লস বিশ্রান্তালাপে মগ্ন। সার ফ্রান্সিস হট হাউসের মধ্যে তাঁর ঝারি টর্চ ও সিকল্‌ নিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত···

প্রদীপের বুকের মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে: ডায়ানার মুখে বিষাদের বাষ্পও নেই তো! সামন পিঙ্ক রঙের একটি ব্লাউসে ওকে এমন মানিয়েছে —গোধূলির আলোয়—! আশ্চর্য্য,—এটা তো ওর চোখে পড়ল আজ!···

ডায়ানার মুখের চেহারা বদ্‌লে গেল। এ-হেন অসময়ে তো ওদের ফেরার কথা নয়—তাই বুঝি? ওরা উঠে দাঁড়াল। ঈষৎ কুণ্ঠিত সুরে ডায়ানা বলল: "এসো শ্রীলা। মিস সোম, মিষ্টার ম্যাকফার্সন, মিষ্টার শীল"—পরিচিতি দায়-সারা ক'রে সেরেই: "প্রদীপ, তুমি তো চার্লসকে জানো, না?"

প্রদীপ কী উত্তর দিল ও নিজেই ভালো শুনতে পেল না। ডায়ানার মুখে চার্লস সম্বোধনে এমন আত্মীয়-ধ্বনি ফুটে ওঠে!···

—"বোসো চার্লস।"

—"না ডায়ানা, ষ্টীমারের সময় হ'য়ে এল—"

সার ফ্রান্সিস হট-হাউস থেকে বেরিয়ে এলেন: "যাচ্ছ না কি?"

—"হ্যাঁ, সার ফ্রান্সিস—ঐ ষ্টীমারের বাঁশি···বাই বাই—" বাঁশি বেজে উঠল উদাসী সুরে—হ্রদবক্ষে।

—"বাই বাই চার্লস—পরশু আবার আসছ তো?"

—"নিশ্চয়—চেষ্টা করব কালও আসতে—যদি পারি।" ব'লেই পাশের বেঞ্চি থেকে নিজের টপ-হ্যাটটি নিয়ে সে বেরিয়ে গেল সার ফ্রান্সিসের সঙ্গে করমর্দ্দন ক'রে—শ্রীলা বা প্রদীপের পানে একবারও না তাকিয়ে।

—"একটু বোসো প্রদীপ, আমি এলাম ব'লে।" ব'লেই ডায়ানা দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল চার্লসের বাহুলগ্না হ'য়ে।

প্রদীপের বুকের মধ্যে জ্বালা ধরে এত···ক্ষোভ···আরও কত কী! চার্লস ওকে লক্ষ্যই করল না! চাষামি তো বটেই। কিন্তু যার উপর ওর এত অবজ্ঞা তার পাল্‌টা অবজ্ঞায় ও চাষামিতেও কেন যে ওকে এত বাজে—!···ও না গর্ব্ব করে—আত্মসম্মান যার আছে তাকে অপমান করে সাধ্য কার?···

৪

এইটুকু তো ঘটনা। ঘটনার অপভ্রংশ। কিন্তু এতেই প্রদীপের মনে যেন তোলপাড় হ'য়ে গেল। সার ফ্রান্সিসের সঙ্গে দুটো অর্থহীন কথা ক'য়ে একটু বাদে একাই বেরিয়ে গেল—"আসছি" ব'লে।

ডিনারের দেরি আছে এক ঘণ্টা। ও লক্ষ্যহীন চরণে কোন্ দিক্ পানে যে চলল জানে না নিজেই!···মাথার মধ্যে অশ্রান্ত চিন্তাবুদ্‌বুদ কঠিন হাতুড়ির মতন আঘাত করছে যেন!···ঐ অবজ্ঞেয় চার্লসটার প্রতিও ক্ষোভকে দূর করতে সে পারে কই আজ! শুধু দুর্মুখের মতন চেহারাই তো নয়—চাষা চাষা—বূর!—আর আশ্চর্য্য,—সঙ্গে সঙ্গে আজ ওর কেবলই মনে পড়তে লাগল ওয়র্ডসওয়র্থের সেই দুটি বিখ্যাত চরণ:

"A creature not too bright or good
For human nature's daily food."

এত কিছু তিনি ন'ন আভাময়ী—এত কিছু ন'ন তিলোত্তমা :
দৈনন্দিন কর্ম্ম যাঁহারে সাজে না—এমন বিশ্বরমা।

যে-কারণেই হোক, এতদিন ওর মনে হ'ত—ডায়ানা ঠিক যেন পার্থিব নয়—আধা স্বপ্নতনু—এথীরিয়াল : আজ মনে হ'তে লাগল—ঐ বূর চার্লসের মতন গন্ধধর্ম্মীও যদি ওকে চাইতে পারে তবে ও সবারই নাগালের মধ্যে। অন্তত আধা পঙ্কতনু—মেটীরিয়াল—তো বটেই। ভাবতে ভাবতে ওর মন কেমন ক'রে ওঠে। একটু অবজ্ঞাও আসে ডায়ানার প্রতি—যা ওর মনে কোনোদিনও আসে নি—অথচ সেই সঙ্গে জাগে তীব্র বাসনা। বুকের মধ্যে কি একটা ওঠে মোচড় দিয়ে : ডায়ানাকে পাবে কি না শেষটায় ঐ র‍্যাবিট-শিকারী দাবাড়ু ক্লাবভক্ত গড়পড়তা দুর্ম্মুখকান্তি ধনিপুত্র? ধিক্। এককালে না হয় শিনফেন ছিল ও,—কিন্তু এখন? একান্তই গড়পড়তা যে!···ধিক্ ধিক্।

শুধু, ধিক্‌টা কাকে? ডায়ানাকে?—কিন্তু ও তো কোনোদিনই দাবি করে নি নারীর স্বপ্নতনিমার? বরং ও তো আপত্তিই করত বরাবর ওয়র্ডসওয়র্থের সেই নারী-উচ্ছ্বাসে :

She was a phantom of delight
When first she gleamed upon my sight :
A lovely apparition sent
To be a moment's ornament!

পরমানন্দ-মূর্ত্তি-প্রতিমা সে-নিরুপমা—
ঝলিল আমার নয়নে চমক-অরুণা রমা :
সঙ্গীত-দূতী শরীরিণী—কেহ পাঠাল যারে
চকিত আলোক-ললামের সম—অন্ধকারে!

কতবারই তো প্রদীপের রমণী-উচ্ছ্বাসে ও ঘোর আপত্তি করেছে —এমন কি রাগও সময়ে সময়ে। বলেছে: "কাব্য-উচ্ছ্বাস বেশ কথা প্রদীপ, কিন্তু কোরো তাদের নিয়ে—যাদের সয় এর ভার। অন্তত মেয়েদের নিয়ে এভাবে দেবিয়ানার শাঁক ঘণ্টা হুলুধ্বনি সব ছাড়ো। আমরা সব চেয়ে অধম হই আমাদের ছোট্ট আলোখানিকে কবিত্বের লগি দিয়ে ঠেলে আকাশ-পিদিম ক'রে তুললে।—আমরা সন্ধ্যা দেখাতে পারি—ঘরে—মাটিতে: অন্তরীক্ষে না।"

এ কথায় ও একটু বেকায়দা মতন হ'ত বৈ কি সময়ে সময়ে। কিন্তু একটু উচ্ছ্বসিত হবার জো ছিল কি?—ডায়ানা বলত হেসে: "মেয়েদের নিয়ে তোমরা এত বাড়াবাড়ি করো কেন প্রদীপ? হয় আমরা তৈজস, নয় বিগ্রহ,—এ বিড়ম্বনা কেন?" সময়ে সময়ে সব্যঙ্গে এ-ও বলত: "বরং তৈজস হ'য়েও আমরা বাঁচতে পারি, কিন্তু ধূপারতির প্রতিমা হ'য়ে না। মাছ পাঁকে তবু দুদণ্ডও বাঁচে, কিন্তু মণিমাণিক্যের মঞ্জুষায় এক মুহূর্ত্তও না। আদর্শবাদ স্বপ্নবাদ বেশ কথা বন্ধু, কিন্তু দাঁড়াতে হ'লে পায়ের তলায় চাই ধরা-ছোঁয়া-যায় এমন কোনো ভিৎ।"

এ-হেন ডায়ানাকে ও ধিক্ দেবে কোন্ অছিলায়?—বিশেষ যখন ও সার ফ্রান্সিসকে একরকম "না" ব'লেই দিয়েছে ডিশমিশ ক'রে। তবে? তাঁর এ ঘটকালিতে ওর বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে কেন?

বেদনায় চেতনার কেন্দ্রও কি যায় বদলে? বাসনার নিশানা?—কোথায় আজ শ্রীলা? মনের দিগন্তে একেবারে মিলিয়ে গেছে যে! শুধু তাই? সারা বিকেলটা তার সাহচর্য্য কী গন্ধময়ই যে লাগল আজ! ওর সমস্ত মন যে আজ সমিধ্ হ'য়ে উঠেছে ডায়ানমুখী বাসনারই অগ্নিশয্যা পাততে! এ আবার কী হেঁয়ালি! মুঠোর মধ্যে পেয়ে যাকে ও জলাঞ্জলি দিতে চেয়েছিল কালই রাতে—সে যখন বিদায় চাইছে

তখন তাকে আঁকড়ে ধরতে চাওয়ার এ কী বিড়ম্বনা? এ মনটা কার— ওর দেহের মধ্যে? যার প্রতি মন্থর কণাও আজ হ'য়ে ওঠে তীব্র সচল— প্রতি নিভন্ত অঙ্গারও হ'য়ে ওঠে অগ্নিগিরি? শ্রীলা মাঝে মাঝে উপমা দেয় বটে!



বেরিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে চলে হ্রদের ধারে ধারে। কী সুন্দর! সূর্য্যের আলো মাঝে মাঝে ঘোমটা টানছে, আর গ্রাসমিয়ার হ্রদের বুকের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে একটা স্নিগ্ধ ছায়া-দ্বীপ।···চলে প্রদীপ এলোমেলো।

পৌঁছয় হঠাৎ সেণ্ট অসোয়াল্ড গির্জ্জার প্রাঙ্গণে। চোখে পড়ে ওয়র্ডসওয়র্থের সমাধি। কী শান্ত সমাধিটি! হঠাৎ মনে পড়ে: সেদিনই ডায়ানা পড়ছিল ওয়াটসনের প্রসিদ্ধ কবিতাটি—"Wordsworth's Grave":

What hadst thou that could make so large amends
  For all thou hadst not and thy peers possessed:
Motion and fire, swift means to radiant ends?
  Thou hadst, for weary feet, the gift of rest.

কী সম্পদে ছিলে ধনী—বরে যার পূরেছিল সর্ব্ব ক্ষতি তব
  নাহি লভিয়াও—যাহা লভেছিল বহু সঙ্গী সতীর্থ তোমার:
গতি, বহ্নিবেগ, দীপ্র-লক্ষ্য তরে ক্ষিপ্র-সিদ্ধি নৈপুণ্য-বৈভব?—
  ছিল তব—শ্রান্ত পান্থ-চরণের তরে যে গো প্রশান্তি-সম্ভার!

ডায়ানার কথা মনে হয়: সাধে কি ও ওয়র্ডসওয়র্থের ভক্ত! সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় শ্রীলার কথা: ও বাইরণের ভক্ত হবে না তো হবে

কে? মনে পড়ে ওর উচ্ছ্বাস—বাইরণের "The Corsair" একদিনে চোদ্দ হাজার কপি বিক্রয় হয়েছিল ব'লে। মনে পড়ে আর্নল্ডের সেই দুটি লাইন যা ও প্রায়ই উদ্ধৃত করত :

When Byron's eyes were shut in death
We bowed our head and held our breath!
মরণছায় বাইরণের মুদিল আঁখি যবে—
নমিয়া শির রহিনু মোরা রুদ্ধ-শ্বাসে সবে!

সত্যি, বাইরণের উচ্ছ্বাস জাহিরিপনা বাগ্মিতা কত কিছুর সঙ্গেই যে শ্রীলার মিল আছে!…আজ এ-বিষয়ে ডায়ানার সঙ্গে ওর বৈষম্য যেন প্রদীপের মনে বেশি ক'রেই উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে—এ শান্ত স্তব্ধ সমাধি-মন্দিরের পট-ভূমিকায়। মনে পড়ে ওর কত কথাই! বলত ও কত সময়েই তর্ক ক'রে যে বাইরণ মিথ্যা বলেন নি যে : "The best of life is intoxication" † বলত ডায়ানাকে কত সময়েই ব্যঙ্গ ক'রে : "শান্তি? সে তো কবর ডায়ানা।" মনে পড়ে একদিন ডায়ানা ও প্রদীপ যখন পড়ছিল ওয়র্ডসওয়র্থের "Ode to Immortality" শ্রীলা উঠে গিয়ে পড়তে বসল বাইরণের "The Giaour." খানিক বাদে ওদের কাছে এসে যেন দিগ্বিজয়িনীরই সুরে ধরল খুলে : "এই দেখ—একেই বলি আমি কবি" ব'লে ওর নিবিড় চমকপ্রদ কণ্ঠে পড়ল :

"The keenest pangs the wretched find
Are rapture to the dreary void,
The leafless desert of the mind,
The waste of feelings unemployed."

† জীবনের শ্রেষ্ঠ দান : নেশার পাথেয়।

অবসন্ন বন্ধ্যা শূন্য ?—নিষ্পল্লব মরুভূ মানস ?
যে-আবেগ যে-উচ্ছ্বাস জীবনে সার্থক নাহি হয়
উদ্বেল গৈরিক স্রাবে ? তার চেয়ে ভালো—অনলস
মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণাও—দুর্ভাগার ভাগ্যে যে অক্ষয়।

অথচ আশ্চর্য্য—এই যে দুই স্বভাব-বিরোধিনী এদের দুজনের প্রতিই ওর টান এত প্রবল হয় কেন ? এত স্থায়ী হয় কেন ? কত যে ভাবে ও !··· প্রশান্তি !—মনে হয় হঠাৎ—সত্যি, কত কঠিন জীবনে এই শান্তিকে পাওয়া ! ওয়র্ডসওয়র্থের 'পরে ওর জাগে আজ গভীর ভক্তি, টুপি খুলে দাঁড়ায় নগ্নমস্তকে তাঁর কবরের কাছে···কতদিন দাঁড়িয়েছে · কিন্তু এমন মনে প্রাণে অবনত হ'য়ে তো নয় ! আজ যেন একটা গভীর উপলব্ধির পূর্ব্বাভাষ জাগে ওর গূঢ় অন্তরে : যখন সারা য়ুরোপ নেপোলিয়ন ওয়াটার্লু এ-ও-তা নিয়ে তোলপাড়—তখনও এই কবি নিরালায় ব'সে কবিতা লিখতেন এই ওয়েষ্টমোরল্যাণ্ডেই হ্রদতীরে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস—প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধ'রে। এ যে কত কঠিন—শান্তিকে তনুমনপ্রাণ দিয়ে চাওয়া যে একটা কত বড় ব্রত—ও আজ যেমন গভীরভাবে উপলব্ধি করে তেমন কবে করেছে ? আজ যে ওর মনকে ছেয়ে ধরেছে কালো—কালো—কালো। তাই বুঝি মনে পড়ে কেবলই ওয়র্ডসওয়র্থের :

Whither is fled the visionary gleam ?
Where is now the glory and the dream ?
অন্তর্হিত কোথা আজি সেই খেয়ান-দ্যুতি ?
কোথা কোথা সেই মহিমাছন্দ স্বপনাকৃতি ?

আজ এ-অশান্তির মাঝে এত একলা মনে হয় নিজেকে—!···মানুষ বাইরের বেদনাটাই দেখে—অন্নবস্ত্রের দুঃখ, আধিব্যাধিকেই মনে করে

সত্য দুঃখ—বাকি সব খানিকটা সৌখীন মনঃকষ্ট। কিন্তু হায়রে, এই যে মন কালোয় কালোয় গেছে ছেয়ে—এর শ্বাসরোধী বেদনার কি তুলনা আছে? নিজেকে ও যা জানত—তা ও নয় এ-আবিষ্কারের দুঃখ? গর্ব্বীর গর্ব্বভঙ্গের দুঃখ—স্বপনীর—স্বপ্নভঙ্গের? ছি ছি, ও এই—এই—এই? ডায়ানাকে স্নেহ করে ব'লে জাঁক করত,—কিন্তু আজ চার্লসের প্রতি এ কী শ্রীহীন জ্বালা—ডায়ানা ওর সঙ্গে সুখী হবে ভাবতেও এ কী কষ্ট? এরই নাম কি স্নেহ? গর্ব্বী দেহের প্রতি অণু যখন ধিক্কারে ম্লান হ'য়ে যায়—?...

হঠাৎ মনস্থির করে সে: আর না, কালই এখান থেকে প্রস্থান, তিন সপ্তাহ ফুরনের আগেই। কেন মিথ্যে এ-সব বিড়ম্বনা—যখন না দিতে পারছে কাউকে সুখ, না পাচ্ছে নিজে কোনো সার্থকতার আস্বাদ। বিশেষ ক'রে শ্রীলার মনের পক্ষে তো এ-শান্তি-পীঠ গ্রাসমিয়ার হ'য়ে উঠেছে সর্প-শয্যা। ডাক্তার বলেনি ওকে প্রফুল্ল রাখতে সদাসর্ব্বদা?—খুব প্রফুল্লতার মধ্যেই এনেছে বটে ওকে! প্রদীপের একমাত্র সান্ত্বনা: সে সত্যিই শ্রীলাকে এখানে আনতে যায়নি, শ্রীলাই জোর ক'রে তাকে এখানে এনেছে টেনে—ওয়র্ডসওয়র্থের কুটীর দেখার অছিলায়। ব্যঙ্গ ম্লান হাসি হাসে ও ফিরবার পথে। এ-হেন নৈর্ব্যক্তিক উৎসাহ আর যে-মেয়েরই থাকুক না কেন শ্রীলার নেই। তাছাড়া কবিতা ও সত্যি তেমন ভালোবাসে না—না, ভালোবাসে না বলা বেশি হবে—তবে সে-ভালোবাসা ওর অন্তরঙ্গ নয়—বড় জোর চর্ম্ম ভেদ করেছে, কিন্তু মজ্জায় পৌঁছয় নি—রক্তে মিশ খায় নি। ডায়ানার সাঁচ্চা কাব্যানুরাগের পাশে শ্রীলার মেকি কাব্যোৎসাহ ধরা প'ড়ে গেছে। ডায়ানার প্রতি শ্রীলার বিদ্বেষের একটা মস্ত কারণও যে এই: ডায়ানা সত্যিই কবি—শ্রীলা বিদুষী; ডায়ানা সরল—

শ্রীলা জটিল ; ডায়ানা সাড়া দেয় কবিদের স্বপ্নে—শ্রীলা সাড়া দেয় ভাববিলাসীদের অন্তর্বিরোধে। ডায়ানার প্রিয় স্তব ছিল ওয়র্ডসওয়র্থের কবি-প্রশস্তি :

Blessings be with them—and eternal praise
Who gave us nobler loves, and nobler cares—
The poets, who on earth have made us heirs
Of truth and pure delight and heavenly lays !
কীর্ত্তি-ধন্য তা'রা—লভি' মৃত্যুহীন মহিমা অপার
দিল যারা আমাদের দীপ্ততর প্রেম—ধ্যান—বাণী :
সে-কবিমণ্ডলী—যারা মর্ম্মে আমাদের দিল আনি'
সত্য, স্বর্গ-সাম, শুভ্র আনন্দের উত্তরাধিকার !...

শ্রীলার প্রিয় শ্লোক—বাইরণের :

Nor can we be what we recall
Nor dare we think on what we are.
ছিলাম অতীতে যাহা—স্মরি' তাহা ফিরিবে না হায় !
আজিকে হয়েছি যাহা—ভাবিতেও সাহস কোথায় ?

কেন জানে না—ক্রমাগতই আজ ওর মানসপটে ভেসে ওঠে—শ্রীলার সঙ্গে ডায়ানার গরমিল কোথায়·· কোথায়। মনে প'ড়ে যায় আর একটা স্মৃতি একদিন সকালবেলার :

ওরা প্রথম প্রথম প্রায়ই সকালের দিকে—অনেক সময়ে বিকেলেও —হয় ডভ কটেজে নয় রাইডাল মাউণ্টে ব'সে নানা কবির কাব্য নিয়ে করত চর্চ্চা। শ্রীলা বেশি আলোচনা করত বাইরণ, পো, ডি এইচ লরেন্স প্রভৃতির কাব্য ; ডায়ানা—কোলরিজ, ওয়র্ডসওয়র্থ, এ-ই ; প্রদীপ— রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, হারীন্দ্রনাথ। বিলেতে প্রদীপ পারতপক্ষে বিলিতি

কবির কবিতাদি উদ্ধৃত করত না। একদিন ডায়ানা প্রস্তাব করল: প্রত্যেকে তার যে-কবিতা খু—ব ভালো লাগে আবৃত্তি করবে। শ্রীলা হাততালি দিয়ে উঠল: সব রকম নতুন প্রস্তাবে ও উঠত এমনি দপ্ ক'রে জ্ব'লে। প্রদীপের খুব ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু নিরুপায়। ওরা দুজনে নাছোড়বন্দিনী: এ বিংশ শতাব্দীতে নর অগ্রণী নয়,—নারীই পতাকাবাহিনী: ladies first; অগত্যা প্রদীপ আবৃত্তি করল ওর প্রিয় কবি হারীন্দ্রনাথের:

"In every heart a jewelled fire
Of godliness unconscious glows:
The earthly seed of man's desire
Gives birth to an immortal rose.

Each human body makes or mars
The inspiration of the skies:
There is no colour in the stars
That is not drawn from mortal eyes.

And this in human pride I sing,
Though none my music understand:
'The fairy-palace of a king
Is fashioned by a beggar's hand.'"

প্রতি অন্তরে অন্তর্লীন জ্বলে
মণি-বহ্নির দিব্য দীপ্তিখানি,
ধরাদুরাশার ধূলি অঙ্কুরে ফলে
প্রতি শাশ্বত গোলাপ-বর্ণ-বাণী।

প্রতি নরতনু কভু উজ্জ্বলে, কভু
ম্লান করে দূর গগন-স্বপ্ন-রতি :
নাই একটিও বর্ণ তারায় তবু—
উৎস যাহার নহে মর-আঁখি-জ্যোতি।

মর্ত্ত্য দর্পে গাই আমি অনিবার—
যদিও চমকে সবে শুনি' মোর গান—
"সম্রাট্-পরী-প্রাসাদও—কন্থাসার
ভিক্ষুরই কর-কীর্ত্তি—দীপ্যমান্।"

ডায়ানা আনন্দে হাততালি দিয়ে ব'লে উঠল : "কী সুন্দর! নয় শ্রীলা?"

শ্রীলা বলল : "হ্যাঁ বেশ, কেবল উচ্ছ্বাসটা যেন একটু বেশি।"

ডায়ানা একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে বলল : "উচ্ছ্বাস—passion—নইলে বড় কবিতা হয় নাকি শ্রীলা?"

শ্রীলার মুখ গম্ভীর হ'য়ে উঠল, ডায়ানার প্রতিবাদ ওর দুঃসহ, বলল : "তাই ব'লে যা-কিছু বড় কাব্যের মশলা সবই প্রাণপণে দিতে হবে নাকি কাব্য-পরমান্নে? বাড়াবাড়ি ব'লে কি কিছু নেই কাব্যেও?"

ডায়ানা কি বলতে গিয়েই চুপ ক'রে গেল, কিন্তু প্রদীপের কেমন রোখ চেপে গেল, বলল হঠাৎ : "আছে শ্রীলা, বাড়াবাড়ি নেই কিসে বলো? কেবল—কিছু মনে কোরো না—সে-বাড়াবাড়িটা ধরতে পারেন এক বড় কবি বড় সমজদার যাঁরা—তাঁরাই।"

শ্রীলার মুখ আরও মেঘলা হ'য়ে এল : "মানে, গড়পড়তা পাঠক-পাঠিকা বোদ্ধারা টুঁ শব্দটি করতে পারবেন না—এই তো!"

প্রদীপ বলল : "তা কেন? তাঁরা বলতে পারবেন : কোনটাতে তাঁরা সাড়া দিতে পারেন—কোনটাতে না। কিন্তু কবিতার গভীর রস-বিচারে তাঁদের চর্চ্চা—অনধিকার।"

শ্রীলা রাগ ক'রে বলল : "মানে, ডিমক্রাসি গড়পড়তা মানুষ নামঞ্জুর—এই তো?"

প্রদীপ ঈষৎ তীব্র কণ্ঠেই ব'লে বসল : "ডিমক্রাসি? রসবিচারে সে নামঞ্জুর না হ'লে কী গতি হবে বলো তো রসের—রসিকের? সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যের কী বুঝবে ডিমক্রাসির গড়পড়তা মানুষ? যাদের হৃদয়ের তার সুরেই বাঁধা হয়নি তারা তুলবে ঠিক সুরটিতে ঠিক অনুরণন? দেবে ঠিক সাড়াটি? ক্ষমা কোরো শ্রীলা—এই সাম্যতন্ত্র-যুগের সব কিছুই ভুল বলছি না—কিন্তু এ-ধারণাটা নিশ্চয়ই ঋষি-দৃষ্টি নয় যে, প্রতি গড়পড়তা মানুষের মধ্যেও এমন একটা গভীর বোধ আছে যার নিকষে সে সব বড় কাব্য, বড় সঙ্গীত, বড় দর্শন, চিত্র ভাস্কর্য্যকে ক'ষে নিতে পারে। এ-যুগেও চণ্ডীদাসের কথাই এবিষয়ে লাখ কথার এক কথা জেনো : 'ভাবিয়া গণিয়া বুঝিয়া দেখিলে কোটিতে গোটিক হয়', রাগ কোরো না।"

শ্রীলা জোর ক'রেই হেসে বলল : "আমি কি সর্ব্বদাই রাগ করি নাকি? তবে—অর্থাৎ—কোনো কবিতা যদি বেশি উচ্ছ্বাসী মনে হয় সামান্য মানুষেরও—"

প্রদীপ বলল : "ক্ষমা কোরো শ্রীলা, সামান্য মানুষের মতামত অসামান্য সৃষ্টি সম্বন্ধে তুলো না আমার কাছে। তারা ভালো কবিতারও কেবল সেই আবেদনটুকুতেই দেবে সাড়া যেটুকু অগভীর—শেক্সপীয়র শেলি রবীন্দ্রনাথকে বাহবা দেবে সেইজন্যেই—যেজন্যে তাঁরা বড় ন'ন। গড়পড়তা মানুষকে জিজ্ঞাসা করো : বলবে 'এ-ই' আবার কে? গ্রেটব্রিটেনের কবি

তো কিপলিং। ওরা শুধু সস্তা জিনিষেরই কদর বোঝে; ওদের কাছে তাই তো সব বড় স্বপ্নকেই মনে হয় অবাস্তব—ছায়াবাজি, ছোট সস্তা কান্নাকাটিই মনে হয় সারবান্—"

শ্রীলা বলল: "তা হ'তে পারে, কিন্তু যদি বলি তাদের কাছেও যেটুকু অসার লাগে—"

প্রদীপের রোখ চেপে যেত তর্ক করতে করতে, বলল: "তাহ'লে বাড়বে তার মধ্যে সার থাকার সম্ভাবনা। মনে আছে অস্কার ওয়াইল্ডের লেডি উইণ্ডারমিয়ার্স ফ্যান দেখতে গিয়েছিলাম গত বৎসর—যাতে সেই নায়ক বললেন: Whenever people agree with me I invariably feel I must be wrong?" *

ডায়ানা রাগ করল: "Fie প্রদীপ। এসব—" বলেই শ্রীলার মেঘলা মুখের পানে চেয়ে যায় থেমে।

প্রদীপ ব'লেই ভুল বোঝে, ঈষৎ শঙ্কিত হ'য়েও ওঠে, বলে: "রাগ কোরো না শ্রীলা। ঠাট্টাতামাসাকে সব সময়ে—"

শ্রীলা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে: "কেন মিথ্যে সান্ত্বনা প্রদীপ? আমি কি জানি না মনে করো যে; ঠাট্টা এ আদৌ নয়—একথায় তুমি মনে প্রাণে সাড়া দাও? রাখো ওসব মনরাখা মধুবৃষ্টি।"

প্রদীপ আরও মিনতির সুর ধরে: "সত্যিই শ্রীলা, এসব কথার পিঠে কথা পড়লে—কিন্তু শোনো ওই কবিতাটার উচ্ছ্বাস মিথ্যে না সত্য সে সম্বন্ধে একটা খবর দিই তবে। আমার বক্তব্য ছিল—কবির উচ্ছ্বাস যখন ঠিক না হয়—when it doesn't ring true—তখন তার ঠিক বিচার করতে পারেন কেবল কবিরাই সমজদাররাই—সাধারণ গড়পড়তারা

* বলে সবাই যেই: "বাহবা! আমরা সবাই তোর সাথে একমত:"
অমনি আমি মর্মে জানি: "ভুল করেছি নিশ্চয়ই—বৃহৎ।"

নয় নয় নয়। কারণ তারা—বাই ডেফিনিশন গড়পড়তা ব'লে—প্রায়ই উল্‌টা বোঝে রামকে—তাই না তারা সাধারণ গড়পড়তা। আমার এটা অহঙ্কারও ভেবো না—কারণ এ তা নয়—এ হ'ল গৌরব আভিজাত্য-গৌরব—ইম্পার্সোনাল—নৈর্ব্যক্তিক।"

ডায়ানা বাধা দিয়ে বলল: "কিন্তু খবরটা যে ভেসে গেল ছাই!" জোর ক'রেই হাসে।

প্রদীপ বলল: "খবরটা এই যে, হারীন্দ্রনাথের কবিতাটি প'ড়ে স্বয়ং এ-ই মুগ্ধ হ'য়ে এর নামকরণ করেছিলেন 'The Founfain.' বলবে কি মিথ্যে উচ্ছ্বাস হ'লে তিনি ধরতে পারতেন না?" ব'লে একটু থেমে বলে: "একটু বুঝতেও চেষ্টা কোরো আমায় শ্রীলা। সমজাদারা তুমি—জানো তো, বেসুর ব'লে একটা বস্তু সঙ্গীতে আছে ব'লেই যে গড়পড়তা কান তাকে ধরতে পারবে এ একটা কথাই নয়। বরং সূক্ষ্মতম শ্রুতিই অনেক সময়ে তাদের কানে লাগে সবচেয়ে বেসুরো।"

ডায়না প্রীতকণ্ঠে বলে: "তোমার এ কথায় নিশ্চয় শ্রীলাও সায় দেবে প্রদীপ।—আর বাস্তবিকই" বলে কথার যেন মোড় ফেরাতেই: "এত সুন্দর কবিতা যে কোনো বিদেশী তরুণ আমাদের ভাষায় লিখতে পারে তা আমি ভাবতেও পারতাম না।"

খানিকক্ষণ নিশ্চুপ···অস্বস্তিকর।···

ডায়ানা হারানো খেই ধরে: "এ-কবিতাটি শুনে সত্যিই তাঁকে দেখতে ইচ্ছা হয়।" ব'লেই থেমে: "কিন্তু ওঁর মধ্যে একটু 'এ-ই'র প্রভাব নেই কি?"

প্রদীপ খুসি হ'য়ে বলে: "ধরেছ ডায়ানা। হারীন্দ্রনাথ আকৈশোর 'এ-ই'র মস্ত ভক্ত। যদিও তা ব'লে যে এ-কবিতাটিতে তাঁর নিজস্ব দীপ্তি ফুটে ওঠে নি—"

ডায়ানা তাড়াতাড়ি বলে : "না না, তা আমিও বলি নি—তাছাড়া মহৎ প্রভাবে প্রভাবিত হ'তে পারাটাই তো একটা মস্ত গৌরব। হারীন্দ্রনাথ 'এ-ই'র ভক্ত শুনে তাই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা আমার আরও বাড়ল।"

শ্রীলা ঈষৎ বিরক্তিভরে বলল : "যেতে দাও এসব তর্কাতর্কি ডায়ানা। কবিতা-উপভোগের মাঝেও তর্কাতর্কি!—কী যে!—নাও, শোনাও এবার তোমার কোন্ কবিতা খুব ভালো লাগে। এবার তোমার পালা মনে রেখো।"

ডায়ানা কুণ্ঠিত স্বরে বলল : "আজ থাক না শ্রীলা। কবিতা-আবৃত্তি কি আর ভালো লাগবে এখন?"

প্রদীপ অপরাধীর স্বরে বলল : "লাগবে ডায়ানা : তর্কাতর্কির পরে এক এতেই হ'তে পারে প্রায়শ্চিত্ত।"

ডায়ানা অনেকক্ষণ চুপ ক'রে কি ভাবল, তার পরে প্রদীপের মুখের 'পরে ওর দৃষ্টি রেখে বলল : " 'এ-ই'র কথা হচ্ছিল তাঁরই একটি কবিতা আবৃত্তি করলে কেমন হয়?"

প্রদীপ দিল দারুণ হাততালি : "কেবল মনে রেখো আজকের সর্ত্ত এই যে, যে-কবিতাটি আবৃত্তি করবে তা তোমার শুধু প্রিয় না, অত্যন্ত প্রিয় হওয়া চাই।"

ডায়ানা একটু হাসল : "হ্যাঁ গো হ্যাঁ—এ-কবিতাটি"—একটু চুপ ক'রে থেকে মৃদু গাঢ় কণ্ঠে : "আমি আমার স্বপ্নেও আবৃত্তি করেছি—সত্যিই।"

শ্রীলা ও প্রদীপ উৎসুক নেত্রে চেয়ে রইল ওর দিকে।

ডায়ানা একটু কুণ্ঠিত হ'য়ে সহজ সুরে বলল : "কবিতাটি হচ্ছে মানবাত্মার ডাক চিরন্তন মহিমাকে—ও মহিমার সাড়া দেওয়া।

'এ-ই' লিখেছেন : কথাগুলি বিদ্যুতের মতন এসেছিল তাঁর কাছে—প্রতি কথাটি। শোনো : মানবাত্মা বলছে—সবটুকু মনে নেই—যেটুকু মনে আছে বলি।" ব'লে একটু থেমে মুখ নিচু ক'রে আবৃত্তি করল তার মিষ্ট কণ্ঠে :

"Who art thou O glory,
In flame from the deep,
Where stars chant their story,
Why trouble my sleep ?

*

Go back thou, of gladness,
Nor wound me with pain,
Nor smite me with madness
Nor come nigh again."

কে গো . অলোক-মহিমা তুমি আলো-বাহিনী,
আজি উদিলে সিন্ধু হ'তে বহ্নি হেন ?—
যেথা বৃন্দ তারকা গায় তারা-কাহিনী
যাও সেথায়—তন্দ্রা মম নিবারো কেন ?

*

ওগো আনন্দ-নন্দিনী চিরন্তনা !
যাও ফিরে—তব ব্যথা মোরে হানিও না আর,
আর জাগায়ো না অনন্ত-উন্মাদনা
মোর অন্তর-তলে—কাছে এসো না আমার।

ব'লে ডায়ানা একটু থামল। পরে সুর আরও নামিয়ে নিয়ে বলল "উত্তরে চিরন্তন মহিমা সাড়া দিল :

Why tremble and weep now,
Whom stars once obeyed ?
Come forth to the deep now
And be not afraid.

My power I surrender,
To thee it is due,
Come forth, for the splendour
Is waiting for you."

তুমি কাঁপিয়া উঠিলে ? তুমি কাঁদিয়া সারা ?
যার ইঙ্গিতে গ্রহ-তারা ধাইত নভে ?
এসো আজি সিন্ধুর ডাকে—বন্ধহারা !
তব শঙ্কা কী—সে তোমারে ডাকিছে যবে ?

দিব শক্তি-পাথেয় নাহি যাহার সীমা,
তব জন্ম-স্বত্ব তাহে অমৃত-পথিক !
তুমি এসো, ছেড়ে এসো সব,—আলো-মহিমা
দেখ রয়েছে যে তব পথ চেয়ে অনিমিখ।

শ্রীলার মুখের পানে চেয়েই ডায়ানাও গেল দ'মে। তবু জোর ক'রে হেসে বলল : "এবার তোমার পালা শ্রীলা। যে লাইনগুলি তোমার খুব বেশি ভালো লাগে।" শ্রীলার ওষ্ঠপ্রান্ত একটু কুঞ্চিত হ'য়ে উঠল। টমাস মোরের একটি কবিতা ও আবৃত্তি করল কেটে কেটে :

"Oh ! ever thus from childhood's hour,
I've seen my fondest hopes decay ;
I never loved a tree or flower,
But 'twas the first to fade away.

I never nursed a dear gazelle
To glad me with its soft glad eye,
But when it came to know me well,
And love me, it was sure to die"

শিশুকাল হ'তে দেখেছি আমি যে সদা
প্রিয়তম আশা যায় ঝ'রে লহমায়,
যখনি বেসেছি ভালো তরু কি বা লতা
সব আগে গেছে ঝ'রে যে তারাই হায় !

প্রিয় কুরঙ্গ পুষেছি যখনই—আশে :
নন্দিবে মোরে কোমল নয়ন তার,
যে-ই সে চিনিতে শেখে মোরে—ভালোবাসে :
অমনি জানি যে নাহি তার আয়ু আর।

ডায়ানা শুনে তাকায় প্রদীপের পানে। প্রদীপ এত লজ্জিত বোধ করে! ডায়ানার অমন কবিতার পরে এই কবিতা আওড়াল শ্রীলা! ছি ছি, পারল আওড়াতে !···

মনে প'ড়ে যায় এসবই—বিদ্যুৎবেগে! কিন্তু রেশ কাঁপে শুধু ডায়ানার মৃদু কণ্ঠের—তার লাজুক চাহনির। মনে পড়ে কত কুণ্ঠার সঙ্গে বলেছিল সে কথাগুলি। তার নিভৃত বেদনার কথা—অন্তরের পূজার আকুতি—তাই কি আবৃত্তি করতে এত সঙ্কোচ? কী সুন্দর এ লজ্জা!—প্রদীপ ভাবে। এ যেন বিশ্রব্ধা কুমারীর বহুক্ষণ আত্মভোলা পূজার পরে মন্দিরের দ্বার খোলা কত সন্তর্পণে···পাছে কৌতূহলী জনতার

চোখ পড়ে তার বরধন্য মুখের দীপ্তির 'পরে···তার অন্তরের গোপন মণিমঞ্জুষাখানির 'পরে যার মধ্যে সযত্নে সঞ্চিত তার বেদনার পুণ্য, আনন্দের পাথেয়, অশ্রুর নৈবেদ্য, নিবেদনের নির্ম্মাল্য।···

বুকের মধ্যে ওর টনটন ক'রে ওঠে ফের। এহেন ডায়ানাকে ও বিদায় দিচ্ছে, আর কিসের প্রত্যাশায়? না, যে ওর বন্ধুর বাগ্দত্তা—যাকে কখনো পাবার আশা নেই। কিন্তু আশা নেই ভাবতেও যে সমান বাজে!···

আবাল্য ও যা চেয়েছে পেয়ে এসেছে। আজ দুজনাই ছিল ওর অধিগত অথচ দুজনাই যাচ্ছে ধীরে ধীরে স'রে—নাগালের বাইরে। আর এমনভাবে যখন একজনকে পেলেও অন্যজনার অভাবই হ'য়ে উঠবে বেশি বড়। এ কি কেউ বুঝবে? বললে ওর প্রিয়বন্ধু বিভূতিও হাসবে হয়ত। এ কখনো হয় নাকি?—বলবে ওর শত্রুরা বাঁকা হেসে। বন্ধুরা?—করবে কুৎসিত ঠাট্টা—ইঙ্গিত!

কিন্তু একজনকেও কি রাখা যায় না ধ'রে? কাকে? শ্রীলা? অসম্ভব। ডায়ানা? কিন্তু—আর কি হয় এখন? মনে পড়ে ওর চার্লস ওর হাতে একটি 'নোসগে' দেয় ভায়োলেট, ড্যাফোডিল, হনিসাক্ল্—আরও কত কি ফুলের। সে-তোড়াটির উত্তরে হয়ত ও চার্লসকে বলেছে আজ—হ্যাঁ। কেন বলবে না-ই বা?

হয়ত সার ফ্রান্সিস তাকে ব'লে দিয়েছেন সব কথা—তারই মঙ্গলের জন্যে। জানিয়ে দিয়েছেন যে, প্রদীপ ওকে ভালোবাসে না, বাসে শ্রীলাকে—এমন কি তেমন স্নেহও করে না, ডায়ানা ওর চিত্তরঞ্জিনী মাত্র বড় জোর। তাই হয়ত ডায়ানা সাম্লে উঠেছে, তাই হয়ত চার্লসের সঙ্গে অত হেসে কথা কইল আজ। "অভিমানিনী মেয়ে"—মনে পড়ে বৃদ্ধের কথা দুটি!—ভাঙবে, তবু নুইবে না!···এমন মেয়ে ভালোবেসেছিল

ওকে—এমন মেয়ে কেঁদেছে ওর জন্যে সারা সকালটা!···ভাবতেও আনন্দ হয় ফের—বিষাদেও আনন্দ।···আনন্দেও বিষাদ!···

বুকের মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে। উচ্ছ্বাসকে সাম্‌লাতে পারে কই?

ডায়ানার প্রতি কোত্থেকে এ-আবেগ এল ওর? এ কী রহস্য? কেউ কি জানে? এক একটা ছোট ছোট ঘটনা ঘটে—আর বাধে এ কী চকিত বিপ্লব!

শ্রীলা আজ কত দূরে স'রে গেছে ওর মন থেকে—এ শান্ত রঞ্জিত সন্ধ্যায়! ওই সোনার টিপ পরা শ্যাম মেঘের মতনই ডায়ানা তার হৃদয়-গগন ছেয়ে!···কে বেশী বহুরূপী?—মেঘ না মন?

৬

বাড়ি ফিরতেই বাগানে ডায়ানার সঙ্গে মুখোমুখি। মুখ ওর এত ম্লান···পাণ্ডুর···রক্তের চিহ্নমাত্র নেই।·· কোথায় গেল ওর সেই সায়াহ্নের প্রফুল্লতার উদ্ভাস—চার্লসের সামনে যে-মুখোষ পরেছিল—তার? প্রদীপের মনে নিষ্ঠুর আনন্দ হয় ভাবতে।

—"কথা আছে প্রদীপ, এসো।"

ওরা গিয়ে বসল ড্রয়িং রুমে।

—"কী ব্যাপার?"

—"শ্রীলা আবার মূর্চ্ছা গিয়েছিল তুমি বেরিয়ে যাবার পর।"

—"কেন?"

—"শুনবে আমার কাছে, না—তার?"

—"বলো না।"

—"তার নামে একটা টেলিগ্রাম এসেছিল। মিষ্টার পালিতের কাছ থেকে। তিনি লণ্ডনে।"

—"বিভূতি লণ্ডনে? কবে এল? কেন? হঠাৎ?" বিস্ময়ের ওর অবধি থাকে না।

—"লিখেছেন: শ্রীলার ঘন ঘন মূর্চ্ছা হচ্ছে শুনে গ্রামের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় ক'রে এসেছেন—তাকে নিয়ে যেতে। শ্রীলা তার করলে এখানে আসবেন—কালই।"

প্রদীপ স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। সত্যিই উপন্যাস!

—"ও কী বলল?"

—"কি টেলিগ্রাম ক'রে দিল আমাকে দেখায় নি।"

—"তারপর?"

—"তারপরই মূর্চ্ছা। এই ঘণ্টাখানেক আগে।"

প্রদীপ একটু চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞাসা করে: "এখন?"

—"একটু ভালো। ডোরা আধঘণ্টা আগে ওকে একটু ব্র্যাণ্ডি দিয়ে এসেছে। বলল এখন অনেকটা সাম্‌লেছে। ও আবার খুব তাড়াতাড়ি সেরে ওঠে জানোই তো—ভয় নেই কিছু প্রদীপ।"

ভয়? শ্রীলা কে ওর?—প্রদীপ হাসে একটু চকিত আবছায়া হাসি।

—"শ্রীলা কী ভাবে নিল বিভূতির তার?"

—"বললাম না—আমায় দেখায় নি ওর তার? নিজে পোষ্টাফিসে গিয়ে তার ক'রে এল।"

—"ও—"

বাইরে মৃদু বাতাস ওঠে। সামনের ম্যাগ্নোলিয়াগুলি থর থর ক'রে কাঁপে!...

—"প্রদীপ!"

প্রদীপ ওর দিকে তাকায়।

—"ওর কাছে যেতে চাও এখনি?"

প্রদীপ ওর মুখের পানে চুপ ক'রে চেয়ে থাকে।

—"কী দেখছ অমন ক'রে?"

—"ডায়ানা!"

—"কী প্রদীপ?" প্রদীপের মনে হয়—এত কোমল কণ্ঠে ডায়ানা বুঝি কখনো তাকে ডাকে নি।

—"কথা কচ্ছ না যে?"

—"না, কিছু না।"

ডায়ানা ওর দিকে খানিক চেয়ে থাকে। পরে তেম্‌নি নরম সুরে ডাকে: "প্রদীপ!"

—"কি?"—ডায়ানা সম্বোধন ওর মুখ দিয়ে বেরোয় না।

ডায়ানা ইতস্তত করে।

—"কী বলবে বলছিলে না?"

ডায়ানা মুখ নিচু ক'রে খানিক চুপ ক'রে থেকে বলে: "হ্যাঁ।"

প্রদীপ চেয়ে থাকে শুধু···

—"কাকা—" থেমে: "তোমার কথা সব বলেছেন আমাকে।"

—"সার ফ্রান্সিস!"

মুখ নিচু ক'রে ও বলে: "হ্যাঁ।"

প্রদীপ চুপ ক'রে থাকে। যা সন্দেহ করেছিল। বুকের রক্ত ওর উচ্ছল হ'য়ে ওঠে। অনামা ক্রোধও ওঠে জ্ব'লে দপ্‌ ক'রে। ওকে বলতে মানা ক'রে—বিশ্বাসঘাতক!

—"রাগ কোরো না প্রদীপ।"—ডায়ানার কণ্ঠ এত স্নিগ্ধ শোনায়—! একটু পরে:

"আমাকে বলেছেন তোমার আমার ভালোর জন্যেই তো। আর না ব'লে উপায়ও ছিল না। তাছাড়া" থেমে : "তোমাকে এতটুকুও দোষ তো দেন নি।"

—"দেন নি ?"

—"না। কারণ—কারণ—দিলে আমি—"

—"দিলে—কী ডায়ানা ?—" কি একটা নামহীন প্রত্যাশা জাগে যে প্রদীপের বুকে—!...

—"আমি সইতাম না।"

প্রদীপ ওর একটা হাত চেপে ধরে মুঠোর মধ্যে : "সত্যি ডায়ানা ?"

ডায়ানা অচঞ্চল নেত্রে ওর পানে তাকিয়ে বলে : "বিশ্বাস হয় না আমাকে ?"

—"হয়। তবে—" প্রদীপ ইতস্তত করে।

—"কী ? বলো—স্বচ্ছন্দে।"

—"এমনি একটা প্রশ্ন।"

—"করো না—অসঙ্কোচে। লুকোবার আমার কিছুই নেই।"

—"না—থাক্।"

—"কেন ?"

—"আমার অধিকার কী ?"

ডায়ানার বন্দী হাত কেঁপে ওঠে ওর মুঠোর মধ্যে—মুহূর্তের জন্যে।

—"একথা বলতে পারলে প্রদীপ ?"

ওর মুখ এত পাণ্ডুর দেখায় !

—"ডায়ানা !"—প্রদীপের স্বর কাঁপে। থামে, তার পর : "আমি জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম—মিষ্টার ম্যাকফার্সিনকে—"

—"হ্যাঁ—তিনি প্রস্তাব করেছিলেন আমাকে বিবাহ করার। আজই।"

—"প্রস্তাব?" প্রদীপের রগ বেয়ে রক্ত উঠতে থাকে শির শির ক'রে…

—"নইলে আসবেন কেন বলো?"

—"তুমি কী বললে?"

ডায়ানা ম্লান হাসে: "কী বলেছি মনে হয়?"

—"আমি কি অন্তর্যামী?"

—"বলেছি…বলেছি… চাও শুনতে?"

—"চাই না?"

—"কেন চাও প্রদীপ?"

—"কেন চাই? বাঃ—" কথা যোগায় না ওর।

ডায়ানা ঈষৎ কঠিন কণ্ঠে বলল: "শুনতে চাও আমি বলেছি—'না'। নয়? সত্যি বলো?"

প্রদীপ কথা কইল না।

ডায়ানার স্বর শুষ্ক কঠিন হ'য়ে আসে: "আমি বলেছি 'হ্যাঁ'। এই ক্রিসমাসেই আমাদের বিবাহ হবে।" প্রদীপ ওর হাত ছেড়ে দিল।

এক মিনিট…দু মিনিট…তিন মিনিট কত মিনিট ধ'রে যে ঘরের ঘড়িটা অকারণ টিক টিক টিক টিক ক'রে চলে…

প্রদীপ কথা কয় প্রথম: "বেশ করেছ ডায়ানা। আশা করি সুখী হবে।" একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়তে যাচ্ছিল তাকে চেপে দাঁড়ায় উঠে।

—"কোথায় যাচ্ছ প্রদীপ ?"

—"শ্রীলার কাছে।"

—"বোসো প্রদীপ আর একটু—এত তাড়া কী ?"

প্রদীপ বস্‌ল। কিন্তু চারদিকের সোণার আলো এত পাণ্ডুর লাগে ওর চোখে !···মনে হয় যেন উপহাসের চক্রান্ত।

ঘড়ি আবার ক'রে টিক টিক টিক। সে-টিক-টিকে প্রদীপ শোনে কেবলই : "এত তাড়া কী ?" তাড়া কী-ই বটে···হায়রে, যদি ও জানত···

ডায়ানা বলে : "কিছুই কি বলবার নেই তোমার ?"

—"কী বলব বলো ?—এখন ?"

—"এখন ? মানে ?"

—"যেখানে অধিকারের লেশও নেই—"

ডায়ানা অচঞ্চল নেত্রে তাকায় ওর পানে : "প্রদীপ ! তুমি জানো এ কত মিথ্যা।"

শান্ত স্বরের অন্তরে স্পন্দন যে কত নিবিড় হয়···

প্রদীপের স্বরও কাঁপে : "কী মিথ্যা ডায়ানা ?"

—"প্রদীপ প্রদীপ প্রদীপ—সব কথাই কি মুখে বলতে হয় ? তুমি শিশু নও। জানো—এতে কত লজ্জা আমাদের।"

প্রদীপের বুকের পাঁজরে রক্তের তুফান পড়ে আছড়ে।

—"লজ্জা !"

ডায়ানা ওর চোখের 'পরে অনুযোগের দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে তাকিয়ে রইল। পরে বলল : "ভুল যায়গায় জোর দিয়ো না প্রদীপ। লজ্জার জন্যে কথা নয় : কথা—শুনতে যে চায় না তাকে শোনানো নিয়ে। এ কি মেয়েরা পারে ?"

—"শুনতে চাই না ? আমি ?"

—"চাও ? সত্যি বলো তো।"

প্রদীপ ওর পানে বিহ্বলের মতন চেয়ে থাকে।

—"বুঝতে পারছ না ?"

—"তুমি কি বলতে চাইছ যে—"

—"প্রদীপ, এ তুমি প্রথম দিন থেকেই জানতে না কি ?"

প্রদীপ মুখ নিচু করে ওর অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সামনে।

—"দেবে না উত্তর ?"

—"কিসের ?"

—"এর পরেও ফের চাও বলিয়ে নিতে ? লজ্জা করে না তোমার ?"

প্রদীপ একটু চুপ ক'রে থেকে বলে : "জানতাম, কিন্তু—নিশ্চয় ক'রে না।"

—"জানতে প্রদীপ, জানতে। নৈলে শ্রীলাকে আনতে না এখানে।"

—"শ্রীলাকে ?—তাকে আনলাম এখানে—" কথাটা কী ব'লে শেষ করবে ?

—"তাকে আনলে এখানে দেখাতে যে, একজন—একজন—না—থাক্।" ডায়ানার স্বর রুদ্ধপ্রায় হ'য়ে আসে।

এত গৈরিক আবেগ ওর মধ্যে কোথায় ছিল লুকিয়ে এতদিন ?

—"বলো ডায়ানা। কী দেখাতে চেয়েছিলাম আমি ?" শঙ্কিত প্রত্যাশায় প্রদীপের নিঃশ্বাস পড়ে কি না পড়ে।

—"যে—" খানিক দাঁতে ঠোঁট চেপে ধ'রে থেকে ডায়ানা বলে : "যে—একজন তোমার পানে কী ভাবে উর্দ্ধমুখী হ'য়ে চেয়ে থাকে—দিন নেই—রাত নেই।"

প্রদীপ স্তম্ভিত হ'য়ে গেল : "মানে, আমি নিজের গুণপনা জাহির

করবার মৎলবেই এনেছিলাম ওকে?" ওর স্বর গাঢ় হ'য়ে আসে এত!...

ডায়ানা চকিতে তার হাতের মধ্যে নেয় ওর দুটো হাতই টেনে: "সব সত্যকেই বলবার একটা ধরণ আছে প্রদীপ, ধরণটা বদলালে যে সত্যেরও চেহারা যায় বদ্‌লে। আমি ঠিক ওভাবে বলি নি কথাটা।"

—"তবে?"

ডায়ানা শুধু ওর মুখের পানে তার ডাগর নীল চোখ দুটি মেলে রইল খানিক, প্রদীপের মন এত চঞ্চল হ'য়ে ওঠে! ইচ্ছে করে ওকে কাছে পেতে! হাত মুঠো ক'রে শক্ত হ'য়ে বসে।

—"কী ভাবছ?"

—"আগে বলো তুমি কী ভাবছ।"

—"বললে কি তুমি বুঝবার চেষ্টা করবে, না অভিমানের ঝড় তুলে সব আবিল ক'রে তুলবে?"

—"না, বলো অসঙ্কোচে—দুঃখ যদিও পাই, অভিমান করব না।"

—"দুঃখ পেলেও বলব না।"

প্রদীপ ম্লান হাসে: "আর না বললেই বুঝি দুঃখ পাব না?"

ডায়ানা মুখ নিচু করে।

—"দুঃখ দিতে অত পিছপাও হোয়ো না ডায়ানা। ঢের হয়েছে ওসব ভীরুতা। দুঃখকে এড়াতে যে যত আকুলি-বিকুলি করে তাকে সে ধরে ততই চেপে।"

ডায়ানা মুখ তুলল: "জানি প্রদীপ। আর একথা যে শুধু দুঃখ সম্বন্ধেই খাটে তাই নয়, মানুষ সম্বন্ধেও সমান খাটে।" একটু থেমে: "এই কথাই আমি বলতে চেয়েছিলাম।"

—"মানুষ? কে?—কাকে?"

—"শ্রীলা।—তোমাকে।" ওর মুখের পানে নিষ্পলক নেত্রে চেয়ে ডায়ানা বিষণ্ণ হাসে : "চায় নি এড়াতে ও?"

—"তাই আমি ছুটেছিলাম ওকে চেপে ধরতে?"

—"রাগ কোরো না প্রদীপ,—খানিকটা তাই নয় কি? যদিও এ-ও সমান সত্য যে, পরে তুমিও যখন এড়াতে চেয়েছিলে তখন ও-ও অম্‌নি ক'রেই ছুটেছিল। নয়?"

—"হবে।" প্রদীপ বাইরের আকাশে একখণ্ড সোনা-ছোঁওয়া মেঘের দিকে থাকে চেয়ে।

—"ফের অভিমান? কথা দিলে না—এইমাত্র?"

প্রদীপ ওর দিকে ফেরে : "অভিমান নয় ডায়ানা—এম্‌নিই ভাবছিলাম।"

—"কী?"

—"ব'লে কি হবে বলো?"

—"এর নামও কি 'অনভিমান'?"

প্রদীপ বিষণ্ণ হাসে : "ভাবছিলাম আমার আচরণ সম্পর্কে তুমি ঠিক্ কী ইঙ্গিত করতে চাইছ? যে, ও আমার দিকে ফিরুক এই মৎলবেই ওকে আমি তোমার কাছে এনেছিলাম—তোমার ছোঁয়াচে ওর কামনা জাগাতে?"

ডায়ানা মুখ নিচু ক'রে বলে: "রাগ কোরো না প্রদীপ, খুব সজাগভাবে হয়ত করো নি—আর মৎলব আঁটার প্রশ্নই ওঠে না—ও তোমার স্বভাবেই নেই। তবে কতরকম গোপন তাগিদে যে আমরা কত কিছু করি—যা লজ্জাকর ব'লেই মন কবুল করে না—এ-ও কি তোমার অজানা?"

—"অজানা নয় ডায়ানা। আমি স্বীকার করছি—শ্রীলাকে আমি ভালোবা—আমার ভালো লাগে।"

—"প্রথমটাই সত্যি প্রদীপ, জিভকে শাসন করলে কেন ?"

—"ঠিক ভালোবাসা হয়ত নয়।"

—"ক'টা ভালোবাসা সংসারে ঠিক ভালোবাসা বলবে আমাকে ? শতকরা নব্বইটা ভালোবাসা যা এ-ও তাই—কমও নয় বেশিও না !"

—"শ্রীলার প্রতি আমি—"

—"বলো।"

—"কী বলব ? মনোভাবকে কথায় আঁকা এত কঠিন—! যা ভাবছি কথায় ফুটলে নিজেই তাকে চিনতে পারি না যে।"

—"আমি দেব চিনিয়ে ?"

—"দিলে আমার চেয়ে কৃতজ্ঞ কেউ হবে না নিশ্চয় জেনো।"

—"গড়পড়তা মানুষ যাকে ভালোবাসা বলে, প্রেমে-পড়া নাম দেয়—ও তোমার মধ্যে তা-ই ঘটেছিল। কাজেই তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসো বললে একটুও ভুল হবে না—যদি কেবল মনে রাখো যে প্রেমে-পড়াই একমাত্র ভালোবাসা নয়।"

—"তার পর ?"

—"শ্রীলার মনের মধ্যে দ্বিধা ছিল। একটা অংশ বিভূতির দিকে টলত, একটা—তোমার দিকে। তুমি তোমার দিকে ওর টানটা জাগাতে এনেছিলে ওকে এখানে—মৎলব ক'রে বলছি না—তবে মনের তোমার একটা ছায়ালোকে এই আলো দিত উঁকি যে, তুমি কত কাম্য তা জানলে ও-ও করবে তোমাকে কামনা।"

—"একথা সত্যি নয় ডায়ানা।"

—"অক্ষরে অক্ষরে সত্যি প্রদীপ। মেয়েদের হৃদয় এ-সব বিষয়ে ভুল করে না।"

—"কী ক'রে জানলে করে না ?"

ডায়ানা ওর মুখের দিকে অপলক চেয়ে থাকে খানিক। পরে বলে : "রবারের ফিতে দেখেছ প্রদীপ ?"

—"ফিতে ?"

—"হ্যাঁ। দেখেছ কি তার দুটো প্রান্ত থাকে বেশ পরস্পরকে ভুলে—কিন্তু ধ'রে টানো দেখি তার দুটো প্রত্যন্তবিন্দুকে—চেষ্টা করো দেখি ওদের দূরে নিয়ে যেতে পরস্পরের কাছ থেকে—দেখবে একটা প্রান্ত কী রকম ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে অপর প্রান্তের দিকে ছুটতে।"

—"অর্থাৎ, শ্রীলা ও আমার টানাটানি ছিল এই প্রকৃতিরই ?"

—"শুধু শ্রীলা প্রদীপের টানাটানিই নয়—ডায়ানা প্রদীপেরও।"

—"কী বলতে চাইছ ঠিক তুমি ?"

ডায়ানা ওর মুখের দিকে চেয়ে বিষণ্ণ হাসি হাসে : "প্রদীপ, সত্যি ক'রে বলো তো ? আমার প্রতি টান অনুভব করো তুমি কখন ? যখন চার্লস আমাকে টানে, নয় ?"

প্রদীপের বুকের রক্ত দুলে ওঠে, মুখ নিচু ক'রে থাকে।

—"খুসি হ'লাম যে বলো নি : 'একথাও সত্যি নয়'।"

প্রদীপ ওর দিকে না চেয়েই ক্লিষ্টকণ্ঠে বলে : "মিথ্যা বলব না ডায়ানা, একথা তোমার সত্যি। তবে চার্লস তোমাকে সুখী করতে পারবে না অথচ—"

—"ক্ষমা কোরো প্রদীপ—ওসব হ'ল ব্যাখ্যা—ওরা আসে অনেক পরে ;—আসল কারণ ওরা নয়।"

—"কী তবে ?"

—"শুধু এই যে, আমাকে তুমি চাইতে না কখনই—যদি না আমি তোমার নাগালের বাইরে চ'লে যেতাম—যদি না আমাকে চার্লস টেনে তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেত। তাই তুমি শ্রীলাকে বলেছিলে ট্রসাক্স বেড়াতে যেতে—যখন" ডায়ানার গলা ধ'রে আসে: "যখন আমি তোমার কাছে ছিলাম সুলভ।"

প্রদীপ চুপ ক'রে রইল।

ডায়ানা বলতে লাগল: "একেই বলে ছোঁয়াচ প্রদীপ—কামনার ছোঁয়াচ—যা এইমাত্র বলছিলে। ঐ কথাটাই হ'ল একটিমাত্র কথা যা সত্যের মর্ম্মপুটে পৌঁছয়।"

প্রদীপ দুঃখিত হয়: "শুধুই কি ছোঁয়াচ—কামনা?"

—"হয়ত একটু রোমান্সের শুগার-কোটিং আছে—হয়ত একটুখানি সস্তা দরদও বা। কিন্তু ভালোবাসা এ নয়। সে এভাবে শুধু মূড মেজাজ খেয়ালের আজ্ঞাবহ হ'য়ে চলে না আজ এর পানে কাল ওর পানে পরশু তার পানে। ছোটে না যে তাকে ছেড়ে যেতে চায় সব আগে তার পিছু পিছু।"

প্রদীপ কথা কয় না। ডায়ানা ব'লে চলে: "জানি প্রদীপ, এসব কথা বলতে গেলে সেন্টিমেণ্টাল ব'লে উড়িয়ে দেওয়া শক্ত নয়—চোখা চোখা যুক্তি দিয়ে সত্যকে নামঞ্জুর করতেও বুদ্ধি বেশ পটু। কারণ সাঁচ্চা ভালোবাসা দুর্লভ—পথেঘাটে মেলে না তার দেখা—সুতরাং যুক্তিবাণ ওকে বেঁধেই না—বেঁধে ভালোবাসার মুখোষ-পরা মেকিদেরকে। এইজন্যে সব প্রেমই অস্থায়ী ভঙ্গুর কুসুম-ক্ষণায়ু এ-ধরণের বিশেষণ উৎপ্রেক্ষা উপমাকে বাইরে থেকে অকাট্য মনে হয়। কিন্তু তবু আমি বলব যে, সত্যি ভালোবাসা এভাবে প্রতি তুচ্ছ ঝাপটায়ও টলমল ক'রে ওঠে না।" একটু হেসে: "শ্রীলার তোমার প্রতি ভালোবাসাও তাই ভালোবাসা

নয় – আর—কিছু মনে কোরো না প্রদীপ, তোমার আমার প্রতি ভালোবাসাও না।”

—“আর তোমার আমার প্রতি ভালোবাসা ?”

ডায়ানা মুখ নিচু ক’রে বলে : “সে আমার আদরের জিনিষ প্রদীপ, তাকে নিয়ে ধ্বনির বিজ্ঞপ্তি তুলতেও বাধে। কেবল এইটুকু ব’লে রাখি : সে যদি অসত্য হ’ত তবে চার্লসকে আমি বিবাহ করতে পারতাম না— তোমাকে”—ডায়ানার স্বর কেঁপে ওঠে কিন্তু সে আত্মসংবরণ ক’রে বলে : “তোমাকে নিষ্কৃতি দিতে।”

প্রদীপ একটু চুপ ক’রে থেকে বলল : “আমার সম্বন্ধে তোমার এ-ই ধারণা যখন—তখন”—থেমে : “ভালোই হয়েছে।”

ডায়ানা কি বলতে গিয়ে থেমে গেল ফের।

প্রদীপ উঠে দাঁড়াল।

—“কোথা যাও প্রদীপ ?”

—“কোথাও না—এম্‌নি একটু বাইরে—মাথার মধ্যে কেমন যেন সব —ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে।”

ডায়ানা ওর হাত চেপে ধরল : “এখনি যেঁও না প্রদীপ—বোসো— আমার পাশেই—এইখানে।”

প্রদীপ বসল। ডায়ানার হাত ওর হাতের উপর থর থর ক’রে কাঁপে।…

বাইরে হ্রদের বুকে বাজে একটা ষ্টীমারের বাঁশি। এত করুণ !…

—“প্রদীপ !”

প্রদীপ তাকালো ওর পানে।

—“একদিন হয়ত আমাকে ক্ষমা করতে পারবে।”

—"যাঁকে বিয়ে করবে তাঁকে বলেছ যে, তাঁকে ভালোবাসো না ?"

—"বলেছি। সে অপেক্ষা করতে রাজি। ভালোবাসা সম্বন্ধে তার ধারণা গড়পড়তা। এসব কথা তার কাছে সেন্টিমেন্টালিটির চূড়ান্ত—শুধু তার কাছে কেন—শতকরা নব্বই জনের কাছেই তো এ-সব রঙীন উচ্ছ্বাস—কবিত্ব, প্রদোষ-কুয়াশা। তাই এসব বলাতে সে একটুও বিচলিত হয় নি।"

এই প্রশ্নই প্রদীপের মনে জাগছিল, সবিস্ময়ে বলল: "সব বলা সত্ত্বেও—?"

ডায়ানা সায় দিয়ে মুখ নিচু ক'রে বলল: "চার্লস আমাকে ভা—আমার দিকে ঝোঁকে অনেকদিন থেকে—শিনফেনদের দলে যখন ছিল তখন থেকেই। তার পর ও দূরে স'রে যায়। পরে ফিরে আসে আবার।—তখন" কণ্ঠ পরিষ্কার ক'রে নিয়ে ডায়ানা বলে: "তখন তোমার সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা। ওকে সেটা অত্যন্ত পীড়া দিত। ঐ দুরায়ত্তের কামনা ফের;—ও চায় আমাকে তোমার কাছ-ছাড়া করতে। বলে: এ-টান আমার চোখের মোহ—রোমান্টিক মনের ছেলেমানুষি, দুদিন যেতে' না যেতে যাবে উবে। বলে: ও ঢের দেখেছে সংসারটাকে। তাই ওর দৃঢ় বিশ্বাস তোমার প্রতি আমার—ভালো—টানটা দুদিনের অদর্শনে মিলিয়ে যাবেই যাবে।" এক দমে ব'লে ও জিরোয় যেন। "আর—কাকাও তাই বলেন—'ভাববিলাস'।"

প্রদীপ চুপ ক'রে কী যে ভাবে—!...

—"তাঁরা জানেন না অবশ্য। মেয়েদের হৃদয় পুরুষ কবে জানে বলো? তারা শুধু একটা মনগড়া ধারণা ক'রে রাখে মেয়েদের সম্বন্ধে—আর সেই ভ্রান্ত ধারণাকেই ভাবে তাদের অন্তর্দৃষ্টির চূড়ান্ত প্রমাণ।"

আবার তীক্ষ্ণ স্বর!—এ-স্বর যে ডায়ানার কণ্ঠে ফুটতে পারে কে জানত? প্রদীপ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে অন্যমনস্ক চোখে।

ডায়ানা সে দৃষ্টিহীন দৃষ্টির সাম্‌নে লজ্জিত হ'য়ে চোখ নামিয়ে স্বর মৃদু ক'রে নিয়ে বলে: "কিন্তু এ-ধারণাকে সত্য ব'লে মনে করা পুরুষদের পক্ষে অন্যায় নয়—মানি। জন্মান্ধ যে, সে আলো-কে যদি ভুল কল্পনাও করে তবু সেটাই যে তার দরকার। ভ্রান্তিকে সত্য ব'লে যতক্ষণ মনে হয় ততক্ষণ সে আমাদের বন্ধুই—কেন না স্বপ্নভঙ্গ আসে এই পথেই। ভুল না হ'লে সত্যকে চিনত কে?"

এ কি সেই ডায়ানা? মৃদুভাষিণী স্নিগ্ধহাসিনী শান্তিময়ী?—প্রদীপের মুখে কথা যোগায় না—এমন কি মনেও কোনো মন্তব্য আসে না। চেতনার মধ্যে তার সব যেন গেছে এলোমেলো হ'য়ে।

—"কিন্তু—" ব'লেই ও থেমে যায়।

—"কী প্রদীপ?"

—"না—থাক্।" ডায়ানার হাতের মধ্যে থেকে ও হাত নেয় ছাড়িয়ে।

ডায়ানা আহত হ'য়ে বলে: "কেন অমন টোনে কথা বলছ প্রদীপ? না, আমি যে তোমাকে সব খুলে বললাম তার প্রতিফল?"

প্রদীপ মুখ নিচু ক'রে বলে: "কী বলব ডায়ানা?—আমার মনের মধ্যে এতরকম চিন্তার জটলা যে—"

ডায়ানা ওর হাত টেনে নেয় ফের নিজের হাতের মধ্যে: "ক্ষমা করবে না প্রদীপ?"

—"সে কি ডায়ানা? কিসের জন্যে?" প্রদীপ তাকায় ওর পানে …বিষণ্ণ দৃষ্টি।

ডায়ানার ঠোঁট থর থর ক'রে কেঁপে ওঠে: "বোঝো না কি?"

প্রদীপ গাঢ় স্বরে বলল: "কিছু হয়ত বুঝি ডায়ানা। কেবল তোমার ভালোবাসা পেয়েও যে তার মান রাখতে পারলাম না—" থেমে যায় ও ফের। লজ্জা আসে···কী সব অসংলগ্ন কথা···

ডায়ানা স্তিমিত হাসে: "রাখতেই যাকে চাও না সে মান দিলেও কি থাকত প্রদীপ?"

প্রদীপ কি বলতে গিয়ে আত্মসংবরণ ক'রে বলল: "রাখতে চাই না জানলে কী ক'রে জিজ্ঞাসা করলে কি উত্তর দেবে?"

—"চাও?" ডায়ানার স্বরে বিস্ময় ওঠে ফুটে!···প্রত্যাশাও কি? না—প্রদীপেরই ভুল। ডায়ানা ওকে আর বিশ্বাস করে না তো! করবে কেমন ক'রে?—ও কি নিজেই বিশ্বাস করে নিজেকে?

—"না। এখন আর—থাক্। কী হবে?"

—"কী বলতে যাচ্ছিলে? বলো—লক্ষ্মীটি। দেব উত্তর—কথা দিচ্ছি—যদি সত্যিই চাও।"

—"এখন চেয়ে কী ফল ডায়ানা? কেবল একটা আক্ষেপ জাগে—"

—"কী?"

—"চার্লসকে কথা দেবার আগে যদি আমাকে একটু আভাষও দিতে!"

—"কেন দিই নি জানো?"

—"কেন?"

ডায়ানা উত্তর দিতে গিয়ে মুখ নিচু করে।

—"চুপ ক'রে রইলে যে?"

—"বলতে যে মানা, প্রদীপ।"

—"কার?"

—"শ্রীলার।"

—"শ্রীলার ? সে কি ? সে জানে—তোমার—এ সব কথা ?"

—"আজ সকালে তার সঙ্গে সব কথাই হয়েছিল আমার। তাই তো আমি দুপুরবেলা নামি নি।"

—"আজ সকালে ? কই, ও তো বলে নি কিছু !"

—"বলবে—পরে। অন্তত আমাকে তাই বলেছে।"

—"কী বলেছে ?"

—"সে সব আমার বলার কথা নয় প্রদীপ, ক্ষমা কোরো। কথা দিয়েছি ওকে। ওর কাছেই শুনো।"

—"বিভূতির কথাও বলেছে ? শুধু এইটুকু বলো।"

—"বলেছে। কিন্তু—না প্রদীপ, এসব জিজ্ঞাসা কোরো না আমাকে, লক্ষ্মীটি !"

—"কেন ?"

—"ও খারাপ মেয়ে নয় ব'লে। এ মেলোড্রামার উদারতা নয়—সত্যি কথা। তাই তো ও এত দুঃখ পেয়েছে।"

প্রদীপের ক্ষোভ ওঠে ফ্'লে : "তুমি ওকে আমার চেয়ে বেশি জানো ?"

ডায়ানা ওর পানে একবার তাকিয়েই জানলা দিয়ে সেণ্ট অসোয়াল্ড গির্জ্জার চূড়ার পানে তাকায়।

—"কী ?"

—"বললে তুমি দুঃখ পাবে যে।"

—"তা হোক।"

—"তুমি ওকে কিছুই জানো না প্রদীপ, শুধু ওকে কেন—কোনো মেয়েকেই জানো না। তুমি বাস করো তোমার নিজের এক মনগড়া জগতের অভ্রমিনারে।"

প্রদীপ ক্ষোভ দমন ক'রে ব্যঙ্গের সুর ধরে : "ইন্দ্রধনু-ঘেরা অভ্রমিনার বললে আরও লাগসৈ হ'ত ডায়ানা—কবিত্বময়ও।"

ডায়ানা দুঃখের সুরে বলে : "তাই তো বলতে চাই নি প্রদীপ। কিন্তু সত্যিই তুমি জানো না।"

—"কী জানি না? না, এ তোমার ভারি অন্যায়, বলতেই হবে এবার।"

ডায়ানা একটু চুপ ক'রে থেকে বলে : "আচ্ছা, কেবল এক সর্ত্তে : —ওকে তুমি বলবে না বলো যে, আমি বলেছি?"

—"রাজি।"

ডায়ানা আবার খানিক চুপ ক'রে রইল, পরে প্রদীপের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল : "ওর মূর্চ্ছা এত হয় কেন—ভাবো তুমি? শুধু তোমার জন্যে?"

—"তবে?" ব'লেই ও থেমে যায়।

—"আর কারুর কথা কি মনে উদয় হয় না প্রদীপ? তুমি ছাড়া কি প্রিয়জন ওর থাকতেই পারে না ভাবো? না, প্রেমে পড়লে এম্‌নিই অন্ধ হয় মানুষ?"

প্রদীপ ঠাহর করতে পারে না প্রথমে : পরে মাথার মধ্যে যেন ওর বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে যায় : "কে?—মানে—" নামটা উচ্চারণ করতেও পারল না ও।

—"হ্যাঁ তাই। বিভূতিকে ও ভুলতে পারে নি। ওকে তুমি আমি যে-ভাবে অকৃতজ্ঞ মনে ক'রে এসেছি ও তা নয়।"

প্রদীপ স্তম্ভিত হ'য়ে থাকে। সত্যিই একথা যে ওর কল্পনায়ও আসে নি—অস্বীকার করবে কী ক'রে? কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ফুটছিল—রুমাল দিয়ে মোছে, বলে : "মানে, বিভূতিকে ও ভালোবাসে

এখনও ?—একটু পরিষ্কার ক'রে বলো ডায়ানা, লক্ষীটি। আমার সত্যিই কেমন যেন হেঁয়ালির মতন মনে হচ্ছে সব।"

ডায়ানা একটু চুপ ক'রে থেকে বলল : "একথা আমাকে জিজ্ঞাসা কোরো না—লক্ষীটি !"

—"কেন ?"

—"একটু আগে বলছিলাম না, পুরুষে মেয়েদের বোঝে না ? শ্রীলার কথা মনে হ'লে আমার মনে সন্দেহ জাগে : মেয়েরাই কি বোঝে ?" একটা ছিন্ন বিষণ্ণাভ হাসি ওর ঠোঁটের উপান্তে জ্ব'লে উঠতে না উঠতেই যায় নিভে : "অন্তত, আমি বুঝি না শ্রীলার মতন মেয়েদের মন।"

প্রদীপের মুখে ব্যঙ্গ হাসি ফুটে ওঠে : "শুনে সুখী হলাম।"

—"বিদ্রূপ কোরো না প্রদীপ। আমি বড় দুঃখেই একথা বলছি। সত্যিই আমি ভাবতে পারি না একজন মেয়ে দুজনকে এক সঙ্গে ভালোবাসতে পারে।" ব'লে একটু থেমে বলল : "কিন্তু সত্যিই পারে প্রদীপ। অন্তত কেউ কেউ মনে হয়, পারে।"

প্রদীপ চুপ ক'রে ভাবে।

ডায়ানা বলে : "মেয়েদেরও যে বিধাতা নানা ছাঁচে ঢাল ই করেন একথা পুরুষদের চেয়েও তাড়াতাড়ি ভোলে মেয়েরা।"

—"কেন ?"

—"কারণ পুরুষদের কল্পনা বেশি। প্রতি মেয়ে তাই সহজে বিশ্বাস করতে পারে না যে তার ছাঁচই বিশ্বজনীন নয়।"

—"তাই তুমি মনে করতে যে—"

—"হ্যাঁ। ভাবতাম ও স্বভাব-অকৃতজ্ঞ—নইলে যে-বিভূতি—কিন্তু যাক প্রদীপ, তবু যে ওর ওপর সুবিচার করতে পারি না আমি—এ-দুর্ব্বলতা আমার কেন তুমি উপভোগ করতে চাও বলো তো ?"

—"উপভোগ করতে চাই ?"

ডায়ানা উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলে হঠাৎ : "চাও প্রদীপ চাও। নইলে কেবল কেবল আমাকেই কেন জিজ্ঞাসা করো ওর সম্বন্ধে যত কথা ? জানো না কি—মেয়েদের এ-সব ক্ষেত্রে উদার হ'তে কত বাজে ? আমাদেরই না হয় কল্পনা নেই, তোমাদের তো আছে প্রদীপ—" ব'লেই ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলে।

এক সুরভিত কোমলতায় প্রদীপের মন যায় ছেয়ে। নারীর কান্না ! ওর কটিবেষ্টন ক'রে নিজের কাঁধে ওর মাথাটি ন্যস্ত করে সাদরে, তার পর ওর এলো চুলে হাত বুলিয়ে দেয় ধীরে ধীরে। এত ধীরে···

*

মুখ তোলে ডায়ানা। চোখ মুছে : "ক্ষমা কোরো—আমি যে এত অধীর হ'তে পারি—" ব'লেই ফের ভেঙে পড়ে। সোফায় উপুড় হ'য়ে কাঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। অশ্রুচ্ছ্বাসের ফাঁকে ফাঁকে থেমে থেমে ডায়ানা বলে : "শুধু বেদনাই তো নয়, অভিনয়···উদারতার···এ কি কোনো মেয়ে পারে প্রদীপ—ঠাট বজায় রাখতে ?···অথচ পারল না ব'লেই কি কম ব্যথা তার মনে করো ?···যার চোখে···নিরন্তর চেয়েছি বড় হ'তে···তার চোখে ছোট হবার ··মিথ্যে—মিথ্যে প্রদীপ—সব মিথ্যে আমার। শ্রীলাকে কখনো আমি···ভালো মেয়ে ভাবতে পারি ?··· কোনো মেয়ে পারে—যে জীবনে একবারও ভালো বেসেছে ?" বলতে বলতে অশ্রুর বন্যা ওর রোধ করে কণ্ঠ। সারা শরীর কাঁপতে থাকে চাপা কান্নায়।

প্রদীপ আর পারল না—ওর পিঠে হাত রেখে কপোলে চুম্বন ক'রে আকুল কণ্ঠে বলল : "ডায়ানা—শোনো। এ হ'তেই পারে না। এতবড় ভুল তোমাকে আমি করতে দিতে পারি না।"

কান্না কোনোমতে চেপে ডায়ানা রুদ্ধস্বরে বলল: "কিন্তু আর যে হয় না প্রদীপ।"

—"হ—য়।"

ব'লে ডায়ানার অশ্রুসিক্ত মুখ তুলে ধ'রে চুম্বন করে ওর চোখে··· গণ্ডে···

—"ডায়ানা সাগ্রহে ওর কণ্ঠবেষ্টন ক'রেই তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দিয়ে বলে: "না প্রদীপ। এখন আর এ-সব কেন—যখন—যখন সব শেষ—"

—"হয় নি ডায়ানা, হ'তে দেব না আমি। চার্লসকে তুমি ভালোবাসো না যে।"

ডায়ানা দু' হাতে মুখ লুকিয়ে বলে: "তা হোক। কথা দেওয়া হ'য়ে গেছে যে এখন।"

—"হোকগে! মন আমার স্থির হ'য়ে গেছে।"

ডায়ানা খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে মুখ তোলে, চোখ মুছে কণ্ঠ পরিষ্কার ক'রে নিয়ে শান্ত স্বরে বলে: "এখন যে—প্রদীপ—না না, আর আমাকে এ-সব বোলো না—মেয়েরা যে কত দুর্ব্বল পুরুষে কি তা জানে?"

প্রদীপ অধীর কণ্ঠে বলে: "এ-সময়ে আমি মুখ বুঁজে থাকব এ-ই কি তুমি আশা করো?—যাকে ভালোবাসো না তাকে—না ডায়ানা, ও হয় না—হ'তে পারে না।"

ডায়ানা ওর দিকে তাকায় নিষ্পলক নেত্রে: "ঠিক এই কথা শ্রীলা যদি তোমাকে বলে?"

—"বললে—ভুল বলবে।"

ডায়ানা ম্লান হেসে বলে: "না প্রদীপ, ঠিকই বলবে। আমাকে সত্যিই ভালো তো তুমি বাসো না।"

—"এ-কথা এত নিশ্চয় ক'রে জানো তুমি ডায়ানা?"

—"অন্তত এটা নিশ্চয় ক'রে জানি যে, আমাকে বিবাহ ক'রে তুমি সুখী হ'তে না—এমন কি ভালোবাসলেও না।"

—"মানুষের নিশ্চয়-জানাই অনেক সময় সবচেয়ে অনিশ্চিত, ডায়ানা। তাই তো তোমার কাছে আমার আবেদন : তুমিও মন স্থির করো।"

—"না প্রদীপ না—কেন আমাকে দুঃখ দিচ্ছ এ-সব ব'লে ফের দ্বন্দ্বে ফেলে? বলি নি আমি দুর্ব্বল? আর কেনই বা চাইছ আমাকে বলো?—তুমি সবল, বি'াহের জন্যে যারা গড়া সে-ছাঁচে তোমার প্রকৃতি ঢালাই করেন নি বিধাতা।"

—"কেমন ক'রে জানলে?"

—"কেন বারবার বলতে বাধ্য করাও প্রদীপ—যা বলতে আমাকে—মেয়েদের—সব চেয়ে বাজে?"

—"কী? যে তোমাকে আমি ভালো—"

—"কথাটা বার বার উচ্চারণ করতে নেই যে প্রদীপ। মেয়েরা যা জানে তাও কানে শুনতে পারে না—জানো না কি?"

প্রদীপ এবার মুখ ফিরিয়ে নেয় : "এর উত্তরে কী বলব ডায়ানা? বিশ্বাস যখন করবে না কিছুতেই—পণ করেছ।"

—"কী ক'রে করব প্রদীপ? চোখের ওপর কি দেখি নি?"

—"কী? যে, স্ত্রীলোকে—"

—"তাকেও না। তুমি কোনো একজন মেয়েকেই ভালো—কাছে টানতে পারবে না।"

প্রদীপ উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলল : "কিন্তু এ-কথা জানলে কেমন ক'রে ডায়ানা? অপরের সম্বন্ধে এত নিশ্চিত জ্ঞান এল তোমার কোন্ পথ দিয়ে?"

ডায়ানা একটু চুপ ক'রে থেকে বলল : "তোমার তিরস্কার মাথা পেতে নিচ্ছি প্রদীপ, কিন্তু তবুও আমি বলব এ-কথা; কেন না আমি জানি যে,

কোনো নারীকে নিয়েই হবে না তুমি সুখী—কোনো নীড়ই তোমাকে দেবে না স্বস্তি —" একটু চুপ ক'রে থেকে : "অথচ—অথচ এ-কথা বোঝাব কী ক'রে বলো দেখি ?" একটু চুপ ক'রে থেকে : "এটা মূঢ় আত্মনৈশ্চিত্য নয় প্রদীপ।—তবে যে-পথ বেয়ে মেয়েদের মনে নিশ্চিত সত্য আসে সে-পথের দিশা কি সত্যি তারা নিজেরাই জানে যে, ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাবে এ-রহস্য ?"

ঘরের মধ্যে নিস্তব্ধতা আসে ফের নেমে।···

—"প্রদীপ !"

প্রদীপ চম্‌কে তাকায়।···ওরা দুজনে কতক্ষণ যে ছিল চেয়ে সেণ্ট অসোয়াল্ড গির্জ্জার চূড়ার পানে···

ডায়ানার মুখ আরক্ত হ'য়ে ওঠে—হঠাৎ। কি বলতে গিয়ে যায় থেমে।

—"কি ডায়ানা ?"

—"কিছু না প্রদীপ।"

—"কিছু-না-রাই অনেক সময় সবচেয়ে শোনবার মতন ডায়ানা।"

প্রদীপের প্রগল্‌ভতা স্ফুলিঙ্গেই যায় নিভে। নৈঃশব্দ্যের আঁধার আরও আসে ছেয়ে।···

—"কিছু না-টা বলব প্রদীপ ?"

—"বলো না।"

—"ছেলেবেলায়—তখন ঠিক ছেলেবেলা নয়, বছর তের চোদ্দ হবে বয়স—মনে এত জাগত ভালোবাসার স্বপ্ন—!" মুখ তার রাঙা হবার উপক্রম করে, আত্মসংবরণ ক'রে বলে : "স্বপ্নই বটে··কিন্তু তবু স্বপ্ন হয়ত নয়। তোমার মুখ যখন প্রথম দেখি দার্জ্জিলিঙে মনে হয় সেই আধ-হারানো স্বপ্নের একটি মুখ।—কিন্তু··"

—"কী ?"

—"শুনবে সত্যি ?"

—"যদি শোনাও—জোর তো নেই ডায়ানা।"

—"দুঃখ করো কেন প্রদীপ? সংসারে ভালোবাসার দাবি বড়, না দান ?"

—"দান ? কোনো কিছুই না চেয়ে ?"

—"কবিকল্পনা ?"

—"তা বলি না।"

—"কাকা বলেন। আমার এ-স্বপ্ন—ভালোবাসার স্বপ্ন নিয়ে করেন ঠাট্টা, যে, এ-সব পাগলামি।"

—"স্বপ্নটা কী ?"

—"আমি দেখতাম একজনকে চাইছি—তাকে প্রায় পেয়েছি। তাকে পুরো পেলে, মনে হ'ত আমার, তার মধ্যে দিয়ে পাব যা-কিছু পাবার আছে। তখন সেই একই মুখ চোখে পড়বে রোজই—কিন্তু নতুন আলোয়, যেমন প্রতি ঢেউয়ের চোখে পড়ে সূর্যের একই আলো নতুন রশ্মিতে।...কিন্তু—"

—"কিন্তু ?"

—"সে-মুখের দেখা মিলল—স্বপ্ন ফলল—রূপে। কিন্তু—"

প্রদীপ ব্যথিত সপ্রশ্ন নেত্রে তাকিয়ে থাকে।

—"কিন্তু—" ডায়ানা বলে খুব মৃদুস্বরে—"রূপের আড়ালে যে-অন্তর এ ঐকান্তিকায় দেয় সাড়া তার দেখা মিলল কই ?"

প্রদীপ নিশ্চুপ।...

—"তাই বলছিলাম প্রদীপ—কেন আর ?"

প্রদীপ চুপ ক'রে যায় এবার। ব্যাকুলতার নিষ্ফলতা এমন ক'রে বুঝি সে কখনো অনুভব করে নি।

ডায়ানা বলে : "তোমার দোষ দিচ্ছি মনে কোরো না যেন। মন

তোমাদের কর্পূর বা সন্ধ্যার রাঙা মেঘ—এমন ইঙ্গিতও করছি না। তাছাড়া তোমাকে আমরা বিচার করবই বা কী দিয়ে বলো? আমরা তো পুরুষ নই। তোমার প্রকৃতি, তোমার মনের রং, তোমার প্রাণের ছন্দ—একান্ত ক'রে তোমাদেরই সহজাত—আমাদের থেকে ভিন্ন। এত ভিন্ন যে—"

প্রদীপ বাধা দিয়ে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে: "যদি বলি এ-ও তোমার মনগড়া ধারণা?"

—"বলবে কিসের জোরে বলো—যখন তুমি খুব ভালো ক'রেই জানো স্বপ্ন আমার ফলে নি।"

—"জানি?"

—"জানো। নইলে—"

—"নইলে?"

ডায়ানা একটু চুপ ক'রে থেকে বলল: "আমাকে তুমি ছিনিয়ে নিতে—যেতে দিতে না। মনের মধ্যে তোমার কোনো নিশ্চিত প্রতীতিই নেই নিজের প্রেমের নিষ্ঠা সম্বন্ধে। এ-ও নিন্দা হিসেবে বলছি না মনে রেখো। হয়ত প্রেমের কাছ থেকে তুমি যা চাও তা ঐকান্তিকতায় —নিষ্ঠায়—সত্যিই মেলে না। প্রতি মনোভাবের যেমন একটা আলোর দিক আছে তেমনি একটা ছায়ার দিকও তো আছে। ঢেউয়ের কাছে চাওয়া চলে না লতাকুঞ্জের নিবিড় সুরভি—লতাকুঞ্জের কাছে—ঢেউয়ের মুক্ত-কল্লোল।—আমি—কে?"

ডোরা বাইরে থেকেই বলল: "মিস সোম কি রকম অসুস্থ বোধ করছেন। ডাকছেন মিষ্টার শীলকে।"

ওরা উঠে দাঁড়াল।

ডায়ানা বলল: "না। তুমি একাই যাও প্রদীপ। ডাকছে ও একজনকেই।"

শ্রীলা

১

—"প্রদীপদা! আমার বুকের মধ্যে কি রকম করছে।"

—"কিচ্ছু ভয় নেই শ্রী। চুপটি ক'রে শুয়ে থাকো দেখি। আমি রয়েছি কাছে। এই যে। না—একটিও কথা না; শান্ত হও দেখি একটু: সব ঠিক হ'য়ে যাবে।" ব'লে ওর মাথাটা নিজের কোলে টেনে নেয়। প্রদীপের এত কষ্ট হয় ওর ম্লান মুখখানি দেখে!··

শ্রীলা চুপ ক'রে শুয়ে থাকে ওর কোলে উপুড় হ'য়ে—ওর দুই জানু আঁকড়ে। প্রদীপের মনে বয় যেন সেই আগেকার হিল্লোল। সে স্নেহানত মুখে ওর চুলের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে আঙুল চালিয়ে দিতে থাকে। কেবল ডায়ানার কথা তবুও কানে বাজে: মূড···খেয়াল··· মেজাজ···তাই কি সত্যি? শ্রীলার প্রতি এই যে কোমলতা—এ কি শুধুই রোমান্সের শুগার-কোটিং? শতকরা নিরানব্বইটা রোমান্সই তাই? ফাঁপা ফেনা?···রঙীন ফানুষ?···

শ্রীলা মুখ তোলে।

—"না এখনো না। চুপ। কথা কোয়ো না বেশি। লক্ষ্মীটি!" ডায়ানার কথা মনে পড়ে হঠাৎ—সে যখন কাঁদছিল খানিক আগে—ওর মন এম্‌নিই কোমল হয়ে ওঠে নি কি? কেমন যেন বিস্ময় জাগে ভাবতে!···উভয়ের প্রতি স্নেহের শুভকামনার দিকে এত মিল আছে—!·· অথচ আজই নৌকোয় শ্রীলাকে যেন ওর ভালোই লাগছিল না। কেন এমন হয়?—ভাবে ও। মানুষের ভালোবাসা কি তবে কবিকল্পনা— একটা ক্ষণলীয়মান চিত্ত-চাঞ্চল্যের দাস সব কোমলতা, সব স্নেহ, সব হৃদয়-ঢালা মাধুর্য্য? তবু দিয়ে তো ও গভীর আনন্দ পায়!···তবে?

হঠাৎ শ্রীলা ন'ড়ে ওঠে ওর কোলের মধ্যে।

—"কী শ্রী? কষ্ট হচ্ছে?"

—"না প্রদীপ। বেশ সুস্থই।"

—"একটু ব্র্যাণ্ডি?"

—"দাও।" প্রদীপ পাশের ফ্লাস্ক থেকে একটু ঢেলে দেয় ওষুধের গেলাসে।—চুমুক দিয়ে শেষ ক'রে শ্রীলা ফের পড়ে এলিয়ে—প্রদীপের কোলেই মাথা রেখে: এবার পাশ ফিরে—ওর দিকে। তারপর চোখ বোজে। আরও মিনিট দশেক বাদে চোখ খোলে।

—"প্রদীপ!" চম্‌কে ওঠে যেন ও···

—"এই যে শ্রী! চম্‌কালে যে? ভয়?

—"দূর্।" শ্রীলা সলজ্জ হাসে। "তুমি বড় ভালো প্রদীপ।" ওর হাতটা রাখে নিজের তপ্ত কপোলের 'পরে।

প্রদীপ চুপ ক'রে অন্য হাতটা রাখে ওর পিঠে···সন্তর্পণে। মনে হয় যেন নিঃসহায় শিশু একটি! ধীরে ধীরে দেয় হাত বুলিয়ে···

—"উঠে বসি এবার একটু। কেমন?"

শিশুই বটে। ঠিক যেন আর্ত্তের প্রশ্ন—রক্ষাকর্ত্তাকে। প্রদীপের মনে আবেশ আসে ছেয়ে। বলে: "না শ্রী—কথা কোয়োনা।

—"কিচ্ছু হবেনা আর প্রদীপ। আমি জানি। বসি এবার। লক্ষ্মীটি! আচ্ছা?"

প্রদীপ স্নিগ্ধ হাসে: "আচ্ছা—কিন্তু অত সোজা হ'য়ে না। এসো এই ডাইভ্যানটায় হেলান দিয়ে বোসো দেখি।" প্রদীপ কয়েকটা বালিশের স্তূপ ক'রে ওকে ঠেশান দিয়ে বসায়।

—"বোসো প্রদীপ। আমার কাছে-খুব কাছে—আ—রো। কথা আছে।"

হঠাৎ বুকের মধ্যে খচ্‌ ক'রে ওঠে : ডায়ানাও এই কথাই বলেছিল একটু আগে : "কথা আছে !"

—"আজ থাক্‌না কথা, শ্রী ।"

—"না প্রদীপ । বললে বরং হাল্কা হ'য়ে যাবে ।" শ্রী ওর দুটো হাতই নিজের দুহাতের মধ্যে টেনে নেয় । প্রদীপ ওর স্নেহের চাপের উত্তর দেয় । মৌন করতল কী মুখর !···মনে হয় ।

হঠাৎ শ্রীলা ওর হাত দুটো নিজের মাথায় ঠেকায়···কপালে···গালে শেষে—ঠোঁটে । প্রদীপ চম্‌কে ওঠে । কী একটা স্রোত ব'য়ে যায় শির্‌ শির্‌ ক'রে দেহের শিরায় শিরায় । মধুর···অথচ একটা বিতৃষ্ণাও যেন ! ডায়ানার কথা মনে প'ড়ে যায় হঠাৎ···কে জানে কেন ? ও ধীরে ধীরে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেয়—নরম কৌশলে । শ্রীলা একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে তাকায় ওর মুখের দিকে । প্রদীপের অনুতাপ জাগে ।

—"কী শ্রীলা ?"

—"কিছু না ।" শ্রীলা মুখ নিচু করে ।

*

—"একটু কফি খাবে ? কিম্বা চা ?"

—"না । ব্র্যাণ্ডিতে বেশ জোর পেয়েছি । কোনো অস্বস্তি নেই আর এখন । শোনো । আজ বি তার করেছে ।"

এত আচম্‌কা—খাপছাড়া লাগে । ওর কোমলতার জোয়ারে হঠাৎ ভাঁটা আসে যেন । একটু চুপ ক'রে থেকে বলে : "জানি, ডায়ানা বলেছে ।"

শ্রীলা যেন চম্‌কে ওঠে একটু । ওর দিকে তাকায় তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ।

—কী বলেছে ?" ওর স্বরে কৌতূহল—আশঙ্কাও যেন ।

প্রদীপের এ-বাঁকা-দৃষ্টি ভালো লাগে না ! যেন অবিশ্বাস···সন্দেহ মূর্ত্ত চাহনিতে । এ-জোরই বা কেন ? ওর স্বরে সে কোমলভাব যেন

নিভন্ত হ'য়ে আসে : "বিশেষ কিছু নয়—শুধু তার করেছে এই। আর কী বলবে বলো ?"

—"আমায় লুকোচ্ছ কেন প্রদীপ ?"

প্রদীপের মন প্রায় বিমুখ হ'য়ে ওঠে এবার। লুকোচ্ছে ? লুকোবে প্রদীপ ? কেন—কিসের ভয়ে ?

হঠাৎ মনের মধ্যে কিন্তু জাগে একটা তিরস্কার···গ্লানি : সত্যিই কি সে লুকোয়নি কিছু ?—অথচ তাড়া খেয়েই ওঠে সে তক্ষনি রুখে। দুষ্টু ছেলে খেলার সাথীদের কাছে মিনতিকণ্ঠে মিথ্যা ব'লে ধরা প'ড়ে গেলে যেমন মরীয়া হ'য়ে ওঠে তেমনি! কিন্তু সেটাও স্থায়ী হয় না—অন্তরের শাসক স্বরই হয় জয়ী : সত্যিই কি নয় সে ভয়কাতুরে ? তবে ? জাঁক করে কিসের দাপটে ?—দম্ভ সাজে কেবল তাকেই যে খোলা হাওয়া—চলে সোজা রাজপথে। অলিগলি দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে যে কুণ্ঠিত আর্দ্র ঝাপ্‌টা—তার বুকে কোথায় রবির আলো, আকাশের ছোঁওয়া, বনমর্ম্মর ? শ্রীলাকে ও অসরল বলত বরাবর, কিন্তু ও নিজে কী ব্যবহার করেছে শ্রীলার সঙ্গে, ডায়ানার সঙ্গে ? একজনের কাছে যে-মূর্ত্তি ধরেছে—সাহস ছিল সে-মূর্ত্তি অন্যজনের কাছেও খুলে ধরতে ? চলেনি পদে পদে সাবধান হ'য়ে ? "সাবধান!" হায় রে কথা! কত মিথ্যেকেই লুকোয় একটা ভদ্র কথা! ভদ্রসমাজে তাই না প্রবঞ্চনার নাম ট্যাক্ট—সাবধানতা! ··

শ্রীলার সপ্রশ্ন দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর হ'য়ে ওঠে নীরবতার শানে। প্রদীপের মনে জাগে ফের অস্বাচ্ছন্দ্য। বিদ্রোহ—ক্রমে। কেন—কী অধিকার ওর ? সব কথা ওকে বলতে বাধ্যই বা সে কোন্ সত্যনীতির অনুশাসনে ? কাকে কী কথা দিয়েছে সে কবে ?—যে কিছু পায়নি সে দিতে বাধ্য কেন ?—কোন্ আদানপ্রদানের সমীকরণে ?

একটু হাল্কা হ'য়ে আসে মনটা। বিদ্রোহে যেমন হয় না?

—"এত কী ভাবছ শুনি?"

—"এমন কিছু না।"

—"বলবে,না?"

—"কী বলব বলো? লুকোতেই যে অভ্যস্ত—" প্রদীপের মুখে ফুটে ওঠে ফের ক্ষুব্ধ কাষ্ঠহাসি, কথাটা সে অসমাপ্তই রেখে দেয়।

শ্রীলা মুহূর্ত্তে নরম হ'য়ে যায়। অনুতপ্ত কণ্ঠে বলে: "রাগ কোরোনা প্রদীপ, জানোনা তো কিসের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে আমাকে এখানে এসে অবধি!"

প্রদীপের দৃষ্টি পড়ে: শ্রীলার চোখের নিচে প্রায় একটানা মোটা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি কালো ফালি। ডায়ানার কথা মনে পড়ে: "ও খারাপ মেয়ে নয়।" এ-কথা প্রদীপের চেয়ে ভালো জানে কে? খারাপ মেয়ে হ'লে কি এত দুঃখ পেত ও অন্তর্দ্বন্দ্বে? মন আর্দ্র হ'য়ে আসে ফের—মুহূর্ত্তে···কিন্তু ভরসা পায় কই আর নিজের আবেগের এ-দ্রুত আবর্ত্তনে? ভাবতেই তার আর্দ্রতার মধ্যেও পড়ে আধ শুষ্কতার ছায়া—উচ্ছলতা যায় নিভে। তবু তৃপ্তি পায়—প্রবর্দ্ধমান বিরসতার বিমুখতার হাত থেকে একটু ছাড়া পেয়ে। বিচারের 'ভাব' নেভে দরদের পশলায়।

—"ফের ভাবনা?"

—"ভাবনা কি একা তোমারই একচেটে শ্রীলা? না, আমারই দিনগুলো এখানে তর তর ক'রে কেটেছে মনে করো?"

—"জানি প্রদীপ।" শ্রীলা ওর একটি হাত নিজের দুহাতের মধ্যে বন্দী ক'রে রাখে—একরকম জোর ক'রেই।

প্রদীপ চেয়েছিল যে কতক্ষণ বাইরের আকাশের পানে ও নিজেই জানে না। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে দেখে: শ্রীলা ওর পানে একদৃষ্টে চেয়ে।

কোমল স্নিগ্ধ নিটোল স্নেহ সে-দৃষ্টিতে উচ্ছল। অজান্তে প্রদীপ মুগ্ধ হয়। ওর দিকে চেয়ে মৃদু হাসে।—তৎক্ষণাৎ অনুভব করে ওর দৃষ্টিতে অন্য একটা কিসের ছোঁয়াচ—দৃষ্টিবিনিময়—কই, আর নেইতো অনাবিল!...

এ কী শ্রীহীন উত্তেজনা...ওঠাপড়া!...নিষ্কৃতি পাবে ও কবে এ-সব ভাববৈপরীত্য থেকে? কবে?—কবে?—কবে? মনের কোনে বাজে ডায়ানার গাঢ় রেশ: "এ ভালোবাসা নয় প্রদীপ, ?· নয় নয় নয়।"

আকস্মিক প্রশ্ন: "আমায় বলোনি কেন প্রদীপ?"

প্রদীপ সচকিতে তাকায় ওর পানে: এ-সুরে কিসের ঝঙ্কার ঐ?

—প্রত্যাশার, আবদারের, দাবির? না, তিন মিশিয়ে? ওর বিকচ মনের দল মুদে আসে ফের। বলে: "কী বলব?"

—"কিছুই কি ছিলনা বলবার মত?"

—সেই প্রত্যাশা...দাবি...অভিমান।...কবে এর চক্র থেকে অব্যাহতি পাবে ও? পাবে কি কখনো?—কোনোদিন? কে জানে? জীবনে এই সবেরই বৃত্ত আসেনা কি ঘুরে নানা ছন্দে?—তাই কি মেলেনা মুক্তি? ডায়ানার দীর্ঘশ্বাস মনে পড়ে: ভালোবাসায় কেন আসে দাবি?

—"কী, কথা বলছনা যে?"

—"কী বলব শ্রীলা?"

—"বলোনি কেন আমাকে কিছুই? প্রশ্নটা কি গর্হিত?"

—"গর্হিত নয়। তবে কী হ'ত ব'লে—বলো?"

শ্রীলা আহত হয়: "তা বটে। যাকে ব'লে কিছু হ'ত সে তো শ্রীলা নয়।"

প্রদীপের কানে এত বিসদৃশ লাগে এই টোন!...কোথা থেকে পেল ও এই দাবির, ক্ষোভের অধিকার? তার নিজের কোনো অভিমানের জন্যে কান পেতেছে কি ও কখনো?...হঠাৎ মনে জাগে ধ্বক্ ক'রে—এ-ও তো

দাঁড়ির তলায় ছদ্ম দাবি!—কেবল সূক্ষ্মতর দাবি এই যা। অন্যমনস্কভাবে ওর মুঠো থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নেয়।

শ্রীলার চোখ জ্ব'লে উঠেই গিয়েছিল নিভে: "ক্ষমা কোরো প্রদীপ।" ওর হাতটা খোঁজে।

—"থাক্।"

শ্রীলা ক্ষুব্ধ স্বরে বলে': "বে—শ।"

প্রদীপ বিপন্নভাবে ওর হাতের 'পরে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে যথাসাধ্য সহজ রেশে বলে: "কী কথা আছে বলছিলে না?"

শ্রীলা উদাসকণ্ঠে বলে: "ব'লে কী হবে প্রদীপ?"

এ-ও অভিনয়? হয়ত না। প্রদীপের অনুতাপ জাগে ওর দুর্ব্বল সুন্দর মুখটির পানে চেয়ে। ওর কত বিপরীত ক্ষোভ যে কতদিন জল হ'য়ে গেছে এই সুন্দর মুখটির রূপ-রেখায়—বঙ্কিম-ঠামে—!

—"রাগ কোরো না শ্রী। সত্যিই আমার মনটা ভালো নেই। সব কথা বলার মতন মনের অবস্থাও না। কিন্তু সব না শুনেও কি মানুষ বুঝতে পারে না? অন্তত ক্ষমা করতে?"

নিমেষে শ্রীলা ওর হাতটা বুকের মধ্যে চেপে ধরে: "ক্ষমা? প্রদীপ, জানো তো সবই।"

প্রদীপের দেহের মধ্যে সেই বিচিত্র স্রোত হয়: বাসনার, কুণ্ঠার, কোমলতার, পরুষতার—যুগপৎ। অশান্তিতে ভ'রে ওঠে দেহ মন। সব চেয়ে খারাপ লাগে ওর শ্রীলার এই প্রেমজ্ঞাপন। ফরোয়ার্ড মেয়ে—তার সংস্কারে বড়ই আঘাত করত বরাবর। প্রেমজ্ঞাপন করবে মেয়েরা? ছি! হাতটা ছাড়িয়ে নেয়।

শ্রীলার মুখ লাল হয়ে ওঠে: "আমাকে এমন এড়িয়ে চলছ কেন প্রদীপ?"

—"এড়িয়ে ?"

—"অবিশ্যি। নইলে এমনধারা ব্যবহার করতে পারে কেউ ?"

—"কেমনধারা ?" ব'লেই প্রদীপের মনে জাগে গ্লানি। সত্যিই যে সে এত অসরল ব্যবহার করতে পারে কারুর সঙ্গে তা কি গ্রাসমিয়ারে আসার আগে কেউ ভেবেছিল—স্বপ্নেও ? কেন ওকে আনল এখানে ? গোপন কামনার অঙ্কুশে ? ডায়ানার কোমল ভর্ৎসনা ও ভুলতে পারে কই ? শ্রীলার-আশার-দীপ্যমান্ কোমলতার শিখাকেই যে সে দেয় নিভিয়ে—আর এমন হঠাৎ—অপ্রত্যাশিতভাবে !··· ভালোবাসা কোনো দিনও মেজাজের খেয়ালের মূডের বার্ত্তাবহ নয় ডায়ানার এ-কথা কি সত্য ? হ'লে কী সুন্দরই হ'ত যে !···ভালোবাসার মধ্যে যত শ্রীহীনতা—সব আসে তো শুধু তার এই অস্থিরতার দরুণই। ক্লান্তিও আসে প্রশ্নে—একের পর এক প্রশ্নে : শ্রীলা কেন ওকে চাইল ? কেন ? প্রদীপ কেন তাতে সাড়া দিয়ে ওকে কাছে ডাকল ? আর ডাকলই যদি, তবে কেন আবার আজ ওকে এমন ঢঙে ঠেলল দূরে ? এই মুহূর্ত্তে বাসনার সঙ্গে সঙ্গে এ কী বিতৃষ্ণা ! কোথায় চাবি এ-রহস্যের ?

প্রাণ চাইছে সব খুলে বলতে ওকে : রসনার আগল কেন খোলে না ? প্রশ্ন যখন আসে—আসে তো দল বেঁধেই।

শ্রীলা জানলার পানে মুখ ফিরিয়ে বসে। চোখে দু-ফোঁটা জল টল টল করছে।

প্রদীপের বুকে কোমলতা ওঠে দুলে, সে ওর হাত দুটো চুম্বন করে : "রাগ কোরো না শ্রী—সত্যি আমার মধ্যে যে কী হানাহানি চলছে আমি নিজেই ভালো বুঝতে পারছি না। এখন আমি মানুষের সাহচর্য্যেরও বা'র ব'লে ভয় হয় সত্যি—সময়ে সময়ে।"

শ্রীলা ওর দিকে চেয়ে দ্ব্যর্থক হাসে। কী সুন্দর হাসি ! হাসবার

সময় বাঁ গালে ছোট্ট একটি টোল খায়। ও যেন আরও সুন্দর হয়েছে —দুর্ব্বলতার ভূমিকায় কৃশতার বৈষম্যে ওর মুখ-লাবণ্য তনু দেহখানি আরও যেন রসনিটোল হ'য়ে ফুটে উঠেছে !

হঠাৎ শ্রীলা ওর কাঁধে মাথা রাখে।

প্রদীপ ওর দুই গণ্ডে চুম্বন করে।

শ্রীলা ওর কণ্ঠ'বেষ্টন করে। এত নিবিড় সে-বেষ্টনী—!

মুহূর্ত্তে প্রদীপের বাহুবন্ধন আসে শ্লথ হ'য়ে। চুম্বনে কী যেন নেই !··· মিথ্যে—মিথ্যে—মিথ্যে এ-সব—কে যেন চেঁচিয়ে ব'লে ওঠে। চম্‌কে ওঠে ওর প্রতি অঙ্গ। এ-রকম তো ওর কখনো হয় নি !···

ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে নেয় নিজেকে !

—"শ্রী !"

—"কী প্রদীপ ?"

শ্রীলার মুখ চোখে প্রভাতী আলো। বিষাদের বাষ্পও নেই আর। প্রদীপের দুঃখ হয় এত—!···কেন ওকে আশা দিল এ-ভাবে—যখন ভরসা দেবার নেই সম্বল, না অধিকার ? ডায়ানার 'পরে শ্রদ্ধা জাগে : সে ঠিকই ধরেছিল। এ বড় ক্লান্তিকর—মানুষ যখন আবেগকে না চালিয়ে আবেগই তাকে চালায়।—মৃগতৃষ্ণিকা !···না। আর নয় এ-সব মিছে আশ্বাস। বলবেই সে ওকে সব কথা। কিন্তু—কুণ্ঠা আসে ফের। করুণা হয়-যে ওর উদ্ভাসিত প্রত্যাশী মুখখানির পানে চেয়ে !···থাক্ না—এখনি কেন ? তাড়াতাড়ি কি ? বলল : "কী বলতে ডেকেছিলে বললে না তো ?"

শ্রীলা হাসিমুখে বলে : "বলবার ফুর্সৎ কি দিলে তুমি ? যে আলেয়ার মতন ছুটোছুটি ক'রে বেড়ায় তোমার মন ! কথাগুলো কানে ঢুকলেও সে-দুষ্টু উধাওটার নাগাল পাবে কোন্ রসনার বিদ্যুৎ-সওয়ার ?"

শ্রীলা থেকে থেকে এত চমৎকার কথা বলে !···আবার অন্য অনেক সময়ে এত সাদামাটা, ফ্ল্যাট।···মানুষের মধ্যে কখন যে কোন্ চকমকিতে স্ফুলিঙ্গ ওঠে ঝল্কে—কেউ কি জানে ?

—"কি ভাবছ এমন ক'রে চেয়ে ?"

প্রদীপের চমক ভাঙে, দৃষ্টি প্রত্যাহার করে : "এমন কিছু না।"

—"এমন কিছু-ই।" আবদারের সুর ধরে : "হবেই বলতে।"

—"বা—রে ! ডাকলে তুমি, হবে বলতে আমাকে ?" ওর এ-আবদার শিশুর আবদার—বরাবরই প্রদীপের এত ভালো লাগে ! স্নিগ্ধ প্রশ্রয়ের হাসি হাসে ওর পানে চেয়ে।

শ্রীলার মুখে ওর হাসির উত্তরে হাসি ছল্কে ওঠে : "আমি ডেকেছি যে-জন্যে তা বলা হ'য়ে গেছে তো ক—খন !

—"হয়ে গেছে !!"

—"হয় নি ? ওমা আমার কী হবে ?" শ্রীলা গালে হাত দেয়। পরে হেসে : "তবে এ-কথা মানি প্রদীপ যে, ভোলে সে-ই যার সাড়া দেবার পালা।"

প্রদীপ তক্ষনি সঙ্কুচিত হয়। সাড়া ?···তাই বটে। ও চাইছে শুধু এই-ই। মুহূর্ত্তে ওর তরলায়মান—আবেগ স্মিত স্বাগত সব যায় জমাট হ'য়ে। নিভন্ত কণ্ঠে ভদ্র সুরে বলে : "কিসের সাড়া ?"

—"বি—তার করেছে বললাম না ?"

প্রদীপ একটু চুপ ক'রে থেকে বলে নিরুত্তাপ স্বরে : "এ-কথায় কী সাড়া দেব বলো ?"

—"বসন্ত উঁকি দিলে কি অঙ্কুরের কানে সাড়ার মন্ত্র দিতে হয় প্রদীপ ?"

—"মনের নানা অঙ্কুর একটু বেশি লাজুক শ্রীলা।"

—"ঠিক বসন্তের ছোঁওয়াটি পেলে—না।"

—"কে জানে ?"

—"ফুল-পসারিণী—যার অন্য নাম কবিনী।"

প্রদীপের মুখে ফের মেঘের ছায়া দেয় দেখা, তবু সে যথাসাধ্য সহজ সুরেই বলে :, "যথা ?"

শ্রীলা একটু চুপ ক'রে থেকে ওর দিকে চেয়ে বলে : "জানো তো সবই প্রদীপ, কেন আর ? তাছাড়া এ কি কথার লকড়ি খেলার সময় ?"

প্রদীপ বাইরের একটা অস্থির পাইন গাছের মাথা নাড়ার দিকে তাকিয়ে।...

—"রাগ করলে ?"

প্রদীপ ফিরে ওর দিকে চেয়ে বলে : "রাগ ? কেন ?"

—"তা-ও ব'লে দিতে হবে ?"

প্রদীপ গম্ভীর হ'য়ে বলে : "না। তবে—কেবল—অভব্য ইঙ্গিত আর কোরো না কারুর প্রতি—দয়া ক'রে।"

—"ইঙ্গিত !—অভব্য !—ওমা, সে কি ! কার প্রতি ?"

প্রদীপের মনে বিরক্তি ওঠে ঠেলে। তাকে জোর ক'রে দাবিয়ে রেখে বলে : "এ-সব কথার লকড়ি খেলার সময় আজ নয় শ্রীলা, তুমি ঠিকই বলেছ।

—"অভব্য ইঙ্গিত করব আমি ? প্রদীপ—!"

প্রদীপ চুপ ক'রে থাকে মাটির পানে চেয়ে।

—"করলে কি তাকে বলতাম স—ব ? জানো না ?"

—"জানি। কেবল...কেন বলতে গেলে জানি না এখনও।"

—"সে-ই যে আমাকে বলল—আমি সাড়া না দিয়ে পারি ?"

প্রদীপ বিস্মিত নেত্রে ওর দিকে তাকিয়ে বলল : "ডায়ানা ? কী বলল ?"

—"স—ব। আর কথাও পাড়ল ও-ই তো আগে।"

প্রদীপ সন্দিগ্ধনেত্রে তাকায় ওর পানে: "ও-ই পাড়ল?"

শ্রীলার মেঘলা চোখে বিদ্যুৎ ওঠে ঝ'লে: "যা—ও—জিজ্ঞাসা ক'রে এসো ওকে—আমার ঘরে কে এসেছিল, কে জিজ্ঞাসা করেছিল তুমি আমাকে ভালোবাসো কি না—কে জিজ্ঞাসা করেছিল বিভূতিকে আমি চাই কিনা—আরও যা-তদন্ত ইচ্ছে।"

প্রদীপ নরম সুরে বলল: "অবিশ্বাস তো তোমায় করিনি শ্রীলা যে, তদন্ত করতে ছুটব। তবে ও যে-চাপা মেয়ে!"

শ্রীলা ব্যঙ্গের স্বর ধরে: "প্রদীপ, মেয়েরা বাইরে দেখতে যা—ভেতরেও যদি তা-ই হ'ত—!"

আবার!—আশ্চর্য্য শ্রীলা কি বোঝে না অভব্য বলে কাকে?—না, বুঝেও ভাণ করে সরলতার? উষ্মা চেপে যথাসাধ্য সহজ সুরেই প্রদীপ বলল: "আর কি কি বলল তোমায়?"

—"স—ব। সার ফ্রান্সিস তোমাকে কি কি বলেছেন, তুমি তাঁকে কি কি বলেছ—কিছুই বাদ পড়েনি।"

প্রদীপের বিস্ময়ের অবধি রইল না: "ও বলল তোমাকে—সার ফ্রান্সিসের সঙ্গে আমার কি কি কথা হয়েছে?"

শ্রীলা বাঁকা হাসে: "এরও প্রমাণ চাই বুঝি—বিশ্বাস করতে হ'লে?—তোমাদের জাতের আপত্তি কি কেবল ঐ ভব্য কথাটায়?"

—"তা—না—"

—"তা-ই প্রদীপ। আমাকে তুমি বিশ্বাস করো না, তাই ভাবো ওকে তোমার চোখে খাটো করার জন্যেই আমি আছি মুখিয়ে।—তবে শোনো। প্রথম: সার ফ্রান্সিস যখন তোমাকে বলেন তুমি মিস সোমকে ভালোবাসো তুমি প্রতিবাদ করো নি। দ্বিতীয়: সার

ফ্রান্সিস যখন ওকে তোমার হাতে সঁপে দিতে চেয়েছিলেন তুমি এড়িয়ে গিয়েছিলে প্রস্তাবটা। তৃতীয় : সার ফ্রান্সিস যখন ওর যৌতুকের কথা বললেন—বলব আর ?" প্রত্যেক কথাটি বলে শ্রীলা কেটে কেটে।...

প্রদীপ মুখ নিচু করে। কথাগুলো যেন ঝড়ে-ওড়া কাঁটার মতন বেঁধে।

শ্রীলা উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলে : "নৈলে ভাবো কি প্রদীপ, তোমাকে আমি ডেকে এত সাধি ? শ্রীলা কবিতা লিখতে না জানতে পারে, কিন্তু যে তাকে চায় না তার পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়ায় না কারুর কারুর মতন।"

প্রদীপ মুখ তুলে বলে : "এ সব বলছ কেন শ্রীলা ?"

শ্রীলা কঠিন কণ্ঠে বলে : "বলছি চোখে দেখে। আমি স্পষ্ট কথা ব'লে অভব্য বদনাম কিনতে পারি—কিন্তু ফাঁদ পেতেও ভব্যা সাজি না মনে রেখো। সাধাতে পারি—কিন্তু সাধি না কাউকেও—তুমি আপনি এসে ধরা না দিলে আমি তোমার দিকে ফিরেও চাইতাম না জেনো।"

—"শ্রীলা—"

শ্রীলার চোখে বিদ্যুৎ ঠিকরে পড়ে :

"শোনো প্রদীপ, মেয়েদের তোমরা যা যা ভাবো তারা তা নয়। ডায়ানাকেও যা ভাবো সে তা নয়, আমাকেও যা ভাবো আমি তা নই। নইলে কি মনে করতে তুমি—তোমার উদাসীনতা, অবজ্ঞা আমি টের পাইনি—যখন তোমার কোলে আজ ধরা দিয়েছিলাম ?" শ্রীলার হাসিতে জ্বালার আঁচ : তবে এ-কথা সত্যি যে, তোমায় আমি ভা—তোমায় আমি চেয়েছি, এ-কথাও সত্যি যে, ডায়ানাকে আমি দেবী মনে করি না—তোমার মতন। এ-কথাও মানতে রাজি আছি যে, ওর কবল থেকে তোমাকে আমি ছাড়িয়ে নিতে চেয়েছি প্রাণপণে। কিন্তু কোনো অসৎ উপায়ে নয়, মিথ্যা অভিনয়ে নয়, ওর কুৎসা রটিয়ে নয়—চেয়েছি সোজা উপায়ে—আমার ভালোবাসারই টানে—সিনিক

হ'তে চাও, বলতে পারো প্রতিযোগিতা, কিন্তু সে-ও আগে নিশ্চিত হ'য়ে যে তুমি আমাকেই চাও, আর কাউকে না। জেনে যে, আমিই তোমাকে সুখী করতে পারব, আর কেউ নয়। আমি স্বার্থপর হ'তে পারি, রূপগর্ব্বিণী হ'তে পারি, যাকে চাই তাকে দাবি করতে পারি আমার দেহ-মন-প্রাণের সমস্ত শক্তি দিয়ে। কিন্তু উপযাচিকা হ'তে পারি না জেনো—ছন্দের মালা গেঁথে, কাব্যকটাক্ষের লহর তুলে।"

—"শ্রীলা—"

শ্রীলার পাণ্ডুর মুখ আবীর-রাঙা হ'য়ে উঠেছে :

—"না—যাও প্রদীপ। চাই না—চাই না আমি তোমায় : আমাকে যে বিশ্বাস করে না তার ভালোবাসাকে করি আমি দণ্ডবৎ—দূর থেকেই।" ওর স্বর রুদ্ধপ্রায় হ'য়ে আসে।

—"শ্রীলা—"

—"না প্রদীপ। বৃথা। আমি বুঝতে পেরেছি তুমি আমাকে ভালোবাসো না—যদিও—" অনেক চেষ্টা করে ও আত্মসংবরণ করতে, কিন্তু পারে না—। প্রদীপ ওর কাঁধে হাত রাখতেই ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলে : "আমি তোমাকে—কত—কতখানি—" অশ্রু এসে ওর কণ্ঠকে করে রুদ্ধ ; ও দু'হাতে মুখ লুকোয়।

প্রদীপ ওকে কাছে টেনে এনে গাঢ়কণ্ঠে বলে : "শ্রীলা—শোনো —লক্ষ্মীটি—"

শ্রীলা আত্মসংবরণ ক'রে নিজেকে ওর বাহুবেষ্টনী থেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে বলে : "না প্রদীপ। আমি বুঝেছি—তুমি আমাকে ভালোবাসো না।"

প্রদীপ ব্যথিত কণ্ঠে বলল : "শ্রীলা—"

—"না প্রদীপ না। তুমি জানো—বাসো না। মেয়েদের 'পরে

আছে তোমার স্নেহ শুভেচ্ছা। তাদের সেবা করতেও তুমি ব্যাকুল—সবই মানি। কেবল ভালোবাসা বলতে তারা যা বোঝে তুমি তার বিন্দুবাষ্পও জানো না।" বলতে বলতে অশ্রু ওর কণ্ঠে উথলে ওঠে ফের, কিন্তু এবার তাকে দাবিয়ে রেখে বলে : "কিন্তু তুমি কেন, কোনো পুরুষই জানে কি না আমার সন্দেহ হয় আজকাল।"

প্রদীপ ক্লিষ্টকণ্ঠে বলল : "হয়ত তোমার কথা সত্যি। অন্তত আমার নিজের পায়ের নিচে মাটি আর খুঁজে পাই না শ্রীলা, মানছি অসঙ্কোচে। তাছাড়া—" ব'লে একটু থেমে উদাসকণ্ঠে বলে : "অন্তত স্বপ্ন আমার ভেঙেছে যখন—যখন—আমার সম্বন্ধে এই ধারণা তোমাদের তুজনেরই মনে বেঁধেছে বাসা।"

—"তুজনেরই ?" শ্রীলা চোখ মোছে।

—"ডায়ানাও এই কথাই বলছিল একটু আগে।"

—"ডায়ানা ? কেন ? কী সূত্রে ? জিজ্ঞাসা করতে পারি ?"

—"ওকে—আমি—ভালো—ওকে আমি চেয়েছিলাম।"

শ্রীলার ঠোঁট তুটি থর থর ক'রে কাঁপে : "ও—। তাই।"

প্রদীপ ওর দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসে : "ভুল সন্দেহ করলে শ্রীলা। ও আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।"

শ্রীলা ঋজু হ'য়ে বসে : "প্রত্যাখ্যান ! তোমাকে !! ডায়ানা !!!"

প্রদীপ মুখ নিচু ক'রে বলল : "হ্যাঁ।"

—"অ—স—ম্ভ—ব। মেয়েদের তুমি কতটুকু জানো প্রদীপ ?"

প্রদীপের ওষ্ঠে ম্লান হাসি আবার ওঠে ফুটে : "মেয়েদের আমি না জানতে পারি শ্রীলা, কিন্তু নরনারীর টানের ক্ষেত্রে কী হয় জানি তা—জানো তুমিও।"

—"কী ?"

—"অসম্ভবও—সম্ভব।"

—"এ ওর ভাণ প্রদীপ।"

—"না শ্রীলা, ভানে মানুষ এত দৃঢ় হয় না। হ'তে পারে না।"

—"দৃঢ় ? যথা ?"—ওষ্ঠের উপান্তে ওর ব্যঙ্গের পূর্ব্বরাগ।

—চার্লসকে ও কথা দিয়েছে।"

শ্রীলা চম্‌কে ওঠে। মুহূর্ত্তের জন্যে তার মুখে একটা আলো জ্ব'লে উঠেই যায় নিভে : "ক—থা ? কখন ?"

—"আজই—সন্ধ্যাবেলা।"

—"কেন দিল ?"

প্রদীপ ওর চোখের পানে চেয়ে বলল : "জানো না কি ?"

শ্রীলা চোখ সরিয়ে নিল : "আ—মার—"

—"হ্যাঁ।"

—"ভাবে—তুমি আমাকেই ভালোবাসো ?"

প্রদীপ নিশ্চুপ।

শ্রীলা ওর হাতের 'পরে হাত রেখে বলে : "কেন মানুষ এত ভুল ভাবে প্রদীপ ? আমিও যে ঠিক্ এই কথাই আজ তার ক'রে দিয়েছি বি-কে !"

ডিং ডং ডং……ভেসে আসে সেণ্ট অসোয়াল্ড গির্জ্জার জলতরঙ্গ…

প্রদীপ কান পেতে শোনে।…বিষাদ ছেয়ে আসে…এই চেনা সুরটির রেশে…ঐ পরিচিত কোমল গান্ধারটিতে বিশেষ ক'রে।…

*

শ্রীলা বিছানায় শুয়ে পড়ে ফের—হঠাৎ—দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে।

প্রদীপ শঙ্কিত হ'য়ে বলে : "কী ?"

শ্রীলা মুখ না তুলেই বলে : "ভয় নেই…"

প্রদীপ ওর মাথায় বিমনাভাবে দেয় হাত বুলিয়ে ওর বিছানার কিনারায় ব'সে।

শ্রীলা ওর দিকে মুখ ফেরায় : "প্রদীপ !"

—"কী শ্রী ?"

—"যে-ভালোবাসা এমন—তার জন্যে কেন মানুষের এমন কাঙালপনা বলতে পারো ?"

ডিং ডং ডং ···

—"কেউ কি জানে শ্রী ?"

শ্রীলা চোখ বোঁজে।···প্রদীপ অতি ধীরে ওর হাতের 'পরে হাত বুলোয়।···মাথার মধ্যে চিন্তাগুলো সব গেছে আলগা হ'য়ে···

হঠাৎ চোখ পড়ে : শ্রীলা ওরই পানে নিষ্পলক চেয়ে :

"কী ভাবছ প্রদীপ ?"

প্রদীপ শান্ত হাসে : "এমন কিছু নয়।"

—"না : বলো।"

প্রদীপ সেই ভাবেই ওর হাতের ওপর হাত বুলোয় চুপ ক'রে।

—"বলবে না তো ?"

—"কী বলব বলো তো ?" প্রদীপের শান্ত হাসি আরও কোমল হ'য়ে আসে···আরও শান্ত।

শ্রীলা ওর চোখের 'পরে ওর ডাগর চোখদুটি রেখে বলে : "বিষাদ পুষে কী ফল, প্রদীপ ?"

—"বিষাদ নয় শ্রী। ভাবছিলাম তোমারই ঐ কথাটা।"

—"কোন্ ?"

—"যে-ভালোবাসার বিন্দু-আলোয় সিন্ধু-দাহ তার জন্যেও মানুষের কেন এত কাঙালপনা ?"

—"ভেবে পেলে কিছু ?"

—"ভেবে কি মেলে কিছু, শ্রী, যে পাব ?···কেবল···কেবল···কী জানি কেন মনে হয়···যে—কিছু মনে কোরো না—"

—"না প্রদীপ—মনে করতে পারি আমি কখনো ? তোমার তো সত্যি কোনো অপরাধই নেই এতে—" ওর কণ্ঠস্বর অশ্রুনিষিক্ত···

—"অপরাধের কথা নয় শ্রীলা। মনে হচ্ছিল—বলব সরলভাবে ?"

—"আমি ভুল বুঝব ব'লে ভয় ?—না, আর ভুল হবে না। অন্তত না-ও যদি বুঝি—তোমাকে বিচার আর না।"

শ্রীলার মুখ শান্ত হ'য়ে এসেছে এমন!···এত শান্ত ওকে কখনো দেখেনি প্রদীপ। শ্রান্ত···ক্লান্ত···

প্রদীপের বিষণ্ণ কণ্ঠেও ছোঁয়াচ লাগে ঐ শ্রান্ত শান্তির: "আমি ভাবছিলাম শ্রী, প্রেমে যে-নিষ্ঠাকে যে-ঐকান্তিকতাকে মানুষ এত বড় ব'লে মনে করে সেটা সত্যিই তত বড় কি না ?"

—"কিন্তু নিবিড়তা—"

—"ভালোবাসা কি সত্যি এমনই বস্তু শ্রীলা যে, যত দেবে ততই যাবে ক্ষ'য়ে, না—" ও থেমে যায় কুণ্ঠায়।

শ্রীলা হাসে···সেই অশ্রুবেণী হাসি: "শেলি ? না, সোনার হরিণের স্বপ্ন ?"

—"সোনার হরিণ !"

—"নয় ?—স্বপ্নসিদ্ধির পথই যখন অজানা ?"

—"আমরা খুঁজেছি কি পথ কখনো শ্রী, সত্যি খোঁজার মতন খোঁজা ? তেমন ক'রে কি ডেকেছি কখনো—যে মিলবে পথের দিশা ?"

শ্রীলার মুখে ছায়া আরও আসে ঘনিয়ে, মাথা নেড়ে বলে : "প্রদীপ, অমন-যে সোনার হরিণ—তারও কায়া কি হ'ত মায়া—যদি পথ থাকত সত্যিই ?—কে ও ?"

—"আমি—ডায়ানা।"

টেলিগ্রাম—শ্রীলার নামে।

প'ড়েই শ্রীলা প্রদীপের হাতে দিয়ে দু-হাতে মুখ ঢেকে শোয় উপুড় হ'য়ে।

ডায়ানা ও প্রদীপ পড়ে :

"কালকের জাহাজে ফিরছি দেশে। ভালোবাসার স্বপ্নে যদি সুখ থাকে যেন পাও তোমরা। কেবল—আছে কি ? বি।"

—"শ্রীলা—"

শ্রীলা মুখ না তুলেই বলে রুদ্ধকণ্ঠে : "ভয় নেই প্রদীপ, স্বপ্নের জন্যে মূর্চ্ছা যাওয়াও সাজে না।"

শ্রীলার সেই স্বর···জ্বালা বিষাদ ব্যঙ্গ সব মিশেল।

—হঠাৎ ওর মুঠো দুটো ওঠে শক্ত হ'য়ে।···

—"দেখ—দেখ তো ডায়ানা !" ডায়ানা বসে ওর শিয়রে :

—"হ্যাঁ মূর্চ্ছাই বটে। জলের পেয়ালাটা এগিয়ে দেবে প্রদীপ ? ধন্যবাদ।"

ডায়ানা ওকে হাওয়া করে।···

প্রদীপ জানলার কাছে এসে দাঁড়ায়।···

সামনে গ্রাসমিয়ার হ্রদের লাখো নয়নতারা বাঁকা চাঁদের ম্লান আলোয় টলটল করে। থেকে থেকে এক একটা হাওয়া ওঠে আর তার বুকের উপর দিয়ে দীর্ঘশিহরণ রেখার ঢেউ তোলে···একটা সুদূর-বিস্তীর্ণ বৈরাগ্যের ওড়না যেন ওঠে ফুলে···আবার সব শান্ত—পর মুহূর্ত্তেই। সমিনের হট হাউস থেকে ভেসে আসে চাঁপার গন্ধ। ওদিকে, উডবাইনের লতাকুঞ্জ ঘুমিয়ে। এদিকে চাঁদের আলোর ঢল নেমেছে একরাশ ব্ল্যাক প্রিন্স গোলাপের ফুলশয্যায়।

হঠাৎ ডেকে ওঠে বুলবুল। কী মধুর! ··মনে পড়ে কীট্‌সের সেই অপূর্ব্ব উদাস সম্ভাষণ বুলবুলকে—যে, তিনি চান :

(To) Fade far away, dissolve and quite forget
What thou among the leaves hast never known :
The weariness the fever and the fret
Here, where men sit and hear each other groan.

আমি লীন হ'য়ে যেতে চাই···দূরে···গ'লে যেতে···চাই—যেতে ভুলে'
পল্লব-সম্পুটে তুমি হে পাখী, জীবনে কভু জানো নাই যায় :
শ্রান্তিপুঞ্জ গ্লানি তাপ অসাঙ্গ উৎকণ্ঠা—যাহে উঠি মোরা দুলে'
গুমরিছে জনে জনে—শুনি' চিরদিন—হায়, মোরা নিঃসহায় !

ডিং ডং ডিং ডিং ডং······

বাজে সেণ্ট অসোয়াল্ডের জলতরঙ্গ।···

হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে : সার ফ্রান্সিস তাঁর হট হাউসের বেদীটির উপরে ব'সে একদৃষ্টে চেয়ে তাঁর প্রিয় গির্জ্জাটির চূড়ার পানে।···

কোন্ চিন্তার পসারী আজ—ঐ বৃদ্ধ ?

The weariness, the fever and the fret ? পলিতকেশ শুভ্র-শ্মশ্রু ঐ বহুদর্শীর বুকেও কি জ্বলে না শ্রান্তিপুঞ্জের গ্লানি···দাহ ?—গুম্‌রে ওঠে না কি ওঁরও হৃদয়···যখন···শোনেন তাঁর 'ছোট্ট' ডায়ানার চাপা কান্না···

ডিং ডিং ডং ডং ডং······

আজ এত বাজে কেন ? ক্ষণে ক্ষণে ? ও—আজ যে ৫ই আগষ্ট—সেণ্ট অসোয়াল্ড ডে।' উৎসব আজ ছোট্ট গ্রাসমিয়ার গ্রামটিতে···ঘরে ঘরে আনন্দ···সরল অনাবিল আনন্দ।

ম্লান হাসি ফুটে ওঠে প্রদীপের ওষ্ঠপ্রান্তে···মনে হয় ওর সার ফ্রান্সিসের মূর্ত্তিও এত ম্লান—!···

আনন্দ ? থাকে কি জগতে ? তার আলোর আভাষ আসে তো কত শুদ্ধ মুহূর্ত্তেই···কিন্তু ধ'রে রাখতে পারি কই তাকে ? সইতে পারি না ব'লেই বুঝি ক্ষণিকের অতিথি হয় না চিরন্তন ?···

হবে।

নইলে আনন্দ কি প্রদীপেরই কম ছিল ? আনন্দ পাবার, সৃজন করবার, বিলোবার ?···মনে হ'ত তার প্রথম যৌবনে—দু'হাতে দিয়েও তার আনন্দের কোষাগার হবে না শূন্য।

কিন্তু আজ কোথায় সে-আনন্দের অফুরন্ত পাথেয় ?···আবছা হাসিটি মিলিয়ে যায় ওর ওষ্ঠ-প্রান্তে।—কেন এমন হয় ?···

কেন হ'ল এমন ?—মাত্র একজনকে ভালোবাসতে পারল না ব'লে ?

ডায়ানাও চেয়েছিল তাকে—শ্রীলাও···কিন্তু উভয়কেই ও হারালো, খোয়ালো।···কেন ? সত্যিই কোনো অপরাধই তো করেনি ও ! তবে ?

সে মাত্র একজনকে চেয়ে তৃপ্ত হ'তে পারল না ব'লে ?···এ-ই ? এ-ও অপরাধ ? আর এমন অপরাধ যার এমন কি ক্ষমাও নেই ?

কী সেন্টিমেণ্টাল হ'য়ে পড়েছে ও ?···কিন্তু মন মানা মানে কই ? এইসব উদাস চিন্তায়ই মন আজ যে বিবাগী !···

কিন্তু পারল না কেন—মাত্র একজনকে চাইতে ?

শ্রীলা ডায়ানা উভয়েই বলল—নিজের নিজের স্বপ্নভঙ্গের এজাহারে—যে, একমুখী নিষ্ঠা ওর নেই—তাই। এই অপরাধে ?

বলল ওরা যে, সত্য ভালোবাসার সে কিছুই জানে না। কেন ?—একজনকে না চেয়ে দুজনের পানে ঝুঁকল ব'লে ? ও মানে যে, প্রেমের অপমান—বিকৃতি বাসনায়। কিন্তু সে-বাসনা কি একমুখী প্রেমে কিছু কম প্রবল—কম সর্ব্বগ্রাসী ? বরং শ্রীলা ডায়ানার মতন একমুখী প্রেমের দাবিই তো বেশি উদ্দাম, বেশি অসহিষ্ণু, বেশি স্পর্শকাতর হয় দেখা যায় ! সংসারে সৎ-এর চেয়ে কঠোর শাসক কে। সতীর চেয়ে অবুঝ বিচারক কে—প্রেমের ক্ষেত্রে ?

তবে ? কোন্ অন্ধ নিকষে ওরা ক'ষে দেখল বহুমুখী ভালোবাসার চক্ষুষ্মান্ নিকৃষ্টতা ?···ঐকান্তিকতাকে বড় ব'লে মেনে নিল কোন্ অভ্রান্ত নির্দ্দেশে ?···

হঠাৎ একটা গভীর সুরের ছায়া পড়ে ওর মনে—প্রশ্নের আভাষে—যেমন ওর কত সময়েই তো হয়েছে। মনে হয় : এ-ও কি হ'তে পারে না যে, ওর চাওয়ার মধ্যে যতই খাদ থাকুক না কেন তার উৎস ছিল নিখাদ ? আজকের বহুমুখী চাওয়া ওর নিষ্কলুষ নেই এ-কথা ও মানে, কিন্তু এ-ও কি হ'তে পারে না যে, তবু কোনো নিষ্কলুষ বহুমুখী প্রেম থেকেই এর উদ্ভব ? বহু পঙ্কের টানে শাখায়িত উপনদীতে আজ স্রোত হয়েছে পঙ্কিল, কিন্তু গিরিগঙ্গোত্রী কি স্ফটিক-স্বচ্ছই ছিল না ? নানান্ অবান্তর কারণে নানা গভীর সত্যেরও কি বিকৃতি হয় না—সৃজন-লীলায় ? স্খলন ?

সে নিজের জ্বালা ক্ষুদ্রতা মান অভিমানের সাফাই গাইছে না অবশ্য—

নিজের সম্বন্ধে নিজের নানা স্বপ্নই ভেঙেছে তার। আর, সে গর্বী প্রদীপই বা কোথায় আজ? কিন্তু তবু এ-ভাঙনের মধ্যে দিয়েও একটা সৃজনের অশ্রু-আভাষ কি—ঐ ঐ নিকষ কালো দিগন্তের বুকে বিদ্যুতের মতনই খেলে যেতে চায় না তার ম্লায়মান মনের নেত্র-চক্রবালে?—এই ঝিলিক যে, বহুমুখিতার সবটাই মিথ্যা নয় অসার নয়? শত সংশয়, শত আত্মগ্লানি, শত উদ্‌ভ্রান্তির মাঝেও তার মনের অতলে কি একটা গভীর প্রত্যয়ের শান্ত প্রতীতি থেকে থেকে জ্ব'লে উঠতে চায় না—যার আলোয় ওর সামনের পথ নির্বান্ধব হ'য়েও একেবারে নীরন্ধ্র কালো মনে হয় না আর? একটা গভীর স্বর কি থেকে থেকে বলে না ওকে যে, মনের মধ্যে যে-বহুবিভঙ্গ যে-বহুবন্দনার জন্যে ওর ভালোবাসা আজ ব্যর্থ হ'ল কামনায় জ্বালায় ক্ষোভে তাপে—সে-চাঞ্চল্যও কোনো স্থির, অক্ষত অখণ্ডেরই অপভ্রংশ?—প্রতিভাসটা বিকৃত হ'তে পারে, কিন্তু আদি ভাসটা? মনে হয় ওর কত কথাই যে—!······"যদিহাস্তি তদন্যত্র—"

কিন্তু এ কি ওর ছদ্ম আত্মসমর্থন নয়? চম্‌কে ওঠে ও! তাই কি? ভালোবাসল দুজনকে ব'লেই কি ও আত্মসমর্থন করছে? কিন্তু কেন? একটু হাসিও পায়। এজন্যে আত্মসমর্থনের প্রশ্নই বা ওঠে কেমন ক'রে? মনের মধ্যে কোথাও তো ওর সত্য অনুতাপ জাগে নি একবারও—একজনকে না ভালোবেসে দুজনকে বাসল ব'লে। এ-অনুতাপ কি সত্যি কারুর হ'তে পারে কখনো? তবে?

তবে অশান্তির জন্যে ক্ষোভ, জ্বালার জন্যে অনুশোচনা, অসরলতার জন্যে পরিতাপ এসেছে—সত্য। কিন্তু সে কি ভালোবাসার দোষ—না, জীবনের চল্‌তি বিধিব্যবস্থার,—সংস্কার প্রথা অনুশাসনের গরমিলে?

এ-কথা সত্য বৈ কি যে, বাসনা ওকে ঠেলে নিয়ে চলেছে অনেক সময়েই। এ-কথাও হয়ত মিথ্যা নয় যে, নিজের নানা গোপন

প্রত্যাশার স্বরূপের সঙ্গে ওর পরিচয় হয় নি ব'লে অনেক সময়েই হয়েছে ঠিকে-ভুল। কিন্তু তবু অশান্তির কেন্দ্রে ব'সেও কি ও চকিত আভাষ পায় নি কত সময়েই যে, যে-দ্বিধা আজ আবর্ত্ত রচল বাসনার ঐকান্তিক বেড়াজাল কাটাতে পারলে সে-ই—নিয়ে যেত ওকে সাগরে, —যে-বাধা আজ ওর পায়ে শৃঙ্খল হ'য়ে বাজল তার বাঁধনকে জয় করলে সে-ই তার অগ্রগতির নূপুর-নিক্কণে দিশা দিত—মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সবচেয়ে বড় বৈধব্য কী?—না, ভালোবাসার অনৈশ্বর্য্য, স্রোতোহীনতা, কার্পণ্য;—নয় কি? কর্ম্মে, উল্লাসে, সৃষ্টিতে, সখ্যে এ-কথা না মানে কে? অথচ তবু তারস্বরে রটে কেন প্রণয়ীরা যে, শুধু প্রেমের ক্ষেত্রে মানুষ বহুবল্লভ হয়েছে, কি ভরাডুবি? কী ক'রেই বা ও মেনে নেবে যে একাধিক ভালোবাসায় আনে—হয়, ঝড় তুফান, নয় ধূ ধূ মরু? শত ঘনকণ্টক অশান্তির মাঝেও কি ওর মনে এক আলোর প্রত্যয় জাগে নি বহুবারই যে, ও দুজনকে পাবার সুযোগ পেয়ে যে একজনকেই একান্তভাবে চাইতে পারল না এ ওর স্বভাবের কোনো অনপনেয় কলঙ্কের জন্যে নয়—এইখানেই ওর স্বভাবের একটা মস্ত সম্পদ দীপ্যমান্? মনে হয় নি কি ওর বারবারই যে, একমুখী গড়পড়তা ভালোবাসার মধ্যে যে সহজ সুখ ও সরল সুষমা তাতে ওর হৃদয় সায় দিতে পারল না, এতে ওর প্রকৃতির কোনো অভিশপ্ত দারিদ্র্যের, মালিন্যের সূচনা করে না?—অথচ এই ইঙ্গিতই করল না কি ডায়ানা ও শ্রীলা দুজনেই? এর ফলে বেদনা পেয়েছে ও গভীর··বিশেষ ক'রে ওদের উভয়কেই বেদনা দেওয়ার জন্যে—কত বেদনা—অন্তর্যামীই জানেন—কিন্তু তার জন্যে অন্তরের অন্তরে কি ওর কোনো সত্য গ্লানি আছে? না তো! তবে?—তবে কেমন ক'রে মেনে নেবে ও যে, এ-ক্ষেত্রে চলতি লোকমতই সত্য দিশারী?

হঠাৎ মনে প'ড়ে যায় ওর ঋষি-কবি "এ-ই"-র একটি কবিতা যা ডায়ানা ওকে প'ড়ে শোনাত প্রায়ই—যখন ও প্রথমবার আসে গ্রাসমিয়ারে। "এ-ই" কবিতাটির নাম দিয়েছিলেন 'সিবিল'—বহুবল্লভা :

"A myriad loves
        Her heart would confess,
That thought but one
        To be wantonness.

"To be on the hillside,
        Gay and alone :
A twilight sibyl,
        With rock for her throne.

"There she was sweetheart
        To magical things :
To cloudland, woodland,
        Mountains and springs.

"She yielded to them,
        But was not the less
Pure, but the more
        For that wantonness.

"For through these lovers
        Her spirit grew
To be clear as crystal
        And cool as dew.

"To know the lovely
Voices of these :
Of light, of earth,
Of winds and of seas !

"When the spirit wakens
It will not have less
Than the whole of life
For its tenderness.

"She laughed in herself
On her seat of stone,
It would be wanton
To love but one."

"কোটি-মুখী মোর ভালোবাসা"—বালা
মানিত নিরালে—নিভৃত চিতে ;
ভাবিত : বাসিলে একজনে ভালো
স্বৈরাচারিণী হবে সে হৃদে।

পাহাড়তলীর হ'য়ে সে সখী
পুলক-ফুল্লা হ'ত বিজনে :
সন্ধ্যার ছায়া-অঙ্কে মোহিনী
আসীনা শিলার সিংহাসনে।

লোকসম্ভব নহে যারা—সেথা
হ'ত সে তাদের প্রিয়া—সবারি :
জলদ-সঙ্ঘ, কানন-কুঞ্জ,
শৈল তুঙ্গ, ঝর্ণা-ঝারি।

সকলেরি ডাকে দিত সে সাড়া,
হয় নি মলিন-প্রাণা তা বলি' :
আরো নির্ম্মলা হয়েছিল সে যে
বহুবল্লভা প্রীতি উছলি'।

নিখিল প্রেমীর প্রেমেই যে তার
অন্তরতমা মঞ্জরিত :
স্ফটিকের মত স্বচ্ছ হ'ত সে—
শিশিরের মত স্নিগ্ধ, স্মিত।

হেন অপরূপ সখা সবারি
স্বর চিনি' সবে বরণ-করা :
অসাঙ্গ আলো লক্ষছন্দ,
সমীর, সিন্ধু, বসুন্ধরা!

অন্তরতমা যখন জাগে—সে
হয় না তো কভু স্বল্প-সুখী :
গাঢ় কোমলতা-আকিঞ্চনেই
হয় যে সে সারা বিশ্ব-মুখী।

বসি' তার সেই পাষাণ-পীঠে
উঠে বালা হাসি' আপন মনে :
স্বৈরাচারিণী হ'ত সে যে—যদি
দিত মালা শুধু একটি জনে!

ডিং ডং ডং ডিং·········

বাজে সেণ্ট অসোয়াল্ডের জলতরঙ্গ।···ঐ সেই কোমল গান্ধার ···ঐ ঐ···আরও বৈরাগী, আরও উদাস যেন, না? ঠিক জয়জয়ন্তীর শুদ্ধ গান্ধারের পর কোমল গান্ধারের অবরোহণে যেমন!······

সাম্‌নে টল্‌টলে শান্ত হ্রদের বুকে সান্দ্র শুকতারা অ-ধরা রূপালি রেখার কাঁপন দিয়ে টানে আলোর ঝিকিমিকি···

শুকতারাটি যেমন স্নিগ্ধ শান্ত অচঞ্চল—কই প্রতিবিম্বগুলি তো তেমন নয়?···প্রদীপ ভাবে।

অথচ শুকতারা তো ঝিকিমিকি টানে রোজই এম্‌নি ক'রে—যেখানেই জল তার পানে তাকিয়ে ডাকে সেখানেই—সমুদ্রের বুকে, নদীর স্রোতে, হ্রদের, তড়াগের—এমন কি গোষ্পদেরও। দীপালি বিলায় সে সবারই জন্যে, অথচ প্রতি শিশিরই ভাবে: গগনমণি বুঝি শুধু তারই পানে আছে চেয়ে, তারই জন্যে ঢালে দীপ-মর্ম্মর!···—তাই কি অচঞ্চলা কাঁপে স্থলের বুকে—জলের পটে?···

ঐ···ঐ তো অনুচ্ছলা কাঁপে কাঁপে উচ্ছল রূপালি ঝিকিমিকিতে··ভাবে প্রদীপ।···অবান্তর স্পন্দনে নিথর নক্ষত্র ফুটে উঠেছে এমন রূপছন্দে যে-রূপছন্দ তার নিজস্ব নয়। তবু ঐ শব্দহারার রূপশিঞ্জনেই তো লক্ষ ঝিকিমিকির দীপনৃত্য!···নৃত্যে কাটে তাল সে-ই তো মায়া। তবু···তবু···এ-ছন্দভঙ্গের মধ্যে দিয়েই কি আভাস মেলে না—ছন্দাতীতের বহুছন্দিমার? তবে? কে বলবে—জীবন-নৃত্যের বহুকিঙ্কিণী আনে অভিশাপ—বহুকম্পনে হয় নৈঃশব্দ্যের সত্যচ্যুতি?···

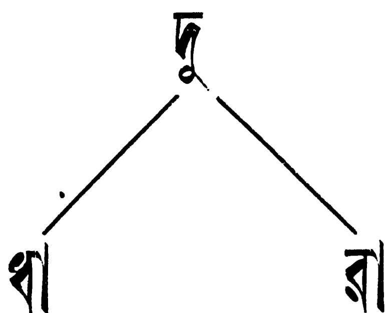
কানে বাজে ফের :

"স্বৈরাচারিণী হ'ত হিয়া—যদি
দিত মালা শুধু একটি জনে।"

ডিং ডিং ডং ডিং ডং···সেণ্ট অসোয়াল্ডের জলতরঙ্গে বাজে যেন এই চরণটিই ঘুরে ঘুরে ··

"It would be wanton
To love but one."





উপন্যাস

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

দুধারা

হিন্দি সংস্করণ

অনুবাদক—শ্রীগুপ্তেশ্বর প্রসাদ

প্রকাশক—শ্রীঋষভচরণ জৈন

"সাহিত্য-মণ্ডলমালা"—পর্য্যায়

সাহিত্য-মণ্ডল, দিল্লী।

"ইসকা ইতনা কোমল, মধুর, সত্য ঔর মর্মস্পর্শী বর্ণন হম ইস পুস্তকমে পাতে হৈঁ···সারী পুস্তক এক ঐসী কহানী হৈ, জিসকে প্রত্যেক অক্ষরমেঁ আগ কী লপটোঁ কী স্পর্শ মিলতা হৈ; সারী কহানী আদ্যন্ত এক ঐসে প্রবাহ ওতপ্রোত হৈ, কি পঢ়তে—পঢ়তে হম ভুল জাতে হৈঁ কি হম কিস সময়, কহাঁ কিন পরিস্থিতিয়োঁ মেঁ বিদ্যমান হৈঁ॥"

হিন্দী দুধারার শ্রীঋষভচরণ জৈনের ভূমিকা হইতে।

উৎসর্গ

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, প্রীতিনিলয়েষু—

তুমি আমি ভিন্ন-পন্থী আজ বন্ধু, তবু পড়ে মনে
ফুল-রাখী, মালা তব—অভিষেক-উন্মুখ যৌবনে :
যে-উচ্ছ্বাসী সন্ধিলগ্নে মনে হ'ত—স্নিগ্ধা বসুন্ধরা
নন্দিনী-গন্ধিতা মুগ্ধা, তটিনী-ছন্দিতা কলস্বরা ;
হাসিরাশি-আঁখিলোর—অলকার আলো-ছায়া সম ;
সঙ্গীত—উৎসব, গান—স্বপ্ন, প্রিয়-কণ্ঠ—নিরুপম
বসন্ত-নিক্কণী বীণা ; মনে হ'ত : প্রতি দেহ-রেণু
নন্দন-নিশ্বাস যেন, প্রতি বাঁশি—শ্যামলের বেণু।

দেখিলাম পরে : রাখী-ফুলও ঝরে···মালাও শুকায়
শঙ্খস্বনী নদীতলে পঙ্ক পলি গোপনে লুকায়···
কলহাস্য—বাণবিদ্ধ বিহঙ্গম সম ভূমে লুটে
অকৃতার্থ নভোহারা · পাষাণের বাঁধ নাহি টুটে
অশ্রুধারে···মিলনের ওষ্ঠপাত্র হয় খান খান
অধরে বিধবা রাখি'···বেসুরা বাস্তব অভিযান
বাসন্তী-রাগিণী-নীড়খানি ভাঙে···বীণা-কণ্ঠ হায়,
কার পূর্ব্বাভাষ ঝঙ্ক' থমকিয়া মলয়ে মিলায়···

তনু-অণু-বক্ষে শুধু বাজে না তো ব্রজেশ্বর-বাঁশি···
সুর হয় তালহারা...তাল রয় সুরের পিয়াসী !···
কে যেন কহিল—"সত্য-সিন্ধু নহে প্রমোদ-শিঞ্জিনী :
বহু সাধনার নক্র তরি' তবে মিলে মন্দাকিনী ।"

সেই শ্রেয়-নিমন্ত্রণে প্রেয়-সঙ্গ ছাড়িয়া একেলা
ধরেছি অচিন পথ···তবু, কত শান্ত সন্ধ্যাবেলা
শুনেছি বল্লভ, তব সম্ভাষণ পল্লব-বীজনে···
দেখেছি চাহনি তব—নক্ষত্রের নিধ্বনি নয়নে ।
আজও রহি' রহি' ভাবি : "হয়ত হবে না দেখা আর
তব সাথে"···তবুও, হে কৈশোরের সুমন্ত্রী আমার !
কত ছলে প্রশ্নশিক্ষা মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছিলে—জানি···
সকলই স্মরণ আছে···নানামুখী দান তব মানি
কৃতজ্ঞ গৌরবে · মিটায়েছ কত পরাগ-পিপাসা !···
সবই আজ ইতিহাস !···তবু কানে কানে কহে আশা :

"যত কিছু ভুল বোঝা, অতনু অনুক্ত অভিমান
"একদিন যাবে স'রে · সে-প্রভাতে আঁকিবে অম্লান
"মিতালি তোমার প্রিয়, অরুণিমা-তিলক ললাটে···
"যে-উষায় মিলিলাম অঙ্গুরীয়-অঙ্গীকার-ঘাটে—
"সেই স্বর্ণ-পারিচিতি সর্ব্বপ্রীতি-পরিণয়াধিপে
"চুম্বনি' জ্বলিবে ভালে দিবসান্তে বিরহান্ত টিপে ।"

স্নেহার্থী—**দিলীপ**

৺বিজয়া, ১৩৩২

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

দুধারা যখন লিখি তখন এক শরৎচন্দ্র ছাড়া আমার বন্ধু-বান্ধব প্রায় সকলেই আমাকে নিরুৎসাহ করেছিলেন। বলেছিলেন—বিশেষ ক'রে গাল্পিক ও শিল্পোৎসাহীবৃন্দ যে, এ-বই পড়বে না কেউই—কেননা এতে আর্টের বহু অলঙ্ঘ্য নীতি নাকি হয়েছে লঙ্ঘিত, এ নাকি গল্পই হয় নি, বক্তব্য বিষয়ের 'পরে এতে নাকি বড় বেশি জোর দেওয়া হয়েছে যার ফলে এ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে খানিকটা উদ্দেশ্য-মূলক—আরও কত কী কোড থিওরি ডগমা !...

নিরুৎসাহ একটু হয়েছিলাম বৈ কি প্রথমটায়। কিন্তু মন মাথা নেড়ে বলেছিল : "উঁ হুঃ, ঠিক সুরেলা বাজছে না এ-সব ভবিষ্যদ্বাণী ; আচ্ছা, দেখাই যাক না কেউ পড়ে কি না।" দুর্গা ব'লে ঝুলে তো পড়লাম।

দেখা গেল প্রফেটদেরও ভুল হয় : কেননা দুধারা দুচারজন পড়লেন বৈ কি, শুধু বাঙালী-সমাজেই না হিন্দি-সমাজেও। দুধারার হিন্দি অনুবাদক শ্রীগুপ্তেশ্বর প্রসাদ ও শ্রীঋষভচরণ জৈনকে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি হিন্দি সাহিত্যজ্ঞদের কাছেও দুধারা পরিবেশণ করার জন্যে। দুধারার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করার সময়ে আমার বিশেষ তৃপ্তি আজ এইটে দেখে যে, উপন্যাস নিছক গল্প না হ'য়েও—সব না হোক্—অনেক রসিককে আনন্দ দিতে আমার এ-ধারণা ভ্রান্ত ছিল না !

কিন্তু এ-ভূমিকার মূল অভিসন্ধির অবতারণা করি এবার। সেটা সাধু—অগল্প-রসিকদের তরফ থেকে, যদিও হয়ত অসাধু—কুলীন গাল্পিকদের তরফ থেকে। রবীন্দ্রনাথ এই শেষোক্ত শ্রেণীর রসজ্ঞদের তরফের কথা

তাঁর অনুপম ভাষায় বলেছেন চমৎকার ক'রেই বৈ কি—শেষ সপ্তকে। সে-সম্বন্ধে কিছু ব'লেছি "বহুবল্লভ"-এর প্রস্তাবনায়, তথা ক্রেদোয়। কিন্তু তাতে অনেক কথাই হয় নি বলা। সে সবের কিছু অন্তত বলি। ইংরাজিতে একটা কথা বলে: কোনো কোনো প্রসঙ্গ bears repetition—পুনরুক্তিতে পুরোনো হয় না, উপন্যাসের অধুনাতন অগাল্লিক প্রবণতাকে আমি এই শ্রেণীর প্রসঙ্গ মনে করি। সুতরাং—।

রবীন্দ্রনাথ চারুবাবুকে বলছেন শেষ সপ্তকে "তুমি গল্প জমাতে পারো। বোসো তোমার কেদারায়, ধীরে ধীরে টান দাও গুড়গুড়িতে, উছলে ওঠে আলাপ তোমার ভিতর থেকে হালকা ভাষায়, যেন নিরাসক্ত ঔৎসুক্যে, তোমার কৌতুকে ফেনিল মনের কৌতূহলের উৎস থেকে।" যুগপৎ সন্ধানীদের প্রতি কটাক্ষও: "তোমার জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাণ্ডারটা পূর্ণ আছে যথাস্থানেই। সেটা বৈঠকখানাকে কোণ ঠেসা ক'রে রাখে নি।" তথা আজকালকার মানুষের প্রতি কবির তীক্ষ্ণ অবজ্ঞা ও বিদ্রূপ: "আজ মানুষের জানাশোনা তার দেখাশোনাকে দিয়েছে আপাদ-মস্তক ঢেকে। একটু ধাক্কা পেলে তার মুখে নানা কথা অনর্গল ছিটকে পড়ে নানা সমস্যা, নানা তর্ক"...ইত্যাদি। বিদ্রূপ বলছি কেননা এগুলো যুক্তি নয়—ভিন্নরুচিকে নিশানা ক'রে ছদ্মবেশী কটূক্তি। আর খুব নৈর্ব্যক্তিক কটূক্তিও নয়। নিশানা কারা—বেশ স্পষ্ট।

কথাটার আলোচনা হওয়া দরকার। কিন্তু তার আগে ব'লে রাখি যে, রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ অধিকার আছে যুক্তি দেখিয়ে প্রতিবাদ করার—যদি আধুনিক উপন্যাসের সত্যসন্ধানের দিকে গভীর প্রবণতাকে তাঁর মনে হয় অন্যায়। কেবল দুঃখ এই যে, লক্ষ্য করেছি: রবীন্দ্রনাথ আজকাল এ-সব তর্ক-কোলাহলে যুক্তি-বিতণ্ডার চেয়ে বেশি ঝোঁকেন ব্যঙ্গ-বিতণ্ডার দিকেই। এতে দুঃখ হয় এইজন্যে যে, কবির এই ধরণের

(শরৎচন্দ্রের ভাষায়) "শ্লেষ বিদ্রূপের আমেজে মনের মধ্যে একটা ইরিটেশন আনে। তাতে বক্তারও উদ্দেশ্য যায় ব্যর্থ হ'য়ে, শ্রোতারও মন যায় বিগড়ে।"

কিন্তু সে থাক, আমি কবির "শ্লেষবিদ্রূপের" উত্তরে এ-ভূমিকায় "ইরিটেশন" এড়িয়ে, ব্যঙ্গের ছায়াও না মাড়িয়ে সাধ্যমত চেষ্টা পাব যুক্তি দিতে—কী কী কারণে আমাদের মনে হয় যে, আধুনিক উপন্যাসের গাল্পিকতা যেমন ঘটনামূলকও হ'তে পারে তেম্নিই পারে—মানুষের বাইরের জীবনযাত্রাকে কেন্দ্র না ক'রেও ফুটতে, অর্থাৎ কিনা অগল্প হ'য়েও দরদী রসিকদেরকে রস দিতে।

কথাটা বেশ ওজস্বী ঢঙে বলেছেন শ্রীমতী ভার্জ্জিনিয়া উল্‌ফ্—তাঁর "The Common Reader"-এর "Modern Fiction" নিবন্ধে। দীর্ঘ প্রবন্ধ, তার সবটুকু উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজনও বটে, বাহুল্যও বৈ কি। তবু দুচারটে কথার করি অবতারণা। হোক না কেন এ-ভূমিকাটি তারই টীকা-মতন।

রবীন্দ্রনাথ যাঁদের গাল্পিক ব'লে শিরোপা দেন তাঁদের আমরাও করি আদর, করি খাতির। অনেক কিছুই যে তাঁদের কাছে শিখেছি আমরা। কিন্তু তবু, তাঁদের সবাইকার না হ'লেও, অধিকাংশেরই গল্প প'ড়ে একটা খটকা বাধে না কি অনেক সময়ে? একটা অতৃপ্তির ভাব? মনে—শ্রীমতী ভার্জ্জিনিয়ার ভাষায়—প্রশ্ন জাগে না কি:

"Is it worth while? What is the point of it all?" বার বার মন ছেয়ে এই আক্ষেপ নিবিড় হ'য়ে ওঠে না কি: "If we fasten, then, one label on all these books, on which is one word 'materialists', we mean by it that they write of unimportant things; that they spend immense skill

and immense industry making the trivial and the transitory appear the true and the enduring."

("এ-সব ক'রে হবে কী ? সার্থকতা কোথায় এদের ?···এ-ধরণের বইয়ের 'পরে যখন সরাসর 'মেটিরিয়ালিষ্ট' লেবল আঁটি তখন বলতে চাই কী ?—না, এ-সব লেখকেরা আসলে মাথা ঘামান অকিঞ্চিৎকরদেরই নিয়ে : বিপুল নৈপুণ্য বিপুল অধ্যবসায় প্রয়োগ ক'রে চেষ্টা পান— নগণ্য ও ক্ষণজীবীকে খাঁটি ও দীর্ঘায়ু প্রতিপন্ন করতে।")

তথাকথিত "বাস্তববাদের" বিপক্ষে এ-কথা লিখেছি আমরা নানা-সূত্রেই। বহুবার বলেছি যে, কথা-সাহিত্যে নাট্য-সাহিত্যে, কাব্যে কী বলছি তারও মূল্য আছে—শিল্প শুধু ভঙ্গিসর্ব্বস্ব হ'লেই চলবে না। বলেছি অতি তুচ্ছ যে-সব ব্যাপার তাদের একটা বাজারদর হয়ত থাকতে পারে ক্ষেত্রবিশেষে, যুগবিশেষে ;—কিন্তু খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, বড় অনুভব ও ছোট অনুভব বড় প্রতীতি ও ছোট প্রতীতি বরেণ্য চিন্তা ও নগণ্য চিন্তার মধ্যে একটা ব্যবধান আছেই যার উপর দিয়ে বহু কৌশলে বড় জোর অপল্‌কা সেতু বাঁধা হয়ত চলতে পারে, কিন্তু তাই ব'লে ছোট কখনো বড়র পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে পারে না। তাই এ-যুগে বহির্মুখী শিল্পী সংখ্যায় বেশি হয় ক্ষতি নেই—কিন্তু প্রতি সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে হ'লে তার মধ্যে একটা ছোট দল অন্তত থাকা চাই যাঁরা তার গভীরতম বাণীকে প্রকাশ করবেন অন্তরাত্মার ভাষায়, আবহে, জ্যোতির্মণ্ডলে। এঁদের হ'তেই হবে অন্তর্মুখী। গল্প প্রাণধর্ম্মী হয় আপত্তি নেই—যদিও তা না হ'লেই যে সে অস্পৃশ্য হবে এ একটা কথাই নয়—কিন্তু তার 'পরেও এই সংখ্যালঘিষ্ঠ শিল্পিদলকে ফেলতে হবে উজ্জ্বল চেতনার আলো, তার মধ্যেও ফোটাতে হবে তৃতীয় নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি, এককথায়—জীবনকে ধ্যানদৃষ্টিতে দেখে মানুষের অনুভব-দৈন্যকে করতে হবে সমৃদ্ধ, ঊর্দ্ধায়িত,

উন্নত। মনে রাখতে হবে যে, প্রাণতত্ত্বেরও মনস্তত্ত্বেরও নানান্ গভীর অমূর্ত্ত বাণী নিরন্তরই চায় মূর্ত্তির সার্থকতা, প্রকাশের চরিতার্থতা। মানতে হবে যে, রত্ন তুলতে হ'লে হ'তে হবে ডুবুরি—বাইরের ঢেউ-সাঁতারু না। উপনিষদে বলেছে মানুষের স্বভাব বহির্মুখী, ইন্দ্রিয়কে অন্তরগহনের দিকে ফিরিয়ে সংহত করার সাধনা করেন খুব কম দ্রষ্টাই। একদল শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর ঔপন্যাসিককে অন্তত করতে হবে এই সাধনা—হ'তে হবে এই মুষ্টিমেয় অনাদৃতদেরই একজন। তাই এ-রাজ্যের নানা অফুরন্ত তৃপ্তি স্বপ্ন অনুসন্ধিৎসাকে "জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাণ্ডার" ব'লে আর্টের এলাকা থেকে অর্দ্ধচন্দ্র দিলে চলবে না: মানুষকে খুঁজতে হবেই আর্টে নতুন দিগ্বিজয়ের বাণী—তাতে হাজারো ভুলচুক ঘটলেও নান্যঃ পন্থাঃ।

আর এ-বাণী স্বতঃস্ফূর্ত্ত হবে কোথায়—এ-যুগে? শুধু বাইরের জীবনযাত্রার চালচিত্র ঘটাপটা ফুর্ফুরেপনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিরীক্ষা ও ব্যাখ্যানায়? অতীত যুগে যদি এতে ক'রে কিছু ক্ষণিক আরাম নিলেও থাকে তবে সেই রেশকেই বলতে হবে চিরকালের অপরিবর্ত্তনীয় রসকল্লোল? সাগা, রবিন্সন ক্রুসো, ডন কুইক্সোটকেই মানতে হবে গল্পের আদর্শ ও নিকষ ব'লে—এ-যুগেও? মানুষ চাইবে না শিল্পে ফোটাতে আরো নানা রং নানা রস নানা স্বাদ যার কোনো দিশাই পায় নি ডিফো সার্ভান্টেস শাহারজাদীর উপকথা রূপকথা পরীকথা?

না। এ একটা কথাই নয়। মানুষ জানবে আরও মানুষকে, ওড়াবে না শুধুই কল্পনার ভঙ্গুর ফানুষকে; গা-ভাসান দেবে না শুধুই উপরের চূর্ণতরঙ্গের ঝিকিমিকিতে, শিল্পেও উপন্যাসেও করবে ফলাও তার গভীর মনের প্রাণের হৃদয়ের কথা। শ্রীমতী তাঁর উজ্জ্বল ভাষায় বলেছেন এ-কথা বড় সুন্দর ক'রে:

"Life is not a series of gig lamps symmetrically

arranged : life is a luminous halo, a semi-transparent envelope surrounding us from the beginning of consciousness to the end. Is it not the task of the novelist to convey this varying, this uncircumscribed spirit, whatever aberration or complexity it may display, with as little mixture of the alien and external as possible? We are not pleading merely for courage and sincerity : we are suggesting that the proper stuff of fiction is a little other than custom would have us believe it." ("জীবন তো নয় একটা যথা-পর্য্যায়ে সুবিন্যস্ত দৃশ্যপটের সারি : সে হ'ল একটা দীপ্ত আভামণ্ডল—আমাদের চেতনার সুরু থেকে শেষ অবধি ঘিরে রেখেছে যেন একটা আধ-স্বচ্ছ ঘেরাটোপে। ঔপন্যাসিকের কাজ নয় কি—মানুষের এই গণ্ডিমুক্ত বহুরূপী অন্তরাত্মাকে পরিবেষন করা—তাকেই ফলিয়ে তোলা—তার স্বধর্ম্মের বাইরে অনাত্মীয় অবান্তর যা কিছু আছে সে-সবকে যতটা সম্ভব না জড়িয়ে? আমরা শুধু সাহসিকতা ও আন্তরিকতার ওকালতি করছি না, আমরা বলতে চাইছি যে, চলতি ধারণা ও লোকাচার প্রচার করছে যে-সব বস্তুকে উপন্যাসের যথার্থ উপাদান ব'লে—উপন্যাসের অন্তরঙ্গ মালমশলা ঠিক তা নয়।")'

শেষ-সপ্তক-পন্থীরা বলবেন : "এরই যে নাম রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন—'আজকাল-এর মুখরতা'!" কিন্তু তা তো নয়। আসলে এটা ঠিক তর্কাতর্কির ব্যাপারই নয়, নূতনত্বের দাপাদাপিও না। এ হ'ল শুধু আমাদের মন প্রাণ হৃদয়ের নানাভাবে আত্মপ্রকাশের মধ্যে দিয়ে আত্মপরিচয়ের দাবি, নবসন্ধান নবরসমূল্য দিয়ে নব-আনন্দসভায় ছাড়পত্র পাওয়ার সেই আদিম আকুতি। অতীত কালের প্রতি শ্রদ্ধার আমাদের অভাব নেই : আমরাও মানি যে, অতীতের অন্তঃশীলা রসধারায়ই বর্ত্তমানের পুষ্প-পল্লব আজও স্নিগ্ধ-সজীব। বর্ত্তমান যে আজও

অতীত ঐতিহ্যের নানা জের টেনে চলেছে তার নানান্ ইঙ্গিতকে মূর্ত্ত করতে। তার শেষ-না-হওয়া ডাক আজও নানা সন্ধানীকেই করছে নিত্য-নূতন-পথের পথিক। "প্রস্তাবনায়" বলেছি : গল্পপ্রধান উপন্যাসও কথাসাহিত্যের একটি প্রধান শাখা হ'য়ে বিকশিত হ'তে পারে, হচ্ছেও। তাতে আপত্তি করছে কে? আমাদের আপত্তি শুধু—সব গল্পকে একান্ত গল্পের মামুলি চতুঃসীমায় বন্ধ ক'রে রাখায়, এই কথা তারস্বরে বলায়, যে, এই এই উপাদান গল্পপাংক্তেয়, এই এই উপাদান ব্রাত্য যেহেতু তাদের ছোঁয়াচে গল্পের জাত না গিয়েই পারে না। ওদের দেশে অনেক ছুঁৎমার্গী এস্থীটদের মুখেই তাই শুনা যায় প্রায়ই এই বুলি যে, the proper stuff of fiction অমুক রং নয়, তমুক রস নয়। শ্রীমতী এ-কথার উত্তর দিয়েছেন বড় সুন্দর :

"*The proper stuff of fiction* does not exist ; everything is the proper stuff of fiction : every feeling, every thought ; every quality of brain and spirit is drawn upon—no perception comes amiss." ("গল্পের যথার্থ উপাদান বা স্বধর্ম্ম ব'লে কোনো অদ্বিতীয় বস্তু নেই ; সব কিছুই গল্পের যথার্থ উপাদান বা স্বধর্ম্মী হ'তে পারে : প্রতি অনুভব, প্রতি চিন্তা ; মস্তিষ্কের প্রতি গুণপ্রকৃতি ও ভাবসম্পদই গল্পের খোরাক যোগাতে পারে ; কোনো প্রতীতি কোনো অনুভবই তার অনাত্মীয় নয় বিকাশ-পরিপন্থী নয়।")

সত্যি কথা। কেবল সঙ্গে সঙ্গে এইটুকু মাত্র জুড়ে দেওয়া যে, প্রতীতি অনুভব চিন্তা প্রভৃতি যত গভীরতর লোকের হবে—ললিত সৃষ্টিতে তারা ততই বিলোবে গভীরতর রস দীপ্ততর চেতনা। মুড়ি মিছরির একদর হ'তে পারে না—না জীবনে, না আর্টে।

সুতরাং এ-কথা বলা চলেই না যে, অমুক অমুক ধারাই হ'ল গল্প—

যার কথা "শুনতে মানুষের অসীম আগ্রহ", আর অমুক অমুক ধারা হ'ল মনোধর্ম্মী সমস্যাবৃত্তি—সুতরাং তারা গল্পের ভূরিভোজনে অগ্রাহ্য, যেহেতু তাতে ক'রে "একান্ত মানুষের আসল কথাটা যায় থাটো হ'য়ে।"

রবীন্দ্রনাথ কথায় কথায় অতীতযুগের নজীর পাড়েন, রবিন্সন ক্রুসো ডনকুইকসোটকে গল্পের আদর্শ ধ'রে অপ্রস্তুত করেন শুধু নানা ভিন্নরুচির রসিককেই নয়—প্রতি অগ্রগামী গতিকেও করেন অপ্রতিভ। এ-কথা বলার মানে নয় যে, অতীত যুগের শিল্পবিকাশের ইতিহাস আমাদের অন্তর্দৃষ্টিকে গভীরতর করে না। এ-কথা বলার মানে এই যে, শুধু অতীতের নিকষে অনাগতের নবারুণকে কষতে গেলে অনেক সময়েই ঠকতে হয়: দেখতে হবে—নবীন প্রবণতাদের মধ্যে কোথায় আছে নূতন বাণী, নূতন আলো, নূতন আশা, নূতন সম্ভাবনার আশ্বাস—সঙ্কেত। এ-দর্শনের জন্যে চাই সহজাত অন্তর্দৃষ্টি—সত্য ক্রিটিকের। কিন্তু হায় রে, কবি হৌসমান ঠিকই বলেছেন: সত্য ক্রিটিক হেলীর ধূমকেতুর চেয়েও বিরল।

এতে উদ্ভট নূতনত্ব বা "চমকে দেবার" প্রশ্ন ওঠে কেন? কথাটা এই যে, মানুষের অন্তরাত্মা যুগে যুগে চায় নিত্য নূতন ঢঙে আপনাকে প্রকাশ করতে। উপন্যাসেই এই চাওয়াটা হ'ল সবচেয়ে ব্যাপক, সমাদৃত—উপন্যাস সবচেয়ে বেশি উদার ও সবচেয়ে কম ছুঁৎমার্গী ব'লে। বহু প্রেরণা, বহু আকৃতি, বহু গগন-তৃষা, এমন কি উদ্ভট কল্পনা ও কুশ্রী বাস্তবচিত্রণও তাই উপন্যাসের আশ্রয় পেয়ে এ-যুগে হ'ল রসোত্তীর্ণ। যেমন ধরা যাক ডষ্টয়েভস্কির মৃগীরোগীর বা খুনী জখমীদের মনস্তত্ত্বচিত্রণ—তাঁর বিখ্যাত Crime and Punishment, Idiot, Possessed প্রভৃতি বই। সবাই মানেন এ-সব চিত্র ভয়াবহ হ'য়েও অসার্থক হয় নি। এ-রকম অন্য অন্য নানা দিক নানা প্রবণতাই আছে উপন্যাসের। সব প্রবণতাই জয়শ্রীমণ্ডিত হয়েছে বলি না। কিন্তু এটা লক্ষ্য করবার বিষয়

যে, সব-দেশেই একদল ভাবুক সুকুমার রসিক উপন্যাসেও চাইছেন অন্তর্মুখী ভাবধারা—সত্যসন্ধান—জানাশোনার আনন্দ। সবারই অন্তরগহনে ক্রমে প্রমূর্ত্ত হ'য়ে উঠছে (শ্রীমতীর ভাষায়) :

"The sense that there is no answer, that if honestly examined, life presents question after question which must be left to sound on and on after the story is over in hopeless interrogation that fills us with a deep, and finally it may be with a resentful despair." ("এই প্রতীতি যে, কোনো প্রশ্নেরই নেই চরম উত্তর—সমাধান ; এই প্রতীতি যে, জীবনকে সত্যনিষ্ঠ হ'য়ে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, তার প্রতি স্পন্দনেই বাজে প্রশ্নের পর প্রশ্নকল্লোল—যে-জিজ্ঞাসার রেশ থামে না গল্পসমাপ্তির পরেও—আর সে এমন ছন্দে যে আমাদের অন্তরতলে জাগে শেষটায় এক ক্ষুব্ধ নিরাশা !")

এই "জিজ্ঞাসা"-কে রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি অকারণ বহু বিদ্রূপ করেছেন —বহু উপমা অলঙ্কারের শব্দভেদী বাণে করতে চেয়েছেন ক্ষতবিক্ষত —"পালোয়ানি," "মত্ত হস্তী" "মাষ্টার মশায়"—আরও কত কী শিলীমুখই যে—! তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করি ব'লেই তাঁর এ-ধরণের ভূয়োদর্শনের অভাবে, অকারণ আক্রমণ, শ্লেষ ব্যঙ্গ অসহিষ্ণুতায় এত আহত হ'তে হয়। খুব বেশি না লাগলে শরৎচন্দ্রের মতন সর্ব্বংসহ মানুষও তপ্ত হ'য়ে জবাব দিতেন না। রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই দুঃখ করেন তাঁকে সবাই আঘাত করে। আক্ষেপ হয় তিনি চোখ চেয়ে দেখেন না তিনি প্রতিপক্ষকে কী নিষ্ঠুর আঘাত করেন। স্বদেশী যুগে বিদ্যাপীঠকে তাই তো বলেছিলেন—বিদ্যার দিকে পিঠ ফেরানো।

কিন্তু এ-দুঃখ জানাচ্ছি কাকেই বা ! যেহেতু ব্যঙ্গ করেছেন রবীন্দ্রনাথ সেহেতু তা অনবদ্য—বলবেন সবাই।—The king can do no

wrong—বলে না আইনে? এর উপায় কী? তাই এ-সব রেখে শেষটায় "আক্রান্তরামদাস" ভনে শুধু এই কথা যে, উপন্যাসে জ্ঞানের তৃষ্ণা থাকলে বা চেতনার কোনো জ্ঞানোপলব্ধির রস ফুটলে তাতে ক'রে জাহিরিপনার প্রত্যবায়ে অশিল্পীর অস্বর্গবাস হয়ত অদৃষ্টে না ঘটতেও পারে। শেষবার বলি যে, আধুনিক উপন্যাসের অন্তর্মুখিতাব নাম গুরুমশাইগিরি না হ'তেও পারে, হ'তেও পারে সত্যান্বেষুর অন্তর্লোকের নানা সন্ধান-আকুতির, জিজ্ঞাসাবাদের ক্রমবিকাশ। এ-অভিব্যক্তি জয়তিলক পেয়েছে কি না সে অন্য প্রশ্ন। আমাদের বক্তব্য শুধু বলা যে, এ-প্রচেষ্টা এ-প্রবণতা অশুভ বা শিল্প-অস্পৃশ্য হ'তেই পারে না। কেননা আধুনিক মন যে এ-সবে একটা গভীর সার্ব্বভৌম, স্থায়ি আনন্দ পায় এ-কথা অবিসংবাদিত। আর কোনো গভীর আনন্দই তো অকৃতার্থ হ'তে পারে না। সুতরাং এ-যুগের ঔপন্যাসিকরা যে এ-হেন অভিনব ও সমৃদ্ধ রসলোকের ছাড়পত্র চাইছেন সে-উদ্যমটা ফলপ্রসূ না হ'লেও তাকে নামঞ্জুর বা নিন্দনীয় বলা চলে না; বরং তাকে নাকচ করলে সেটাই হবে অশুভ, তথা অসিদ্ধ। কেননা এ-যুগের ঔপন্যাসিকরা মনস্তত্ত্ব, আত্মবিশ্লেষণ অন্তর্মুখিতা প্রভৃতির দিকে ঝুঁকে যে ইতিমধ্যেই মনকে দিয়েছেন একটা প্রবল নাড়া ও নিবিড় আনন্দ এ-কথা রুষ কথাসাহিত্যের অভ্যুদয়ের পর থেকে আর অস্বীকার করার পথ নেই। সবাই সানন্দে অঙ্গীকার করেছেন যে, এর ফলে অনুভবের ব্যাপকতায়, ভাবের নিবিড়তায়, অভীপ্সার বহুমুখিতায়—সর্ব্বোপরি, অন্তরাত্মার বহুধা আত্মপরিচিতির আলোয় সে নিত্যই হ'য়ে উঠছে বহুবিচিত্র, বহুসমৃদ্ধ, বহুমূর্চ্ছনা, বহুবল্লভ। শ্রীমতীর কথা অভিধাবনের যোগ্য—আধুনিক উপন্যাস সম্বন্ধে:

"There is no limit to its horizon, and nothing—no

method no experiment even of the wildest is forbidden, but only falsity and pretence." ("আধুনিক উপন্যাসের চক্র-পরিধির নেই কোনোই নির্দ্দিষ্ট দিগন্তসীমা, নিষিদ্ধ নয় তার কোনোই পরীক্ষা—তা সে যতই অদ্ভুত উদ্ভট হোক না কেন—কেবল মিথ্যা ও ভাণ বাদে।")

তবে এতে' যাঁরা রস পান না—তাঁদের সম্বন্ধে কী বলা যাবে? কী আর—শুধু এইটুকু ছাড়া যে রস-পাওয়ার ক্ষমতা সবসময়ে সহজাত নয়?—অন্তত, বহু নূতন আনন্দ-দীক্ষার জন্যেই চাই সহিষ্ণুতা, উদারতা, সাধনা, তপস্যা, অভ্যস্ত রীতি থেকে মুক্তি। কেননা এ-ও তো একটা বহু-পরীক্ষিত সত্য যে, বহু শ্রেষ্ঠ রসসৃষ্টিও প্রথমে আদর পায় নি, আজ যা ভালো লাগল না কাল তাতে মন দুলে উঠেছে বহুবারই—মানুষের রসবোধের ইতিহাসে।

—যে-লাখ-কথার-এক-কথা-টি লাতিন কবি হোরেস বলেছিলেন—সে কবে তাঁর The Art of Poetry (কাব্যের কারু) কবিতায়:

"One pleases straightway: one, when it has passed
Ten times before the mind, will please at last."

"একটির সুরে—যে-ই শুনি, কাঁপে হৃদিতার:
চিনি-যে! তাই তো শুনেই আত্মহারা!
অপরটি হয় শুনতে হয়ত দশবার:
তবে হয় চেনা—রসে তার দেই সাড়া।"

হোরেসের ভাষাভঙ্গির জের টেনে ছড়ায় আর একটু বেশ জুড়ে দেওয়া চলে, হোসম্যান সাহেবের আক্ষেপ স্মরণ ক'রে যে রস কাকে বলে সেটা নির্দ্ধারণ করার ক্ষমতা লাখে না মিলন এক।

"ললিত শিল্পে শুভদৃষ্টিতে মজে মন"—
ভাবে যারা—তারা জানে না : অনেক কিছু
আছে সেথা; চাই তাদের কত-যে আরাধন—
তপে মেলে মন—কতদিন ছুটে' পিছু !
জীবনেরই মত' সে-জগতেও যে দেয় হায়
কত হাতছানি আলেয়ার কত মায়া !
বিনা তপস্যা সুরুচির মণি যারা চায়—
কায়া ভ্রমে সারা হয় তারা চুমি' ছায়া।
অ-ক্রিটিক কেঁদে ভনে : "হায়, রুচি-তত্ত্ব
শুনতেই—তুলো, ধুনতে—গলদ্ঘর্ম্ম !
কালো করে সাদা অঢেল ক্রিটিক—সত্য :
'কোটিতে গোটিক হয় রসিকের জন্ম'।"

অগ্রহায়ণ, ১৩৪২

দুধারা

দারুণ গ্রীষ্ম! রোমে টাইবার নদীর ওপরে একটি ছোট নির্জ্জন 'কাফে'তে ওরা সেদিন 'আইস-ক্রীমের' পেয়ালা সাম্‌নে ক'রে গল্প করছিল।

চার বন্ধু। নিলয়—তিন বৎসর হাইডেলবার্গে থেকে দর্শনে ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফেরবার পথে পুনরায় আর একবার রোমে তার প্রিয় বন্ধু-দম্পতীর আতিথ্যে কিছুদিন কাটাতে এসেছে। সুশ্রী—গৌরবর্ণ। বয়স ত্রিশ-বত্রিশ।

রেনে কলেনবার্গ—রোমে জার্ম্মান বণিক্। সুশ্রী বলা চলে না—তবে চেহারার মধ্যে একটা সৌম্যভাব মনকে টানে। বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ।

ওল্‌গা—তাঁর ইতালিয়ান পত্নী। তন্বী, শ্যামা (brunette)—প্রিয়-দর্শন; মুখচোখে বুদ্ধি ও চাঞ্চল্যের আভা দীপ্ত। বয়স বাইশ-তেইশ।

পিয়ের বুওনাকরচি—আধা-ফরাসী, আধা-ইতালিয়ান। দূরসম্পর্কে ওল্‌গার কি-রকম ভাই। সাধারণ চেহারা···মুখখানি চিন্তাশীল অথচ প্রফুল্ল। বয়স সাতাশ-আটাশ। এক চোখে চশ্‌মা—মনোক্ল্।

কাল—সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা।

বন্ধুচতুষ্টয়ের সান্ধ্যভোজন সবে সমাপন হয়েছে।

ওল্‌গা আইসক্রীমের পাত্রটি নিঃশেষ করার সঙ্গে সঙ্গে রেনেকে তার হাতের ছোট জাপানী পাখাটি দিয়ে আঘাত ক'রে নিলয়ের দিকে অর্থপূর্ণ কটাক্ষপাত ক'রে বলে :

"নিলয়, আশা করি রেনের কথা যদি তোমার এক কান দিয়ে ঢুকেও থাকে তাহ'লেও অপর কান দিয়ে বেরিয়ে গেছে। ওর ভারি বদভ্যাস আছে—জানো? যখন দেখে তর্ক করার আর কোনো ছুতোই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—তখন এম্‌নিই এক-একটা উদ্ভট 'থিওরি'র পাণ্ডা হ'য়ে ওর মানস গুম্ফে দেয় চাড়া।"

নিলয় কি-একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল—এমন সময়ে পিয়ের হেসে বলে: "কিন্তু ওল্‌গা, থিওরি উদ্ভট হ'লেই যে ভুল হবে এমন কী কথা আছে? বরং সংসারে যা উদ্ভট তাই তো দেখি আজকাল অনেক সময়েই নিশ্চিতকে বেল্‌কুল উল্‌টে-পাল্‌টে এক মহা সঙীন অবস্থার সৃষ্টি ক'রে বসে। দেখ না কেন—আইনষ্টাইন—commé il a bouleversé —"(= ঘটিয়েছে প্রলয়)

ওল্‌গা বাধা দিয়ে বলে: "রক্ষে করো পিয়ের, রেনের হ'য়ে তোমাকে আর ওকালতি করতে হবে না। সে আর কিছু পারুক আর না পারুক বাক্‌যুদ্ধে যে পেছপাও হবার পাত্র নয় এ-বিষয়ে বোধহয় তার শত্রুমিত্রের মধ্যে মতভেদ নেই। কি বল নিলয়? Non siamo d'accordo?" (= একমত নই কি আমরা?)

নিলয় আবার উত্তর দিতে যাচ্ছিল এমন সময়ে 'কাফে'টির বাইরে এক ইতালিয়ান নগর-কীর্ত্তনীর ব্যাঞ্জোর সুর ও সঙ্গে সঙ্গে একটি গান তার কানে প্রবেশ করল। সে উৎকর্ণ হ'য়ে সেই কতবার-শোনা-গানটি শোনে: "Che bella cose na iurnata e sole—"

রেনে ওল্‌গার দিকে চেয়ে অত্যন্ত গম্ভীর হ'য়ে বলে: "নিলয় এখনো তোমার অতিথি, তোমার প্রশ্নের সত্যি উত্তর দিয়ে জলজ্যান্ত মক্কেলটা হাতছাড়া করেই বা কেমন ক'রে বলো? শোনো নিলয়,—শোনো, খুব নীরবে ব্যাঞ্জো শোনো। নীরবতার সম্বন্ধে নীট্‌শে কী বলেছেন মনে

পড়ে তো?—Die grószten Ereignisse—das sind nicht unsre lautesten, sondern unsre stillsten Stunden." *

ওল্‌গা তার হাতে এক চড় মেরে বলে: "নিলয় আমার অতিথি, না তোমার? তার গ্রহ—নইলে আর এমন লোকের নুন খেতে হয়! কিন্তু যখন খেয়েছে তখন গুণ না গেয়ে কী ক'রে আর তোমার মুখের ওপর এই বেপরোয়া সত্যি কথাটা বলে বলো যে, স্ত্রী-পুরুষের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে নিতান্ত সোজা কথাটাকে ক্রমাগত জটিল ক'রে দেখে দেখে তোমার মাথা স্রেফ্ খারাপ হ'য়ে গেছে? কেমন নিলয়! নয়? নইলে কি আর তোমাদের সনাতন হিন্দুত্বের নজীরে তুমি হেলায় দেখাতে পারতে না যে, মেয়েদের মনের মাটিতে একটা ভালোবাসা বুনলে অন্য একটা আর গজাতে পারেই না?"

পিয়ের মুচকে হেসে বলে: "ওল্‌গা, তুমি নিজের ফাঁদে নিজেই পড়লে কিন্তু—বিশেষতঃ ঐ 'সনাতন' কথাটি ব্যবহার ক'রে। নিলয়ের 'আধুনিক' হিন্দু নজীর হয়তো তোমার কাজে এলেও আসতে পারত, কিন্তু 'সনাতন' নজীর তোমার এমন বিষম বিপক্ষে যে কোনোরকম আধুনিক ভাষ্য দিয়েই তাকে উল্‌টোবার জো নেই।"

ওল্‌গা সভ্রূভঙ্গে বলে: "যথা?"

পিয়ের: "কেন—এই যে তোমাকে সেদিন মহাভারতের জার্ম্মান অনুবাদ প'ড়ে শোনাচ্ছিলাম—এর মধ্যে ভুলে গেলে?"

ওল্‌গা খিলখিল ক'রে হেসে ফেলে: "ও—হো—কি নাম যেন?

* প্রাণের মাহেন্দ্র ক্ষণ নয়
সিংহনাদ-মুখর—বাঙ্ময়।
বাজে তার ঘন মৌন বীণা
নৈঃশব্দ্য-ছায়ায় অন্তলীনা

—তোমাদের মেয়েদের নাম এমন দাঁতভাঙা কেন নিলয়?—প্রেমালাপ কি এমন নাম নিয়ে জমে?—দ্রুপৌদী—Dio mio!—এ-রকম নামের স্ত্রী নিয়ে বড় জোর ঘর করা চলতে পারে হয়ত—কিন্তু প্রেম?—নহে, নহে, নহে—বন্ধু!"

নিলয়ও হাসে—মৃদু: "দ্রুপৌদী নয় ওল্‌গা—দ্রৌপদী।"

ব'লেই পিয়েরের দিকে চেয়ে: "তুমি এত রাজ্যের বেদ, পুরাণ, গীতা প্রভৃতি থাকতে ওল্‌গাকে সাত-তাড়াতাড়ি দ্রৌপদীর কাহিনী প'ড়ে শোনাতে গেলে কেন বলো দেখি?"

পিয়েরের মুখ গম্ভীর হ'য়ে আসে, সে বলে: "আমার ভারি ভালো লাগে ব'লে। সাময়িকি সুনীতি দুর্নীতির মাপকাটিকে আমরা প্রায়ই বড় বেশি অচল অনড় ব'লে ভেবে গোঁফে চাড়া দিয়ে থাকি। তাই উপকথা পুরাকাহিনী প্রভৃতি আমি ভারি ভালোবাসি। কারণ অতীতের চর্চ্চার আর কোনো গুণ থাকুক বা না থাকুক তার একটা মস্ত গুণ এই যে তার ফলে দেখা যায় আধুনিক অনেক গম্ভীর জিনিষই আসলে হচ্ছে বেমালুম—উদ্ভট।"

রেনে বলে: "আমিও তো তাই বলি হে। বর্ত্তমান মাপাজোপা নীতি মেনে চলতে আমার আপত্তি নেই: আমি শুধু চাই যে, লোকে অন্ততঃ মুখেও স্বীকার করুক্ যে, য়ুরোপের এই একপতি ও একপত্নীত্বের আইডিয়াটার মধ্যে এমন কোনো সত্য বিরাজ করে না যা প—বি—ত্র, ম—হা—ন্, গ—ম্ভী—র—ইত্যাদি।"

ওল্‌গার চামচ ঝন ঝন ক'রে মাটিতে গেল প'ড়ে: "ফের আদর্শ নিয়ে ঠাট্টা!"

পিয়ের বলে: "ঠাট্টা নয় ওল্‌গা। এ-বিষয়ে আমি অত্যন্ত গম্ভীর ভাবেই রেনের সঙ্গে একমত। এক স্ত্রী ও এক স্বামী আজীবন শুধু

পরস্পরের বুকে মাথা রেখে কূ—কূ—ক'রে ডাকতে চাইলে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তাদের মধ্যে অন্য কোনো রকম শ্রেষ্ঠতর বন্দোবস্ত যে হ'তে পারে সেটা কল্পনা করলেও যখন তারা আগুন হ'য়ে ওঠে, তখন আমার মনে বাস্তবিকই একটা সংশয় আসে যে মানুষ—বুদ্ধিমান্ জীব, না মারিয়নেৎ?" (=নাচের পুতুল)

ওল্‌গা বলে : "তার মানে তোমরা বলতে চাও যে মানুষ হচ্ছে—"

রেনে বলে : "রক্ষা কর ওল্‌গা, আমরা কি বলতে চাই সেটা তোমরা অন্তত আন্দাজ করতে যেয়ো না, দোহাই। তা'হ'লে সব একেবারে জগা-খিচুড়ি ক'রে ফেলবে। সাধে কি শেক্ষপীয়রের পোলোনিয়াস্ স্ত্রীলোককে বলেছিলেন—শুধু শুনে যেতে, ও বারণ করেছিলেন—কথা বলতে?"

ওল্‌গা সবিদ্রূপে বলে : "বা রে শেক্ষপীয়রের ওরিজিন্যাল ভাষ্যকার! পোলোনিয়াস সেটা বলেছিলেন—স্ত্রীলোককে না তাঁর ছেলেকে? যাক্—শুনি তুমি কী বলতে চাও।"

—"কী আবার।—যা তোমাকে হেসে ব'লে, কেঁদে কেঁদে গেয়ে, পায়ে ধ'রেও—তুমি আজও যে-তিমিরে সেই তিমিরে। মেয়েদের মাথায় গভীর কিছু ঢোকানো? হয় কখনো? নীট্‌শে কি কম দুঃখে বলেছিলেন : Oberfläche ist des Weibes Gemüth?"*

ওল্‌গা ওর পিঠে স-রাগ চড় বসিয়ে দিয়ে বলে : "ওগো profondità! নীটশের স্তাবকতা ছেড়ে তাঁর এ-গভীর লাইবেলটা প্রমাণ করবে কি শ্রীমুখের যুক্তি দিয়ে?"

রেনে অকুতোভয়ে বলে : "করব।" ধরে বক্তৃতার সুর : "তবে শোনো হে বিদুষী! শোনো জ্ঞানভূষিত অন্য সবাইও : আমি আজ

* নারীর অন্তর :
উপরি ভাস্বর!

চোখা চোখা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করব যে, মানুষ বিশ্বলীলায় কোনো কালেই একনিষ্ঠ নয়—না জ্ঞানে, না কর্ম্মে, না প্রেমে। সৃষ্টির মধ্যে অনন্ত রূপের আকাঙ্ক্ষার সে একটা 'মাইক্রোকজম্' মাত্র; অর্থাৎ কিনা তার জগতের মধ্যেও সে নিত্যই নতুন বিকাশ ও নতুন অভিসারের উপাসক। এই হচ্ছে—সর্ব্বদর্শনসার।"

ওল্‌গা একবার নিলয়ের দিকে কটাক্ষ করে, কিন্তু নিলয় চুপ ক'রে থাকাতে যেন একটু ক্ষুব্ধ হয়েই বলে: "নিলয়, রেনের সঙ্গে তাহ'লে হিন্দুদর্শন নিয়ে কী ছাই আলোচনা হয় রোজ রাত দুটো তিনটে অবধি—যদি এ-রকম বাজে আইডিয়ার শিকড় ওর মাথা থেকে উপড়ে ফেলতেই না পারবে?"

রেনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে: "Donnerwetter!" † ব'লে নিলয়ের দিকে চেয়ে: "তোমাদের একটা সংস্কৃত শ্লোকের কথা বলছিলে না নিলয়, যে স্ত্রীবুদ্ধি হচ্ছে প্রলয়ের অগ্রদূত না এমনি কি-একটা কথা? নইলে কি আর তোমাদের দর্শনের একবিন্দুও না জেনে ধ'রে নেয় যে সে-দর্শন তার ঠুলিপরা 'ফিলসফিরই' একটা পুরোনো সংস্করণ মাত্র?

ওল্‌গা নিলয়ের দিকে চেয়ে ভ্রূভঙ্গী ক'রে বলে: "ও—! নিলয় দর্শনের চর্চ্চার ভাণ ক'রে রাত দুটো তিনটে অবধি বুঝি এইরকম স্ত্রীবুদ্ধি নিয়ে গবেষণা করা হয়? আচ্ছা, আমিও যেমন রোগ তেমনি ওষুধ জানি। দেখব কাল থেকে তোমাকে কে ইতালিয়ান 'মাকারোনি' জার্ম্মান 'শ্নিৎসেল', ফরাসী 'পাতে' প্রভৃতি রেঁধে—"

নিলয় সানুনয়ে বলে: "দোহাই ওল্‌গা, অনেকদিন বাদে তোমার হাতের রান্নায় আমার হিন্দু-জিভে ব্রহ্মানন্দ নেমেছে। তোমাদের দুজনের এ বিষম 'সী-স' খেলার দাপটে সে-রসভঙ্গ হ'লে আবার রসনায় জাগবে

† কী জ্বালা!

রুভূমি। কিন্তু কী বিড়ম্বনা বলো তো? মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের সেই গল্পটি যা সেদিন বলেছিলাম তোমায়—যে কর্তার নেকনজর থাকলে গিন্নির মুখে নামে গুমট, ও গিন্নির কৃপা হ'লে কর্তার চোখে জাগে বজ্রানল?"

পিয়ের হেসে বলে: "এ-কথায় ওল্‌গা ধরো যদি বলে:

'Amico di tutti amico di nessuno?'" *

ওল্‌গা হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে সুর বদ্‌লে নিলয়ের দিকে চেয়ে বলে: "ঠাট্টা থাক নিলয়, সত্যি বলো তো তোমার এ-বিষয়ে কী মনে হয়? রেনের এ-রকম কথা মনে হয় না অসার?"

নিলয় শুধোয়: "কি রকম কথা?

ওল্‌গা বলে: "যে, কোনো মেয়ে দুজন পুরুষকে একত্রে ভালো-বাসতে পারে?"

নিলয় বলে: "আগে শুনি তোমার ঠিক্ কি রকম মনে হয়?"

ওল্‌গা বলে: "আমি বড় জোর এই অবধি মান্‌তে রাজি আছি যে পুরুষের পক্ষে এটা সম্ভব হ'লেও হ'তে পারে;—কিন্তু মেয়েদের পক্ষে—" ব'লে সজোরে মাথা নেড়ে: "ইম্পসীবিলে" †

পিয়ের টপ ক'রে বলে: "ভাগ্যে এমন একঘেয়ে জীবকে নিয়ে ঘর করতে যাই নি আমি!"

ওল্‌গা বলে: "আঙুর বড় টক পিয়ের—কেন আর—হাঁড়ি ভেঙে দেব' শেষটা হাটে?"

পিয়েরের মুখ লাল হ'য়ে ওঠে। কিছুদিন আগে তার নব-পরিণীতা

* সবারি মিতা হ'তে যে নিতি ধায়
কারুরি মিতা হ'তে সে নাহি পায়।

† Impossibile—অসম্ভব।

হঠাৎ একটি জাহাজের কাপ্তেনের সঙ্গে পেরু পালিয়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয় কাগজে তাদের ছবিও বেরিয়েছিল।

ওল্‌গা অত্যন্ত অপ্রতিভ সুরে পিয়েরের একটি হাত নিজের মুঠোর মধ্যে টেনে নিয়ে, "ক্ষমা কোরো পিয়ের" ব'লেই নিলয়ের দিকে ফিরে : "বলো না—নিলয়।"

নিলয় একটু চুপ ক'রে থেকে বলে : "কিন্তু এ জেনে তোমার লাভ কি বলতে পারো ?"

ওল্‌গা বলে : "লাভ আবার কি ?—শুধু জানা। পশ্চিমদেশের লোকে জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি বিষয়ে জড়বাদী হ'লেও জ্ঞানকে সব সময়েই লাভ-লোকসানের মাপকাটিতে মাপে না, বুঝলে ?"

নিলয় "বুঝলাম—" বলেই প্রশ্ন করে : "কেবল একটা কথা এখনও বুঝতে পারছি না ওল্‌গা! এ-বিষয়ে আমার মতামত মূল্যবান হ'তে পারে এমন কথা মনে ক'রে বসলে কেন—হঠাৎ ?"

রেনে বলে : "ওল্‌গা আমার সঙ্গে প্রায়ই তর্ক করে যে, প্রাচ্য দেশের লোকেরা আমাদের মতন চঞ্চলমতি—flüchtiger Mensch—নয় —যে-হেতু তারা রক্ষণশীল—ভালো ছেলে। তাই বোধ হয়।"

পিয়ের বলে : "কিন্তু এ-রকম যুক্তি যে দুধারে কাটে ওল্‌গা!

ওল্‌গা বলে : "অর্থাৎ ?"

পিয়ের বলে : "ধরো যদি বলি : যারা পুরোনোকে বড় বেশি আঁকড়ে থাকে তাদের মন নতুনকে ঠিক্ বোঝার পক্ষে অনুকূল না-ও তো হ'তে পারে ? কাজেই তাদের সার্টিফিকেটের মূল্য কতটুকু ?"

রেনে বলে : "Vous avez fort mon cher *—ঠিক্ ঐ কারণেই তো তাদের সার্টিফিকেটের মূল্য হে!"

* ভুল করলে প্রিয়বর!

পিয়ের বলে : "ঠিক্ বুঝলাম না।"

ওল্গা বলে : "কেন? এ তো সোজা কথা! ভূত-নামানোর টেবিলে তিনজন বিশ্বাসী ভূতগ্রস্তের রায়ের দাম বেশি না একজন ভূত-অবিশ্বাসীর রায়ের?"

পিয়ের ব'লে : "কিন্তু এখানে একটা কথা তোমরা বেমালুম ভুলে যাচ্ছ যে! ভুত-নামানোর নানাবিধ জুয়াচুরি—escroqueries—সম্বন্ধে যদি সে-ভুত-অবিশ্বাসীর কোনও অভিজ্ঞতাই না থাকে তাহ'লেও কি শুধু তার অবিশ্বাসের জন্মেই তার সার্টিফিকেটের মূল্য বেশি হবে?"

ওল্গা বলে : "তার মানে?"

পিয়ের বলে : "এককথায় এই—যে শুধু অবিশ্বাস বা বিরুদ্ধ ভাবই তো সত্যকে জানবার ও বোঝবার পক্ষে যথেষ্ট নয়! মনটাকেও তদন্ত করতে শেখানো চাই তো! এবং এ-শেখানোর প্রকৃষ্ট পদ্ধতি হচ্ছে—অভিজ্ঞতা। এ-কথা মানো তো? না, তা-ও না?"

ওল্গা বলে : "আহা কী অভিনব তত্ত্বকথাই না বললেন! ম'রে যাই!—এ-কথা কে না জানে শুনি?"

পিয়ের বলে : "আরে রোসো রোসো। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মূল্য তাহ'লে তুমি স্বীকার করছ?"

ওল্গা বিস্মিত সুরে বলে : "কেন করব না? বা—রে!"

পিয়ের বলে : "কিন্তু তাহ'লেই যে তুমি নিলয়কে এ-বিষয়ে মধ্যস্থ মেনে ডুবলে।"

ওল্গা বিদ্রূপের সুর ধরে : "হেতু?"

পিয়ের বলে : "এই যে, নারী-মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে নিলয়ের মতন ভালো ছেলের কোনও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই থাকতে পারে না—অর্থাৎ অবশ্য অভিজ্ঞতার মতন অভিজ্ঞতা—expérience digne du nom."

নিলয় বলে : "বা রে লজিক! কোন্ নূতন যুক্তি-বলে অভিজ্ঞ নৈয়ায়িক মশায় এ-সিদ্ধান্ত ক'রে বস্‌লেন অধীন জানতে পারে কি?"

পিয়ের বলে : "পারে। শোনো caro giovane * যেহেতু তোমার এ সম্বন্ধে মতামত পড়া বা শোনা কথার ওপরে নির্ভর করবেই করবে—"

নিলয় বলে : "সাবাস—অনুমান!"

ওল্‌গা বলে : "তাহ'লে তুমি কি বলতে চাও যে, তোমার এ-বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে?"

নিলয় কি-একটা উত্তর দিতে গিয়ে একটু ইতস্তত ক'রে চুপ ক'রে যায়। ওল্‌গা জিজ্ঞাসুভাবে তার দিকে তাকায়। নিলয় আরও একটু বিব্রত হ'য়ে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

রেনে বলে : "ওল্‌গা—আলোচনাটা একটু বেশি 'পার্স'নাল হ'য়ে পড়ছে—যাকে আমরা বলি riskant." (= বিপজ্জনক)

ওল্‌গা অবিচলিত স্বরে উত্তর দিল : "তাই কী? আমি ইচ্ছে ক'রেই তো প্রশ্নটা করেছি। কারণ আমরাও নিলয়ের সঙ্গে কিছু কম 'পার্স'নাল' আলোচনা করি নি। Man musz das Risiko übernehmen." †

পিয়ের বলে : "কিন্তু—তাই ব'লে—একটুখানি délicatesse—"

ওল্‌গা বাধা দিয়ে সোজা নিলয়ের দিকে তাকিয়ে বলে : "নিলয়, তোমাদের এই সব বিষয়েই রহস্যের ঘোম্‌টা প'রে থাকাটা কিন্তু আমার একটু বাড়াবাড়ি রকমের délicatesse মনে হয়, ক্ষমা কোরো। তোমার সঙ্গে আমরা তিনজনে নানা যায়গায় এত বেড়িয়েছি, এত গল্পস্বল্প করেছি—এককথায়, আমাদের মধ্যে এতটা ভাব হয়েছে যে ততখানি

* সুশীল বালক!

† বিপদ ঘাড়ে করতেই হবে মানুষকে।

বন্ধুত্ব কোনো য়ুরোপীয়ের সঙ্গে হ'লে সে 'পার্স্নাল' আলোচনার প্রসঙ্গে এমনভাবে শিউরে উঠত না কখনই।" একটু ক্ষুণ্ণ সুরেই : "অথচ আমরা তোমাকে আমাদের কত কথাই না বলেছি—কিন্তু তুমি—"

রেনে আস্তে বলে : "ওল্‌গা এ-প্রসঙ্গ চাপা দেওয়া যাক্ এখন।"

ওল্‌গা ঈষৎ অভিমানের সুরে বলে : "কেন? আমরা তিনজনেই যখন তাকে আমাদের জীবনের অনেক গোপন কথাই বলেছি—"

পিয়ের বাধা দেয় : "এ তোমার ভারি অন্যায় আবদার ওল্‌গা—আমরা বলেছি ব'লে ওকেও বলতে হবে, বা তার সব কথা জানবার একটা দাবি-দাওয়া আমাদের জন্মে গেছে—"

ওল্‌গা পিয়েরের দিকে চেয়ে একটু উষ্মার সঙ্গেই বলে : "সব কথা মানে কি? নিলয় কিছু খুনীও নয়—গুপ্তচরও নয়। তাছাড়া আমার মনে হয় যে, স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধকে একটু সহজ চোখে দেখতে চেষ্টা করলে দেখা যায় যে, এমন খুব কম অভিজ্ঞতাই মানুষের জীবনে ঘটে—যা বন্ধু দরদী-বন্ধুর কাছে খুলে বলতে পারে না। অন্ততঃ আজকের দিনে আমার অনেক য়ুরোপীয় বন্ধুই যে এ-বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত এটা অসঙ্কোচে বলতে পারি।"

নিলয় বিব্রত হ'য়ে উত্তর দিতে যাচ্ছিল এমন সময়ে তার দিকে তাকিয়ে ওল্‌গা একটু সুর নামিয়ে নিয়ে ব'লে বসে : "অথচ তুমি মনে ক'রে থাকো যে, এ-রকম কোনো অভিজ্ঞতাকে শুধু গোপন করবামাত্রই বুঝি তার মহিমা দশগুণ বেড়ে যায়।"

পিয়ের বলে : "ওল্‌গা, তোমার একটু ভুল হচ্ছে, মাফ কোরো। যে-অভিজ্ঞতার মধ্যে কোনো রস বা বেদনা নেই তাকে শুধু গোপন করার ফলেই যে তার মহিমা বেড়ে যায় এ-কথা কেউ বলে না। কেবল এই কথা বলা চলে যে, এমন অনেক অভিজ্ঞতা মানুষের হয় যাকে কথায়-

কথায় লোকচক্ষুর সামনে আনতে মনটা একটু কুণ্ঠিত হয়ই : on vacille *—" ব'লে পিয়ের থেমে যায়। ওল্‌গার সঙ্গে নিলয়ের চোখোচোখি হয়। দুজনেই চোখ ফিরিয়ে নেয়।······

নিস্তব্ধতা ভাঙে ওল্‌গাই ফের। কিন্তু তার স্বর তখন বদ্‌লে গেছে। নিলয়ের চোখের 'পরে চোখ রেখে সে বলে : "পিয়ের আমাকে একটু ভুল বুঝেছে নিলয়, কিন্তু আশা করি তুমিও ভুল বুঝে মনে ক'রে বসবে না যে, এমন সাদা সত্যটাও আমি অস্বীকার করি। যে-সব ব্যথার পরশ আমাদের অন্তরের গোপন-লোকে তাদের হাসি-অশ্রুর ইন্দ্রজাল বিছিয়ে অপরূপ হ'য়ে থাকে, অকরুণ কৌতূহলের হাটে তাদের টেনে আনলে যে তাদের বর্ণ-সুষমার সৌরভটুকু লীন হ'য়ে যায় এ-কথা অস্বীকার করবার মতন বে-দরদী আমাকে মনে কোরো না। আমি বলতে চেয়েছিলাম শুধু এই কথা যে, ঠিক সেইজন্যেই এ-রকম গোপন কথা এমন দুচারজনের কাছে বলা চলে যাদের বলা হয় দরদী, আর—এইখানেই তো দরদীর, বন্ধুর গৌরব।"

ব'লেই পিয়েরের দিকে চেয়ে : "বন্ধু দাবি করে ব'লেই না বন্ধুত্ব ও সাধারণ পরিচয়ের মধ্যে একটা সীমা-রেখা টানা যায়? নইলে stringere amicizia † বলি কেন আমরা শুনি?"

নিলয়ের কর্ণমূলে একটু রক্তিমার আভা দেখা দেয়। রেনে কি একটা উত্তর দিতে গিয়ে চুপ ক'রে যায়। ঘরের মধ্যে একটা অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা এসে পড়ে।

প্রথম নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে পিয়ের : "কিন্তু ওল্‌গা, বন্ধুকে বন্ধুত্বের

* সেখানে মানুষ ইতস্ততঃ করেই—

† বন্ধু পাতানো

দাবি সম্বন্ধে এ-রকম বক্তৃতা দিলেই যে তার মনের কথা টেনে আনাটা সব চেয়ে সহজ হয় তা আমার মনে হয় না, ক্ষমা কোরো। Il faut avoir de la délicatesse, voyons !" *

ওল্‌গার ঝোঁখালো ভাবটা নরম হ'য়ে আসে, সে কোমল স্বরে কুণ্ঠিত নিলয়ের একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে খুব নিচু সুরে বলে : "কিছু মনে কোরো না নিলয়—আমি যে কত সময়ে ঝোঁকের মাথায় কত রকম বাজে আবদার ক'রে থাকি—" কথাটা অসমাপ্তই থেকে যায়।

নিলয় ওল্‌গার হাতটি নিজের কোলের কাছে টেনে এনে দুহাতে চেপে ধ'রে মৃদু সুরে বলে : "বিশ্বাস কোরো ওল্‌গা, আমি কিছুদিন থেকে আমার জীবনের দু-একটা কথা বলি-বলি করছিলাম কিন্তু পারি নি তার কারণ এ নয় যে, তোমাদের বলবার আমি প্রেরণা পাই নি। তোমাদের ব'লে আমার মনের ভার লাঘব করবার ইচ্ছে এক এক সময়ে এত প্রবল হ'য়ে উঠেছে—যে···যে···কী বলব? কিন্তু, কেন জানি না, ইচ্ছে যতটা হয়েছে ভরসা ততটা পাই নি।"

ব'লে একটু থেমে ওল্‌গার হাত ছেড়ে দিয়ে বলল : "তাছাড়া হয় কি জানো? অনেক সময়ে বলবার ইচ্ছে থাকলেও সুরু-করার সুযোগটা খুঁজে পাওয়া হ'য়ে ওঠে ভার। পল্লব বলত, মনে আছে হয়তো তোমার যে, প্রতি রাগিণীর একটা সময় নির্দ্দিষ্ট আছে—যে-সময়ে তার আলাপের প্রেরণা পাওয়া সহজ হ'য়ে উঠে থাকে। গানের রাগিণীর বিশেষ কিছু আমি জানি না—কাজেই বলতে পারি না পল্লবের এ-কথা কতদুর সত্যি। কিন্তু মনের কথার রাগিণীর তান-মূর্চ্ছনা যে সব সময়ে ইচ্ছে করলেই বিস্তার করা যায় না এটা অকুতোভয়েই বলতে পারি।"

ওল্‌গা বলে : "কিন্তু—"

* একটু সুকুমার চক্ষুলজ্জাও চাইনা কি?

নিলয় : "কিন্তু আজ তোমাদের বলব স—ব। হঠাৎ যেন বলার অনুকূল লগ্নটি এসে গেছে—তোমার সস্নেহ তিরস্কারের তোড়ে lode a Dio." (=ভগবানকে ধন্যবাদ)

ব'লে আবার একটু থেমে ইতস্ততঃ ক'রে জোর ক'রে একটু সহজ সুর টেনে এনে বলে: "তবু হয়তো···শেষ অবধি মুখ আমার ফুটত না আজও—যদি রেনের উদ্ভট থিওরি আমাকে একটু সাহস না দিত। তাই সব যোগাযোগ যখন এসে গেছে তখন বলব আজ।" ব'লে একটু থেমে একবার রেনের ও একবার পিয়েরের মুখের দিকে চেয়ে শেষে ওল্‌গার দিকে তাকায়! পরে চোখ নামিয়ে নিয়ে খুব মৃদু স্বরে বলে: "আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই যে, মেয়েরা সুযোগ পেলে একসঙ্গে দুজনকে ভালোবাসতে পারে।"

বাইরের নদীর অপর পারে হঠাৎ মেঘ ঘনিয়ে উঠেছে ও পলাতক সূর্য্যরশ্মির আভায় সেদিক্‌কার সমস্ত আকাশটায় যেন আগুন লেগে গেছে। সান্ধ্য সূর্য্যের সেই ক্লান্ত আভা নিলয়ের মুখের ওপর প'ড়ে হঠাৎ কেমন-যেন একটা অনির্দ্দেশ্য বিষাদকুহক ঘনিয়ে উঠেছে জনবিরল কাফেটির মধ্যে।

ওল্‌গা তার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে থেকে বলে: "কিন্তু সে-মেয়েটি স্বামীর কাছ থেকে যে ভালোবাসা পেয়েছিল সেটা কি তার সত্যই কাম্য ছিল, না—"

ব'লেই হঠাৎ থেমে গিয়ে একটু ইতস্ততঃ ক'রে: "অর্থাৎ···সে দুটোই কি সত্যি ভালোবাসা? Grande passion?"

নিলয় মৃদু সুরে বলে: "সত্যি-মিথ্যে জানি না ওল্‌গা। কিন্তু যেটা জানি সেটা এই যে, তার পক্ষে আমাদের একজনকে মাত্র বেছে নেওয়া এত কঠিন হয়েছিল যে এই দ্বন্দ্বই শেষটায় তার অকালমৃত্যুর কারণ হয়েছিল।"

হঠাৎ তার ঠোঁট দুখানি সূর্য্যের রক্তিম আভায় স্পষ্ট কেঁপে ওঠে! অদূরে কোথা থেকে একটি বালালাইকার * রেশ ভেসে আসে।··· করুণ সুরটি যেন লুটিয়ে লুটিয়ে কেঁদে বেড়ায়। পশ্চিম দিকে একখণ্ড রঞ্জিত মেঘের কয়েকটি সোনালি ঝালর বিলীয়মান সন্ধ্যার আলোতে ঈষৎ পাণ্ডুর হ'য়ে এসেছে, কিন্তু তখনও বিলুপ্ত হয় নি। রেনে ও পিয়ের অন্যমনস্ক চোখে সে-দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।···

ওল্গা নিলয়ের একটি হাত ধীরে ধীরে নিজের হাতে মধ্যে টেনে নিয়ে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থাকে :

"ক্ষমা কোরো নিলয়—আমি জান্তাম না—নইলে এ-প্রসঙ্গ আজ তোমাকে তুলতে দিতাম না।"

রেনে ও পিয়ের পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। রেনে কি-একটা ইঙ্গিত করতেই পিয়ের বলে : "চলো নিলয়, টাইবারে একটু দাঁড় টানা যাক্। Wie herrliches Abend—" †

নিলয় বলে : "না—না, বোসো। আজ আমার মনের কথা তোমাদের কাছে খুলে জানাতে—কেন জানি না—ভারি ইচ্ছে হয়েছে। আমার জন্যে ভেবো না। বেদনাটা আমি গত তিন-চার মাস ধ'রে একলা—"

ব'লেই থেমে ওল্গার দিকে চেয়ে : "একটা ব্যথা চেপে রাখলে অনেক সময়ে সেটাকে জয় করা সহজ হয় না ওল্গা—উচ্ছ্বাস-সংযমের দিক্ দিয়ে? তাই আজ মিনাকে নিয়ে তোমাদের সঙ্গে যে অনেকটা সহজভাবে আলোচনা করতে পারব—এ-ভরসা বোধহয় দিতে পারি।"

* রুষ দেশের একটি তারের যন্ত্র—করুণ সুরের জন্য প্রসিদ্ধ।

† এমন অপূর্ব্ব সন্ধ্যা!

ব'লে একটু থেমে ওল্‌গার দিকে ফিরে : "আমার নিজের কাছে একটা জিনিষ সময়ে-সময়ে ভারি আশ্চর্য্য ঠেকে ওল্‌গা। সেটা এই যে, খুব নিবিড় ব্যথার মন্থনের মধ্যেও নিজের প্রকৃতিকে নিয়ে আলোচনা বিশ্লেষণ করবার সময় প্রায়ই মনে হয় যেন সে-প্রকৃতিটা আমার নয়—বাইরের একটা জিনিষ।—যাক্ বলি শোনো।"

রুমালে স্বেদসিক্ত কপোল মুছে নিলয় সহজ সুরে বলে :

"সে-বছর গ্রীষ্মের লম্বা ছুটিতে হাইডেলবার্গ থেকে বেরুনো গেল—রাইন ও হলাণ্ড চক্র দেব' ব'লে।

"রাইনের উপত্যকায় নিবিড় আনন্দের পরে হলাণ্ড এত খারাপ লাগল—! মনটার মধ্যে কোথায় যেন একটা অস্বাচ্ছন্দ্য খচ খচ করতে লাগল। হলাণ্ডে কেন বেড়াতে এলাম কোন্ গ্রহবৈগুণ্যে?—ধিক্কার দিতে লাগল মনটা।

"কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, সঙ্গে সঙ্গে মনটার মধ্যে একটা সুর থেকে থেকে উঠত বেজে যে, বড় কিছু একটা লাভ বুঝি বা আসন্ন হ'য়ে এসেছে। একটা অজ্ঞাতের আশঙ্কাও, অথচ এই অনাগত লাভের চরণধ্বনি যে সব সংশয়-আশঙ্কাকেও ছাপিয়ে উঠেছিল এ-কথা বেশ স্পষ্ট মনে আছে।...জানিনা কথাটা ঠিক বোঝাতে পারলাম কি না।"

ওল্‌গা প্রসন্ন মুখে বলে : "পেরেছ নিলয়। এ-কথা কে না জানে যে আমাদের মনের অতলে একটি বিচিত্র বাসিন্দা লুকিয়ে থাকে যে থেকে-থেকে কেবলই চায় অচেনার অভিসারে উধাও হ'য়ে ছুটতে? তার সঙ্গে আমাদের পরিচিত মামুলি আরাম-বিলাসী মানুষটির চিরন্তন বিবাদের কথা ভেবে আমি নিজেই যে কত সময়ে আশ্চর্য্য বোধ করেছি—!"

নিলয় একটু চুপ ক'রে থেকে ব'লে : "সত্যিই একদিক দিয়ে এটা

ভাবতে বেশ-একটু আশ্চর্য্য লাগে। কারণ জানা ও চেনার কোঠা ছেড়ে অনাস্বাদিত ও অচেনার কোঠায় পা দিতে আমাদের সুখবিলাসী মনটির দ্বিধা-সঙ্কোচ—বোঝা যায়; কিন্তু নিশ্চিন্ত আরামের মধ্যেও মনটা কেন যে পূর্ণ স্বস্তি না পেয়ে থেকে-থেকে অজানা অচেনা অনাগতের দায়িত্ব কাঁধে নিতে ব্যগ্র হ'য়ে ওঠে—" কথাটা অসমাপ্ত রেখেই নিলয় ব'লে চলে: "এক-একবার আমার মনে হয় যে, আমাদের মনের মধ্যেকার সেই রূপকথার ভক্ত শিশুটি বোধহয় কখনও বুড়ো হয় না, যে বাস্তব ছেড়ে চায়—চমক, স্বস্তি ছেড়ে চায়—ভয়, চেনা ছেড়ে চায়—অচেনা। বেশ মনে আছে—আগে-আগে বিদেশে বেড়াবার সময়ে আমার প্রায়ই মনে হ'ত বুঝি বা একজন স্বপ্নপুরীর রাজকন্যা সর্ব্বত্র শুধু আমার পথ চেয়েই আছে ব'সে! আমি-যে অনেক সময়ে নিজের অজ্ঞাতসারে শুধু তার খোঁজেই ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম—সে-কথা আজ মনের স্বচ্ছ অবস্থায় স্বীকার করতে কেমন-যেন একটা কুণ্ঠা বোধ হয়। কিন্তু আজ যখন একটু শান্তভাবে আমার তখনকার মনের অবস্থার কথা ভাবি তখন স্পষ্ট দেখতে পাই যে, চারধারের অতি গদ্যময় পারিপার্শ্বিকের মধ্যেও আমার মনটি নিত্যনিয়ত খুঁজত শুধু—সাহসিকতার অসম্ভব সুযোগ। অর্থাৎ আমার সেই গোপন অন্তরবাসিনী আমার কাছ থেকে তাঁর সুরভিত বরণমালার প্রতিদানে খুঁজতেন—কীর্ত্তির অর্ঘ্য, তাঁর বিদ্যুৎভরা চাউনির প্রতিদানে চাইতেন—প্রাণদোলানো পুলক-শিহরণ, তাঁর শুভ্র হাসির প্রতিদানে দাবি করতেন—পৌরুষ, বীরত্বের অঞ্জলি। এক কথায় তিনি নিয়তই স্বপ্নের মায়াতন্তু বুনতেন, কেবল আশ্চর্য্য এই যে, পদে-পদে-অকবি বাস্তবের ঝড়-ঝাপ্‌টায়ও সে-অপল্‌কা আকাশকুসুমের রঙীন তন্তুজাল ছিঁড়ত না! কিন্তু যাক্—বাজে কথা রেখে এখন গল্পটাই বলি।"

ওল্‌গা ব'লে ওঠে: "না নিলয়। তাড়াতাড়ি করতে পাবে না ব'লে

রাখছি। কারণ তোমার মনের সে-সময়কার ছবিটি এই রকম সব বাজে-কথার মধ্যে দিয়েই স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে যে! তাই ব'লে দাও ঠিক্ কী রকম বিচিত্র সুরে তোমার মনটার তার সে-সময়ে উঠত বেজে। অন্ততঃ সে চেষ্টাটাও উপভোগ্য।”

নিলয় মৃদু হাসে: “কী রকম সুরে আবার? চিরন্তনী তরুণীর কুসুমকোমল আঙুলের চিকারিতে শতকরা নব্বই জন তরুণ মনের তার যে-সুরে রণিয়ে ওঠে সেই সুরে! এ-সুরের তান-মূর্চ্ছনা সম্বন্ধে বেশি ক'রে বলবার আবার আছে কী বলো? তরুণ বয়সে—বিশেষতঃ বিদেশে ভ্রমণের সময়ে—যখন আশেপাশের ক্ষণে-ক্ষণে-পরিবর্ত্তনশীল ছবি তার চলচঞ্চলতার জন্যেই প্রাণের কোলে একটা আবছা আশার ছায়াকুহক বিছিয়ে দেয়; যখন বাইরের প্রতি ছোটখাট অভিজ্ঞতার আলোছায়াও অকারণ নিবিড় হ'য়ে ওঠে—শুধু অফুরন্ত পুলকের খোরাক যোগাতে; যখন—কী ক'রে বোঝাব—যখন, যৌবনের অনুভব-রাজ্যে দৃশ্যমান সব-কিছুর মধ্যেই একটা রহস্য-ডাক নেপথ্যে থেকে হৃদয়কে ধ্রুব ছেড়ে অধ্রুবের অভিসারে ছোটায়;—তখন চঞ্চল মন প্রাণ যে একটু বেশি রঙীন নেশায় সঙীন ঘোরে থাকে এ-কথা কি আর না বললেই তোমরা কল্পনা ক'রে নিতে পারতে না? তাই এবার উড়ো থিওরির রাজ্য থেকে বাস্তব ঘটনার স্তরেই নামা যাক্। শুধু এইটুকু তোমরা মনে রেখো যে, আমার মনটা সে-সময়ে যাকে ঠিক্ সহজ অবস্থা বলে সে-অবস্থায় ছিল না, একটু উড়ু-উড়ু ভাবে ছিল আর কি।” নিলয় একটু থামে। পরে সুরু করে ফের:

“কিন্তু তবু হলাণ্ডের আবহাওয়া এমনই বিষম গদ্যময় ঠেকল যে, মনটার উড়ন্ত পাখাকে মাটির মাধ্যাকর্ষণের কবল থেকে রক্ষা করা হ'য়ে উঠল—দুর্ঘট। সে যেন ক্রমাগতই মাথা নেড়ে বলত: ‘এখানে নয়,

এখানে নয়।' একটা জার্ম্মান গানের ধুয়ো গুন্‌গুনিয়ে উঠ্‌ত : 'jenseits' * অথচ—কালো মেঘের মধ্যে একখণ্ড সূক্ষ্ম রজত রেখার উপর থেকে যেমন চোখ ফিরিয়েও ফেরানো যায় না—মনে হয় মেঘের সমস্ত কালোর ক্ষতিপূরণ লুকিয়ে আছে ঐ একটুক্‌রো শুভ্রতারই মধ্যে ; —তেম্‌নি আশেপাশের আকাশবাতাস যে-পরিমাণে প্রতিকূল হ'য়ে উঠতে লাগল মনটাও যেন ঠিক সেই পরিমাণেই কান পেতে রইল—কখন সেই অনাগত সুরবালার নূপুরটি বাজবে—যার অনুরণনে বাইরের সব গন্ধময় ব্যর্থ ঘর্ঘর মূর্চ্ছনা সার্থক হ'য়ে উঠবে। কিন্তু না, আবার উড়ো ব'কে চলেছি।

"মনের এই রকম বিচিত্র দ্বিধা ও আশার দোলায়মান অবস্থায় একদিন আমষ্টার্ডামের বিখ্যাত মার্কেন দ্বীপের রঙীন বাসিন্দাদের দেখে উৎফুল্ল হ'য়ে ট্রামে ফিরছি—এমন সময়ে দেখা মিলল তার। বলি।

"ট্রামে ভাবতে ভাবতে ফিরছি যে, আরও দু-একদিন মার্কেন বেড়াতে যাব, না সটাং ইংলণ্ডে এক জার্ম্মান বন্ধুর কাছে যাব। সে আমাদের কলেজের ছুটিতে Knapsack ঘাড়ে ক'রে ডিভন-শায়ার ও কর্ণওয়াল বেড়াতে বেরিয়ে পড়েছিল ও আমাকে ব'লে গিয়েছিল যে তার সঙ্গে যোগ দিলে খুব খুসি হবে। সে ছিল Wandervögel-দের † অন্যতম।

"হলাণ্ডের গন্ধময় আবহাওয়ার মাঝখানে দুদিনেই এমন হাঁপিয়ে পড়া গেল যে, ক্রমাগতই মনে হচ্ছিল যে বোধ হয় তার সঙ্গে একত্রে বেড়াতে-বেরুনোই ছিল ভালো। অথচ আমি তার সঙ্গ-লোভ-সত্ত্বেও

* সব উত্তীর্ণ হ'য়ে।

† জার্ম্মানির Jugend-bewegung-এ—(যুব-আন্দোলনে)—একদল তরুণতরুণী দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায় পরিব্রাজক মতন হ'য়ে নেচে গেয়ে অভিনয় ক'রে ইত্যাদি। তাদের নামই উড়োপাখী—ওয়ান্দারফোগেল।

তার সঙ্গে একত্র বেড়াতে বেরুই নি যে-অনিচ্ছা বশে সে-অনিচ্ছাটাও সম্পূর্ণ উবে যায় নি।"

ওল্‌গা বলে : "অনিচ্ছা? কী ধরণের?"

নিলয় বলে : "সেটা পরিষ্কার ক'রে বোঝানো কঠিন।...আমার প্রায়ই মনে হ'ত যে, যদি বেড়াতে হয় তো একলা, কিন্তু কেন—তা জানি না।"

রেনে : "আমি জানি নিলয়। আর আমি সায়ও দেই যে, দোক্‌লা বেড়ানোর মতন ভুল আর নেই।"

ওল্‌গা ঈষৎ উষ্মার সঙ্গেই বলে : "কেন?"

রেনে হেসে বলে : "রাগ কোরো না ওল্‌গা, নিলয় যেটা খুঁজছিল সেটার দেখা দোকলা বেরুলে মেলে না ব'লে।"

ওল্‌গা সভ্রূভঙ্গে বলে : "যথা?"

রেনে বলে : "এ-ও কি জানো না ওল্‌গা যে, কেবল একলা বেড়ালেই মানুষের মন চোখ খুলে বেড়ায়? দলবদ্ধ হ'য়ে বেড়ালে মনের আর যে-লাভই হোক্ না কেন ছোট্ট ঘটনার মধ্যেও রসের ফল্গুধারা-যে সদা-প্রবহমান এ-সত্যটি লাভ হয় না। কিন্তু 'হয়তো এ-কথা মেয়েরা স্বীকার করতে পারবে না—তারা মেয়ে বলে।"

ওল্‌গা রাগ করে : "এ অবান্তর তর্ক থাকুক এখন। তার চেয়ে নিলয়ের গল্পটাই শুনি আগে। কেননা মেয়েদের আর যে-অভাবই থাকুক না কেন—নিজেদের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে পুরুষদের মূল্যবান মতামত শোনার সুযোগের অভাব-যে নেই এটা নিশ্চিত।"

রেনে বলে : "দোহাই তোমার নিলয়, জীবনের-অভিজ্ঞতায়-শিশু এ-heilige Jungfrau-কে * বোঝাও।

* চিরকুমারী মেরীকে বলে

নিলয় হেসে বলে : "রেনে সত্যিই বলেছে ওল্‌গা, রাগ কোরো না। সেদিন ট্রামের ঘটনাটা হয়তো একলা না হ'লে ঘটত না। এমন কি আমার সময়ে-সময়ে এমনও মনে হয়েছে যে, সে-জার্মান 'উড়োপাখী' বন্ধুটি থাকলে মেয়েটির সঙ্গে আমার হয়তো চোখোচোখিও হ'ত না—শুভদৃষ্টি তো দূরের কথা।"

ওল্‌গা বলে : "সে ট্রামে বসেছিল কোথায়?—তোমার পাশে?"

—"পাশে নয়, সাম্‌নের বেঞ্চিতে। আমার তার ওপর দৃষ্টি পড়ল—হঠাৎ। দেখি সে একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে।"

ওল্‌গা মহা কৌতূহলী সুরে বলে : "তার পর?"

নিলয় বলে : "আমি তার দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকা সত্ত্বেও সে চোখ ফিরিয়ে নিল না দেখে আমি বেশ একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে উঠছি, এমন সময়ে সে যেন চম্‌কে উঠল। বেশ বোঝা গেল যে, সে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিল ব'লেই আমার দিকে অমন ক'রে ছিল চেয়ে। তার মুখচোখে যেন এক-ঝলক ফাগের রঙ্‌ চারিয়ে গেল: সে তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে কোলের জাপানী কুকুরটির আদরে করল মনোনিবেশ। আমিও অন্যদিকে চাইলাম। যেন আমাদের দুজনের মধ্যে একটা উহ্য বোঝাপড়া হ'য়ে গেল যে, এমনভাবে পরস্পরের দিকে তাকানোটা আর যা-ই হোক্ না কেন—ঠিক্ শীলতার পরাকাষ্ঠা নয়।"

ব'লে কি-ভেবে হঠাৎ একটু হেসে নিলয় যেন আপনাকে উদ্দেশ ক'রেই বলে : "কিন্তু বুদ্ধির বোঝাপড়ায় যদি মন সব সময়ে সায় দিত তাহ'লে জগতের কত ট্রাজিডিই যে—"

ব'লেই তার উদ্যত রসনাকে যেন সে নেয় সংবরণ ক'রে। ওল্‌গা, রেনে ও পিয়ের বিস্মিত ঔৎসুক্যের সঙ্গে তার দিকে তাকায়। নিলয় একটু অপ্রস্তুত মতন হ'য়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিচু সুরে সুরু করে:

"বেশ মনে আছে ইচ্ছা ও চেষ্টা সত্ত্বেও কি-একটা অজ্ঞাত চুম্বকের আকর্ষণে যেন আমার দৃষ্টি ট্রামের সে-নিতান্ত গন্ধময় পারিপার্শ্বিকের মধ্যেও ক্রমাগতই খুঁজছিল—তার চাউনিকেই; ফলে আমাদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও থেকে-থেকে আমাদের দৃষ্টি-বিনিময় হচ্ছিল, ও সঙ্গে-সঙ্গে একটা অজ্ঞাত শিহরণ যেন আমাদের চার চোখের আনাচে কানাচে উঠছিল কেঁপে। সেও বোধহয় এটা অনুভব ক'রে থাকবে; নইলে দৃষ্টি-বিনিময়ের পরক্ষণেই তার কোলের কুকুরটির প্রতি তার মনোযোগ ঠিক অতখানি নিবিড় হ'য়ে উঠত না—প্রতিবারই, উঠত কি ওল্‌গা?

ওল্‌গা হঠাৎ শুধোয়: "মেয়েটি দেখতে কেমন?"

—"ঠিক্ সুন্দরী বলা চলে না—যদিও সুশ্রী নিশ্চয়ই। গৌরী, ছিপছিপে—মুখখানি পাণ্ডুর, দেখলেই মনে হয় যেন সম্প্রতি একটা কোনো শক্ত অসুখ থেকে উঠেছে। মাথার চুল ব্লন্দ্‌দের মতনই রাঙা—তার মধ্যেও বিশেষত্ব ছিল না।"

পিয়ের ঠাট্টার সুরে বলে: "কিন্তু তার মুখচোখের ভাবে কোথাও কোনো বিশেষত্ব না থাকলে তোমার মতন দার্শনিক ছেলে-যে হঠাৎ এতটা আকৃষ্ট বোধ করল—"

নিলয় বলে: "বিশেষত্ব ছিল শুধু তার চোখ দুটিতে। কিন্তু সে-সম্বন্ধেও আমার রায় সম্ভবতঃ পক্ষপাত-দুষ্ট হবে ব'লে তার নয়নস্তুতি করতে আমি চাই না, যেহেতু আমি নিজেই ঠাট্টা ক'রে থাকি উচ্চাঙ্গ হেসে যে, প্রেমাস্পদের সম্বন্ধে প্রণয়ীর উচ্ছ্বাসটা মানুষ একটু সংযম করলে বোধহয় আমাদের কথাবার্ত্তার লাভ বৈ লোকসান হ'ত না—সরসতার দিক থেকে।"

ওল্‌গা রাগ ক'রে: চির-সাব্‌ধানী!—জন্ম-বিজ্ঞ? Guai à lui *

* দুর্ভাগা সে-বেচারা!

অন্ততঃ আমি তো নিরপেক্ষ জুরি-বিনিন্দিত রায়ের সরসতার জন্যে খুব ব্যগ্র নই—তোমার মনের রঙীন রংটির পরিচয়ই আমার কাছে বেশি কাম্য। আমি বিচারক নই—বন্ধু। তাই আমাকে অসঙ্কোচে বলতে পারো তার চোখের সম্বন্ধে তোমার কী মনে হয়েছিল।"

নিলয় কোমল সুরে বলে: "বলা মুস্কিল, তবে তার চোখের মধ্যে এমন-একটা অনির্দ্দেশ্য জ্যোতি আমাকে প্রথম থেকেই তুলেছিল আবিষ্ট ক'রে। অবশ্য তরুণীমাত্রেরই সুন্দর চোখ তরুণমাত্রের কাছে নির্ব্বিশেষে রঙীন ঠেকে এ-তত্ত্বটি আমার অজানা নেই,—বিশেষতঃ তারুণ্যের একটা বিশেষ সঙ্কট-অবস্থায়। কিন্তু তবু আমার মনে হয় যে, প্রেমের সঙ্গে মোহের মাদকতার যদি কোথাও সত্য পার্থক্য থাকে তবে সেটা ধরা পড়ে—কেবল এই দৃষ্টির পার্থক্যের মধ্যে। অন্ততঃ আমার কাছে তো চোখের ভাষাই আজ অবধি সবচেয়ে রহস্যপূর্ণ, গভীর ও লীলা-চঞ্চল মনে হ'য়ে এসেছে।

"এক একবার মনে হয় যে, হয়তো তার চোখদুটির মধ্যে যে-বিশেষত্বটি আমাকে সবচেয়ে স্পর্শ করেছিল সেটি হচ্ছে তার ঘন-কালো একটি —কী বল্ব?—ছায়া-চুম্বনের গাঢ়তা। য়ুরোপে গৌরী মেয়েদের মধ্যে এ-রকম ঘনকৃষ্ণ চাউনি আমি আর কখনো দেখেছি ব'লে মনে হয় না। তার চোখের পল্লব—" ব'লে হঠাৎ থেমে গিয়ে নিলয় বলে: "কিন্তু তার রূপের বর্ণনা নিয়ে আর বেশি মাথা ঘামাব না। একদিক দিয়ে নারীর রূপ-বর্ণনাটাকেই তো একান্ত বাহুল্য ব'লে মনে করা চলে বোধ হয়—অন্ততঃ প্রণয়ীর মুখে প্রণয়িনীর রূপের ছবি আঁকার সেই মামুলি ট্রাজিক চেষ্টাটা তো বটেই।"

ওল্‌গা বলে: "কেন?"

নিলয় বলে: "কারণ হাজারই চেষ্টা করি না কেন, তার রূপের

বা চাহনির মধ্যে যে-ভাষাটি আমার কাছে উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছিল, তোমাদের কাছে শুধু আমার মুখের বর্ণনায় ঠিক্ সে-ব্যঞ্জনাটি ফুটে উঠতে পারে না কখনই। তাই তার কালো ডাগর দৃষ্টির জন্যেই আমার মনটা দুলে উঠেছিল, না তার আমার দিকে চাওয়ার ভঙ্গির মধ্যে একটা অনাস্বাদিত মাদকতা ছিল ব'লেই আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম, সে নিয়ে চুলচেরা গবেষণা এখন থাকুক।—আসলে আমি নিজেই জানি না তার দৃষ্টিপাতের মধ্যে কিসের ছড়াছড়ি আমি দেখেছিলাম। কিন্তু ব্যাপারটা আগে বলি।"

ওল্‌গা বলে: "না নিলয়, অমন ব্যস্ত হোয়ো না। গল্পের চেয়ে তোমার মনটির ছবিই আমার কাছে বেশি কাম্য। তাই তোমার গবেষণা সংক্ষেপ কোরো না—দোহাই। বলো তার চোখের মধ্যে কি দেখেছিলে তুমি লক্ষ্মীটি! হাল-আমলের আর্টিষ্টিক গল্পোৎসাহের ফেরে তুমিও পোড়ো না কারো মিয়ো।"

নিলয় হাসে: "ওল্‌গা, প্রেমাস্পদের দৃষ্টির মধ্যে কী-যে আমরা দেখি বলা কি সোজা? তার ঠিকানা কে জানে বলো? তাই তার চোখের ভাষার সম্বন্ধে আর কি-ই বা যে বলতে পারি জানি না। অথচ তবু একটা কিছু অনন্যসাধারণ চুম্বক-যে তার কালো আঁখিমণির মধ্যে ছিল এটা বোধহয় বললেও বলা যেতে পাবে।

"কেননা বেশ মনে আছে অভদ্রতা হবে জানা সত্ত্বেও আমি থেকে-থেকে তার দিকে না তাকিয়েই পারছিলাম না,—যদিও এজন্যে প্রতিবারই আমি নিজের ওপর একটু-একটু ক'রে বিরক্ত হ'য়ে উঠছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে এ-রকম অভদ্রভাবে আমি-যে এ-যাবৎ কখনো কোনো মেয়ের প্রতি তাকাইনি সে-কথাটা মনে ক'রে একটা বিস্ময়ও বোধ করছিলাম। কিন্তু মুস্কিল হ'ল এই, যে, আমি জোর ক'রে অন্য দিকে তাকালেই আবার

তার চোখের দৃষ্টি যেন আমার কপালে গালে কানে মাথায়—সর্ব্বত্রই অনুভব করছিলাম : স্পষ্ট মনে হচ্ছিল : যেন তার চাউনির মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ পরশ আছে যেটা সূক্ষ্ম নয়—স্থূল। বাতাসের হিল্লোলে তৃণলতায় জাগে যে-রোমাঞ্চ, যে-প্রত্যক্ষ দোলার সাড়া,—তার চোখের তারাদুটির হাতছানিতেও আমার বুকে জাগছিল সেই রকম শিহরণ—সেই রকম সাড়া। এ-কথা একটুও বাড়িয়ে বলা নয়—অতি বাস্তব কংক্রীট অনুভূতি—এ।"

নিলয় ব'লে চলে : "এ-রকম আশ্চর্য্য অনুভূতি আমার আগে আর কখনো হয় নি। সাত-পাঁচ ভেবে শেষটায় বিব্রত হ'য়ে মাঝ-পথেই নেমে পড়তে উদ্যত হলাম—যদিও আর মিনিট সাত-আট ট্রামে চ'ড়ে থাকলেই সটাং হোটেলে পৌঁছে যেতাম। কিন্তু এ-পাঁচ-সাত-মিনিটের লোভ প্রবল হওয়া সত্ত্বেও জোর ক'রেই মাঝ-পথে নেমে পড়লাম। ট্রাম থেকে নেমে পড়বার সময় একটু আরামের ভাব অনুভব করলাম। অথচ তার সঙ্গে একটা আক্ষেপও ছিল।—কিন্তু গল্পটাই বলি আগে।"

নিলয় স্থুরু করে ফের : "ভবিতব্যকে আমি প্রথম বিশ্বাস করি সেইদিন। কারণটা শোনো।

"আমি ট্রাম থেকে নামতে-না-নামতে একটি ভদ্রলোক অন্যমনস্কভাবে হঠাৎ চম্‌কে উঠে তাড়াতাড়ি চলন্ত ট্রাম থেকে পড়লেন লাফিয়ে ও তাঁর ছাতার বাঁটে লেগে সেই মেয়েটির কোলের কুকুরটি পথে পড়ল গড়িয়ে। মেয়েটি সত্রাসে চেঁচিয়ে উঠেই লাফিয়ে নেমে পড়ল।

"ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তেই পাশ দিয়ে একটি মোটর গাড়ি বিদ্যুদ্বেগে চ'লে গেল। আমি তক্ষুণি কুকুরটিকে তুলে ধরলাম। আর-একটু হ'লেই কুকুরটি চাপা পড়ত।

"জাপানী পুড্‌ল্‌গুলোর ভারি বদ্‌স্বভাব। সে আমার ডান হাতের তর্জ্জনীটিতে দিব্যি একটি কামড় বসিয়ে দিল।"

ওল্‌গা একটা অস্ফুট চিৎকার ক'রে ওঠে। নিলয় একটু হেসে বলে: "এই দেখ ওল্‌গা, গল্পে গাল্পিকতাকে খাটো করছিলে, কিন্তু গল্পের শিল্প এম্‌নিই যে, অতীত তোমার কাছে হ'যে উঠল বর্ত্তমান—তুমি চম্‌কে উঠলে যেন কুকুরটা এইমাত্র কামড়ালো—না?—যাক্‌ শোনো—" ব'লে আবার প্রশান্ত সুরে সুরু করে: "মেয়েটি আমাকে উচ্ছ্বসিত ভাষায় কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়েই আধপথে গেল থেমে। আমার হাতে রক্ত ঝরতে দেখে চিৎকার ক'রে উঠল: 'Potztausend!'* ব'লেই কুকুরটির মাথায় ঠাস-ঠাস ক'রে দুটি চড় মেরে আমার হাতটা ধরল তুলে।

"আমি 'ও কিছু না' ব'লে রুমাল দিয়ে ক্ষতস্থানটি বাঁধতে যাবামাত্র ও ব'লে উঠল: 'তা হবে না—কাছেই একটা ডাক্তারখানা আছে।' …ব'লে আমাকে জোর ক'রেই টেনে নিয়ে গেল।…

"আলাপ হ'ল। বিদায় নেবার সময়ে ও আমাকে তার কার্ড দিয়ে বলল তার পরদিন তাদের বাড়ীতে সন্ধ্যায় ডিনার করতেই হবে। বলল যে, তার স্বামী জাতে ওলন্দাজ নয়—জার্ম্মান, একটি জার্ম্মান ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, ভারতের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান, আমার সঙ্গে আলাপ ক'রে খুবই খুসি হবেন—ইত্যাদি।

"স্বামী কথাটা শুনেই কিন্তু—কেন জানি না—মনটা প্রথমটা ভারি দ'মে গেল। অথচ আমি নিজেই জানি না কী এমন জিনিষ আমি তার কাছে পাবার ভরসা করেছিলাম যেটা 'স্বামী' কথায় উবে যেতে পারে!…

"মনে আছে তখন এ-রকম অশান্তিকর অনুভূতির জন্যে মনের কোণে

* ও মা—গো!

ভারি একটা সঙ্কোচ বোধ করেছিলাম। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সে-অনুভূতিটি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় নি। কারণ হোটেলে ফিরে এসেই মনটা আবার খুসি হ'য়ে উঠল, ও খানিক-আগের কুণ্ঠার স্থলে একটা মলয়-হিল্লোল যেন আমার মনের গায়ে তার স্নিগ্ধ অবলেপ দিল বিছিয়ে। বেশ মনে আছে: আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথের কোন্ এক বিদেশিনীকে সিন্ধুপারে চেনার রোমান্টিক গানটি মনের মধ্যে গুনগুনিয়ে উঠতে লাগল —গানের সঙ্গে আমার বিন্দুবিসর্গ বর্ণপরিচয় না-থাকা সত্ত্বেও।

"মনে হ'ল কত কথাই যে!...এ-চেনার পরিণতি কোথায়?...হঠাৎ ট্রামে দেখা না হ'লে যার অস্তিত্বের বাষ্পও কখনো আমার কাছে পৌছত না—সে কী জাদুতে আমার মতন একজন সম্পূর্ণ বিদেশীর মনে এই গূঢ় পরিচয়ের বার্ত্তা এনে দিল বহন ক'রে!...ও এখন কী ভাবছে? কাল কী বলবে?—এম্নি কত...

"আমাদের এ বিচিত্র মনটির নাগাল পাওয়া ভার।...দেখতে দেখতে কত রকম বিচিত্র চিন্তা, সম্ভাবনা ও জল্পনা-কল্পনাই যে আমার মনের মধ্যে একটা স্পষ্ট সৌরভকে ঘন ক'রে তুলল ও কত রকম চিন্তাই যে আমার মাথার মধ্যে হুড়োহুড়ি ক'রে ঢুকতে লাগল সে আর কী বলব ওল্‌গা?

"অথচ আশ্চর্য্য এই যে, পরদিন যখন সন্ধ্যাবেলা গন্ধময় আহারের টেবিলে মিনা ও তার স্বামী হারমানের সঙ্গে দেখা হ'ল তখন হঠাৎ আবিষ্কার করা গেল যে, আগের দিনের সন্ধ্যার অজস্র জল্পনা-কল্পনার সৌরভটুকু একেবারেই লীন হ'য়ে গেছে!...তিন-চার ঘণ্টা ধ'রে ওদের সঙ্গে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা বাজে গল্প ক'রে ফিরে এসে মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা আবছা আক্ষেপ উঠল জ'মে।...মনে হ'ল ট্রামের দৃশ্যের ওপর যবনিকা পড়লেই বুঝি সবদিক দিয়ে ভালো হ'ত;—বুঝি

সিন্ধুপারের বিদেশিনীর গান তাহ'লে 'আকাশে কান পেতে' আরও ভালো ক'রে শোনা যেত।···

"অথচ তার আগের রাত্রের নিবিড় সৌরভটুকুর মাদকতা-যে পরদিন মুহূর্ত্তে এমন ফিকে হ'য়ে যেতে পারে এ-কথা ভাবতে আমার আজও আশ্চর্য্য লাগে!"

ওল্‌গা বলে : "কেন?"

—"আগের দিন যেমন অকারণে মনটা নেশায় রঙিয়ে উঠেছিল পরের দিন কি ঠিক্ তেম্‌নি অকারণেই সেটা ফ্যাকাশে হ'য়ে যায় নি? অর্থাৎ আমার মনের এ-দুটো বিরুদ্ধ ভাবের কোনোটার 'পরেই তো আমার এতটুকুও হাত ছিল না! অথচ···তবু আমরা বড়াই করি যে, মনটা আমাদের নিজস্ব! তবু আমরা প্রায়ই আমাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে জোর ক'রে কত কথাই না বলি! না? অথচ কিসের আলো-যে কখন আমাদের মনটাকে কী অচিন রঙে দেয় রঙিয়ে! একটা সামান্য দম্‌কা হাওয়া-যে আমাদের মনকে কখন কোন্ উধাও পথের পথিক ক'রে তোলে! কোত্থেকে-উড়ে-আসা বীজে কখন-যে মনের মাটিতে কী বিরাট শিকড় ওঠে গজিয়ে—তার কোনো দিশাই তো পাই না কখনো!···তবু গর্ব্বের আমাদের অবধি নেই!—কিন্তু থাক্ এ-ছায়া পূরবী—"

ব'লে নিলয় আবার সহজ সুর ধরে :

"আজ আমি যেটা বিশেষ ক'রে বলতে চাই ওল্‌গা, সেটা এই যে, বেশ মনে পড়ে : দ্বিতীয় দিন আমার মনের মধ্যে যেন কোথায় কি-একটা-চেয়ে-না-পাওয়ার-খেদ উঠেছিল পুঞ্জীভূত হ'য়ে। অথচ সত্যিই-যে তার কাছে ধরা-ছোঁওয়া যায় এমন কিছু চেয়েছিলাম এমন কথাও তো কই বলতে পারি না!"

ওল্‌গা হঠাৎ শুধোয় : "পারো না কেন?"

নিলয় চিন্তিত সুরে বলে : "কেন—বলা কঠিন। তবে বোধহয় পরনারীর কাছ থেকে সত্যিই তেমন-কিছু দান আশা করতে আমি তখনো অক্ষম ছিলাম—আমাদের দেশের আবাল্য শিক্ষার ফলে।"

পিয়ের বলে : "মাফ কোরো নিলয় ; রক্তমাংসে-গড়া মানুষ কার্য্য-ক্ষেত্রে এ-রকম দান পেয়েও প্রত্যাখ্যান করতে পারে মানি, কিন্তু তাই ব'লে কল্পনায়ও-যে সে এ-দানের জন্যে হাত না পেতে থাকতে পারে এ-কথা বিশ্বাস করা শক্ত। অন্তত আমার কথা যদি জিজ্ঞাসা করো তাহ'লে আমি বলবই যে, কোনো দেশের সংস্কারেই যে, এ অসাধ্য-সাধন সম্ভব ব'লে আমার মনে হয় না—তা সে বাল্যের শিক্ষাই হোক্ বা যৌবনের দীক্ষাই হোক্।"

নিলয় বলে : "পিয়ের—তুমি আমাকে একটু ভুল বুঝেছ। ও-কথা ব'লে আমি আমাদের দেশের শিক্ষাদীক্ষাকে বাড়াতে চাই নি ; আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম যে, আমাদের দেশের শিক্ষার ফলে এই আশাকে আমি ঠিক্ আমল দিতে পারি নি। এ-কথা আমি বলতে চাই নি যে, কোনো-আশাকে প্রশ্রয় না-দেওয়া ও মনের-কোণে তার মূলোচ্ছেদ করা এ দুই একই বস্তু। তাই মনে কোরো না যে, কল্পনায়ও এ-সব আশাকে আমি মনে স্থান দেই নি এইটেই আমি জাহির করতে চাচ্ছি ছদ্ম গর্ব্বে।" ব'লে একটু থেমে : "বাস্তবিক, আমাদের নিভৃত মনের দুর্জ্জয় বাসনা-গুলির কাছে পরনারী ও আপনার-নারী—এ দুই-ই-যে সমান অবাস্তর, এ-কথা বুকে হাত দিয়ে অস্বীকার করতে পারে সংসারে ক'জন ধন্য মহাত্মা ?"

রেনে বলে : "তোমার মনের ছবিটা বেশ ফুটিয়ে তুলেছ নিলয়, আমার ধন্যবাদ নাও।"

পিয়ের ও ওল্‌গা প্রায় একত্রে ব'লে : "আমাদেরও।"

নিলয় বলে : "না রেনে। মোটেই ফুটিয়ে তুলতে পারি নি। আমার নিজের কাছেই যেটা এত রহস্যে-ঘেরা সেটা তোমাদের কাছে কাকস্বচ্ছ ক'রে তুলব কেমন ক'রে বলো? অথচ—তবু—তোমাদের কাছে আজ সত্যিই আমি সেই-ছবিটি ফুটিয়ে তুলতে চাই যার অস্ফুট ছায়া মিনা আমার মনের-পটে প্রথম দিনই ফেলেছিল। নইলে—হয়ত এতশত মনস্তত্ত্বের বাগাড়ম্বর করতাম না।"

রেনে বাধা দিয়ে বলে : "মনস্তাত্ত্বিক বাঙ্ময়তার জন্যে কুণ্ঠিত হোয়ো না বন্ধুবর! মনস্তত্ত্ব নিয়ে চুলচেরা গবেষণার উৎসাহের জন্যে আমাদের তিনজনকেই অনেকের কাছে অনেক নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছে। তাই তুমি একটা বড় রকম ভণিতা ফাঁদলে দলে-পুরু হলাম ভেবে সুখীই হব, কিন্তু মুখ বন্ধ করলে ভাবব : বেদরদী ভেবেই আমাদের পাশ কাটিয়ে গেলে।"

নিলয় হাসে : "ধন্যবাদ রেনে! আশ্বস্ত হলাম।"

রেনেও হাসে : "কেন? তোমার নিজের কথা বেশি বললে মক্কেল হাতছাড়া হ'য়ে যাবে না ভর্সা পেয়ে?"

নিলয় বলে : "ঠিক্ তা নয়। তবে কি জানো? মক্কেল হাজারই বন্ধু হোক্ না কেন, আমাকে 'আমি' যে-রকম ভালোবাসি 'তুমি' কখনই সে-রকম ভালোবাসতে পারো না। কাজেই তোমার কাছে আমার এমন অনেক জিনিষ অর্থহীন মনে হ'তে পারে—যা আমার নিজের কাছে অত্যন্ত অর্থপূর্ণ। বন্ধুকে নিজের কথা বলার সময় এই কথাটা অনেক সময়ে মনে রাখার দরকার হয়—নইলে বন্ধুত্বের ওপর অত্যাচার করা হ'য়ে পড়তেও পারে।"

রেনে হেসে বলে : "Keine Spur!* তোমার কথা আমাদের

* একটুও না।

কাছে—অন্তত এখনো পর্য্যন্ত—বিলক্ষণ অর্থপূর্ণ মনে হচ্ছে—ভেবো না।"

নিলয় মৃদু হাসে : "সে তোমাদেরই দাক্ষিণ্যে রেনে। যাক্ তবে শোনো—আমার আর অপরাধ নেই।"

ব'লে মুখ নিচু ক'রে একটু ইতস্ততের স্বরে : "দেশে আমি দৈহিক নিষ্কলঙ্কতার দিক্ দিয়ে মোটের-ওপর খুব মন্দ ছেলে ছিলাম না—যেমন বাধ্য হ'য়ে থাকে অনেক ছেলেই যারা খুব বেপরোয়া নয়। কিন্তু মিনার সঙ্গে আলাপ হবার পরে ঠেকে শেখা গেল যে, দেহের দিক্ দিয়ে এই তথাকথিত পবিত্রতার ফলে আমার মনের সত্যিকার বিশেষ কিছু লাভ হয় নি। কারণ দৈহিক আচরণে আমার বড় বিশেষ স্খলন না হ'লেও চিন্তার দিক্ দিয়ে আমার গলদ ছিল—ঢের। কিন্তু চিন্তায়ও চিত্তশুদ্ধির সম্বন্ধে দেশের শাস্ত্র প্রভৃতিতে বরাবর লম্বা লম্বা কথা শুনে এলেও মনটা বিদ্রোহ করতে ছাড়ত না, ব'লে বসত : দৈহিক আচরণ নিষ্কলঙ্ক থাকলেই যথেষ্ট। কিন্তু যখন য়ুরোপের আধুনিক মনস্তত্ত্ববাদীদের গবেষণা প্রভৃতি পড়া গেল তখন বোঝা গেল যে, আমাদের দেশের চিন্তায়-শুচিবাইয়েরও একটা মানে আছে ;—কেননা য়ুরোপে এসে মনে হ'ল যে বিংশ শতাব্দীর যৌনতত্ত্ববাদীদের এই আবিষ্কারটির মধ্যে একটা মস্ত সত্য আছে যে, প্রতি যৌন চিন্তাই আমাদের অবচেতনের মধ্যে চিরকালের জন্যে একটা ছাপ ফেলে যায়, যেহেতু মানুষ কোনো-কিছুই কখনো ভোলে না—ভুলতে পারে না। কাজেই য়ুরোপে এসে বেশ বুঝতে পারলাম যে চিন্তায়ও চিত্তশুদ্ধি-লাভ না-হওয়ার দরুণ তথাকথিত দৈহিক শুদ্ধির ফলে আমি সত্যকার কিছুই লাভ করি নি।"

ওল্‌গা বলে : "এ-কথাটা হয়ত আসলে ভিত্তিহীন নয় নিলয়, কিন্তু আমার মনে হয় যে, আধুনিক যৌন মনস্তত্ত্ববাদীরা একটু বেশি

বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলেছেন যখন তাঁরা সমস্ত জীবনকে নিছক এই যৌন বাসনার মনস্তত্ত্ব দিয়ে বুঝতে চেষ্টা পেয়েছেন।"

নিলয় বলে: "বাড়াবাড়ি জিনিষটাকে প্রতি আবিষ্কর্ত্তার প্রায় একটা ধর্ম্ম বললেও বোধহয় অত্যুক্তি হয় না ওল্‌গা, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি বলব যে, এ-বাড়াবাড়িটারও দরকার ছিল।"

ওল্‌গা একটু বিস্মিত স্বরেই জিজ্ঞাসা করে: "বাড়াবাড়িরও দরকার ছিল? কী হিসেবে?"

—"তাঁরা এই বাড়াবাড়ি করেন ব'লেই-না শেষটায় চোরাগলিতে গিয়ে পৌঁছন—যখন তাঁদের ঠেকে-শেখার ফলে অন্য সব মানুষ দেখে শেখে—আমার তো মনে হয় যে, জগতে মানুষের বারবার এম্‌নি এগিয়ে চ'লে ও পেছিয়ে আসার মধ্যে দিয়েই প্রগতির আইডিয়াটির জন্ম ও বিকাশ হ'য়ে এসেছে। তাই তো চিন্তায়, জীবনে, স্বপ্নে—পদে পদে বে-পরোয়া গতির, উধাও অভিসারের দাম এত বেশি!"

পিঁয়ের বলে: "ব্রাভো 'মনামি'। তোমাকে যতটা ভালোমানুষ দেখায় তুমি ঠিক ততটা ভালোমানুষ নও হে! কেবল এতদিন এ-সব বিষয়ে কখনো কোনো উচ্চবাচ্য করতে তোমাকে শুনি নি কেন বলো তো? আমরা ভাবতাম দর্শনতত্ত্ব ছাড়া অন্য সব প্রসঙ্গকেই বুঝি তুমি বিষবৎ বর্জ্জন ক'রে চলতে চাও।"

নিলয় ধীর স্বরে মুখ নিচু ক'রে বলে: "মোটেই না। তবে কি জানো? এতদিন এ-বিষয়ে আমার খুব আন্তরিকভাবে কথা বলা সম্ভব ছিল না ব'লেই আমি এ বিষয়ে তোমাদের সঙ্গে কখনো আলোচনা করি নি।"

ওল্‌গা কি বলতে যেতেই রেনে সঙ্কেত ক'রে তাকে নিষেধ করে।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে বাইরের ম্লানায়মান নদীবক্ষের দিকে চেয়ে থেকে নিলয় বলে : "মিনা যতদিন বেঁচেছিল ততদিন আমার পক্ষে নিজের মনকে তার আকর্ষণ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখা সম্ভব ছিল না।"

ওল্‌গা মৃদুস্বরে বলে : "ও!"

ঘরের মধ্যে খানিকক্ষণ আবার একটা নিস্তব্ধতা যায় বিছিয়ে।...

রেনে অত্যন্ত কোমল সুরে বলে : "কিসে সে মারা গেল, নিলয়?"

—"সন্ন্যাস-রোগে। হারমান আমাকে পরে বলেছিল যে, আমার সঙ্গে দেখা হবার কিছুদিন পর থেকেই তার অনিদ্রা হয়েছিল সুরু।" ব'লে আবার একটু থেমে : "তারপর...অনবরত এই দোটানার দ্বন্দ্ব।... ফলে মাথায় একটা রক্তকোষ ছিঁড়ে যায়।"

পিয়ের হঠাৎ বলে : "হারমান জানত?"

—"অনুমান কি আর ক'রে নেয় নি?"

ওল্‌গা বলে : "তার সঙ্গে তোমার বোঝাপড়া কি-রকম ছিল?"

—"তোমরা বললে হয়ত ভাববে আমি বাড়িয়ে বলছি, কিন্তু আমার প্রায়ই মনে প্রশ্ন উঠত : মিনা আমাকে বেশি ভালোবাসে, না হারমান?"

রেনে বলে : "গল্পটা ভারি জ'মে উঠেছে যে হে! সত্যিই হারমান তোমাকে এত ভালোবাসত—তোমার মনে হয়?"

নিলয় উত্তর দেবার আগে ওল্‌গা বলে : "কিন্তু কেমন ক'রে জানলে সে তোমাকে সত্যিই ভালোবাসত—উদারতা দেখাবার জন্যে স্নেহব্যবহার করত না?"

নিলয় ওল্‌গার দিকে তাকিয়ে ঈষৎ অনুযোগের সুরে বলে : "এমন কাঁচা-কথাটা তুমি ব'লে ফেললে কী ক'রে ওল্‌গা? ভালোবাসার মধ্যে যদি মেকি থাকে তবে তা ধরা পড়তে কি দেরি হয়?—আর তাছাড়া

হারমানকে একটুও না-জেনে তাকে এ-ভাবে সন্দেহ করাটা”—বলেই থেমে যায়।

ওল্‌গার মুখ ঈষৎ রাঙিয়ে ওঠে : “আমি কিছু ভেবে ও-কথা বলি নি নিলয়। আশা করি এজন্যে—”

নিলয় নরম স্বরে বলে : “জানি ওল্‌গা। তাছাড়া…হয়ত যদি ব’লেও থাকতে তাহ’লেও—সত্যি সত্যি তোমায় খুব দোষ দেওয়া চলত না।…কে জানে?—কারণ হারমানের ভালোবাসাটা আমার কাছে উপলব্ধিগত, কিন্তু তোমাদের কাছে শুধু কল্পনাগত বৈ তো নয়!”

ব’লে রেনের দিকে চেয়ে বলে : “সত্যি রেনে, তোমাদের এতদিন এ-সব কথা বলতে ভরসা পাই নি আরো এইজন্যে যে, আমার প্রতি পদে ভয় হ’ত তাদের দুজনের ভালোবাসাকে বিশ্লেষণ ক’রে তোমাদের সামনে ধরতে গিয়ে পাছে তাদের দানের অমর্য্যাদা ক’রে বসি।”

ওল্‌গা বলে : “এ কথাটা কিন্তু তোমার একটু বেশি সেন্টিমেণ্টাল গোছের হ’য়ে পড়ল নিলয়—কিছু মনে কোরো না। কারণ সে-ভালোবাসার মূল্য কতটুকু বলো তো—বিশ্লেষণের আলোতে যার হয় অমর্য্যাদা?”

উত্তরে নিলয় কি-একটা বলতে গিয়ে মাঝ পথে থেমে গিয়ে খানিক কি ভাবল। পরে সোজা ওল্‌গার মুখের দিকে চেয়ে : “ওল্‌গা, কথাটা তুমি বেশ বলেছ,—আর,—আর—হয়ত তুমিই ঠিক্।”

ব’লে আবার একটু থেমে চিন্তিত স্বরে : “আশ্চর্য্য…তবু আমি এই রকম মনোভাবকেই বরাবর সত্যিকার ‘আইডিয়ালিস্‌ম্’ মনে ক’রে এসেছি, কখনো এ-ভাবে ভেবে দেখি নি।”

পিয়ের বলে : “অথচ আসলে এ-রকম মনোভাবকে যাই বলা চলুক্ না কেন, আইডিয়ালিস্‌ম্ বলা চলেই না। কেননা কোনো বড়-কিছুকে

আলোসহ ব'লে বিশ্বাস না-করার মতন 'সিনিসিস্‌ম্‌' সংসারে আর কী আছে বলো ?"

রেনে বলে : "তাছাড়া এ বলা-ব্যাপারটাকে আর এক দিক্‌ দিয়েও দেখা যায় না কি ?"

পিয়ের, নিলয় ও ওল্‌গা রেনের মুখের দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকায়।

রেনে চিন্তাগাঢ় স্বরে বলে : "আমার বার বার মনে হয়েছে যে, জীবন হচ্ছে একটা আর্ট, একটা লীলা, একটা নৃত্য—প্রকাশেই যে হয় সমাহিত—হয় সার্থক। বাস্তবিক একটা মনের কথা ফুটিয়ে-তোলা, একটা আবেগ বা চিন্তাকে নানারঙের তুলিতে রাঙিয়ে তোলা, এক কথায় —আমাদের কল্পনা-জগতে যেখানে যা-কিছু অরূপ লুকিয়ে থাকে, তাকে যে-কোনো উপায়ে ফলিয়ে তোলাতেই মানুষের মনুষ্যত্বের একটা মস্ত সার্থকতা মেলে না কি ? তাই আমার মনে হয় যে, রূপকার ও শিল্পী একটা মস্ত সত্যকে উপলব্ধি করেছিল সেইদিন—যেদিন সে প্রথম আবিষ্কার করেছিল যে, কী বলি সেটাই সবচেয়ে বড় কথা নয়, কেমন ক'রে বলি সেইটেই হ'ল আসল।"

নিলয় চিন্তিত স্বরে বলে : "এটা একটা ভাববার কথা বটে।··· তবু···কি জানো ? আর্ট সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসের ঝোঁকে কি আমরা সময়ে-সময়ে একটু বাড়াবাড়ি ক'রে বসি না ? মনে মাঝে মাঝে সংশয় আসে যে, কথা-সাজিয়ে-বলাটা সত্যি সত্যি মুখ্য না গৌণ ? আসল জিনিষটা যদি অনুভূতি হয়, তাহ'লে কি বলা চলে না যে, তাকে খাটো ক'রে শুধু বলার-ধরণটাকে এতটা ফাঁপিয়ে তুল্‌লে মোটের-ওপর জীবনটা একটু অন্তঃসারশূন্য হ'য়ে পড়েই ?" রেনে কি-একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল কিন্তু নিলয় ব'লে চলে : "না, আমার কথাটা ঠিক বলা হয় নি। ঠিক 'অন্তঃসারশূন্য' কথাটা আমি ব্যবহার করতে চাই নি। ওটা একটু বেশি

বলা হ'য়ে গেছে। কিন্তু···কী-ই বা বলি ?···আমি শুধোতে চেয়েছিলাম যে, অনুভূতিকে খর্ব্ব ক'রে জীবনটাকে বেশি সৌখীন ও ভাবালু ক'রে তুললে তাতে ক'রে তার সারবত্তা ও গভীরতার হানি হয় না কি ? জানি না—কথাটা ঠিক বোঝাতে পারছি কি না—"

পিয়ের বলে : "বুঝেছি নিলয়, কোথায় তোমার বাধছে। কিন্তু আমার মনে হয় তোমার একটু ভুল হচ্ছে। বর্ণনভঙ্গির মহিমাকীর্ত্তন করতে গিয়ে রেনে কিছু অনুভূতিটাকে নাকচ করতে চায় নি। তবে মুস্কিল কি—জানো ? সংসারে প্রায় সব কিছুরই স্বরূপ নিয়েই বাধে যত গোল। অর্থাৎ তার কোন্‌টা-যে মুখ্য আর কোন্‌টা গৌণ সে-বিষয়ে জোর ক'রে কিছু বলা এতই কঠিন—নয় রেনে ?"

রেনে ব'লে : "পিয়ের ঠিকই ধরেছে, নিলয়। অনুভূতি ও প্রকাশ 'পার্সেপ্‌শন' আর 'এক্‌স্‌প্রেশন', এ-দুয়ের একটা থেকে আর একটাকে তফাৎ করা যায় না ;—যেমন তুষার ও তার শুভ্রতা আর কি। তাই একদিকে যেমন অনুভূতিকে বাদ দিয়ে প্রকাশকে কল্পনা করা যায় না, অন্যদিকে তেম্‌নি প্রকাশের মধ্যে দিয়ে রূপায়িত না হ'লে অনুভূতিও সার্থক হ'য়ে উঠতে পারে না। যদি পারত, তাহ'লে আশু-প্রয়োজনীয় এতশত স্থূল অভাবের মধ্যাকর্ষণকে কাটিয়েও কি আর্ট এত উঁচু হ'য়ে উঠতে পারত কখনো ? তাই তো আমি বলি যে, আর্ট একটা সৌখীন ভাব-বিলাসিতা মাত্র নয় নয় নয়।"

পিয়ের নিলয়ের দিকে চেয়ে বলে : "আর্টের বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগের রেনে বড় সুন্দর উত্তর দিয়েছে নিলয়। আমারও এ-কথা বার বার অনেকটা এই ভাবেই মনে হয়েছে। বাস্তবিক জীবনলীলায় আর্ট বড় কি এইজন্যেই নয় যে, সে একটা গভীর সুষমাবোধের অভিব্যক্তি, একটা অহেতুক বিকাশের আগ্রহ, একটা দুর্নিবার অনুভূতির পাপড়ি-

মেলা? কাজেই আর্টকে ঠিক্ প্রয়োজনীয়তা বা সৌখীনতার মাপকাটি দিয়ে মাপতে যাওয়া চলে না। আর্ট হচ্ছে একটা উদ্দাম লীলা-চঞ্চলতা—হওয়াতেই যার পরম সার্থকতা ও চরম সমর্থন। বসন্তে লাখো ফল ফুল লতা পাতার রোমাঞ্চের মতন আর্টও প্রকৃতিরই একটা মস্ত কীর্ত্তি বৈ কি—ওকে কৃত্রিম বলে কে?"

নিলয় অন্যমনস্ক হ'য়ে চিন্তাবিষ্ট সুরে বলে: "আর্টকে এ-ভাবে কখনো ভেবে দেখি নি। তবু···কেবল···আমার কেমন যেন মনে হয় যে, বলবার কিছু না-থাকলেও অনেক সময়ে শুধু কয়েকটা ফাঁপা সাজানো-কথা বা সৌখীন বর্ণবিন্যাসকে আমরা-যে বড় ক'রে দেখি সেটার জন্যে সৌখীন আর্টের আত্মম্ভরিতা কিছু কম দায়ী নয়।"

রেনে বলে: "এ-কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা না হ'লেও একটু অবান্তর নিলয়। আমাদের কথা হচ্ছিল—প্রেমের অভিজ্ঞতা, সৌন্দর্য্যের অনুভূতি, নিহিত আবেগ প্রভৃতিকে রূপ-দেওয়ার মধ্যে দিয়ে মানুষ জীবনকে উজ্জ্বল ক'রে উপলব্ধি করে কি না। নইলে অনুভব টাঁকশালে শুধু পিতলই মজুদ থাকলে-যে তাকে কেবলমাত্র পালিশের জোরে সোনা ক'রে তোলা যায় না এটা এতই সাদা কথা যে, বলবারও দরকার করে না।"

নিলয় চিন্তিত সুরে বলে: "তোমরা যা বলছ—সবই সত্যি—এক দিক্ দিয়ে। কিন্তু—অনুভূতিটাই সোনা এ-কথা যদি মানো, তবে পালিশ কম হ'লই বা। পিতল পালিশ করার সার্থকতা বুঝতে পারি—কিন্তু সোনা কি স্বয়ংসিদ্ধ নয়? তাকে এত জাহির করা কেন?"

রেনে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থাকে। পরে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে: "অর্থাৎ অনুভূতি সত্য হ'লে সে আত্মসমাহিত হ'য়েই বা কেন পূর্ণ তৃপ্তি পায় না?—প্রশ্নটা হয়ত অসঙ্গতও নয়। কিন্তু···কি জানো?" ব'লে একটু থেমে বলে: "আমার মনে হয় যে, প্রকাশ, মূর্ত্তি, রূপ—

এ-সব অপরিহার্য্য ব'লেই হয়েছে।—তাছাড়া—আমাদের নিবিড়তম অনুভূতিও আর্টের আয়নায় যে-প্রতিবিম্ব ফেলে, সে-প্রতিবিম্বের আলোতে অনুভূতিগুলি একটা নতুন দীপ্তিলাভ করে। জানি না কথাটা ঠিক্—পরিষ্কার হ'ল কি না—কিন্তু—" ব'লে একটু থেমে : "তুমি এটা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ যে, যে-দৃশ্য বাস্তবে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর তা-ও ভাল শিল্পীর তুলিতে একটা নিবিড় রসের স্বষ্টি ক'রে থাকে।"

নিলয় শুধু সম্মতিজ্ঞাপক মাথা নাড়ে।

রেনে প্রশ্ন করে : "কিন্তু জীবনে যা নীরস আর্টে কেন তা সরস হয় সেটা নিয়ে কখনো মাথা ঘামিয়েছ কি ?"

নিলয় অস্ফুট স্বরে বলে : "একটু আধটু···কিন্তু—"

—"শোনো তাহ'লে আমি বলি এ-বিষয়ে আমার থিওরিটা। সামান্য দৃশ্যও যে ছবিতে অসামান্য হ'য়ে ওঠে তার নিহিত তত্ত্বটি কী ? না, কেবল আর্টের মধ্যে দিয়েই আমরা এই গভীর উপলব্ধিটির পরশ পাই যে, জীবনে দেখতে জানলে কিছুই সামান্য নয়। তবে আমরা সাধারণত দৃশ্যমানের অন্তরালের তত্ত্বটুকু নিয়ে মাথা ঘামাই না—শিল্পী ঘামান,—তাঁর সঙ্গে আমাদের এইটুকু মাত্র তফাৎ। কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে তিনি কয়েকটি রেখার মধ্যে দিয়ে সামান্যকে মহনীয় ক'রে তোলেন সে-মুহূর্ত্তে তিনি আমাদের চোখ ফুটিয়ে দেন যে, তাঁর সঙ্গে আমাদের কোনো মূলগত তফাৎ-ই নেই। তখন আমরা বুঝতে পারি যে, দৃশ্যমানের নেপথ্যে যে-রেশটি বাজে শুধু কান পেতে শুনতে চেষ্টা করি না ব'লেই সে-রেশটি আমরা সচরাচর শুনতে পাই না—তাই তো সামান্যের মধ্যে অসামান্যকে পাই না দেখ্‌তে।"

নিজের মুখ-নিঃসৃত সদ্য-উদ্গীর্ণ গোলাকার ধূমরাশির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে রেনে যেন নিজের মনেই ব'লে চলে : "ডষ্টয়েভস্কির একটি

উপন্যাসে একটি পাগলি ভিখারিণী মেয়ের বর্ণনা পড়তে পড়তে এ-কথাটা বোধহয় আমি সব-প্রথম স্পষ্ট ক'রে উপলব্ধি করি। অল্প বয়সে এক পাষণ্ড মেয়েটির ওপর অত্যাচার করে। মৃতবৎসা মেয়েটি তারপর থেকে পাগল হ'য়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। তার বিকলাঙ্গ মৃত শিশু, দৈনন্দিন জীবনযাপন, মলিন বেশ, অর্দ্ধনগ্ন দেহ, অকারণ হাসি কান্না— এ-সব কিছুই বাস্তবে দেখতে সুন্দর নয়। অথচ ডস্টয়েভস্কির তুলিতে সে-সবই ফুটে উঠেছে এক অপরূপ দীপ্তি নিয়ে। ফলে আমি যেন আজও সে-মেয়েটির জীবনের ট্রাজিডিটি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। অথচ ডস্টয়েভস্কির লেখার সঙ্গে পরিচয় না হ'লে হয়ত কখনো ঠিক এ-ভাবে উপলব্ধি করতাম না যে, যা দৃশ্যত সামান্য তার মধ্যেই মেলে অসামান্যের দেখা—যদি অবশ্য দেখতে জানা যায়—বুঝতে শেখা যায়।"

রেনে আবার পাইপ টানতে টানতে ব'লে চলে: "কাজেই দেখ, জীবনের গভীরতম অনুভূতিগুলিও আর্টের মুকুরে কী ভাবে প্রতিফলিত হয়।—আমার মনে আছে Corot'র একটি নিতান্ত সাধারণ গ্রাম্য ছবি দেখে একবার আমি ভারি মুগ্ধ হই ও তার পর থেকে প্রতি সাধারণ গ্রাম্য দৃশ্যও আমার চোখে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে উঠত রাঙিয়ে। তখন আমি যেন আবার এই পুরোনো সত্যটি নতুন ক'রে উপলব্ধি করি যে, আর্ট যে শুধু প্রকৃতির অনুকরণ ও অনুসরণ করেই ক্ষান্ত, এ-কথা সত্য নয়: আর্টের রেখাপাতের মধ্যে দিয়ে প্রকৃতি দেবী যে আমাদের চোখে নিতুই নতুন রঙে ফুটে ওঠেন—এটা কথার-কথা নয় হে, অতি প্রত্যক্ষ দৈনন্দিন সত্য।"

পিয়ের হেসে বলে: "অতএব—ভো নিলয় সোম—রেনে বলতে চাইছেন: তুমি আর্টের প্রতি বীতরাগ হোয়ো না—মাথার দিব্যি রইল।"

রেনের কানে এ-কথা যায় নি; সে ব'লেই চলে: "তাই না বলছিলাম: আর্ট একটা মস্ত সত্য আবিষ্কার করেছিল সেইদিন যেদিন সে বলেছিল যে কী দেখি বা বলি সেইটেই সব চেয়ে বড় কথা নয় কেমন ক'রে দেখি, কেমন ক'রে বলি সেইটেই হ'ল আসল।" নিলয় কি বলতে গিয়েই যায় থেমে।

রেনেই ব'লে যায়: "বাস্তবটাই যদি তেমন বড় হ'ত তাহ'লে একটা অসামান্য মানুষও ফটোগ্রাফে সামান্য হ'য়ে উঠত না, আর সামান্য মানুষও রূপকারের তুলিতে অসামান্য হ'য়ে উঠত না। যা বাস্তবে নগণ্য তা-ও রূপায়নে নিত্যনিয়ত বড় হ'য়ে ওঠে শুধু এইজন্যেই। ভেবে দেখ দেখি, আর্ট কত বড় ঐন্দ্রজালিক!—একটা মানুষ যে-ই কোনো কিছু সুন্দর দেখল সে-ই বিশ্বজগতের ঔৎসুক্য উঠল জেগে—তাঁর ঠিক্ কী ভাবে সুন্দর লাগল জানতে, শুনতে, স্বাদ পেতে। মুহূর্তে বিশ্বের সঙ্গে আর্টের এই যে ব্যাপক যোগসূত্রটি স্থাপন করতে পারা এ কি ভাই সহজ কথা—এই স্বতবিচ্ছিন্ন ভেদপন্থী জগতে? ভেবে দেখ তো কী অঘটন এটা: যে, আর্ট পার্সনাল হ'য়েও হ'ল ইম্পার্সনাল—বিশ্বজনীন: একটা ফুলকে তুমি যে-ভাবে দেখেছ অবিকল সে-ভাবে তাকে কেউ কখনো দেখেনি—দেখবে না: অথচ তুমি যদি আর্টের রসে রসিয়ে সে-দেখাটাকে পরিবেষণ করতে পারো—বিশ্বময় প্রতি মানুষই সাগ্রহে পাত পাতবে, তুমি যা দেখেছ বুঝেছ চেখেছ ঠিক তা না দেখে না বুঝে না চেখেও। তারা বলবে তোমাকে: কবি এসো তোমার স্থান আমাদের সবার হৃদয়-আসনে। এ-দুঃখময় জগতে কি কম সান্ত্বনার কথা—কম বিস্ময়ের?"

পিয়ের এবার রেনের দিকে চেয়ে ঠাট্টার সুরে বলল: "তোমারই জিত রেনে, কিন্তু এবার নিলয়ের কাহিনীটি তাকে শেষ করতে দাও।

কারণ তোমার মন্তব্য ও গবেষণা প্রভৃতি যতই জ্ঞানগর্ভ হোক্ না কেন, তাতে ক'রে নিলয়ের কথাস্রোত যে ঠিক উপ্‌ছে-পড়ার সুযোগ পাচ্ছে না এটা নিশ্চিত।"

ওল্‌গা টপ ক'রে বলে: "কি করবে বলো যখন পুরুষেরা নিজেদের বক্তিমে শুনতে এত ভালোবাসে? অথচ তবু রটে বদনাম—একলা আমাদেরই।"

পিয়ের বলে: "যা রটে তার কতক বটে।"

ওল্‌গা বলে: "কক্ষনো না। কে রটায় সেটাও দেখতে হবে।"

পিয়ের বলে: "তার মানে?"

ওল্‌গা বলে: "তাহ'লে একটা গল্প বলি শোনো।—এবার কিন্তু আমার দোষ নেই নিলয়!—এক কৃপণের কাছে একটি ভিক্ষুক গান গাওয়ার পরে ভিক্ষে চাইতে কৃপণ বললেন: 'দেখ বাপু, আমার নিয়ম হচ্ছে যে, গান-শোনার সময় আমি আমার দাড়িতে হাত বুলিয়ে থাকি ও গানের শেষে হাতে য'গাছা দাড়ি উঠে আসে ততগুলি সিরা ভিক্ষে দেই।' ভিক্ষুক বলল: 'প্রভু, নিয়মটি অনবদ্য, কেবল ঐ দাড়িতে আপনি নিজে কষ্ট ক'রে হাত না-বুলিয়ে একবার আমার ওপর ভার দিলে হয় না?'"

সকলে হো হো ক'রে হেসে ওঠে।

হাসি থাম্‌লে ওল্‌গা বলে: "তাই ভারটা কে নিচ্ছে সেটা জানা দরকার—সব আগে। যদি পুরুষ ও নারীর তুলনার ভার পুরুষ দার্শনিকের হাতে না প'ড়ে একবার মেয়ে দার্শনিকের হাতে পড়ত পিয়ের!"

রেনে ও পিয়ের হেসে উঠল। নিলয়ও তাতে যোগ দিল।

হাসি থামলে পিয়ের বলে: "হার মানতে হ'ল বৈকি ওল্‌গা।" ব'লে নিলয়ের দিকে ফিরে: "এবার তোমার কাহিনী সুরু হোক।"

ওল্‌গা বলে : "হাঁ, আমরা বড় বেশি প্রগল্‌ভতা করেছি নিলয়, ক্ষমা কোরো।"

নিলয় স্নিগ্ধ সুরে বলে : "না ওল্‌গা—বিশ্বাস কোরো, এ রকম সরস কথা আমার একটুও বেসুরো ঠেকে না—অতি-বড় ব্যথার সময়েও না। সেন্টিমেণ্টাল লোকেই শুধু ব'লে থাকে যে অশ্রুর স্বর্ণ-কাহিনী হাসির রসানে উজ্জ্বল হয় না। তাই তোমরা মাঝে মাঝে এ রকম টীকাটিপ্পনিতে আমার একঘেয়ে বেদনার ইতিহাসটাকে সরস ক'রে নিলে আমি খুসি বৈ অখুসি হব না।"

রেনে তার কাঁধে একটি হাত রেখে বলে : "ব্যথাকে বরাবরই তুমি যে এভাবে নিতে পারো নিলয়, তাতে সত্যিই আমি ভারি আর্দ্র হ'য়ে উঠি। কারণ আমারও মনে হয় যে, বেদনাকে নিতান্ত গম্ভীরভাবে না নিয়ে এ রকম সহজ ভাবে যে নেয় সেই হ'ল সত্যিকার মরদ।"

ওল্‌গা "সত্যি" ব'লে একটু থেমে বাইরের মেঘান্তরালে চাঁদের দিকে খানিকক্ষণ অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে থাকে। পরে মৃদুস্বরে বলে : "তাছাড়া—ব্যথার রস-সৌরভটি যে অনেক সময়েই হাসির জল-সিঞ্চনে বেশি নিবিড় হ'য়ে ওঠে এ-কথা যে হাস্‌তে জানে সে কি না মেনে পারে ?"

আবার খানিকক্ষণ সবাই নিশ্চুপ।...

নিলয় ওল্‌গার দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে বাইরের একটি তারার দিকে চেয়ে যেন আপন মনেই ব'লে চলে : "সে-সময়কার মনোভাবটা ছিল আমার ভারি আশ্চর্য্য !—অন্তত এখন সে-কথা ভাবতে ভারি আশ্চর্য্য লাগে। কারণ বেশ মনে আছে : বাইরের দিক্‌ দিয়ে মিনার কাছে যা পাচ্ছিলাম মনের মধ্যে সেগুলো এক অভাবনীয় রঙে রঙিয়ে উঠে নিরন্তর জোগাত

একটা নতুন ধরণের রসের খোরাক। তাই মিনার সঙ্গে বাইরের দিক দিয়ে আলাপের মধ্যে বৈচিত্র্য না থাকলেও সে-আলাপের ফলে মনের মধ্যে যে-আলো-ছায়াটি নিত্য-নিয়ত মূর্ত্তি ধ'রে ভেসে বেড়াত তার প্রকৃতিটি ছিল—এমনই বিচিত্র যে—" ব'লে কথাটা কিন্তু সে অসমাপ্তই রেখে দেয়, বলে :

"সে বিচিত্র মনের-অবস্থাটা বর্ণনা করা একটু কঠিন : যেন অনেকটা শরতের মেঘের সঙ্গে খোলা রোদ্দুরের লুকোচুরির মতন চঞ্চল : ধরা-ছোঁয়া যায় না, অথচ তার লীলার স্থায়িত্বও আছে, গতিরও অভাব নেই।

"এ রকম ক্ষণে-ক্ষণে-পরিবর্ত্তনশীল মনের লীলাখেলাটা কিন্তু চঞ্চল হ'লেও ভারি সুন্দর, তাই তার ছবিটা ফুটিয়ে তুলতে ইচ্ছে হয়। অথচ মুখের কথায় মনের সুকুমার, সূক্ষ্ম, পলায়মান ভাবগুলিকে ঠিক্‌মতন স্ফুট ক'রে তোলাও শক্ত। হৃদয়ের অনুভূতির গভীর তলদেশ থেকে সেঁচে তাদেরকে আলোয় টেনে-আনার মধ্যে একটা মস্ত বিপদও আছে। কেন না তাতে ক'রে প্রায়ই তারা তাদের দ্যুতির চমকটি বসে হারিয়ে। এমন অনেক মুক্তো আছে না যা শুক্তি থেকে বার করতে না করতে তাদের সাতরঙা জৌলুষটি যায় পাণ্ডুর হ'য়ে?

"তাই আমার পক্ষে আজ যে-কথাটি তোমাদের বোঝানো এত কঠিন মনে হচ্ছে সেটি এই যে, কয়েকদিনের সামান্য আলাপ-পরিচয়ের পরেই আমার ও মিনার মনে হ'তে লাগল—যেন আমরা দুজনে অজ্ঞাতে পরস্পরের বেশ একটু কাছে এসে পড়েছি। অথচ আমাদের মেলা-মেশার ধরণ ছিল নিতান্তই সাধারণ, পরিধি—নিতান্তই সঙ্কীর্ণ। মনে আছে এজন্যে মনের মধ্যে কোথায় একটা স্নিগ্ধতা যেত বিছিয়ে, অথচ সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য্য হ'য়ে ভাবতাম যে, হৃদয়-জগতের কী রহস্য এ—যাতে

ক'রে নীরবতার মধ্যে দিয়েও দুজন মানুষ এমন একটা অপরূপ সান্নিধ্য অনুভব করবার সুযোগ পায় ?"

ওল্‌গা বলে : "কিন্তু এতে এত আশ্চর্য্য হবার কী আছে নিলয় ? মানুষে-মানুষের মধ্যে যে-আড়ালটা দুস্তর হ'য়ে, ঘন হ'য়ে সচরাচর আমাদের বাজে—সেটা-যে মুখের কথায় ঘোচে না এটা না জানে কে ? হৃদয়ের লেন-দেনের ক্ষেত্রে একজন-যে অপরের কাছে স্বচ্ছ হ'য়ে ওঠে সেটা ঘটে কেমন ক'রে ?—মুখের কলরবের দমকা হাওয়ায়, না অকথিত দরদের মৌন পরশে ?"

নিলয় মৃদু স্বরে বলে : "তা বটে। কেবল আমাদের মতন লোকের কাছে-যে এটা তোমাদের চেয়ে আশ্চর্য্য ঠেকে, তার কারণ বোধহয় এই, যে, আমাদের কাছে এ-রকম ধরণের অভিজ্ঞতা একটু বেশি অভাবনীয়। আমরা একটা সম্পূর্ণ আলাদা আবহাওয়ার মধ্যে জন্মাই ব'লে প্রথমটায় অনেক সত্য জিনিষকেও ঠিক যেন বিশ্বাস করতেই পারি না। কাজেই ভাবনায় পড়তে হয়। নইলে সাম্‌নে জল থাকলে কোন্ তৃষার্ত্ত তৃষার স্বরূপটি নিয়ে অতশত মাথা ঘামাতে চায় বলো ?"

পিয়ের বলে : "তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছ—"

নিলয় বলে : "আমার তখনকার মনোভাবটা ঠিক কি রকম ছিল সেটা তোমরা হয়ত ঢের সহজে বুঝতে পারতে যদি আমার তখনকার মনের অবস্থাটি তোমাদের কল্পনায় ঠিকমতন ফুটে উঠত তার সমগ্রতাটুকু নিয়ে। কিন্তু অপরকে আমরা-যে অনেক সময়ে বুঝতে পারি না তার কারণ—আমরা অপরকে খণ্ড-খণ্ড ক'রে দেখি—সমগ্র ক'রে না।"

রেনে বলে : "কথাটা ঠিক পরিষ্কার হ'ল না কিন্তু—"

—"দেখ না কেন, মিনা-যে প্রথম থেকেই আমাকে ভালোবেসে থাকতে পারে এটা আমার কাছে অনেকদিন ধরা পড়ে নি। তোমাদের

কাছে এ ধরা-না-পড়াটা একটু আশ্চর্য্য ঠেকে—নিশ্চয়ই। কিন্তু কেন? না, অনুরূপ অবস্থায় তোমরা এ-সত্যটিকে ঢের তাড়াতাড়ি স্বীকার ক'রে নিতে পারতে। তাই তোমরা সহজেই এ-সাদা কথাটি যাও ভুলে, যে, 'আমরা' ঠিক 'তোমরা' নই ব'লেই মিনার উন্মুখিতাকে তোমাদের মতন অত সহজে মেনে নিতে পারি না।"

ওল্‌গা বলে: "কিন্তু না-পারার কারণ কী বলবে?"

নিলয় চিন্তিত সুরে বলে: "আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া কঠিন, কারণ দুটো সমপ্রকৃতির মানুষের পারিপার্শ্বিকের সূক্ষ্ম তফাৎ থাকলেও তাদের মানসিক গতিধারা-যে অনেক সময় বয় সম্পূর্ণ আলাদা খাতে এটা জানা কথা। তাই জিজ্ঞাসা করলে নির্দ্দেশ করা কঠিন—ঠিক কেন প্রেমকে আমরা অবিকল তোমাদের চোখে দেখতে পারি না।"

ব'লে সুর আরও মৃদু ক'রে নিয়ে ব'লতে লাগল: "কারণ এটা বোধহয় বলা চলে যে, জীবনকে দেখার ধরণ সম্বন্ধে তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির কোথায় একটা বড় রকমের পার্থক্য আছে;—অপরিচিত স্ত্রীপুরুষের মধ্যে দুদিনে বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে এ-পার্থক্যটা বোধহয় সবচেয়ে সহজে চোখে পড়ে। তাই বোধহয় মিনার উন্মুখিতাকে প্রেম ব'লে মেনে নিতে আমাকে কেন এত বেগ পেতে হয়েছিল এটা বুঝতে তোমাদেরও এত বেগ পেতে হচ্ছে।"

রেনে বলে: "মানে, প্রেম সম্বন্ধেও আমাদের ধারণার সঙ্গে তোমাদের ধারণার একটা মূলগত ভেদ আছে?"

নিলয় চিন্তিত সুরে বলে: "প্রেম সম্বন্ধে বললে ঠিক বলা হবে না। প্রভেদটা হচ্ছে তোমাদের ও আমাদের নারী ও নারীর সতীত্ব সম্বন্ধে ধারণা নিয়ে।"

রেনে বলে: "কথাটা কিন্তু এখনো পরিষ্কার হ'ল না—"

নিলয় বলে : "কি জানো ? আমার মনে হয় যে, অনুরূপ ক্ষেত্রে তোমরা মিনার প্রেমকে খুব সহজেই স্বতঃসিদ্ধের মতন ধ'রে নিতে পারতে, ও সেটা এইজন্যে যে, নারীর সতীত্বে তোমাদের আস্থা থাকলেও, তার গৌরব সম্বন্ধে তোমরা ছেলেবেলা থেকে ঠিক আমাদের মতন লম্বা লম্বা কথা শুনে মানুষ হওনি—যে-ধরণের লম্বা লম্বা কথার প্রভাব শিশুমনের ওপর একটা গভীর ছাপ রেখে যায় চিরদিনের জন্যে।"

ওল্‌গা বলে : "ক্যাথলিকদের মধ্যে কিন্তু—"

নিলয় বলে : "জানি। নারীকে সামান্য বাসনার দৃষ্টিতে দেখাকেও খৃষ্ট যে-কুৎসিত নাম দিয়েছেন সেটাও আমার অগোচর নেই। কিন্তু তবু আমি বলব যে, নারীর সতীত্ব সম্বন্ধে তোমাদের শাস্ত্রীয় বিধান যাই হোক্ না কেন, সামাজিক সংস্কার আমাদের মতন অন্ধ নয়। তাই তো বলছিলাম যে, অনুরূপ ক্ষেত্রে রেনে বা পিয়ের ঢের সহজে এ-সত্যটি স্বীকার ক'রে নিতে পারত যে, মিনা উচ্চহৃদয় হওয়া সত্ত্বেও পরপুরুষকে ভালোবেসে থাকতে পারে—যেটা আমি পারি নি প্রথমটায়। আমি তার সতীত্বটাকেই অসম্ভব রকম ফাঁপিয়ে তুলেছিলাম যে !"

ওল্‌গা ইতস্ততের সুরে বলে : "অর্থাৎ সতীত্বটা একটা মনগড়া কথা—এই বলছ তো ?"

নিলয় বলে : "তা বলি না। কারণ সতীত্বের আইডিয়াটির পেছনে কোনো সত্যই যদি না থাকত, তাহ'লে সব সমাজেই তার এত সমাদর হ'ত না।"

ওল্‌গা বলে : "তবে ?"

নিলয় চিন্তিত সুরে বলে : "সেটা বলতে হ'লে মিনার ভালোবাসা পাবার পর থেকে যে-সত্যটি আমার মনের রুদ্ধ দ্বারে বার বার আঘাত ক'রে প্রবেশ করেছিল—তাকে বলতে হয় খুলে। শোনো।"

একটু থেমে রুমাল দিয়ে মুখ মুছে মৃদু সুরে : "মিনা আমাকে এই উপলব্ধিটি দিয়ে গেছে যে সতীত্বের আইডিয়ার পেছনে যে-সত্যটি আছে, সে চিরন্তন নয়—বিশেষরূপে আচারগত। অর্থাৎ সতীত্বের একনিষ্ঠতার ভিত্তি প্রেম বা প্রীতির মতন কোনো চিরন্তন সত্য নয়, তার উদ্ভব হয়েছে —শৃঙ্খলা ও উত্তরাধিকার সূত্রের জের টেনে চলার আবশ্যিকতা থেকে। তার কারণ, এ-যাবৎ জগতে উপার্জ্জনক্ষম না-হওয়ার-দরুণ স্ত্রীলোককে পুরুষের ওপরই বরাবর নির্ভর ক'রে আসতে হয়েছে—যার সদর্থ হ'ল—একটা নিরুপদ্রব আশ্রয়-লাভ। আর, কোনো কিছু পেতে হ'লেই দিতে হয় দাম। নারীকে এ-দাম দিতে হয়েছে সেই বস্তু দিয়ে—যৌন-মিলনের বাজারে পুরুষের কাছে যার দর আছে;—অর্থাৎ কিনা—তার দেহের উপর আশ্রয়দাতার একাধিপত্য।"

ওল্‌গা বলে : "কিন্তু সমাজ কি পুরুষেরও সচ্চরিত্র হবার দাবি করে না ?"

নিলয় বলে : "নারীর কাছে সতীত্বের দাবির সঙ্গে তার তুলনা করলেই দেখতে পাবে সেটা কত দুর্ব্বল—কত মৌখিক। কেন না এ-কথা আশা করি মানবে যে, কিঁ নারী কি পুরুষ, আসলে উভয়েই অসতী—অর্থাৎ, প্রকৃতির আকাঙ্ক্ষার দিক্ দিয়ে : কাজেই নারীর সতীত্বের যেটা দর দেওয়া হয়েছে সেটা তার বাজার-দর মাত্র। তা যদি হয় তাহ'লে খরিদ্দারের প্রকৃতি বা সমাজের চাহিদা বদ্‌লালেই এ-দরেরও প্রকৃতি বদ্‌লাতে বাধ্য। নয় কি ?"

ওল্‌গা বলে : "কিন্তু এ-কথা তো সব কাম্য-বস্তুর সম্বন্ধেই বলা চলে।"

নিলয় চিন্তিত সুরে বলে : "ঠিক্ চলে কি ওল্‌গা ? মানুষের চরিত্রের যত রকম বদলই হোক্ না কেন—ধরো, প্রীতি বা বন্ধুত্ব বা সহযোগ

বা স্নেহ বা করুণা বা সুবিচার—এ-সবের মূল্য চিরদিনই মোটামুটি বজায় থাকবে ব'লে মনে করা চলেনা কি ? কিন্তু সতীত্বের পেছনে যে-আইডিয়াটা রয়েছে সেটার উদ্ভব যে স্বত্বাধিকার থেকে, প্রেম থেকে তো নয় ! তাই তো জীবনের মূল অবধি সে পৌঁছতে পারে না, যেমন পারে স্নেহ দয়া সুবিচার প্রভৃতি।”

ওল্‌গা কি একটা আপত্তি করতে যেতেই রেনে বলে : “রেগে গিয়ে প্রতিবাদ করতে যেয়ো না ওল্‌গা, ভুল করবে—যেমন আমার সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে রোজই ক'রে থাকো। নিলয় যা বলছে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।”

ব'লে নিলয়ের দিকে ফিরে : “ঠিক্ এই কথাই আমি ওকে ব'লে কতবারই-যে মুখ-ঝাম্‌টা খেয়েছি তা আর তোমাকে কী বলব নিলয়। আমি ওকে বার বার বলেছি যে, সন্তান-নিবারণের আধুনিক পদ্ধতি আবিষ্কার হওয়ার দরুণ, তথা শিক্ষিত মানুষদের বিবাহ-বিমুখতার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলে নারীর সতীত্বের বাজার-দর অত্যন্ত কমে যেতে বাধ্য। বর্ত্তমান য়ুরোপে হয়েছেও তাই। সেণ্ট ফ্রান্সিসের সময়ে য়ুরোপে ভ্রষ্টা নারীর নির্য্যাতনের সঙ্গে আজকালকার-সমাজে মান্যগণ্য নারীদের প্রায় প্রকাশ্য চরিত্র-স্খলনের তুলনা ক'রে দেখলে এ-কথা জলের মতন সাফ না হ'য়ে পারে ? কিন্তু হ'লে হবে কি, এ-কথা বলবে তুমি কাকে ? মেয়েরা তো আর যুক্তি ভালোবাসে না, তারা চায় খাসা খাসা সেন্টিমেণ্টাল কথা। সুতরাং ওল্‌গা এ-রকম সব সাদা যুক্তির উত্তরে আমাকে আক্রমণ করে এই ব'লে যে, আমি চাই শুধু গ্রাম্য ভাষায় একটা বড় জিনিষকে ছোট করতে ; ব'লেই ও মুখ ফিরিয়ে নেয় ঠোঁট ফুলিয়ে। কিন্তু আসলে যেটা বিশুদ্ধ আচারগত, সেটা-যে চিরন্তন নয়, যেটা দেশকাল-পাত্রভেদ নিত্যি ভোল বদ্‌লায় সেটা-যে মহান্ গরীয়ান্ প্রভৃতি

মস্ত কিছু নয়—এ সাদা সত্য মেয়েদের মাথায় ঢোকেই না, তার কর্‌ছ কি হে Frauendiener ?" *

ওল্‌গা রাগত সুরে বলে : "থামোঃ। মেয়েদের ঠাট্টা বিদ্রূপ করাটা খুব-একটা শক্ত কাজ নয়। আবহমানকাল আমাদের সঙ্গে যুঝ্‌বার ঐ এক অস্ত্রই তোমাদের আছে—বিশেষতঃ যখন তর্কে যাও হেরে। তাছাড়া কোন্ জিনিষকে না এ-রকম ভাবে শুষ্ক বিচারের মানদণ্ডে ওজন ক'রে নাকচ করা যায় ? রাশিয়া তো এর মধ্যেই বড় গলা ক'রে বলা সুরু করেছে যে, যেহেতু সন্তান-স্নেহে বিষম খরচা—সেহেতু সব পিতামাতারই দরকার একযোগে সন্তানস্বত্ব ত্যাগ করা—শুধু রাষ্ট্রের সুবিধা ও ব্যয়-সংক্ষেপের খাতিরে। সতীত্বের মধ্যে যে-একনিষ্ঠতা আছে সেটা ভুল এ-কথা কেমন ক'রে মানব বলো, যখন দেখি প্রেমের ক্ষেত্রে পূর্ণ সাড়া পাওয়া এত দরকার ? কেমন ক'রে মানব যে, যেখানে নারী বন্ধ্যা বা অর্থশালিনী সেখানে ব্যভিচার ব্যভিচারই নয় ? তাই আমার মনে হয় যে, আসলে শুধু যৌন প্রেমকেই জীবনের সব রসের মূল বলাও ঠিক্ তেম্‌নি ভুল—যেমন ভুল, জীবনের সব আনন্দকেই অর্থনীতিক সমস্যার তরফ থেকে বিচার করতে যাওয়া।"

নিলয় বলে : "আমরা কেউ প্রেমকে শুধু সাংসারিক সুখ-সুবিধার তরফ থেকে বিচার করতে যাই নি ওল্‌গা, তুমি একটু ভুল করছ। আমরা শুধু প্রেমের মধ্যে যেটুকু চিরন্তন গৌরবের বস্তু তা-থেকে যেটুকু অবান্তর ও নৈমিত্তিক সেটুকুকে তফাৎ করছি মাত্র। ভালোবাসায় যে পাপ নেই, এবং প্রেমে যে জীবনের একটা গভীর আনন্দরসধারা উৎসারিত এ-কথা নামঞ্জুর করতে পারে শুধু অন্ধ ও পিউরিটান। কিন্তু ভালোবাসার দাবিদাওয়ার মধ্যে অনেক সময়ে অনেক রকম আগাছা জন্মায় না কি

* নারী-সেবায়েৎ।

যেটা সংস্কারের মালিন্যের দরুণই সম্ভব হয়? আমার বক্তব্য ছিল এই যে, এই আচারগত সংস্কারকে বাদ দিলে তবেই বোঝা যায় কোথায় প্রেম সত্যিকার বড়। তাই তো আমার এত আক্ষেপ যে, মিনার ক্ষেত্রে তার মুখ্য ভালোবাসার চেয়ে তার গৌণ সতীত্বের দাবিটাকে সর্ব্বেসর্ব্বা করেছিলাম আমি।"

ওল্‌গা কি-একটা উত্তর দিতে গিয়ে চুপ ক'রে গেল।

পিয়ের মৃদু স্বরে বলে: "বেশ বলেছ নিলয়। এতক্ষণে বোঝা গেছে কোথায় তোমাকে বরাবর বিঁধছিল।"

রেনে বলে: "কিন্তু মিনার ভালোবাসা প্রসঙ্গে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে ভারি ইচ্ছে হচ্ছে নিলয়। যদি কিছু মনে না করো—"

নিলয় বলে: "বাঃ! আমি কি বার বার বলি নি—এ-বিষয়ে আমার সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করলে খুসিই হব?"

রেনে বলল: "প্রশ্নটা এমন কিছু সাংঘাতিক নয় অবিশ্যি। তবে এইমাত্র তুমি বললে না যে, মিনা-যে তোমাকে ভালোবাসতে পেরে সেটা স্বীকার করতে তোমার সময় লেগেছিল? আমার জানতে ইচ্ছে হয়, যখন সেটা তোমার মন স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল তখন সে ঠিক্ কী ভাবে সাড়া দিল?"

নিলয় একটু চুপ ক'রে থেকে বলে: "সে এক ভারি বিচিত্র অনুভূতি রেনে। নানা সময়ে নানারকম মনে হ'ত। সেটা নির্ভর করত ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ভিন্ন ভিন্ন রকমের মেজাজের ওপর। সে-সব বর্ণনা অসম্ভব। তবে মনে আছে যে, প্রথমটা আমি নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করতাম যে, হারমানের ও মিনার আমার প্রতি ভালোবাসা হুবহু একই প্রকৃতির—অর্থাৎ বিশুদ্ধ বন্ধুত্ব।"

রেনে বলে: "সে কি নিলয়! এমন অদ্ভুত মনকে-চোখঠারা—"

নিলয় বাধা দিয়ে বলে : "এটা তোমাদের কাছে হয়ত মনকে চোখঠারা ব'লেই ঠেকতে পারে—কারণ বলেইছি তো যে, স্ত্রীপুরুষের যৌন আকর্ষণের সম্বন্ধে তোমরা ছেলেবেলা থেকে অনেক বেশি নির্ভীক ভাবে ভাবতে শেখ। কিন্তু আমরা-যে ছেলেবেলা থেকে নারীর সতীত্বের মহিমা সম্বন্ধে অগুন্তি অসার কথা শুনে মানুষ এটা যদি মনে রাখো তাহ'লে হয়ত বুঝতে পারবে কেন এ-আত্মবঞ্চনাটা আমার কাছে সত্যি খুব স্পষ্ট ছিল না।

"তাছাড়া আমি স্পষ্ট দেখতাম যে, সে হারমানকেও অত্যন্ত ভালোবাসে, তাই আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হয়েছিল বৈ কি যে, সে সঙ্গে-সঙ্গে আমাকেও ভালোবাসতে পারে।"

ওল্‌গা বলে : "সে তোমাকে ভালোবেসেছিল এটা বিশ্বাস করা শক্ত নয়—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে-যে সে তার স্বামীকেও ভালোবাসত এটা বিশ্বাস করা-যে আমার পক্ষেও কঠিন নিলয়।"

পিয়ের বলে : "কেন ?"

রেনে টপ্ ক'রে বলে : "পিয়ের, তুমি আমাকে আশ্চর্য্য করলে : আজকালকার দিনে একজন য়ুরোপীয় মেয়ে-যে অ-পরপুরুষকে অম্লান-বদনে ভালোবেসে ফেলতে পারে, এটা বিশ্বাস করা কি যে-কোনো আজকালকার মেয়ের কাছে সেকেলে ঠেকবে না ?"

হেসে ওঠে সবাই।

ওল্‌গা রেনেকে সজোরে একটা চিমটি কেটে বলে : "তোমার মতন জন্মচাষা ও অকৃতজ্ঞের সঙ্গে পরিচয় থাকলে বোধহয় আনাতোল ফ্রাঁস এমন অসার কথা লিখতেন না যে, মেয়েদের সঙ্গে সংস্পর্শে আসার ফলেই পুরুষ প্রথম সুশীলতা শেখে। কিন্তু তোমার সঙ্গে বাজে বাদানুবাদ ক'রে আমার অমূল্য সময় নষ্ট করার বিন্দুমাত্র প্রবৃত্তি নেই।"

ব'লে নিলয়ের দিকে ফিরে : "আচ্ছা নিলয়, তোমার ধারণা তো ভুলও হ'তে পারে-যে সে হারমানকেও ভালোবাসত।"

নিলয় বলে : "সবটুকু শুনলে বোধহয় বুঝতে পারবে যে, ভুল হয় নি।"

রেনে বলে : "সবটুকু না শুনলেই বা এমন সাদা কথাটা বোঝা যাবে না কেন নিলয়? মেয়েদের হৃদয়টা যদি একটা 'জীবন্ত পদার্থ হয়, তাহ'লে দুটো মনের ডাকে তাদের হৃদয় কেন একসঙ্গে সাড়া দিতে পারবে না বলো দেখি? কী জ্বালা!"

ওল্‌গা বলে : "পারবেই না এ-সব কথা আমি কবে বলেছি? কথা হচ্ছে কেউ পারল কি না—মানুষের অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য—'ডেটা'।"

রেনে হাততালি দিয়ে বলে : "ব্রাভো ওল্‌গা। এবার তুমি বৈজ্ঞানিকের মতনই কথা বলেছ বটে। কেবল, উত্তরে বলা চলে যে, যেহেতু পুরুষরা মেয়েদের বহু ভজিয়ে এবং সতীত্ব, পবিত্রতা, একনিষ্ঠ প্রেম প্রভৃতি নানান্ গালভরা কথা ব'লে তবে তাদের তাঁবে রাখতে পেরেছে, সেহেতু এক্ষেত্রে যথেষ্ট 'ডেটা' পাওয়া দুঃসাধ্য হ'য়ে উঠতে বাধ্য; নয় কি? সুতরাং যুক্তিবিচারের দিক দিয়ে দেখতে গেলে সকলকেই মানতে হবে যে, তুমিই ভুল ও আমিই ঠিক—যদি 'ডেটা' না-ও পাওয়া যায়।"

ওল্‌গা সব্যঙ্গে বলে : "তোমার নম্রতার জন্যে আমার বিশেষ ধন্যবাদ জেনো রেনে। কেবল দোহাই তোমার—নিলয়কেও একটু কথা বলতে দিয়ো মাঝে মাঝে।" ব'লে নিলয়ের দিকে ফিরে : "ঠাট্টা নয়, নিলয়! সত্যিই আমার সন্দেহ হয় যে হারমানের প্রতি মিনার ভালোবাসা সম্বন্ধে তোমার অন্তর্দৃষ্টি—"

নিলয় বলে : "তুমি যদি একবারও তার সঙ্গে মিনার ব্যবহার স্বচক্ষে দেখতে তাহ'লে এ-কথা স্বীকার করতে তোমার এত বাধত না যে,

সে-ব্যবহার প্রেমের ভাণ হ'তে পারে না। কিন্তু না-দেখেও এ-সম্বন্ধে সন্দেহ তোমার কেটে যাবে—যদি শেষ অবধি শোনো।"

—"আচ্ছা ব'লে যা'ও তাহ'লে। আমি আর বাধা দেব না।"

—"বেশ কথা। এবার যথাপর্য্যায়ে ব'লে যাই তাহ'লে।

নিলয় বলে: "এ-কথা বলাই বেশি যে, হল্যাণ্ড ছেড়ে আমার ইংলণ্ডে বেড়াতে যাবার ইচ্ছে দুচারদিনের মধ্যেই উবে গেল। আমি রোজই বিকেলের দিকে মিনাদের বাড়ী যেতে আরম্ভ করলাম। কারণ হারমানও আমাকে বলেছিল যে, কিছুদিন থেকে তাকে ব্যাঙ্কের কয়েকটা উপ্‌রি কাজের ভার নিতে বাধ্য হওয়ার দরুণ গত কয়েক সপ্তাহ মিনার ভারি একলা কেটেছে; তাই আমি রোজ এলে সে ও মিনা দুজনেই ভারি কৃতজ্ঞ বোধ করবে, আমার কাছ থেকে তাদের অনেক জানবারও আছে, মিনার পক্ষে আমার সাহচর্য্য স্বাস্থ্যকরও বটে ইত্যাদি ইত্যাদি।

"বলা বাহুল্য আমি সহজেই এ-প্রস্তাবে সম্মতি দিলাম।

"আমি মিনার ওখানে গিয়ে রোজই চা খেতাম ও মাঝে মাঝে হারমানের ফিরতে দেরি হ'লে সান্ধ্যভোজটাও সেখানেই আসতাম সেরে। কারণ হারমানের ফিরতে প্রায়ই রাত নটা-দশটা হ'ত। এম্‌নি ক'রে প্রায় দিন পনের দেখতে দেখতে গেল কেটে।" নিলয় একটু ইতস্ততঃ ক'রে ফের সুরু করে:

"আমাদের মধ্যে একথা-সেকথায় নানা প্রসঙ্গ উঠত বটে—কিন্তু আশ্চর্য্য—এ-সপ্তাহ-দুয়ের মধ্যে ভালোবাসা সম্বন্ধে কোনো প্রসঙ্গই কখনো ওঠে নি,—ঘুণাক্ষরেও না। যেন আমাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া উহ্য থাকত যে, এ-প্রসঙ্গটা আমাদের উভয়েরই এড়িয়ে চলা অবশ্য-কর্ত্তব্য।

"অথচ আমাদের উভয়ের মধ্যেই এ-প্রসঙ্গের প্রতি যে একটা প্রবল অন্তঃশীলা টান ছিল সেটা বুঝতে কারুরই কষ্ট হয় নি। কেননা নানা প্রসঙ্গে আমরা পরস্পরের কাছে আমাদের উভয়ের জীবনের নানান্ আশা আকাঙ্ক্ষার কথাই বলতাম যার মধ্যে হৃদয়াবেগের স্ফুলিঙ্গ উঠত ঝিকমিকিয়ে। অথচ তবু তুজনারই আবেগের উৎসের মুখে একটা পাথর যেন সর্ব্বদাই চেপে থাকত।

"তাই যেদিন মিনা হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করল: 'আচ্ছা নিলয়, যাকে ভালোবাসা যায় তাকে পেলে ভালোবাসা কমে না বাড়ে?' সেদিন বিস্ময় ও আনন্দের একটা তুলুনি অনেকক্ষণ ধ'রে আমার মনকে শিরশিরিয়ে রেখেছিল মনে আছে।

"তবু এ-প্রশ্নের মধ্যেকার অপ্রত্যাশিত ধাক্কায় আমি প্রথমটায় একটু থতমত খেয়ে গেলাম। ও কিন্তু ছাড়ল না, জিজ্ঞাসুভাবে আমার পানে সমান রইল চেয়ে। অগত্যা বললাম: 'আমার মনে হয় যে, সত্যি ভালোবাসা বাড়ে—তবে মোহ কমে যেতে পারে।'

"ও একটু চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল: 'যেখানে কর্ত্তব্যের কথা বারবার মনে হয় সেখানে আকর্ষণটা মোহ, না সত্যি ভালোবাসা বলতে পারো?'

"ও মাঝে মাঝে এই রকম দৃশ্যতঃ অসংলগ্ন প্রশ্ন করত বটে, কিন্তু ভালোবাসা নিয়ে এ-রকম ভারিক্কি প্রশ্ন আগে কখনো করেনি।

"আমি আরও বিব্রত হ'য়ে পড়লাম। কোনো কথাই বেরুল না মুখ দিয়ে।

"কিন্তু ও নাছোড়বন্দ,—একদৃষ্টে আমার চোখের দিকে চেয়ে থাকে। ভারি একটা অস্বস্তি বোধ হয়।

"শেষটায় বাধ্য হ'য়েই উত্তর দিতে হ'ল: 'প্রেমাস্পদকে মানুষ

সচরাচর দিয়েই সার্থক বোধ করে ; তাই অনেক সময় হৃদয় অনেকগুলো কল্পিত দায়িত্বকে কর্ত্তব্য ব'লে ঘাড়ে নিয়ে আনন্দ পায় ;—কিন্তু সে তো আসলে শুধু প্রেমেরই জন্যে।'

"ও বলল : ' 'তুমি পাশ কাটিয়ে গেলে নিলয়। এ আমি জানতে চাই নি !···আমি জানতে চেয়েছিলাম'—ব'লেই থেমে ওর ডাগর কালো চোখ দুটির মধ্যে বিদ্যুৎ ঝরিয়ে দিয়ে শুধু বলল : 'কাজ নেই, তুমি হয় তো বুঝবে না—কে জানে ?'

"সেদিন আমাদের গল্পালাপ আর তেমন জমল না। কিন্তু শুধু সেদিন জমল না বললেও পুরোপুরি ঠিক বলা হবে না, যতই দিন যায় ততই তার ও আমার মধ্যে কেমন-যেন একটা বাধ-বাধ ভাবের কুয়াশা উঠতে থাকে ঘন হ'য়ে—যেটা আমাদের আলাপের প্রথম দিকে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-কিরণের মধ্যে বোধহয় একবারও ছায়াপাত করে নি।

"এ সপ্তাহ-দুয়ের প্রথম প্রথম ওকে প্রায় কখনো হাসিমুখ ছাড়া দেখিনি। হারমানের সামনেও ও আমার সঙ্গে বরাবর ফুল্লমুখেই কথা কইত। কেবল মাঝে মাঝে যখন হারমানের ব্যাঙ্ক থেকে ফিরতে দেরি হ'ত তখন ওর মুখে যেন কিসের একটা আবছা ঘোমটা এসে পড়ত। সুন্দরী বলতে যা বোঝায় ও তা ছিল না, কিন্তু এ-রকম সময়ে ওর চোখদুটির চাহনির মধ্যে যেন কি-একটা অব্যক্ত বেদনা উঠত দুলে. তাতে সমস্ত মুখখানিকে এক অপরূপ রহস্য-সৌন্দর্য্যে টলটলে ক'রে তুলত।

"সেদিনও যখন ও বলল : 'থাক্ তুমি বুঝবে না,' তখন এই মোহটির ছায়াসম্পাত তার চোখদুটিকে এমনিতর সৌন্দর্য্যেই চঞ্চল ক'রে তুলেছিল। সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ সেদিন আমার প্রথম একটা স্পষ্ট ও প্রবল ইচ্ছা জাগে ওর আনত-উদাস, বেদনা-পাণ্ডুর চোখদুটিকে চুম্বন ক'রে

তার মধ্যেকার ছায়া-ব্যথাটি মুছে নিতে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ছি!......

"বোধহয় ও-ও বুঝতে পেরেছিল যে, ওর কোনো একটা বিশেষ আবেদনে সেদিন আমি উঠেছিলাম চঞ্চল হ'য়ে। কারণ হঠাৎ দুদিন পরে ওর ছায়া গাঢ় চোখের তারা দুটি আমার চোখের দিকে ফিরিয়ে ও খানিকক্ষণ সতৃষ্ণভাবে চেয়ে রইল। পরে একটা দম্‌কা হাওয়ায় হ্রদের বুক যেমন কুঞ্চিত হ'য়ে ওঠে তেম্‌নি কি-যেন একটা অনুভূতিতে স্পষ্ট শিউরে উঠল ওর মুখখানি—দেখ্‌তে পেলাম।

"সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখখানি আমার মুখের খুব কাছে এসে ঢ'লে পড়্‌ল। আমি ওর চুলের গন্ধের একটা মধুর আবেশে কেমন যেন আত্মহারা হ'য়ে পড়ছিলাম; আর আমার চৈতন্তের মধ্যে একটা মাতাল দখিন-হাওয়া জেগে উঠে আমার সদ্‌বুদ্ধির শুভ্র চেতনাকে একটা আবেশের পরাগে দিতে চাইছিল রাঙিয়ে।

"এমন সময়ে বাইরের দোরে ঘণ্টা বেজে উঠল। ও চম্‌কে আমার দিকে একটা বিদ্যুৎকটাক্ষ ক'রে পাণ্ডুর হ'য়ে গেল; পরক্ষণেই ফের রক্তিম হ'য়ে উঠল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ ক'রে উঠে দোর খুলে দিতে গেল।...

"হারমান ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল ও মিনাকে রোজকার মতনই দুই গালে করল চুম্বন। আমি তার চোখের দিকে সোজা তাকাতে পারলাম না,—কিন্তু হারমান রোজকার মতনই আমার সঙ্গে করমর্দ্দন ক'রে প্রফুল্ল সুরে বলল: 'নিলয়, যদি তোমার অসুবিধা না হয় ও আপত্তি না থাকে তাহ'লে এখন থেকে রোজ রাত্রে তুমি আমাদের এখানেই খাও না কেন?' আমি বললাম: 'কেন?' সে বলল:

'ব্যাঙ্কে আমার সেক্রেটারীর আজ ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে। কাজেই কাল থেকে আমার রোজই রাত্রে ফিরতে আরও দেরি হবে। তুমি থাকলে এ-পাগ্লি অন্তত আমাকে বলতে পারবে না যে, আমি ওকে একলা ফেলে শুধু ওর কাজ-সতীনকে নিয়েই চাই ঘর করতে।' ব'লেই থেমে বলল: 'কারণ তাহ'লে আমি ওকে অন্তত বলতে পারব, যে, ওর মনটার জন্যে একটা বেশি চিত্তাকর্ষক খোরাকের বন্দোবস্ত আমি করেছি. কি বলো?'

"তার স্বরের মধ্যে এমন একটা উদার সহজতা ও মুক্ত প্রফুল্লতা ছিল যে, হঠাৎ মিনা ও আমি ঠিক্ এক মুহূর্ত্তেই পরস্পরের দিকে চাইলাম ও চেয়েই দুজনে চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

"মিনার পাণ্ডুর মুখে আবার ঈষৎ রক্তিমা দেখা দিল। ও বলল: 'যাকে মুঠোর মধ্যে পাওয়া গেল তাকে যখন বোঝা মনে হয় তখন অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে হাঁফ ছাড়ার ছুতো?'

"ওর এই অনুযোগের মধ্যে যেন খানিকটা আবেদনের ভাব ছিল। অন্তত আমার মনে হ'ল যেন ও হারমানকে ওর একটা আবেদন মতনই জানাচ্ছে আমার সংসর্গে এত বেশি একলা ফেলে না দিতে।

"সেদিন রাত্রে আমার মনটা ভারি খারাপ হ'য়ে গেল। কারণ বিদায় নেবার সময় মিনা তার পরদিন সন্ধ্যাবেলা আমাকে আসতে বলে নি—হারমান বলা সত্ত্বেও। বুঝলাম মিনার মনে কোথায় একটা খট্‌কা ঢুকেছে।...

"ভাবলাম—বেশ, পরদিন ওর কাছে যাবই না। একটা অভিমানের ভাবও। আমাকে ও হারমানের সাম্‌নে এমন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বিদায় দিল কী ব'লে! আমার বিদায় নেবার সময়ে ভর্ত্তা যখন তার পরদিন আমাকে সন্ধ্যাবেলা তাদের ওখানে আহারে নিমন্ত্রণ করল, তখন নিছক্ ভদ্রতার জন্যেও তো কর্ত্রীর সায় দেওয়া উচিত ছিল!

"অথচ সঙ্গে সঙ্গে ওর প্রতি একটা করুণ কোমল ভাবও আমার মনে উঠল জেগে। প্রত্যক্ষ দেখতে পেলাম—কোথায় ওর বিঁধছে। তাই তখনি আবার মনকে বোঝালাম যে, যেখানে ব্যথাই সার হ'তে বাধ্য সেখানে সময় থাকতে সাবধান হওয়াই হয়ত সবচেয়ে ভালো। তাই মনে ভাবলাম পরদিন সকালেই লণ্ডনে পাড়ি দেব—মিনাকে বিন্দুবিসর্গও না জানিয়ে। বেদনাকে মানুষ বরণ করতে রাজি হ'তে পারে কেবল সেইখানে যেখানে ব্যথার ক্ষতিপূরণের দিকে এমন কোনো প্রত্যাশা থাকে যা মনের কোণে একটা কাঁপন জাগায়। নইলে যেখানে কোনো আশাই নেই সেখানে সাধ ক'রে কে শুধু-শুধু ব্যথাকে বহন করতে চায়? কাজেই কেন ওকে অনর্থক ব্যথা দেই?—ইত্যাদি ইত্যাদি।

"কিন্তু আশ্চর্য্য!—তবু পরদিন সকালে উঠে সে-দৃঢ়সঙ্কল্প বজায় রাখতে পারলাম কই? আমার নিহিত ধর্ম্মবুদ্ধির বিরুদ্ধে মনটা স্রেফ্ বিদ্রোহ ক'রে বসল। বলল: আশা থাকুক বা না থাকুক, অন্তত মিনাকে একবার ব'লে যেতেই হবে।

"গেলাম সন্ধ্যাবেলায়—ওদের ওখানে; ওকে তো শুধু এই কথা বলার জন্যেই আমার যাওয়া—যে, তার পরদিনই আমি লণ্ডন-মুখী হচ্ছি।

"আমাকে দেখে মিনার চোখ দুটিতে আলো জ্ব'লে উঠল। বলল: 'আমি ভেবেছিলাম তুমি হয়তো আজ আর আসবে না।' আমি বললাম: 'কেন?' ও আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে মুহূর্ত্তকাল তাকিয়েই বলল: 'যেতে দাও এ-প্রসঙ্গ। চলো, আজ চাঁদনি রাতে মার্কেন দ্বীপে একটু বেড়াতে যাওয়া যাক।' আমি বললাম: 'সে কি মিনা! তাহ'লে ফিরতে যে রাত বারটা-একটা হ'য়ে যাবে।' ও অম্লানবদনে বলল: 'হ'লই বা।' আমি বললাম: 'হারমান ফিরে এসে যদি ভাবে?'

মিনা আমার দিকে খানিকক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলল : 'তাকে তুমি চেনো না। সারারাত যদি আমি তোমার সঙ্গে বাইরে কাটাই তাহ'লেও সে ভাববে না যে'—আমি কুণ্ঠিত স্বরে বললাম : 'কথাটা আমি সে-ভাবে বলি নি মিনা—এতরাত্রে ঠাণ্ডা লেগে তোমার শরীর অসুস্থ হ'তে পারে ভেবেও তো সে ভাবতে পারে।—বিশেষত যখন মাত্র মাস ছুই আগে তুমি প্লুরিসি থেকে উঠেছ। শরীর তো তোমার খুব পটু নয়।' মিনা হঠাৎ কঠিন স্বরে ব'লে বসল : 'কেন ছুতো করছ নিলয়, বললেই হয় যে, তুমি আমার সঙ্গে এত রাত্রে একলা বেরুতে ডরিয়ে উঠছ!' আমি অবাক হ'য়ে গেলাম। ও এ-রকম রূঢ়স্বরে আমার সঙ্গে কখনো কথা বলে নি। তাছাড়া একটু আগেও তার স্বাগত-সম্ভাষণের মধ্যে এত মধু ঢেলে দিয়েছিল যে, তার পরেই ওর এই অকারণ ভাব-বৈলক্ষণ্য আমার চোখে একটু বেশি আশ্চর্য্যই ঠেকল—ছুটো স্বরের বৈরূপ্যে।"

ওল্‌গা বলে : "আশ্চর্য্য? কেন?"

নিলয় ওল্‌গার দিকে চেয়ে বলে : "আমার গোল হয়েছিল এইজন্যে যে, ও যে আমাকে সত্যি ভালোবাসতে পারে সে-বিষয়ে সংশয় আমার তখনও পুরোপুরিই ছিল। তাই আমি বুঝতে পারি নি যে, ও-যে আগের রাত্রে আমাকে নিমন্ত্রণ করে নি সেই রূঢ়তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপেই আমাকে চেয়েছিল বেড়াতে নিয়ে যেতে।"

রেনে বলে : "কিন্তু আমার আশ্চর্য্য মনে হয় নিলয় যে, আগের দিন ও তোমায় 'কাজ নেই—তুমি বুঝবে না' বলার পরেও কেমন ক'রে এ সংশয়টি তোমার মনের কোণে বাসা বাঁধতে পারল!"

নিলয় বলে : "বোধ হয় আমার প্রাচ্য প্রকৃতি।"

পিয়ের বলে : "কথা ঠিক বোধগম্য হ'ল না কিন্তু মনামি।"

নিলয় বলে : "তাহ'লে শোনো একটু বলি খুলে—আমার প্রকৃতি বলতে ঠিক কী বুঝছি।"

নিলয় বলে : "আমি বরাবর একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি আমার নিজের সম্বন্ধে : যে, কোনো বান্ধবীর টানকেই আমি প্রথমটায় ঠিক বুঝতে পারি না। পরিচিতা যখনই প্রথম-পরিচয়ের গণ্ডি ছেড়ে বন্ধুত্বের এলাকায় পা দিয়েছে, তখনই আমাকে প্রথমটায় আশ্চর্য্য হ'তেই হয়েছে —প্রতিবারই। অতীত অভিজ্ঞতার জোরে আমার জীবনে নতুন কোনো প্রীতি ভালোবাসার আগমনকে আমি কখনো নিছক আমার প্রাপ্য ব'লে গণ্য করতে পারি নি।

"শুধু প্রেমের ক্ষেত্রেই নয়—প্রতি বন্ধু যখনই আমাকে ভালোবেসেছে তখনই আমি নিজেকে বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই প্রশ্নই করেছি যে, কী-গুণে সে আমাকে ভালোবাসল ? এমন কি, বন্ধুর ভালোবাসার মধ্যেও বিস্ময়ের একটা উপাদান আমাকে প্রতিবারই চম্‌কে দিয়েছে,—বান্ধবীর ভালোবাসা সম্বন্ধে তো কথাই নেই।" থেমে ওল্‌গার দিকে চেয়ে : "তার ওপর ভুলো না যে, যেখানে তার স্বামী এত মহৎ, সুন্দর, তেজস্বী, উদার —সেখানে মিনা যে তাকে ভালোবাসবেই এতে আমার কখনো সন্দেহই হয় নি, তাই আমি এত ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিলাম—কারণ তখন আমি—তোমারই মতন—ভাবতেও পারতাম না যে, মেয়েরা কখনো দুজনকে এক সঙ্গে ভালোবাসতে পারে।"

ওল্‌গা বলে : "এখানে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি নিলয়, কিছু মনে কোরো না। আচ্ছা, হারমান কি সত্যিই এত উদার ছিল তোমার মনে হয় যে—" ব'লেই সে কুণ্ঠিত মুখে থেমে যায়।

নিলয় বলে : "ভাবছ : সে শুধু স্ত্রীর চোখে বড় হ'য়ে ওঠার জন্যেই উদার ব্যবহার করেছিল কি না ?"

—"অনেকটা—তাই—বটে, কিন্তু আবার নয়ও বটে। আমার মনে খট্‌কা—"

নিলয় বলে : "বিশ্বাস কোরো ওল্‌গা, যে, এ-বিষয়ে সে বাস্তবিকই অসামান্য ছিল। তার উদার দৃষ্টি, কোমল কথা ও সদা-স্নিগ্ধ হাসির পরিচয় যদি একবার পেতে তাহ'লে এ-বিষয়ে তোমার সংশয়ও যেত চিরদিনের মতন ঘুচে।" ব'লে একটু চুপ ক'রে ধীরে ধীরে বলল :

"কিন্তু কি জানো? কোনো বড় উপলব্ধি যখন কোনো মানুষের ভেতর সত্যি হ'য়ে ফুটে ওঠে, তখন তার মধ্যে স্বয়ংপ্রভ হ'য়ে দেখা দেয় এমন একটা তেজ যাকে অবিশ্বাস করা হ'য়ে ওঠে অসম্ভব। আমার সময়ে সময়ে মনে হয় যে, বোধহয় হারমানের জীবনের সবচেয়ে বড় উপলব্ধি ছিল—দেহ সম্বন্ধে তার সম্পূর্ণ সংস্কার-মুক্তি। তাই এ-বিষয়ে কথা উঠলে সে এমন অম্লান বদনে বলত যে, প্রেমের ক্ষেত্রে তার কাছে দেহশুদ্ধির তেমন কোনো দাম নেই—"

রেনে বাধা দিয়ে বলে : "শুনছ ওল্‌গা, কেমন !"

ওল্‌গা বলে : "থামোঃ। এ-রকম ভাবে পরের প্রশংসা আর নিজের গায়ে পেতে নিতে হবে না। তাছাড়া—একটা কথা। হারমানের কাছে এটা একটা সত্য উপলব্ধি হ'তেও পারে—তাকে আমি জানি না। কিন্তু তোমাকে-যে জানি কারো মিয়ো। তাই তোমার কাছে এটা-যে কথার-কথা নয় তা অন্তত জোর ক'রে তো বলতে পারি না !"

রেনে হেসে বলে : "তবে আমি নাচার। কেননা এ-কথার সদর্থটি শুধু এই যে, পরস্ত্রী মাত্রেই যেমন রূপসী—স্ব-ভর্তা মাত্রেই তেম্‌নি নির্গুণ।

নিলয় হেসে বলে : "মনে ক'রে বোসোনা রেনে যে, তোমার

উদারতা আমি বুঝি না : কিন্তু হারমান এ-উদারতায় তোমার চেয়েও বড় ছিল ব'লে আমার মনে হয়।"

রেনে বলে : "তার মানে ?"

নিলয় বলে : "আমি একটু খোলাখুলি কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি ব'লে আমাকে ক্ষমা কোরো। কিন্তু সত্যি বলো তো, ওল্‌গা যদি পিয়েরের প্রতি প্রেমে-পড়ার উপক্রম করত তাহ'লে তুমি তাকে ঠিক্ সেদিকে এগিয়ে দিতে কি না ? ভেবে বোলো কিন্তু।"

রেনে চিন্তিত সুরে বলে : "তা হয়ত দিতাম না। কিন্তু সেটাই কি উচিত ? এগিয়ে দেবো কেন ? বাধা না দিলেই হ'ল। আমি ওল্‌গাকে পিয়েরের সঙ্গে প্রেমে-পড়তে যে বাধা দিতাম না এটা তো বলতে পারি ?"

নিলয় বলে : "পারো, আর এটা-যে কত-বড়-পারা বুঝি তা-ও। আমাকে ভুল বুঝো না,—কিন্তু ভেবে দেখ, শুধু বাধা-না-দেওয়াটাই কি ?"

রেনে একটু চুপ ক'রে থেকে বলে : "বুঝেছি তোমার ইঙ্গিত।—কিন্তু —আচ্ছা যেতে দাও ; আগে শুনি তোমার মুখেই—কী করলে উদারতার ষোলকলা সম্পূর্ণ হ'ত তোমার মতে ?"

নিলয় বলে : "যা হারমান করেছিল মিনার ক্ষেত্রে—অর্থাৎ স্ত্রীকে স্বামীর স্বামিত্বের সহজ প্রভাব থেকে মুক্ত ক'রে দেওয়া : এ-কথা তাকে ভুলতে দেওয়া যে, দম্পতীর মধ্যে একমাত্র দাবি—ভালোবাসার—কর্ত্তব্যের নয়।"

রেনে বলে : "কিন্তু সেইটাই কি ভালো ? প্রতিযোগিতা যদি হয়, তাহ'লে স্বামী বেচারা বেশি না হোক অন্তত সমান সুযোগ তো দাবি করতে পারে !"

পিয়ের বলে: "তুমি প্রতিযোগিতা কথাটা এনে তোমার কেসটা একেবারে জাহান্নমে দিলে রেনে। কারণ প্রতিযোগিতার আইডিয়াটির পেছনে শিকারের—পিছু-ধাওয়ার—একটা নিহিত মনোভাব নেই কি?"

—"বুঝলাম না।"

—"প্রতিযোগিতার আইডিয়াটি কী? অপরকে বঞ্চিত ক'রে বাঞ্ছিতকে নিজের আয়ত্তে আনা বৈ তো নয়?"

ব'লে ওল্‌গার দিকে চেয়ে চোখ মিট্‌মিট্ ক'রে পিয়ের বলে: "তাহ'লেই দেখছ, যে, ওল্‌গা-যে তোমাকে ও আমাকে একসঙ্গে ভালোবাসতে পারে এটা তুমি মনে মানলে না—শুধু মুখেই বললে।"

রেনে চিন্তিত সুরে বলে: "তাই কি ঠিক?" যৌন-প্রেমের ক্ষেত্রে প্রতিদান যদি আবশ্যিক হয় তাহ'লে সমান সুযোগের দাবি করাটা অন্যায় হ'তে যাবে কেন?"

নিলয় বলে: "'অন্যায়' আমি বলছি না। আমি শুধু বলছি যে, এক্ষেত্রে তুমি সমস্ত জিনিষটাকে দেখছ একটু অন্যভাবে। অবশ্য তুমি যে-ভাবে দেখছ সেটা-যে ভুল দেখা তা-ও জোর ক'রে বলা যায় না। কেবল প্রতিযোগিতার সমর্থন যদি করো, তাহ'লে আর সঙ্গে-সঙ্গে এ-কথাও বোলো না যে, একজন মেয়ে দুজন পুরুষকে একই সঙ্গে উভয়ের প্রেমের প্রতিদান দিতে সক্ষম। কারণ প্রতিযোগিতার মনোভাবটি-যে তোমার নিজের থিওরিরই বিপক্ষে অন্তত এ-কথা না মেনে তোমার উপায় নেই।"

রেনে চিন্তিত সুরে বলে: "এ-একটা কথা বলেছ বটে। ভেবে দেখব।"

ব'লেই ওল্‌গার দিকে চেয়ে: "জানো ওল্‌গা, এ-হেন নিলয়কে আমি এতদিন শুধু নীরস দর্শন-রসিকই ভেবে এসেছি! আশ্চর্য্য! ওর সঙ্গে এতদিন কেবল ভারতবর্ষের শুক্‌নো পাতঞ্জল বেদান্ত প্রভৃতিই ঘেঁটে মরেছি।"

ওল্‌গা হেসে বলে : "উল্‌টো-বোঝার ও ভুল-ভাবার মধ্যে আশ্চর্য্য আর এমন কি আছে রেনে? তোমাকে বিয়ে করার আগে কি তোমাকে আমি কত-কীই ভাবি নি?" সকলে হেসে ওঠে একযোগে।

রেনে ব্যঙ্গের সুরে টেবিল থেকে অর্দ্ধোত্থিত হ'য়ে ওল্‌গাকে ইতালিয়ান ভঙ্গিতে অভিবাদন ক'রে বলে : "Ringrazie signora." * সকলে হেসে ওঠে, রেনে আরো চার পেয়ালা আইস্‌ড্‌ কফি ফরমাস দেয় হেঁকে।

নিলয় তার পেয়ালাতে চুমুক দিয়ে বলে : "তুমি আমার সম্বন্ধে যেমন ভুল করেছিলে রেনে, আমিও হারমান সম্বন্ধে প্রথমটায় অনেকটা তেম্‌নিই ভুল করেছিলাম, জানো?"

রেনে বলে : "কি-রকম?"

নিলয় শান্ত সুরে বলে : "হারমান যখন পরে মিনাকে আমার সঙ্গে একলা রাইন নদীতে শরীর সারতে বেড়াতে পাঠিয়ে দিল তখন আমিও ভেবেছিলাম যে, সে এতটা উদার হ'তে পেরেছিল বোধহয় শুধু এইজন্যে যে, মিনার কাছে সে তার প্রেমের পূর্ণ প্রতিদান পায় নি।"...নিলয়ের অধরপ্রান্তে আত্ম-করুণার আবছা হাসি ওঠে ফুটে...সে যেন আপন মনেই বলে : "পরম বন্ধুরও আসল স্বরূপের কতটুকুই বা আমরা জানি...ভাবি সময়ে সময়ে!"

খানিকক্ষণ কেউ কথা কয় না।...

ঠিক তখন ঘরের মধ্যের বেহালা, চেলো ও ম্যাণ্ডোলিনের ঐক্যতান মন্দা হ'য়ে এসেছিল। শুধু ম্যাণ্ডোলিনটি একা "Ave Maria"-র করুণ

* বহু ধন্যবাদ মহাশয়া।

সুর ভাঁজছিল। সকলেই যেন একসঙ্গে কান পেতে শোনে।···একটু পরে ম্যাণ্ডোলিনটিও থেমে যায়···আপ্‌না আপনিই যেন।···

নিলয় বলে: "এই-যে সুরটি এইমাত্র তার শেষ ঝঙ্কারের মধ্যে দিয়ে মিলিয়ে গেল, সে-সুরটি তো আমরা কতবারই শুনেছি ওল্‌গা! তবু আজ এর মধ্যে একটা নতুন রেশ ফুটে উঠল। নয় কি? অথচ বলবার সময়ে আমরা বলি যে, সুরটি আমাদের চেনা। তাই আজকাল আমার মাঝে মাঝে সত্যিই মনে প্রশ্ন জাগে যে, চেনা-অচেনা, পরিচিত-অজানা, এ-সবই আমাদের কাছে কথার-কথা কি না? আসলে প্রিয়তম বন্ধুও আমাদের কাছে চিরদিন অপরিচিতই থেকে যায় কি না? অথচ ব্যথা বাজে যেন এ-কথা ভাবতেও!···"

রেনে স্নিগ্ধস্বরে বলে: "কিন্তু কেন নিলয়? জানাজানিতে কি সত্যি বিশেষ আসে যায়? কে জানে স্নেহ, প্রেম, ভালোবাসার মধ্যে যেটুকু চিরনূতন সেটুকু এই অজানার অচেনার সম্পদ থেকেই আমাদের অজ্ঞাতে তার রসের খোরাক সংগ্রহ করে কি না? বন্ধুকে আমরা ভালোবাসি আসলে তার স্বরূপের যেটুকু জানি সেটুকুর জন্যে? না, যেটুকুর আভাষ পাই অথচ ধরতে ছুঁতে পারি না সেইটুকুর?"

নিলয় কি-একটা বলতে গিয়েই থেমে গিয়ে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে বাইরের ধূসরায়মান আকাশের দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে থাকে, পরে হঠাৎ কোমল সুরে বলে: "বেশ বলেছ রেনে—সত্যি। কথাটাকে এ-ভাবে কখনো ভাবি নি।" একটু থেমে: "জানো রেনে, তোমার এ-কথাটা আমার আজ হঠাৎ এত ভালো লাগল কেন?"

রেনে তার মুখের দিকে তাকায়।

—"আমারও কিছুদিন থেকে কেবলই মনে এই প্রশ্নটি জাগছে:

যে, মিনা আমাকে ভালোবেসেছিল—এই অজানারই নেশায় প'ড়ে কি না —যাকে তুমি বলছ ধরা-ছোঁওয়া যায় না। নইলে হারমান রূপে, গুণে, চিন্তাশীলতায়—সব কিছুতেই যে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল এ-কথা আমি বিনয় ক'রে বলছি না, বিশ্বাস কোরো।"

রেনে বলে : "এ-কথা বিশ্বাস করতে আমার আপত্তির বাষ্পও নেই। কারণ প্রেমকে যতই পোষ মানাতে যাই না কেন সে-যে আসলে বুনো ফুল—একরোখা ও অবাধ্য—এ-কথা আমার বরাবরই মনে হয়। তাই সমাজের পরিচ্ছন্ন টবে-যে সে বেশিদিন বাঁচে না বোধহয়।"

ওল্‌গা বলে : "কথাটা শুনতে বেশ বটে রেনে, কেবল সমাজের পরিচ্ছন্ন টবে প্রেম চক্ষের নিমেষে ঝ'রে যায় কেন—বলতে চাও? বিবাহের বিধি-ব্যবস্থার দরুণ?"

রেনে বলে : "না—ঠিক্ তা নয়—তবে—ধরো তর্কের খাতিরে যদি তা ই বলি?"

ওল্‌গা বলে : "তাহ'লে আমি শুধু বলব যে, এটা বলা প্রেমকে অবিশ্বাস করারই সামিল হ'য়ে দাঁড়াল।"

পিয়ের বলে : "তা কেন হ'তে যাবে?"

ওল্‌গা বলে : "বিবাহের শৃঙ্খলার মধ্যে প্রেম বাঁচতে পারে না বলাটা প্রেমের গৌরব সূচনা করে না ব'লে।"

পিয়ের বলে : "বুঝলাম না।"

ওল্‌গা বলে : "প্রেমের ধর্ম্মই যদি এই হয় যে, সে নিত্য-নূতন চমকের নেশা নইলে ম্রিয়মাণ হ'য়ে পড়বে তাহ'লে বলতে হয় তার চেয়ে জীবনের অন্য অনেক জিনিষই বড়। কেননা নিবিড়তার মধ্যে যে-বস্তু সার্থক হ'য়ে ওঠে না, নিত্য নূতন-চাঞ্চল্য নইলে যে-মনোভাব তৃপ্তি পায় না—তার বড় হবার দাবি কোথায়? তার চেয়ে কি গভীর

সত্যানুসন্ধিৎসা, সমস্ত-জীবন-দিয়ে-কোনও-কিছু-গ'ড়ে-তোলবার-চেষ্টা—অথবা একমুখী সর্ব্বত্যাগী নিষ্ঠা ঢের বড় নয়? না পিয়ের, প্রেম কথনই এমন একটা ক্ষণস্থায়ী নেশা হ'তে পারে না; প্রেমের প্রকৃতি যদি এই-ই হ'ত তাহ'লে কথনই সে জীবনের এতথানি জায়গা জুড়ে ব'সে থাকৃতে পারত না—যাবহমানকাল।" একটু থেমে: "আজকাল আমার প্রায়ই মনে হয় যে, আমরা য়ুরোপে প্রেমের কাছ থেকে অনেক সময়ে প্রকারান্তরে নেশাই খুঁজি—সার্থকতা না। তাই কথায় কথায় বলি—প্রেমে বহুমুখী, সে নিষ্ঠায় তৃপ্তি হয় না, তারও বিকাশের জন্যে চাই নিত্য-নূতন চঞ্চলতা, নিত্য-নূতন রং, নিত্য-নূতন বিরোধ ও সংঘর্ষের মাদকতা—আরও কত কী।"

ওল্‌গার শেষ কথাগুলির মধ্যে এমন একটা নিবিড়তার আভাষ ফুটে ওঠে যে সবাই যায় চুপ ক'রে।···

রেনে বলে চিন্তিত স্বরে: "তোমার কথার মধ্যে ভাববার আছে ওল্‌গা—মানছি। কিন্তু কি জানো?" একটু থেমে ইতস্তত ক'রে: "আমার মনে হয় আমরা অনেক সময় বিবাহ ও প্রেমকে সমার্থক মনে ক'রে একটু গোলে পড়ি। বিবাহটা হয়ত একটা আবশ্যিক সামাজিক বিধি—শৃঙ্খলার সোপান—নানা রকম আত্মত্যাগ শেথার সাধনা। কিন্তু তাই ব'লে প্রেমও যে ঠিক্ তাই এমন কথা মনে ক'রে বসি কোন্ যুক্তি অনুসারে? ধরো, মিনা হারমানকে বিবাহ ক'রে হয়ত নানা রকম লাভ করেছিল, কিন্তু বিবাহ না ক'রে শুধু তার প্রেমের উদ্দাম নিবিড়তাকে বড় ক'রে দেথলে সে যা পেতে পারত, বিবাহের মধ্যে ঠিক্ সে-বস্তু আশা করা কেন? এক কথায়, প্রেম যা চায় বিবাহ-যে তার অনুকূল এ-কথা আগে থাকতে মনে ক'রে বসি আমরা কেন?"

ওল্‌গা বলে: "কথাটা ঠিক্ পরিষ্কার হ'ল না—না না শোনো: অতশত ভনিতায়ই বা কাজ কি? আসল প্রশ্নটি কী?—এই তো—যে, দুজনে যদি দুজনকে ভালোবাসে—চায়—তবে তাদের বরাবর একত্র-সহবাস তাদের প্রেমকে—চাওয়াকে—নিবিড় করে কি না? এখানে আমার প্রশ্ন এই যে, প্রেমের সহবাসে এ-আশা যদি সঙ্গত না হয় তবে তাতে প্রেমেরই বা গৌরব কোথায়, আর তার জন্যে অনেক-কিছু-ছাড়ারই বা কোথায় সান্ত্বনা?"

নিলয় বলে: "তুমি হয়ত একটু ভুল করছ ওল্‌গা। গৌরব-অগৌরবের কথা তো নয়। সমস্যা হচ্ছে প্রেমের প্রকৃতি সম্বন্ধে সত্য-নির্দ্ধারণ নিয়ে। নয় কি?"

ওল্‌গা বলে: "যথা?"

নিলয়ের উত্তর দেবার আগে রেনে বলে: "সমস্যাটা তো আর প্রেমের মহিমা ঠিক্ কোথায় সে নিয়ে নয়, প্রেমের ধর্ম্ম কি সেইটে ঠিক্ মত জানা নিয়ে; বটে তো? তাই যদি হয় তবে আগে থাকতে উচিত-অনুচিত-রূপ মনগড়া থিওরির ছাঁচে ঢালাই করতে গেলে তাতে ক'রে প্রেমের স্বরূপটিকে ফুটতে দেওয়া হয় কি?"

নিলয় বলে: "খুব ঠিক কথা।" ওল্‌গার দিকে চেয়ে: "আমার সত্যি মনে হয় ওল্‌গা, যে, আমরা প্রেমের কাছে অনেক সময় এমন জিনিষ চাই যেটা আর যে-ই দিতে পারুক না কেন, প্রেম দিতে অক্ষম। কেননা সেটা-যে আসলে প্রেমের নাগালেরই বাইরে। তাই আমরা প্রায়ই এই ভুলটি ক'রে বসি যে, যেহেতু বিবাহের গণ্ডির মধ্যে উত্তরাধিকার-সূত্রটির জের-টানা বা বংশরক্ষা সহজ হ'য়ে ওঠে, সেহেতু তাতে ক'রে প্রেমও সার্থক হ'য়ে উঠ্‌তে বাধ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে বোধহয় একটু তলিয়ে ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যে, যৌন-আকর্ষণের সার্থকতা

ও সমাজের সুব্যবস্থা এ-দুটো একেবারে আলাদা বস্তু ; কাজেই একের সুবিধা যে-বন্দোবস্তে হয় তাতে ক'রে অপরও কৃতার্থ হবেই এমন কথা বলা ঘোর অযৌক্তিক।"

ওল্‌গা বলে : "কিন্তু বিবাহ যখন বলে না : করো শুধু সন্তানেরই লালনপালন তখন তাতে প্রেমের বিকাশে বাধা যে হবেই এমন কথা মনে করাই বা কেন ? পিয়েরও প্রায় এই ভুল করে দেখেছি।"

পিয়ের হাসে : "পিয়ের অন্য অনেক ভুলই করে ওল্‌গা—গাফিলিও—কিন্তু এক্ষেত্রে এতটুকু ভুল করে নি। বিবাহ ও প্রেমকে আলাদা ক'রে দেখতে চেয়ে সে শুধু ডেলফির oracle হ'তে চেয়েছে ?"

ওল্‌গা ভ্রূকুটি করে : "মানে ?—গায়ের জোর ?"

পিয়ের ফের হাসে : "না ওল্‌গা, গায়ের-জোর করো এক্ষেত্রে তোমরাই, থুড়ি—সরল সতীত্বপন্থিনীরাই।"

ওল্‌গা সভ্রূভঙ্গে বলে : "হেতু ?"

পিয়ের বলে : "এই যে, বিধাতার এই সৃষ্টি মোটেই সরল ছাঁচে গড়া নয়। কাজেই সন্তান-পালনের বা বিবাহের সার্থকতা যাতে মেলে তাতে প্রেমের সার্থকতা না মেলবারই সম্ভাবনা সাড়ে পনের আনা।"

ওল্‌গা বলে : "কথাটা ঠিক্ বোঝা গেল না পিয়ের—মাফ কোরো। অন্তত ও বাণীকে oracle বলতে আমি নারাজ।"

পিয়ের বলে : "কথাটা পরিষ্কার ক'রে বলা একটু শক্ত—বিশেষত —বিশেষত—" ব'লে কুণ্ঠিত হ'য়ে থেমে যায়। তার কথার মধ্যে যেন ব্যথার রেশ···

ওল্‌গা কোমল কণ্ঠে বলে : "'বিশেষত' কি পিয়ের ?"

পিয়ের ওল্‌গার দিকে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলে : "রোমা তোমার বন্ধু

ছিল ওল্‌গা। তুমি জান, তাকে আমি কত ভালোবাসতাম। কিন্তু তবু আশ্চর্য এই যে, সে আমাকে ছেড়ে অন্য একজনের সঙ্গে পালিয়ে যাবার আগের দিনও আমি এই সাদা কথাটা বুঝতে পারি নি—যে-কথা নিলয় এইমাত্র বলল।"

ওল্‌গা তেম্‌নি কোমল স্বরে বলে: "কী কথা?"

পিয়ের একটু চুপ ক'রে থেকে বলে: "যে, বিবাহ ও প্রেম ও-তুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ।"

ঘরের মধ্যে আবার খানিকক্ষণ নিশ্চুপ।

পিয়ের বলে: "তুমি জানো ওল্‌গা, তাকে আমি সত্যিই—ভালো—আর···আর আমিও জানি এক সময়ে সে-ও আমাকে সত্যি ভালোবাসত। কিন্তু আমাদের প্রেমের সে-ললিত সৌরভটি আমাদের চোখের সাম্‌নে বিবাহের দৈনন্দিনতায় তুদিনে গেল উবে—কোনো মতেই ধ'রে রাখা গেল না।—এর আর উপায় কী বলো?"

একটু থেমে ম্লান স্বরে: "কিন্তু···যদি...কিশোরী রোমাকে তখন বিবাহ করতে ব্যস্ত না হতাম তাহ'লে হয়ত···আজও তার প্রেম তেম্‌নি রঙীন থাকত। অন্তত এ-কথা আজকাল আমার খুবই মনে হয়। কেন না ভালোবাসা"—হঠাৎ থেমে গিয়ে: "কিন্তু আমার অবান্তর প্রসঙ্গটা আজ আবার কেন পাড়ি?"

নিলয় স্নিগ্ধকণ্ঠে বলে: "বলো না পিয়ের! আর অবান্তর মানেই বা কী? আমরা তো কোমর বেঁধে একটা কোনো গুরুতর বিষয় নিয়ে বাগ্বিতণ্ডা করতে বা আর্টের কেরামতি দেখাতে আজ এখানে আসি নি—আমরা এসেছি বন্ধুভাবে তুটো প্রাণের কথা বলতে। বন্ধুজনের মনের প্রাণের পরশটা-যে আমাদের দেশের চেয়ে য়ুরোপে বেশি

সহজে পাওয়া যায় এটা আমার কাছে কত ভালো লাগে জানো না।”

পিয়ের একটু চুপ ক'রে থেকে বলে : “তবে বলি শোনো।”

পিয়ের বলে : “রেনে বলছিল না যে, প্রেম হ'ল বুনো ফুল—সে সমাজের পরিচ্ছন্ন টবে বাঁচতেই পারে না? এ-কথাটা আমার ভারি মনে লেগেছে। অন্তত আমার নিজের জীবনে এটা-যে অক্ষরে-অক্ষরে খেটেছে এ-কথা বলতে পারি—যদিও এ-উপলব্ধিটি লাভ, না ক্ষতি—আমার জীবনের সম্পদের দিক দিয়ে—সে-কথা অন্তর্যামীই বলতে পারেন।...কিন্তু এ আক্ষেপের কথা যাক্।”

একটু ইতস্ততঃ ক'রে : “বলছিলাম না যে, রোমা আমাকে ভালোবাস্‌ত? আজ তার সে-ভালোবাসা আমি হারিয়েছি ব'লেই এ-কথা বলতে পারব না যে, কখনও তা পাই নি—যদিও তুমি এই কথাই ব'লে থাকো ওল্‌গা।”

ওল্‌গা কি-একটা বলতে যাবার আগেই পিয়ের আবার বলে : “তাই আমি বলছিলাম যে, ভালোবাসা বলতে আমরা অনেক সময় ভারি গোল করি এইজন্যে যে, ভালোবাসাটার মধ্যে যে দুটো স্পষ্ট উপাদান বা স্রোত থাকে সেটা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। এ-কথা—”

ওল্‌গা বলে : “জানি পিয়ের, তুমি অনেকবারই আমাকে বলেছ যে, ভালোবাসার মধ্যে একটা থাকে—যৌন আকর্ষণ বা নিবিড় কোমলতা, অন্য একটা—সত্য মনের মিল বা বন্ধুত্ব। কিন্তু শুধোই তোমাকে : সত্যি ভালোবাসা কি কেবল তাকেই বলে-না—যার মধ্যে দুটোই সমান ভাবে থাকে?”

পিয়ের বলে : "তাই কি সত্যি ওল্‌গা? অধিকাংশ দাম্পত্য জীবনের ক্ষেত্রেই কি—"

—"ভুল করছ। আমি তো বাস্তবের কথা বলছি না, বলছি আদর্শের কথা।"

—"বেশ কথা—কেবল তাহ'লে বিবাহের কথা আলোচনা কোরো না। কেননা ওটা হচ্ছে একান্তই বাস্তবের ব্যাপার;—'ওটা কি জানো? —ওটা হচ্ছে একটা শৃঙ্খলার, সুবিধার, মিলেমিশে-স্বস্তির-মধ্যে-থাকার প্রয়াস—কোনো একটা বড় আদর্শের বা রোমান্সের স্বত-উৎসারিত প্রবাহ নয়।" ব'লে একটু থেমে বলে :

"অন্তত আমার তো মনে হয় যে, আমরা বিবাহের গণ্ডির মধ্যে প্রেমের স্থায়ী-হওয়া-না-হওয়া সম্বন্ধে যখন মতামত প্রকাশ করি তখন প্রায়ই ভুল ক'রে আগে থাকতে ধ'রে নিয়ে থাকি যে, বিবাহ বুঝি বন্ধুত্বের বা মনের-মিলের অপেক্ষা রাখে।"

ওল্‌গা বলে : "কিন্তু সকলেই যদি এ-ভুল করে তাহ'লে কি বলা চলে না যে, এ-ধারণাটার মধ্যে কোথাও না কোথাও একটা সত্য আছেই?"

পিয়ের চিন্তাকুল স্বরে বলে : "তা বলা কঠিন। কেননা দেহের প্রবল ক্ষুধার সময়ে কল্পনা আসে—এগিয়ে, ও তখন প্রেমাস্পদের সবটুকুই ঠেকে—রঙীন। কাজেই পূর্ব্বরাগের সময় দুপক্ষের কারুরই মনের মিলের সমস্যা নিয়ে মাথা-ঘামানোর না থাকে প্রবৃত্তি, না—সময়। তাই ইংরাজীতে একটা কথা বলে marry in haste to repent in leisure."

ওল্‌গা বলে : "কিন্তু—"

পিয়ের বলে : "আমার কথা এখনো শেষ হয় নি, শোনো।—রোমা

আমাকে ছেড়ে চ'লে যাবার পর আমি অন্তত একটা বড় সত্য উপলব্ধি করেছি। সেটা এই যে, প্রেমের মধ্যে বন্ধুত্ব না থাকলেও সেটা বাজে জিনিষ নয়; কেবল বন্ধুত্ব বিনা সেটা স্থায়ী হয় না—এইমাত্র। কিন্তু কে বলবে জীবনে স্থায়িত্বটাই সবচেয়ে বড় বর, আর অস্থায়ী সবই অসার? কেম্ব্রিজের 'রিদিকুল' * 'ক্যাম' নদী দেখেছ? খালগোত্রী নদীটি নাকি কখনো শুকোয় না;—অথচ নীল নদীর চেয়েও বড় নদী যায় শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে। তাই ব'লে কি বলতে হবে যে, ক্যাম নদীর মহিমা নীল নদীর চেয়েও অতলস্পর্শী?—সুতরাং রোমার ভালোবাসা স্থায়ী হ'ল না ব'লে কি কিছু প্রমাণ হয়? না, ক্ষীণ প্রীতি স্থায়ী হয় ব'লেই বলবে যে তার মহিমা সর্ব্বগ্রাসী প্রেমের চেয়ে বড়? স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে উদ্দাম আকর্ষণের সৌরভটি শীঘ্র ঝ'রে যায় বলেই তো তার কপালে 'নগণ্য' 'এতিকেৎ' † এঁটে দেওয়া যায় না।"

ব'লে আবার একটু থেমে স্বর আরও নিচু ক'রে নিয়ে বলে:

"তাহ'লেই দেখ রেনে যা বল্‌ছিল সে কথাটা অন্তত অধিকাংশ প্রেমের ক্ষেত্রেই সত্যি। অর্থাৎ বিবাহের গণ্ডীর মধ্যে-যে তার টানটা স্থায়ী হবেই হবে এমন কোনো কথা নেই।"

ওল্‌গা চিন্তিতমুখে বলে: "কিন্তু যেখানে স্থায়ী হয়—সেখানে? আশা করি তুমি এ-কথা বলবে না যে, প্রেম কোথাওই স্থায়ী হয় না?"

পিয়ের বলে: "তা বলি নি তো ওল্‌গা। দাম্পত্যে স্থায়ী যেটা হয় সেটা বোধহয়—বন্ধুত্ব। তাই যেখানে দম্পতীর মধ্যে টানটা স্থায়ী হয় সেখানে বুঝতে হবে বন্ধুত্বের রসই তার জন্যে দায়ী—প্রেম নয়। কিন্তু

* Ridicule = হসনীয়।

† Etiquette = ছাপ, লেবেল।

অধিকাংশ দাম্পত্য আকর্ষণের মধ্যে যখন প্রেমের রসটি থাকে না তখন কেমন ক'রে বলবে শুনি যে, দাম্পত্যে প্রণয়ের রস চিরস্থায়ী না হ'লেই সেটা তার মস্ত অগৌরব? বন্ধুত্ব স্থায়ী হয়—কিন্তু অপর দিকে যৌন প্রেমের উদ্দাম আনন্দ, অপরূপ আবেশ দিতে পারে না' কথনই;—কিন্তু যেখানে যৌন আবেশই মুখ্য সেখানে তার কাছ থেকে বন্ধুত্বের খোরাক চাইলে চলবে কেন বলো?" ঘরের মধ্যে আবার খানিকক্ষণ কেউই কথা কয় না। শুধু মৃদুস্বরে ম্যাণ্ডোলিনটিতে উদাস সুরে বাজে ব্রাগার সেরেনাতো: "No! non è mortal la musica."…

পিয়েরই আবার কথা কয়—তার সুরের মধ্যে হঠাৎ একটা ম্লান সুরের ছায়া পড়ে যেন:

"তবু…আশ্চর্য্য এই যে, যেখানে স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ কোনো সত্যিকার বন্ধুত্ব বা মনের মিলের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় সেখানেও ঘা খেলে ব্যথাটা বন্ধুহারানোর ব্যথার চেয়ে কম তীব্র হয় না।"

ঘরের মধ্যে আবার একটা কারুণ্যের ছায়া এল ঘন হ'য়ে।

পিয়ের ব'লে চলে: "কিন্তু আমার সময়ে সময়ে এ-ও মনে হয় যে, হয়ত…আমরা ঘা খাই—একটা অলীক আশার ফেরে। হয়ত বেশি আশা · মিথ্যে আশা করি ব'লেই দাম্পত্য সম্বন্ধের মধ্যে বাসনার নেশাটি বেশিদিন রঙীন না থাকলে এত বেশি দুঃখ পাই, ও সেজন্যে প্রেমের প্রকৃতিকে দায়ী না ক'রে দায়ী করি—অবান্তর নানা কিছুকে। মনে করি: দায়ী বুঝি—সমাজ, বা বিবাহ, বা অন্য কিছু। অথচ আসলে দায়ী—নূতনত্বের অভাব। নূতনত্ব নইলে প্রেমের মধ্যে অন্য অনেক সৌরভ থাকতে পারে, কিন্তু নেশাটা-যে বজায় থাকতে পারে না এ-কথাটা বুঝলে হয়ত আমরা বিবাহকে অনর্থক দোষ দিতাম না। কারণ—ঐ যে বললাম—বিবাহের কাছে সে-জিনিষ চাইলে চলবে কেন বলো—যা তার

আয়ত্তের বাইরে? রেনের সঙ্গে আমি খুবই একমত যে, বিবাহের উদ্দেশ্যটাই ভিন্ন—অন্তত প্রেম-পরিবেষণ তার লক্ষ্যের মধ্যে নয়।"

রেনে বলে : "প্রেম স্থায়ী হ'ল না ব'লে বিবাহকে বা দম্পতীকে দোষ-দেওয়াটা আমার কাছে কেমন মনে হয় জানো?—অনেকটা ডাঙায় মাছ বাঁচে না ব'লে মাটিকে দোষ দেওয়ার মতন।"

ওল্‌গা চিন্তিত-স্বরে বলে : "উপমাটি মনোহর হ'তে পারে···কিন্তু ···ক্ষমা কোরো রেনে—মনটা এতে সাড়া দেয় না। প্রেমের নিবিড় সান্নিধ্যের সৌরভটি যদি এত শীঘ্র ঝ'রে যায় তাহ'লে তাকে বড় বলিই বা কেমন ক'রে?···আমি তো অন্তত—"

পিয়ের বলে : "নিবিড় ব'লেই তো গোলে পড়ছ ওল্‌গা। বলো—'প্রবল'—বলো 'উদ্দাম'। তাহ'লে বুঝবে এ-সৌরভটি ঝ'রে যায় কেন। কেননা এইই-যে জীবনের ধর্ম্ম, যে, কোনো বড় প্রাপ্তির উলটো দিকে ক্ষতি থাকেই—কী করবে বলো? কাজেই প্রেমের আবেগকে নিয়ত কাছে পাওয়ার ফলে কেমন ক'রে সেটা সে-রকম আবেশময় থাকবে, শুনি?—না-পাওয়ার মধ্যে যে-নিবিড়তা উদ্দাম হ'য়ে ওঠে, নিরন্তর সান্নিধ্যের ঝড়-ঝাপটায় তাকে গাঢ় রাখবে কেমন ক'রে?"

ওল্‌গা বলে : "কিন্তু গাঢ় রাখা যাবে না-ই বা কেন খুলে বলবে কি?"

পিয়ের ম্লান হাসে : "কেউ কি জানে ওল্‌গা? জীবনের মূল অভিজ্ঞতাগুলোকে মেনে নিতেই হয়—সেখানে বিদ্রোহ ক'রে ফল কী বলো?"

ওল্‌গা বলে : "কিন্তু যদি প্রেমাবেগের নিবিড়তা—আচ্ছা, প্রবলতাই সই—যদি আবেগের এ-উদ্দামতা ধরতে গেলেই পালায় তাহ'লে কি তাকে অনেকটা আলেয়ার মতন অসারই বলতে হয় না?"

পিয়ের বলে : "আলেয়া কেন ওল্‌গা? ঐ যে বললাম, রোমার কাছে আমি যা পেয়েছি তাকে শুধু স্থায়িত্বের মাপকাটি দিয়েই বা বিচার করতে যাই কেন?—এ-ও তো হ'তে পারে যে, সকলের দেওয়ার ক্ষমতা অঢেল নয় ব'লেই প্রেমের নেশাকে গাঢ় রাখতে চাইলে মাত্র একজনার কাছেই বরাবর হাত পাতলে চলে না? রোমাকে হারিয়েছি বটে—কিন্তু কে বলতে পারে—পরে অন্য কোনো মেয়ের কাছে আবার অনুরূপ বা সার্থকতর আনন্দ পাব না? এককথায়, প্রেমের মুষ্টিভিক্ষার জন্যে একের কাছেই বা নিত্যি যাব কেন? আর কাড়াকাড়িই বা করতে যাব কী জন্যে?" ঘরের মধ্যে খানিকক্ষণ আবার সবাই মৌন।...

নিলয় বলে : "তুমি বড় সুন্দর বলেছ আজ পিয়ের! তোমার কথাগুলি আমার মনে একটা ভারি সুন্দর প্রতিধ্বনি তুলেছে—জানো?—কেবল—কেবল—তোমার প্রথমদিককার একটা কথা ছাড়া।"

পিয়ের বলে : "কোন্?"

নিলয় বলে : "তুমি আক্ষেপ করলে কেন—ব'লে যে, রোমাকে ভালোবেসে তুমি যে ব্যথা পেয়েছ সে-উপলব্ধি তোমার লাভ না ক্ষতি?"

পিয়ের মৃদুকণ্ঠে বলে : "উপলব্ধির দিক দিয়ে কোনো লাভই হয় নি ঠিক এমন কথা বলি নি আমি। অন্তত যদি ব'লে থাকি তবে ঠিক তা বলতে চাই নি। তবে কি জানো? খানিক আগে তুমিই বলছিলে না যে ব্যথা—ব্যথাই? তাই ঠিক যে-মুহূর্তে ব্যথার মূল্যে দামটা দিতে হয় সে-মুহূর্তে ভবিষ্যৎ উপলব্ধির কথা ভেবে খুব সান্ত্বনা পাওয়া যায় কি?"

নিলয় বলে : "সে-কথা ঠিক পিয়ের। কিন্তু তবু লাভটা তো আর

ক্ষতি হ'য়ে ওঠে না! ব্যথা যেমন ব্যথাই—লাভও তেমনি—লাভই। অন্তত জীবনে অনেক অনির্ব্বচনীয় সম্পদের আভাষই তো মানুষ তার ব্যথার মধ্যে দিয়ে পেয়ে এসেছে আজ অবধি।"

রেনে চিন্তাবিষ্ট স্বরে বলে: "কথাটা বলেছ বেশ নিলয়। কিন্তু তবু ব্যথা বোধহয় ব্যথাই থাকবে—চিরকাল। অর্থাৎ তাকে এড়াতে পারলে তার অনির্ব্বচনীয়তার আভাষ ভবিষ্যতে পাওয়ার কথা ভেবে কেউ খুসি হ'য়ে উঠবে না। অথচ সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও সত্যি যে, প্রেমের মধ্যে সত্য সম্পদ যদি কিছু থাকে তবে সেটা নির্ভর করে তার যেটুকু ব্যক্ত সেটুকুর ওপরে নয়—করে—যেটুকু, ঐ যা বললে অনির্ব্বচনীয়, সেটুকুরই ওপরে।"

পিয়ের বলে: "খুব ঠিক কথা। আমার তাই আজকাল ক্রমেই বিশ্বাস জন্মাচ্ছে যে, প্রেম মানুষের কাছে চিরকালই থেকে যাবে দুর্ব্বোধ—inconnu; অথচ···তবু···আশ্চর্য্য এই যে, মানুষ এটা বুঝেও বোঝে না, বিশ্লেষণ ক'রে, বিচার ক'রে, পরখ ক'রে প্রেমকে যায় ব্যবচ্ছেদ করতে—যেন তাতে ক'রে সে এক তিলও সুবোধ্য হ'য়ে উঠতে পারে।"

নিলয় বলে: "সত্যিকথা!—আর আশ্চর্য্য লাগে ভাবতে, যে, কেন মানুষ শুধু পেলেই খুসি হয় না!—কী পেল, কেন পেল, যদি না পেত তবে কী হ'ত, আরও কত কী—চায় জানতে, দেখেই পূর্ণ তৃপ্তি পায় না!—দৃশ্যমানের নেপথ্যের তত্ত্বটি চায় বুঝতে! কিন্তু···হাজারই জানুক··· হাজারই বুঝুক—প্রেমের ফুলটি কেন-যে চিরদিন শুধু কাঁটার পথেই সার্থক হ'তে চেয়েছে এ-রহস্যের যবনিকা কখনই আমাদের চোখের সাম্নে থেকে স'রে যাবে না বোধ হয়।"

পিয়ের বলে: "তা বটে—কেবল প্রেমের বহুমুখী গতির সম্বন্ধে একটা কথা আমার প্রায়ই মনে হ'ত—রোমা আমাকে ছেড়ে যাবার পর

থেকে। মনে হ'ত : আমরা প্রেমের কাছে ঠিক্ কি চাই সে-সম্বন্ধে একটু নিজের মনকে যাচাই করবার চেষ্টা করাটা মন্দ নয় হয়ত। অন্তত তাতে অনেক গোল মেটে।"

নিলয় বলে : "তুমি কি বলতে চাইছ?"

পিয়ের বলে : "আমার সময়ে সময়ে মনে হয়—জানি না কেন—যে, প্রেমের কাছ থেকে আমরা ঠিক্-যে কী চাই সে-সম্বন্ধে মনটাকে একটু পরিষ্কার ক'রে যাচাই ক'রে নিতে পারলে আমাদের এত বেশি ঘা খেতে হ'ত না হয়ত। অর্থাৎ মনকে নির্ভয়ে প্রশ্ন করা : 'মন, তুমি চাও কী?' যদি ক্ষীণস্রোত দাম্পত্য-প্রীতি চাও তবে কোনো-একজনের সঙ্গে বিবাহের জুড়িতে চ'লে চলো—কোনোমতে—জীবনের শেষ অবধি। তাতে স্বস্তিও আছে, শৃঙ্খলাও আছে—আর রসও-যে একেবারে নেই তা-ও নয়। কিন্তু যদি প্রেমের মধ্যে—'মিলনে নিখিলহারা বিরহে নিখিলময়'-ধরণের নিবিড় শিহরণ চাও তাহ'লে শ্যাম ও কুল দুই রাখা চলবে না। তাহ'লে জীবনের পথে নিত্য-নূতন প্রেমের-পাথেয় সঞ্চয় ক'রে একটু উধাও হ'য়ে চলতে শেখো। কেবল—তাহ'লে কোনো পাথেয়কেই প্রাণপণে আঁকড়ে ধ'রে থাকতে চেয়ো না—কেননা তাহ'লে যা পেলে না তা-ও পাবে না—আর যা পেয়েছ তা-ও হারাবে। এই আর কি।"

তার শেষ কথাগুলি সে বলে যেন প্রায় আপন মনে।...

বাইরের আকাশে একখণ্ড পাতলা মেঘ সুরু ক'রে দিয়েছে বর্ষণ। নদীর বুকে জেগে উঠেছে রোমাঞ্চ। ওদিকে ক্ষান্তবর্ষণ পূর্ব্বাঙ্গনে একটি আধফোটা ইন্দ্রধনু বিছিয়ে দিয়েছে তার বঙ্কিম রঙের মেলা। সকলেই একযোগে সেদিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে।...

ওল্গা চিন্তাবিষ্ট সুরে বলে : "একটু আগে ঐ কথাটি তুমি বড় সুন্দর বলেছ নিলয় যে, মানুষ হাজারই জানুক প্রেমকে বুঝতে পারবে না

কোনোদিনই। ঐ রামধনুটি দেখে আজ মনে পড়ে আমার সেই প্রথম কলেজে বিজ্ঞান পড়ার কথা। তখন—যৌবনের প্রথম উৎসাহে—মনে করতাম বুঝি আলোর মধ্যে সাত-সাতটা রঙের লহরীতত্ত্ব জেনে ওর মহিমাটির রহস্য একেবারে জলের মতন সাফ হ'য়ে গেছে। কিন্তু এখন বুঝি যে, জানার ফলে আর যা-ই লাভ হোক না কেন, যা ঝাপসা তা কখনো ফরসা হয় না। জ্ঞানে একটা আলাদা আনন্দ থাকতে পারে বটে, কিন্তু রসতত্ত্বের মর্ম্মস্থানে প্রবেশ করবার কোনো অধিকারই তার নেই। ইন্দ্রধনু যেজন্যে রসের ইন্দ্রধনু, সে-রহস্যের দ্বার বৈজ্ঞানিকের দূরবীণের সাম্‌নে কখনো উদ্‌ঘাটিত হ'তে পারে না। আর পারে না ব'লেই না ইন্দ্রধনু চিরদিন ইন্দ্রধনু।"

নিলয়ের পানে অন্যমনস্ক চোখে চেয়ে ওল্‌গা ব'লে চলে: "প্রেমের সম্বন্ধেও-যে এ-কথা অক্ষরে অক্ষরে খাটে তা আমি মানি। প্রেমের ফুল যে কাঁটার পথেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সার্থকতা খোঁজে—মানুষের এ বহুযুগসঞ্চিত অভিজ্ঞতাকেও আমি অস্বীকার করতে চাই না।···আমার আপত্তি ওখানে নয়। আমি আপত্তি করি প্রেমকে অসরল বলায় না—ক্ষণভঙ্গুর বলায়। কারণ প্রেম ক্ষণভঙ্গুর এই-ই যদি নরনারীর সম্বন্ধের শেষ কথা হয়, তাহ'লে তাতে—পুরুষের ক্ষেত্রে কি জানি না—কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে কোনো সান্ত্বনাই নেই।"

ব'লে একটু থেমে বলে: "তাই তোমার দেখা-পেতে-না-পেতে মিনার দাম্পত্য প্রেম মন্দা হ'য়ে এল ভাবতেও আমার যেমন ব্যথা লাগে, তোমাদের দুজনকে সে একসঙ্গে ভালোবেসেছিল ভাবতেও তেম্‌নি বিস্ময় জাগে।···তবু এ-দুয়ের মধ্যে আমি প্রথমটাকে একটু বুঝতে পারি। কারণ এরূপ ক্ষেত্রে নতুন ভালোবাসার চন্দ্রোদয়ে পুরোনো প্রেমের তারাটি পাণ্ডুর হ'য়ে গেলে—তার মধ্যে অন্তত অপ্রত্যাশিত কিছু থাকে

না। অবশ্য এখানে ভালোবাসা বলতে আমি যৌন প্রেম বলছি এ-কথা ভুলো না—"

নিলয় বলে: "না ভুলব না। কেবল আমার বলবার কথা এই যে, অন্তত যৌবনে, প্রতি স্ত্রীপুরুষের ভালোবাসার মধ্যেই এ-যৌন-সম্বন্ধের আমেজ কমবেশি থাকেই—তা সে-ভালোবাসা আত্মীয়তারই হোক্ বা বন্ধুত্বেরই হোক্। যেখানে সেটা একদম থাকে না সেখানে স্ত্রীপুরুষের লেনদেনের সম্বন্ধের মধ্যে না থাকে গতি, না দীপ্তি। আমাদের নিতান্ত আত্মীয় ও প্রিয়জন সম্বন্ধেও-যে এ-কথা খাটে এটা আজকাল প্রায় সাব্যস্ত হ'য়ে গেছে। সুতরাং যেখানেই পুরুষের সঙ্গে নারীর সম্বন্ধের মধ্যে একটুও সত্যিকার রস থাকে সেখানেই যৌন আকর্ষণকে খানিকটা মেনে না-নিয়েই উপায় নেই।"

রেনে "ঠিক কথা" ব'লেই ওল্গার দিকে চেয়ে বলে: "আর তাই জন্যেই তো তোমার স্ত্রীপুরুষের ভালোবাসাকে খুব কাটাছাঁটা শ্রেণীতে ভাগ করার প্রবৃত্তিটি আমার কাছে কোনোদিনই সমীচীন মনে হয় নি। এ-কথা আমি তোমাকে কতবার বলেছি। কিন্তু তোমাকে দোষ দেব কি—যখন অনেক ধনুর্দ্ধর প্রণয়ীও এই সাদা সত্যটাকে অস্বীকার করতে গিয়ে নিত্য-নিয়ত বিপদে পড়েন দেখতে পাই!"

ব'লে নিলয়ের দিকে তাকিয়ে: "কত সুন্দর জীবনের ট্রাজিডিই না নিবারণ করা যেত নিলয়, যদি এই সহজ আদিম সত্যটিকে রাংতার চেকনাইয়ে সভ্য করতে না গিয়ে আমরা একটু নগ্নভাবে দেখবার সাহস পেতাম। কেন-যে আমরা সত্যকে সত্য ব'লে স্বীকার করতে এত ভয় পাই!—"

নিলয় উত্তর দেবার আগেই পিয়ের বলে: "এর কারণ তো খুবই স্পষ্ট রেনে। মানুষ তো কেবল বীর নয়, সঙ্গে সঙ্গে

কাপুরুষও-যে! শুধু সত্যেরই তো পূজারী নয়, সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যারও উপাসক-যে!"

নিলয় ম্লানায়মান ইন্দ্রধনুটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে বলে: "সত্যি কথা। অন্তত আমি-যে শুধু কাপুরুষতা-বশেই অনেকদিন ধ'রে এই সাদা সত্যটিকে অস্বীকার করতে চেয়েছিলাম এ-কথা আজ বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারি; আর সঙ্গে সঙ্গে আক্ষেপ হয় যে, যদি আগে থেকে এ-সব পরিষ্কার ক'রে দেখতে শিখতাম তাহ'লে হয়ত আমাকে এত বেগ পেতে হ'ত না। কিন্তু আবার এ-ও মনে হয় যে, এ-বেগ-পাওয়ার আমার দরকার ছিল।"

রেনে বলে: "এ যে আবার ওরিয়েণ্টাল মিস্‌টিসিস্‌ম্ এনে ফেল্‌লে হে!"

পিয়ের টপ্ ক'রে বলে: "রেনে, আমাদের ফ্রান্সে একটা প্রবচন আছে—'Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage' *—জানো তো? আমি দেখেছি অনেক সময়েই আমরা ঐ এক মিস্‌টিসিস্‌ম্ মন্ত্রটি উচ্চারণ ক'রে নিখর্চায় ডিক্রি পাই ওরিয়েণ্টাল-অক্‌সিডেণ্টাল মামলায়।"

নিলয় হেসে বলে: "ধন্যবাদ পিয়ের। আমার মুখের কথা লুপে নিয়েছ ব'লে। কারণ মিস্‌টিসিস্‌ম্ নাম দিলেই আমাদের মতন ওরিয়েণ্টালের সব কথাকেই নাকচ ক'রে দেওয়া তোমাদের কাছে এত সহজ হ'য়ে ওঠে যে, কথা বলাই হ'য়ে ওঠে এক বিড়ম্বনা।" ব'লে থেমে রেনের দিকে চেয়ে: "কিন্তু আসলে এটা মিস্‌টিসিস্‌ম্ নয়, মাইন হের্।" †

* কুকুরে তোর ডুবাতে যদি সাধ:
'গেছে সে ক্ষেপে'—রটাস অপবাদ।

† Mein Herr—মহাশয়!

রেনে হেসে বলে : "প্রমাণ ?"

—"উঁচু নিচু পাহাড়ের ওপর দিয়ে যেতে হ'লে কি দেখা যায় না যে, একটা শিখর থেকে অন্য একটা শিখরে পৌঁছতে হ'লে অনেক পরিশ্রম, হাঁপানো ও ওঠাপড়ার দাম দিতে হয় ?"

—"বেশ।"

—"জীবনপথে উপলব্ধিগুলিকে আমার অনেকটা এই রকম পর্ব্বত-মালার আলাদা আলাদা শিখরের মতন মনে হয়। একটা উপলব্ধির শিখরে যতক্ষণ আছ—বেশ আছ ; কিন্তু যেই অন্য একটিতে পৌঁছতে চাইবে অম্নি দিতে হবে দাম।"

পিয়ের বলে : "দাম মানে ঠিক কী বলছ ?"

নিলয় বলে : "বেদনার ওঠাপড়া, দ্বন্দ্বের হাবুডুবু, সামর্থ্যের অগ্নি-পরীক্ষা—এইসব আর কি।"

রেনে বলে : "উপমাটি ভালো বটে, আর লাগসৈ উপমা মুখরোচক ও কর্ণরোচক—দুই-ই। কিন্তু তবু আমি উপমার বড় পক্ষপাতী নই।"

ওল্গা বলে : "উপমার অপরাধ ?"

রেনে বলে : "শুনতে বড় খেই হারিয়ে যায় অনেক সময়ে।"

ওল্গা বলে : "জীবনে চলার মানেই কি পদে পদে খেই-হারিয়ে-যাওয়া নয় ? খেই হাতে ক'রে পরম নিরাপদ স্বস্তির মাঝখানে ব'সে থাকাই যদি পরম-পুরুষার্থ হয় তাহ'লে তো বলতে হয় যে, তিব্বতী লামার মতন শুধু ব'সে ব'সে প্রার্থনার চাকা ঘোরানোই হচ্ছে সবার সেরা পন্থা। না নিলয়, রেনের কথায় তুমি কান দিয়ো না—এ রকম উপমা যত পারবে দেবে। উপমায় ও ভারি দ'মে যায়—এটা জনান্তিকে।"

রেনে হেসে বলে : "আচ্ছা, পরে দেখে নেব—প্রাণান্তিকে !"

হঠাৎ মেঘের মধ্যে চাঁদের আভা দেয় দেখা। কিন্তু বিধুবদন উঁকি দিতে না দিতে আর একখণ্ড মেঘ এসে সাধে বাদ।

নিলয় কিন্তু যেন আপন মনেই ব'লে চলে : "ঐ মেঘের সঙ্গে চাঁদের যুদ্ধের মতনই দিনের পর দিন আমার সদ্‌বুদ্ধিকে যুঝতে হয়েছে—প্রবৃত্তির সঙ্গে। উপলব্ধির কথা বলছিলাম না? এ-যুদ্ধের ব্যথা ও রক্তক্ষরণই ছিল তার দাম—আমার ক্ষেত্রে। অবশ্য তখন এ-দাম দেবার সময় আমি উপলব্ধির কথা ভেবে সান্ত্বনা পাই নি—সাধ ক'রে ব্যথা চায় কে?—কিন্তু আজ বুঝতে পারছি এতে ক'রে আমার দৃষ্টির পরিধি আমার অজ্ঞাতে কতখানি বেড়ে গেছে। তাই মনে হয় : এখন ব্যাপারটাকে অনেকটা তার যথার্থরূপে দেখতে পারছি যা তখন পারি নি।"

পিয়ের বলে : "সেই না-পারার কাহিনীটাই বেশি ক'রে বলো নিলয়। কারণ আমার মনে হয় ক্ষমতার দৃষ্টান্তের চেয়ে অক্ষমতার দৃষ্টান্ত থেকেই আমরা খতিয়ে লাভ করি বেশি। রোমা অন্তত আমাকে এই একটা বড় উপলব্ধি দিয়ে গেছে।"

নিলয় পিয়েরের দিকে কোমল দৃষ্টিক্ষেপ ক'রে বলে : "খুব সত্যি কথা। আমারও আজকাল অনেক সময়ে মনে হয় পিয়ের, যে, বেশিদিন একটা শান্তির অচলায়তনে থাকা কিছু নয়। সে বন্ধ্যা। অন্তত মিনার সম্পর্কে যত বেদনা আমাকে পেতে হয়েছে এক সময়ে সে-সব আমাকে বিঁধলেও আজ আমার কোনো সন্দেহই নেই যে, সে-বেদনার মন্থন আমার জীবনে একটা মস্ত শুভ দান হ'য়ে এসেছে।—যাক্‌, বলি শোনো। কথায় কথায় শুধু কথা বেড়ে যাচ্ছে।"

নিলয় বলে : "সেদিন বাড়ী এসে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলাম যে, মিনার রূঢ়তার জন্যে তাকে একটু শিক্ষা দিতেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ মনের

মধ্যে দিয়ে এই উপলব্ধির বিজ্‌লি খেলে গেল যে, এ-শিক্ষা দেবার অস্ত্র আছে আমার হাতে—আছে আছে। সে-আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলাম যে, মিনাকে আনন্দ বা দুঃখ দিতে আমি পারি।···বিচিত্র প্রেমের গতি : এই একটা নতুন শক্তির সন্ধান পেয়েছি এটা অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে ওকে সুখ-দেওয়ার দিকে চালিত না ক'রে ওকে দুঃখ-দেওয়ার দিকে চালিয়েই পরখ করতে সাধ গেল। প্রেমের মধ্যে-যে একটা নিষ্ঠুরতা থাকেই—যাক্।" একটু থেমে নিলয় ব'লে চলে :

"পরদিন মিনার ওখানে গেলাম না—শুধু নিষ্ঠুর হওয়ার জন্যেই। মনটা সন্ধ্যেবেলা ছট্‌ফট্ করতে লাগল ওকে দেখবার জন্যে। প্রতিজ্ঞার ভরা জোয়ারে এল ভাঁটা দেখতে দেখতে। মনের স্রোত ফেরে আর কি ওর মোহানার মুখে। কিন্তু একটা সস্তা পৌরুষের কঠিন বাঁধে এ-পাল্‌টা-স্রোতকে প্রাণপণে রাখলাম রুখে।

"সারাদিন একটা তীব্র আনন্দ ও বেদনার মাঝে প্রত্যাশা ও সংশয়ের আলোছায়ায় নিজের মনের কত রকম বিচিত্র ছবিই যে দেখলাম সে আর কী বলব?"···সবাই নিশ্চুপ।

নিলয় বলে : "কিন্তু রাতে বুঝলাম—ভুল করেছি। মিনা-যে সেদিন সন্ধ্যায় আমার না-যাওয়ার দরুণ মনে ব্যথা পেয়েছে এটা কল্পনা করার আনন্দটা অবিশ্যি ছিল নিবিড়; কিন্তু তবু খতিয়ে একটা ব্যর্থতার ক্ষুব্ধ নিঃশ্বাসই পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠল। বুঝলাম : প্রেমের ক্ষেত্রে প্রতিশোধের উল্লাসে আছে শুধু বিদ্যুৎবিলাস : এ-আলোর উত্তেজনা প্রবল বটে—কিন্তু নিভলেই চোখের সাম্‌নে সব অন্ধকার। মনে হ'ল : সত্যিকার প্রেম এ নয়—তাতে দাহ নেই, আছে চাঁদনি আলো।—কিন্তু কী হ'ল বলি আগে—শোনো।"

নিলয় ব'লে চলে : "পরের দিন হোটেলে সকালে প্রাতরাশে বসেছি —এমন সময় হারমানের ভ্যালেটের হাতে এক চিঠি : শেষরাত্রের দিকে মিনার একটু জ্বর হয়েছে, আমি যদি বিকেলে তার সঙ্গে গিয়ে একটু গল্প করি তাহ'লে সে অত্যন্ত খুসি হবে ইত্যাদি। শেষে পুনশ্চ দিয়ে লেখা শুধু এই কটি কথা : কাল সন্ধ্যায় কই তুমি এলে না তো! এই আশঙ্কায় নয়তো, যে, মিনার সঙ্গে তুমি বেশি ঘনিষ্ঠভাবে মিশলে আমি কিছু মনে করতে পারি? যদি তাই হয়, তাহ'লে শুধু এইটুকু বলা : যেন শীঘ্র তুমি বুঝতে পারো আমার প্রতি কতবড় অবিচার করেছ।"

ওল্‌গা বলে : "বড় সুন্দর কথাগুলি!...তার পর?"

—"হারমানের সামান্য এই কয় ছত্র পড়া মাত্র আমার মনটা একেবারে বিপর্য্যয় রকম উল্‌টোপাল্‌টা স্রোতে টলমল ক'রে উঠল। কেন জানি না, তার প্রতি একটা করুণ কৃতজ্ঞতায় মনটা ভ'রে উঠল—অথচ সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা অশান্তির চাপ—যে—" একটু থেমে : "এমন কি, সেটা আমার কল্পনা করতেও আশ্চর্য্য লাগে এখন! মনে হ'ল : যেন মনটা আমার নিজের নয়—সম্পূর্ণ একটা বাইরের ক্ষেত্র—যেখানে দুটো বিরুদ্ধ স্রোত শক্তি-পরীক্ষা করছে—আর আমি অসহায় হ'য়ে সে-দ্বৈরথ শুধু দাঁড়িয়ে দেখছি। স্পষ্ট দেখলাম যে, একধারে যেমন অসুস্থ মিনার কাছে গিয়ে স্নেহ ও আদরের বন্যায় তার সব বেদনা ও সঙ্কোচকে ডুবিয়ে দিতে জাগল একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা, অপর দিকে তেম্‌নি হারমানের উদার বিশ্বাসের যোগ্য হবার একটা মহৎ উচ্চাশা হ'য়ে উঠল দুর্নিবার। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা শ্রীহীন মনোভাবও উঁকি দিতে থাকে : হারমানের উদারতার জন্যে তার প্রতি যেন একটা জ্বালা। মনে হচ্ছিল : যেন হারমান কোনও হীনতা বা ক্ষুদ্রতা দেখালেই আমি বেশি খুসি হই।

আর—কিন্তু থাক্ এ-কথা।—আমার মনের এ-দিক্‌টার কথা খুলে দেখাতেও কোথায় বেঁধে।

"বিকেল চারটে অবধি অপেক্ষা করতে পারলাম না। বেলা আড়াইটের সময় পড়লাম বেরিয়ে।…

"খবর না দিয়েই ঢুকলাম। মিনা মুখ অন্ধকার ক'রে একটা সোফার ওপর হেলান দিয়ে চুপ ক'রে শুয়ে। আমাকে দেখে প্রথমটায় উঠ্‌ল চম্‌কে। তারপরেই তার ডাগর চোখ দুটিতে আলো উঠ্‌ল ঝিক্‌মিকিয়ে। কিন্তু পরক্ষণেই গেল নিভে।

"আমায় পাশেই একটা চেয়ারে বসতে বলল।

"আমি কিন্তু চেয়ারে না ব'সে সটাং গিয়ে বসলাম সোফাতে—তার পায়ের কাছে। মিনা সঙ্কুচিত হ'য়ে পা একটু সরিয়ে নিল: একটিও কথা না।…

"খানিকক্ষণ আমরা দুজনেই চুপ ক'রে রইলাম। মনের কোণে কি যেন একটা অশান্তি! প্রথমটায় ভারি ক্ষুব্ধ বোধ হ'ল। ওর বাড়ীতে এসেছি, তবু ও এমন উদাসীন ভাবে চুপ ক'রে ব'সে!—একটা সম্ভাষণ অবধি না!—একবার ভাবলাম যাই উঠে।

"হঠাৎ তার মুখের 'পরে আমার দৃষ্টি পড়ল: জ্বরের প্রকোপে জবা ফুলের মতন রাঙা। নিজের কথা ভাবতেই ব্যস্ত—ওর দিকে দেখব সময় কোথায়?

"নিজের ওপর এমন রাগ হ'ল!…অনুতাপও।…ওর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললাম: 'রাগ করেছ মিনা?' ও হাতটা ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল: 'রাগ? কোন্ অধিকারে?' আমি বললাম: 'এটা কি প্রসন্নতার উত্তর?' ও বলল: 'না হ'লেই কি কিছু আসে যায় কারুর?'

"আমি জোর ক'রে ওর হাতটি আমার দুই হাতের মধ্যে চেপে ধ'রে গাঢ় স্বরে বললাম : 'আমাকে বলবে না কী হয়েছে?'

"ও কোনও কথা কইল না ; কিন্তু এবার তার হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল না। শুধু মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পাশের জানলার দিকে রইল চেয়ে। মুখে আবেগের বাষ্পও নেই : কঠিন, শান্ত, স্থির।

"আবার একটু ক্ষুণ্ণ বোধ করলাম। মনে হ'ল এত সহজে—বিনাদোষে—মিনার কাছে অপরাধীর মতন কথা-কওয়া ঠিক্ হয় নি। আমার সুপ্ত পৌরুষ-গর্ব্ব হঠাৎ মনের মধ্যে আবার উঠল জেগে। দোষ তো আমি করি নি—ও রূঢ় হয়েছিল ব'লেই না আগের দিন আসি নি! ···তবে?···কাঠগড়ায় দাঁড়াতে যাব কী দুঃখে?

"এমন সময়ে আমার দুহাতের মধ্যে মিনার বন্দী হাতখানি থর থর ক'রে উঠল কেঁপে। বিদ্যুৎশিখার মতন আমার মনের আকাশ নিবিড় অনুকম্পায় গেল ছেয়ে। ওর না অসুখ?···আর আমি নিজের কথাই ভাবছি?···মনে হ'ল : আমার না-আসার জন্যেই ওর জ্বর হয়েছে!···

"গাঢ়স্বরে ডাকলাম : 'মিনা!'

"ও আমার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আমি চোখ নিচু করলাম।

"হঠাৎ ও বলল : 'আমার দিকে তাকাও তো?' আমি বিব্রত হ'য়ে চাইলাম। ও বলল : 'একটা সত্যি কথা বলবে?' কুণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম : 'কি?' ও বলল : 'আগে কথা দাও যে সত্যি উত্তর দেবে।' সহজভাবে বলতে চেষ্টা করলাম : 'কেন দেব না মিনা?' কিন্তু স্বর আমার জড়িয়ে এল। ও বলল : 'এ-মাসখানেকের আলাপে আমরা কি পরস্পরের একটুও কাছে আসি নি নিলয়?'

"আমার বুকের তটে একটা দম্‌কা রক্তের ঢেউ পড়ল আছড়ে।

বললাম: 'কী মনে হয় তোমার?' ও বলল: 'প্রতি-প্রশ্ন কি প্রশ্নের উত্তর?' আমি বললাম: 'কিন্তু তুমিও তো কই আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে না যে, আমার ওপর রাগ করেছ কি না?' ও সোজা আমার দিকে তাকিয়ে একটু চুপ ক'রে থেকে বলল: 'তোমার ওপর রাগ আমি করতে পারি—তোমার বিশ্বাস হয়?' আমার বুকের রক্ত উচ্ছল হ'য়ে উঠল। বললাম: 'মিনা, ক্ষমা কোরো—আমি সত্যিই বুঝতে পারি নি।'…

"ও বলল: 'ট্রামে আমার চাহনি দেখে একবারও মনে হয় নি যে …যে, এর উদয় তখনই হ'য়ে থাকতে পারে, সেই মুহূর্তে? কিম্বা…তার পর…এতদিনের মধ্যে? একবারও হয় নি মনে এ-কথা?—এ-মাসখানেকের আলাপে? মিথ্যা বোলো না কিন্তু।' আমি ওর দুখানি হাতই নিজের কোলের ওপর টেনে নিয়ে অস্ফুটস্বরে বললাম: 'সত্যি বলছি মিনা, হাইডেলবার্গে দু-একটি কুমারী মেয়ের সঙ্গে কখনো কদাচিৎ…অর্থাৎ… একটু-আধটু মিশলেও…বিবাহিত মেয়ের কখনো কাছ ঘেঁষেও যাই নি।' ও বলল: 'ভয়ে?' আমি কুণ্ঠিত সুরে বললাম: 'ঠিক ভয়ে নয়… তবে…আমার মনে হ'ত বিবাহিত মেয়েদের দিকে ও-ভাবে তাকানোটার মধ্যে কোথায় একটা মস্ত পাপ লুকিয়ে থাকে।' বলল: 'কী হিসেবে?' আমি চুপ ক'রে রইলাম। ও-ও খানিকক্ষণ কথা কইল না। পরে হঠাৎ বলল: 'নিলয়, বিবাহ জিনিষটাকে তোমার কী মনে হয়?' আমি ঘামতে লাগলাম, বললাম: 'এ রকম প্রশ্নের মানে?' ও বলল: 'দুটো মন্ত্র-পড়ার বা একটা সই-করার ফলে কি নারীর হৃদয়-রাজ্যে কোনো বিপর্যয় বিপ্লব ঘ'টে যেতে পারে মনে করো?' এবার আমি একটু সাহস

ক'রে বললাম : 'শুধু মন্ত্রপড়াই তো নয় মিনা, হারমান-যে তোমাকে প্রাণঢালা ভালোবাসা দিয়েছে, আর তার প্রতি তোমার আচরণে-যে তুমি রোজ কপটতা করো তা-ও তো নয়।' আমি ইচ্ছে ক'রেই 'কপটতা' কথাটা ব্যবহার করেছিলাম, কিন্তু ও ভ্রূক্ষেপও করল না, বলল : 'হারমানকে আমি সত্যিই ভালোবাসি। কিন্তু তাতে কি?' আমি বললাম : 'তাতে কি কী রকম? মন্ত্রপড়া ও ভালোবাসার মধ্যে কি একটা মস্ত তফাৎ নেই?' ও বলল : 'আছে। মন্ত্রপড়া মানে—সমাজের স্বাক্ষর, ভালোবাসা মানে—হৃদয়ের স্বাক্ষর।' কিন্তু এ-তুটো কি সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ নয়?' আমি থতমত খেয়ে বললাম : 'তার মানে?' ও বলল : 'সমাজের স্বাক্ষর যদি না মেলে তবে হৃদয়ের স্বাক্ষর দিয়ে একজন কি তুটো মানুষের কাছে একই অঙ্গীকার করতে পারে না? —না, কোন্ স্বাক্ষরটা অপর স্বাক্ষরের ওপর নির্ভর করে সেটা বোঝা এতই শক্ত?' আমি বললাম : 'সবাই বলবে হৃদয়ের স্বাক্ষরটাই সমাজের স্বাক্ষরের ভিত্তি হওয়া উচিত। কিন্তু,'···ব'লে হঠাৎ থেমে গিয়ে কি বলব ভেবে না পেয়ে ব'লে বললাম : 'কিন্তু···তবু একই সময়ে তুজনের কাছে কি একই স্বাক্ষর দিয়ে একই রকমের অঙ্গীকার পাঠানো যেতে পারে?' ও বলল : 'কেন পারবে না বলো? হৃদয়টা কি একটা উদ্ভিদ জাতীয় জিনিষ যে, তাকে একটা নির্দ্দিষ্ট জায়গায় বপন ক'রে দিলেই সব গোল যায় চিরদিনের তরে চুকে? উদ্ভিদের পক্ষে খানিকটা পরিসর ও ফরমাসের বরাদ্দ যথেষ্ট হ'তে পারে, কিন্তু মানুষের হৃদয় কি অনেকটা জোনাকীর মতনই ছুটে ছুটে এখানে-ওখানে-সেখানে অর্থহীন ভাবে আলো বিলিয়েই সার্থক হয় না নিলয়?' আমি বললাম : 'হয়ত তা হ'তেও পারে—কিন্তু—' ও বাধা দিয়ে বলল : 'পারে যদি—তবে একই জোনাকীর দ্যুতি হ'তে একজনের বেশি লোক একটুখানি আলোর ফিনকি একটুখানি

পথের পাথেয় পেতে চাইলে সমাজ আপত্তি করে কেন আমাকে বোঝাতে পারো ?' বলতে বলতে ও উত্তেজিত হ'য়ে উঠে বসল, ওকে হঠাৎ এতটা উত্তেজিত দেখে আমি কেমন যেন বাঙ্মূঢ় হ'য়ে গেলাম। ও তীব্র কণ্ঠে ব'লে চলল : 'কেবল ভয় ভয় আর ভয়। ধিক্! দুজন মানুষ কী ভাবে মিশবে—দুজন স্বাধীন মানুষ—ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী নয় দুজন স্বেচ্ছাতন্ত্রী মানুষ—কী ভাবে কথা কইবে কতদুর এগুবে কোথায় দাঁড়ি টানবে সব বেঁধে ধ'রে দেবে কে? না, সমাজ, লোকমত।' ওর মুখ টকটকে লাল হ'য়ে উঠল আবেগে, ব'লে চলল : 'শুধু কি তাই ? শুধু কি কাজের বেলায়ই ভয় পাওয়া ? ভাবতেও ভয় ! এমন কি হৃদয় একটা কথা শুধোলেও মন ব্যাকুল হ'লে বলে—সাবধান ! যেন—য্যো—জেলের আসামী—' ব'লেই 'উঃ মাথাটার মধ্যে হঠাৎ কেমন ক'রে উঠল'—বলতে বলতে ঢ'লে পড়ল। আমি ভয় পেয়ে ধরতে যেতেই ও চকিতে ধরল আমার গলা জড়িয়ে, আমার কাঁধে ওর মাথা পড়ল এলিয়ে। আমি আর পারলাম না, ওকে বার বার চুম্বন করলাম। ও চোখ মেলল না, কেবল মুখে একটা আধফোটা হাসি উঠল ভেসে। একটু পরে ও আমাকে প্রতিচুম্বন ক'রেই আমার কোলের ওপর মাথা রেখে শিশুর মতন কাঁদে। ওর সমস্ত দেহ চাপা-কান্নার উচ্ছ্বাসে কাঁপে থর থর ক'রে।

"আমি প্রথমটায় কিছু বললাম না, শুধু ওর মাথায় হাত বুলোতে লাগলাম, কিন্তু খানিক পরে ওর কান্না যখন থেমে গেল তখনও ও সেই-ভাবেই আমার কোলের উপর লুটিয়ে শুয়ে রইল দেখে, ওর মুখটি তুলে ধরতে গেলাম। দেখলাম—মূর্চ্ছা গেছে। ভয়ে রক্ত যেন আমার ঠাণ্ডা হ'য়ে এল।"...

রুমাল দিয়ে স্বেদাক্ত কপোল মুছে নিলয় বলতে লাগল : “তক্ষনি টেলিফোন করলাম।···ডাক্তার এসে মিনাকে দেখে গম্ভীর হ’য়ে গেলেন। বললেন—উদ্বেগ, অনিদ্রা প্রভৃতি মানসিক কারণ আছে, মস্তিষ্কে বেশি রক্ত উঠে গেছে, জ্বরটা—ব্রেনফিভারে দাঁড়াতেও পারে, সব রকম আবেগ উত্তেজনাই অত্যন্ত অনিষ্টকর। রক্তের চাপও বেশি ব’লে সন্ধ্যাবেলা আবার আসবেন কথা দিয়ে শুধু মাথায় বরফ দেবার ব্যবস্থা ক’রে চ’লে গেলেন। আমি মাথায় বরফ দিতে লাগলাম।

“প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে ওর জ্ঞান হ’ল; আমার ধারে এমন করুণভাবে তাকালো—ক্লান্ত চোখে!···‘মাথা, রগ ও চোখ ভারি ব্যথা করছে নিলা’ ব’লে একান্ত শিশুর মতনই বালিশ ছেড়ে আমার কোলের ওপর মাথা রেখে আমার দুটি হাত আঁকড়ে ধ’রে শুয়ে রইল, যেন নইলে ওকে না-ব’লে ফেলে পালিয়ে যাব।

“আমি বরফ দেওয়া বন্ধ ক’রে ওর মাথায় অডিকলোন দিয়ে বাতাস করতে লাগলাম। শুকনো প্রাণের চরে যেন এক সুধার বান ডেকে গেল ···কী-যে এক মলয়-বীজন মনের কোণে অজস্র ফুল ফুটিয়ে তুলল···কী-যে এক স্নিগ্ধ কিরণ হৃদয়-তটে তার পুলক-অবলেপ দিল বিছিয়ে!···কেবলই মনে হ’তে লাগল : যেন বাণবিদ্ধ পাখীর মতনই একান্ত অসহায় হ’য়ে ও আমার স্নেহ-শুশ্রূষার নীড়ে পাখা গুটিয়ে নিয়েছে আশ্রয়···যেন ওর সব দাহ সব জ্বালা এক আমার স্নেহস্পর্শেই নিবারণ হ’তে পারে···যেন আমারই পথ চেয়ে ছিল ও এতদিন।···”

নিলয়ের শেষ কয়টি কথা অস্ফুট হ’য়ে এসে যেন আপনা হ’তেই গেল থেমে। খানিকক্ষণ কেউ কোনো কথা কইল না। বাইরের জ্যোৎস্না আবার মেঘের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধের পরে ফুটে উঠেছিল।

নিলয়ের মুখে জ্যোৎস্নার খানিকটা আভা এসে এলিয়ে পড়েছে : ওল্‌গা ওর মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ তার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে কী বলতে গিয়ে চুপ ক'রে গেল। নিলয় ওর স্পর্শে যেন অন্যমনস্কতা থেকে চমকে জেগে উঠল ও ওর মুখের দিকে একবার চেয়েই বাইরে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল : "হারমান ফিরল রাত সাড়ে আটটার সময়। আমি তখন মিনাকে একটু গরম দুধ খাওয়াচ্ছিলাম।

"তাকে মিনার মূর্চ্ছা-যাওয়ার ও ডাক্তারের উপদেশের কথা বললাম। সে খানিকক্ষণ কিছু বলল না, চুপ ক'রে মিনার পাশে ব'সে তার কপালে একটি চুম্বন ক'রে দুধের বাটিটি আমার হাত থেকে নিয়ে আমায় বলল : 'তুমি এবার একটু বিশ্রাম করো নিলয়, অনেক করেছ আজ। তোমাকে ধন্যবাদ দিয়ে তোমার অমর্য্যাদা করব না।' ব'লে সে মিনাকে একটু একটু ক'রে দুধ খাওয়াতে লাগল।

"মিনা একবার তার দিকে কোমল ভাবে তাকাল! সঙ্গে সঙ্গে দপ্ ক'রে আমার বুকের মধ্যে একটা অবর্ণনীয় জ্বালা উঠল জ্ব'লে।··· সত্যিই তো সে হারমানকে ভালোবাসে! তাঁর দৃষ্টির মধ্যে এতটুকু কপটতা ছিল না···স্নেহে সে-দৃষ্টি-যে উজ্জ্বল—স্নিগ্ধ!···"

ব'লে নিলয় আবার রুমালে মুখ মুছে রেনের দিকে চেয়ে বলল : "বলতে গভীর লজ্জা বোধ করছি রেনে—আমার হারমানের ওপর ভারি ঈর্ষা এল। মনে হ'ল যেন সে আমার শুশ্রূষা করার অধিকার স্বীকার করতে চায় না ব'লেই মিনার দুধের বাটিটি আমার হাত থেকে কেড়ে নিল। অথচ ঈর্ষা করার কথা যার—তার মনে ঈর্ষার ছায়াপাতও হয় নি।"

রেনে বলল : "কিন্তু তুমি নিজের ওপর একটু বেশি রাগ করছ কারো মিয়ো! এমন ক্ষেত্রে মনে ঈর্ষার উদয় হওয়াটাকে ঠিক্ হীনতা

বলা চলে কি? কেমন ক'রে জানলে হারমানও মনে মনে তোমার মিনাকে শুশ্রূষা করার জন্যে অমনিই একটা ঈর্ষার ভাব বোধ করেনি?"

নিলয় বলল: "ও-কথা বোলো না রেনে। হারমানকে অমন ক'রে বিচার কোরো না। শেষ অবধি শোনো—তাহ'লে বুঝবে—কেন তার বদান্যতার পাশে আমার হৃদয়ের দৈন্যের কথা ভাবতে আজও লজ্জায় আমার মাথা—"

ওল্‌গা নিলয়ের হাতের 'পরে ধীরে ধীরে হাত বুলোতে থাকে··· কেউই কোনো কথা কয় না।

নিস্তব্ধতা ভাঙে নিলয়ই, বলে: "শোনো তারপর।" ব'লে একটু থেমে: "মিনা ঘুমিয়ে পড়লে হারমান আমাকে বলল: 'নিলয়! কাল আমি একটি নার্স জোগাড় করার চেষ্টা করব কারণ এখন ব্যাঙ্কের কাজের চাপ আমার এত বেশি যে ছুটি নেওয়া অসম্ভব। হলাণ্ডে জার্ম্মান কর্ম্মচারী বড় বেশি মেলেও না। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে, ক্রিসমাসের ঠিক্ আগে নার্স পাওয়াও এত কঠিন যে—'

"আমি তার কাঁধে হাত দিয়ে বললাম: 'আমি শুশ্রূষা কাজটা রীতিমত জানি হারমান, দেশে একসময়ে আম্বুলান্স কোরে কাজও করেছিলাম; তাই নার্সের ভাবনা ভাবতে হবে না তোমাকে।'

"অনেক কষ্টে রাজি করানো গেল। ঠিক্ হ'ল যে, রাতে সে শুশ্রূষা করবে, দিনের বেলা আমি।

"পরদিন জ্বরটা বিকারে দাঁড়াল ও ডাক্তার এসে মুখ অন্ধকার ক'রে বললেন 'যা ভয় করেছিলাম তাই,—ব্রেনফিভার।'

"দিন দশেক বাদে মিনার জ্বর ছাড়ল। জ্বরের মধ্যে মাঝে মাঝে তার জ্ঞান হ'ত। এবং এ-জ্ঞানের সময়ে ইচ্ছাশক্তিটা তার প্রায় লুপ্ত

হবার দরুণ আমাকে নানারকম আদরের সম্ভাষণ করত, মাঝে মাঝে গলা জড়িয়ে ধরত, কখনো বা আমার মুখে চোখে কপালে চুম্বন বর্ষণ করত, কখনো বা কত কী আবোল-তাবোল উচ্ছ্বাস।...

"তার আদর ও সম্ভাষণে কিন্তু আমি প্রথম প্রথম নিজের মনের মধ্যে আবেগের তোড়ের সঙ্গে সঙ্গে একটা কুণ্ঠার ভাব বোধ করতাম। যদিও আমার ইচ্ছায় এ-সব ঘটত না, তবু কেমন-যেন মনে হ'ত যে, আমি হারমানের বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখছি না। কিন্তু ক্রমে মনকে বোঝালাম যে, মিনাকে এখন বাধা দিতে গেলে বা হারমানের কথা ব'লে যুক্তি-প্রয়োগ করতে গেলে অনর্থ ঘটতে পারে।

"মনটাও ক্রমে মিনার আদর প্রভৃতিকে যেন অনেকটা তার প্রাপ্য ব'লে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠল, তখন থেকে থেকে এমন একটা অপরূপ পুলকে—কিন্তু সে কথা থাক্।

"যেটা আজ তোমাদের বিশেষ ক'রে বলতে চাই সেটা এই যে, এই সময়টাতে তার মনটির পরিপূর্ণ ছবিটি আমার কাছে ভারি চিত্তাকর্ষক মনে হ'ত। স্বপ্নে যেমন আমাদের চেতন মনের ইচ্ছাশক্তি ও সমালোচনার প্রবৃত্তিটি সুপ্ত থাকে ব'লে অবচেতনের গোপন অস্ফুট বাসনাগুলি অবাধে ফুটে ওঠবার সুযোগ পায়, তেম্‌নি শরীর ও মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতার দরুণ তার প্রাণের নানান্ গোপন কাহিনীই তার অভিমানী মনের নিষেধ অনুশাসনের বাঁধ ছাপিয়ে প্লাবনের স্রোতের মতন আসত বেরিয়ে। মানুষের আসল মনটির নিকট-পরশ-যে আমাদের হৃদয়তন্ত্রে কী অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনা তুলতে পারে—সেটা এ-কয়দিনে আমি যেমনভাবে উপলব্ধি করেছিলাম—শোনো একটা দৃষ্টান্ত দেই।

"সেদিন বোধহয় জ্বর ছাড়ার দ্বিতীয় কি তৃতীয় দিন। ডাক্তার বললেন: 'বিপদ কেটে গেছে।'

"ডাক্তার চ'লে যেতেই মিনা শিশুর মতন আনন্দে হাততালি দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে বলল: 'আমায় উঠে বসিয়ে দাও নিলয়।' আমি হেসে 'আচ্ছা' ব'লে তার হাতে একটি চুমা দিয়ে উঠে শিয়রের বালিশগুলি স্তূপাকৃতি করছি—এমন সময়ে ও পাশ ফিরে শুয়ে বলল: 'থাক্—কাজ নেই। আমি কি বালিশে মাথা রাখবার জন্যেই উঠে বসতে চাইছিলাম?' আমি একটু অবাক্ হ'য়ে বললাম: 'সেকি মিনা?'—ওর সদা-চঞ্চল মেজাজটি ঠাণ্ডা রাখতে আমাকে অনেক সময়েই উৎকণ্ঠিত থাকতে হ'ত বৈ কি।—জিজ্ঞাসুভাবে ওর দিকে আমি তাকিয়ে রইলাম অনেকক্ষণ, কিন্তু কোনো উত্তর নেই। আমি ঝুঁকে প'ড়ে 'শোনো মিনা লক্ষ্মীটি,' ব'লে ওর মুখটি আমার দিকে ফেরাবার চেষ্টা করতেই ও 'যাও' ব'লে আমাকে সজোরে দুহাতে দিল ঠেলে। আমার মাথাটা খাটের একটা লোহায় খট্ ক'রে লাগল। ও চমকে আমার দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল: 'মাথায় লাগল?—খুব লেগেছে?' আমি 'না বিশেষ কিছু নয়' ব'লে উঠতে যাব এমন সময় ওর হাতে টপ্ ক'রে আমার মাথা থেকে একবিন্দু রক্ত ঝ'রে পড়ল। লোহার একটা কোণে লাগার দরুণ মাথার চামড়া একটু ছিঁড়ে গিয়েছিল।

"রক্ত দেখেই ও শিশুর মত কেঁদে উঠে হঠাৎ আমার দুই হাত বুকের মধ্যে চেপে ধ'রে বলল: 'আমায় ক্ষমা কোরো নিলয়—আর, কাল থেকে আর আমার কাছে আসবে না প্রতিজ্ঞা করো। যে এত অকৃতজ্ঞ ও স্বার্থপর তার জন্যে তুমি কেন এত করো বলতে পারো?—' বলতে বলতে উঠে ব'সে আমার বুকে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।...

"আমি আমার ক্ষতের বেদনা ভুলে ফের ওর জন্যেই উঠলাম উদ্বিগ্ন হ'য়ে—পাছে ওর আবার হিষ্টিরিয়া বা মূর্চ্ছা হয়। কোমল স্বরে বললাম:

'কেন অমন করছ মিনা, লক্ষ্মীটি, থামো—নইলে ফের অসুখ করবে—আমার একটু ছ'ড়ে গেছে বৈ তো নয়—আর তুমি তো অতশত ভেবে আমাকে ঠেলে দাও নি—' এমনি কত কি বলতে বলতে তবে তার কান্না থামে। আশ্বস্থ হ'তেই ও ব্যস্ত হ'য়ে উঠে ব'সে ওর ব্লাউসের ভিতর থেকে একটি দামী রেশমী রুমাল ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড ক'রে আমার আপত্তি সত্ত্বেও আমার ক্ষতস্থানে সুন্দর ক'রে বেঁধে দিল।' তারপর একটা অডিকলোনের শিশি নিয়ে—" ব'লেই নিলয় কি ভেবে থেমে গিয়ে বলে : "কিন্তু এ-রকম ছোটখাট দৃষ্টান্ত বাদ দিয়ে এবার কাহিনীটার গোড়ার সূত্রে ফিরে আসি, নইলে আজ সমস্ত রাত্রেও এ-গল্প শেষ হবে না।"

ওল্‌গা বলে : "তা হবে না নিলয়। এই রকম সব ছোটখাট ঘটনা গুলিই আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি বড়। তাই রাত' হবার ভয়ে তুমি কাহিনীটি সংক্ষেপ করতে পারবে না ব'লে দিচ্ছি। এ 'কাফে'টি রাত দুটো অবধি খোলা থাকে, এখন তো সবে সাড়ে ন'টা।"

নিলয় হাসে : "কাফে'টি অনেক রাত অব্‌ধি খোলা থাকতে পারে বটে, কিন্তু এ-রকম একটি অসুস্থ মেয়ে ও সেন্টিমেণ্টাল ছেলের পাগ্‌লামি ও উচ্ছ্বাসের কাহিনী বিনিয়ে বিনিয়ে বলার ধৈর্য্য বা প্রবৃত্তি তো আমার না-ও থাকতে পারে! উচ্ছ্বাসের মাথায় যখন ছেলেমানুষি করি তখন তা অত্যন্ত সঙীন মনে হ'লেও, সে-ঘোরালো চশ্‌মার মধ্যে দিয়ে তাকে না দেখলে যে তা অত্যন্ত ফিকে দেখায় এ-কথা কে না জানে? তাই বর্ণনায় আর বাড়াবাড়ি করব না—কাজে যা-ই ক'রে থাকি না কেন।"

ওল্‌গা কি-একটা বলতে যাবে এমন সময় রেনে তাকে সঙ্কেত ক'রে নিষেধ করে।

নিলয় বলে : “দিনকুড়ি বাদে যেদিন মিনা পথ্য করল সেদিন সকাল দশটার সময়ে ওদের ওখানে ঢুকছি, এমন সময়ে দোরগোড়ায় হারমানের সঙ্গে দেখা। তার সেদিন ব্যাঙ্কে রওনা হ'তে একটু দেরি হ'য়ে গিয়েছিল।

“সে আমার দুটি হাত তার দুই হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে গাঢ়স্বরে বলল : ‘মিনাকে এ-যাত্রা তুমিই বাঁচিয়েছ, নিলয়।’ আমি হেসে বললাম : ‘আমি তবু বরাবর সারা রাত বিশ্রাম করতে পেয়েছি—কিন্তু তুমি ব্যাঙ্কের হাড়ভাঙা খাটুনির পরে রাত জেগে মিনার যে-শুশ্রূষা—’ ও বাধা দিয়ে বলল : ‘তুলনা কোরো না নিলয়। তোমার দানকে শুধু শুশ্রূষার দিক্ দিয়েই তো বিচার করা চলে না। এ সময়ে তুমি না থাকলে মিনার মনকে প্রফুল্ল রাখত কে বলো তো? আর তার মন খারাপ থাকলে তার অসুখের সঙ্কট অবস্থা কি এত শীঘ্র কাটত কখনো? যাক্—ওপরে যাও, মিনা তোমাকে আশ্চর্য্য ক'রে দেবার জন্যে সাগ্রহে ব'সে আছে।’ আমি সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করলাম : ‘মানে?’ হারমান তার চিরস্নিগ্ধ হাসি হেসে বলল : ‘ও বাবা! সে-কথা ফাঁস ক'রে দিলে কি সে আর রক্ষে রাখবে?’ ব'লে হাতের ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল : ‘আজ তাকে সাম্‌নে বসিয়ে ভালো ক'রে খাওয়াতে গিয়ে আমার দেরি হ'য়ে গেছে—আউফ ভীদারজেহ্‌ন্!’ * আমি টুপি তুলে বললাম : ‘আউফ ভীদারজেহ্‌ন্!’

“হৃদয়ের মধ্যে একটা পুলককৌতূহল ও আবেগ নিয়ে তাড়াতাড়ি মিনার শয়নকক্ষে ঢুকলাম। ও একটি সোফায় হেলান দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে। আমাকে দেখবামাত্র ওর গালে একটা ফিকে রক্তিম আভা ওঠে জেগে, তাড়াতাড়ি সোফাটিতে সোজা হ'য়ে উঠে ব'সে বলল : ‘এসো নিলয়, আমার পাশে বোসো—এইখানে—না, আরও কাছে।’

* Auf Wiedesehen—এখনকার মতন বিদায়।

"আমি বসতেই ও আমার কাছ ঘেঁষে ব'সে আমার হাত দুখানি চুম্বন ক'রে একটি মোড়ক দিল। বললাম: 'কি?' ও বলল: 'বলব কেন?' হেসে বললাম: 'আচ্ছা, বলতে হবে না, আমি দেখছি।' ও আমার হাত চেপে ধ'রে বলল: 'না আগে বলো—এর মধ্যে কী আছে?' বললাম: 'ভারতীয় মাত্রেই তো যোগী নয় মিনা—ভেল্কিও জানে না।' ও মোড়কটি কেড়ে নিয়ে বলল: 'তা বললে হবে না, চেষ্টা করো—কী হ'তে পারে?' গম্ভীরভাবে বললাম: 'হয় বাঘ, নয় সাপ, নয় হিমালয় পর্ব্বত।' ও আমার হাতে একটি চড় মেরে বলল: 'ভারি দুষ্টু'—ব'লেই মোড়কটি খুলে আমার হাতে দিয়ে বলল: 'তোমাদের দেশে বাঘ সাপ ও হিমালয় পর্ব্বত পাওয়া যেতে পারে—কিন্তু এ-ছবিটি পাওয়া যেত কি?'

"মনটা নেচে উঠল: মিনার বাঁ পাশে তার একটি বোনের ফুলের মতন ছোট্ট মেয়ে ও তার বাঁয়ে আমি। মেয়েটি ছিল আমার ভারি আদুরে। মাঝে মাঝেই মিনার বাড়ীতে এসে আমাকে অনর্গল কত কী-ই যে বলত!...সে একহাতে মিনার ও একহাতে আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে আমাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে।

"ছবিটি হারমান মাসখানেক আগে একদিন তার প্রকাণ্ড ক্যামেরা দিয়ে তুলেছিল ও পরে নিজেই সেটি বড় ক'রে ও রঙীন ক'রে এঁকেছিল। নিচে জার্ম্মান ভাষায় মিনা স্বহস্তে কবিতায় লিখেছিল তিনটি ছত্র:

'দূর প্রবাসের দু-একটি ঢেউ তোমার স্মৃতি-কূলে
উঠবে না কি বন্ধু, দুলে দুলে?
পথের পলক-পরিচিতায় পথের ধুলোয় ত্বরিৎ যাবে ভুলে?'

"আমি খানিক মুগ্ধদৃষ্টিতে ছবির দিকে তাকিয়ে হেসে বললাম: 'মিনা, কী পুরস্কার তলব করবে?'

"মিনা হঠাৎ আমার মুখের 'পরে ওর অচঞ্চল কালো তারা দুটি স্থাপন ক'রে বলল : 'করলে দেবে বলো ?'

"বললাম : "সে বিষয়ে কিন্তু তোমার মনে সংশয়ের বাষ্প থাকলেও আমার হার।"

"ওর দুচোখে উষার আলো জ্ব'লে উঠল, বলল : 'আজ সকালবেলা হারমান বলছিল আমার হাওয়া বদ্‌লাতে যাওয়া দরকার। কিন্তু তার ক্রিসমাসের ছুটিতেও বাড়িতে অনেক বাকি কাজ সারতে হবে। তুমি আমায় রাইনে বেড়াতে নিয়ে যাবে ?'

"আমি খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললাম : 'হারমানের মত আছে ?' ও বলল : 'তার কি অমত হবার এতটুকুও সম্ভাবনা আছে মনে করো ? না, থাকলে আমি তোমাকে এ-অনুরোধ করতে পারতাম ?' আমি আবার একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম : 'কিন্তু তবু—'

"ওর মুখ মুহূর্তে বর্ষার কালো মেঘে গেল ছেয়ে, শুষ্ক সুরে বলল : 'থাক্, কাজ নেই নিলয়। আমি জানতাম আমি অন্যায় অনুরোধ করছি। তুমি আমার জন্যে নিজের কত কাজের ক্ষতি—যা করেছ তাই যথেষ্ট, তার ওপর আবার বোঝা বাড়িয়ে—' আমি ওর হাত চেপে ধ'রে বললাম : 'মিনা, লক্ষ্মীটি—আমাকে এমন ক'রে—' ব'লে ওর হাত ছেড়ে দিয়ে বললাম : 'তুমি জানো যে, আমি আমার কথা ভেবে কুণ্ঠিত হইনি।' ও বলল : 'তবে ?' আমি মুখ নিচু ক'রে রইলাম খানিকক্ষণ, পরে বললাম : 'বুঝতে তো পারো।' ও কি-একটা উত্তর দিতে গিয়েই সাম্‌লে নিল নিজেকে। আমি হঠাৎ বললাম : 'তবু যাব আমি—যখন তুমি ভাবতে পারলে যে, আমি নিজের কথা ভেবেই পেছুচ্চি।' ও সবিদ্রূপে বলল : 'ভয় ?' আমি একটু চুপ ক'রে থেকে মৃদু কণ্ঠে বললাম : "যদি তাই হয়, তবে—তবে সেটা কি খুব দোষের ?' ও

বলল : 'নয় ?' আমি এড়িয়ে গিয়ে সোজা বললাম : 'তোমার করে না ভয়—একটুও ?' ও বলল : 'না। কারণ··কারণ আমি—হারমানকে শুধু যে ভালোবাসি তাই নয়—প্রাণের প্রতি রক্তকণা দিয়ে শ্রদ্ধা করি ; তাই তার প্রতি অবিশ্বাসিনী হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' আমার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল : 'কিন্তু আমি নির্ভয় হব কোন শ্রদ্ধার কবচে ভেবেছ কি ? আমি একবারও ?—' ব'লেই থেমে গেলাম ; মনের মধ্যে এতশত অগ্রপশ্চাৎ চিন্তার জন্যে কেমন-যেন একটা ধিক্কার এল। বোধহয় ও সেটা বুঝল, তাই আমাকে কোনো ভৎ‍্সনা না ক'রে শুধু একটি ছোট্ট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল : 'আমায় ক্ষমা কোরো নিলয়, আমি মিথ্যা জাঁক করেছি : হারমানকে ভালোবাসলেও আমার দিক্ দিয়েও আছে ভয়।' আমার মনটার মধ্যে দিয়ে একটা তীব্র আনন্দ-শিহরণ খেলে গেল। বললাম : 'তবে চলো মিনা—যাব তোমাকে নিয়ে রাইনে বেড়াতে—ভয়ে পেছুব না। ভয়কে জয় করব আমরা। পারব না ?' ওর পাণ্ডুর মুখখানি হঠাৎ রাঙা হ'য়ে উঠল। ও দুই হাতে মুখ ঢাক্‌ল। আমি ওর মুখ থেকে সবে হাত সরিয়ে নিয়েছি এমন সময়ে দোরে ক্রিং ক্রিং ক'রে ঘণ্টা বেজে উঠল।···ও দোর খুলে দিতে উঠ্‌ল।

"মিনা বলল : 'কি ব্যাপার হারমান ? এর মধ্যে ? ব্যাঙ্কে যাও নি ?' তার আত্ম-কর্তৃত্ব দেখে আমার আশ্চর্য্য বোধ হ'ল। মেয়েরা কী আশ্চর্য্য অভিনয়ই না করতে পারে !···যেন কিছুই ঘটে নি !···

"হারমান বলল : 'না। পথে ভারি ক্লান্ত বোধ হ'ল আজ। মাথাটা একটু ঘুরে'—ব'লেই বলল : 'ও কিছু না একটু ঘুমলেই সেরে যাবে।'

"মিনা উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করল : 'কেন ?—জ্বর হয় নি তো ?

দেখি।' ব'লে তার কাছে গিয়ে তার কপালে হাত দিতেই হারমান ওর হাতটি চুম্বন ক'রে বলল : 'না মিনা, জ্বরটর কিছুই না—একটু ক্লান্ত—ঘুম পাচ্ছে।' মিনা আর্দ্র কণ্ঠে বলল : 'আহা—পাবে না—আমি কি তোমাকে গত কুড়িদিনের মধ্যে একদিনও রাত্রে ভালো ক'রে ঘুমতে দিয়েছি ? চলো, আমার ছোট্ট boudoirটার জানলা টানলা বন্ধ ক'রে অন্ধকার ক'রে দেই—তুমি একটু ঘুমবে।' ওর প্রতি কথায় স্নেহ যেন নিঙড়ে পড়ছিল। আমার আশ্চর্য্য বোধ হ'ল যে, আগেকার দিনের মতন সেদিন আমার মনটার মধ্যে কোথাও বিঁধল না—বরং ওর স্নেহ-কোমল-স্বরে যেন আমি আরও মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। ওর এ-দিক্‌টা-যে ওর অভিনয় ছিল না ভাবতেও এত ভালো লাগ্‌ল !···

"আমি বললাম : 'হারমান, তোমার চেহারা ভালো দেখাচ্ছে না—মিনার সঙ্গে তুমিও হাওয়া-বদলাতে গেলে ভালো হয়। নইলে তোমার শরীর হয়ত—' ও একটু ম্লান হেসে বলল : 'অসম্ভব নিলয়। আমাদের ব্যাঙ্কের অবস্থাটা খুব খারাপ এখন। এ-ঘণ্টা-কয়েকের ছুটি নেওয়াটাও আমাকে এই সপ্তাহের মধ্যেই পুষিয়ে দিতে হবে।' ব'লে হঠাৎ বলল : 'কিন্তু মিনার যাওয়া সত্যি দরকার। আমিও বলছিলাম ওকে আজ সকালে। ওর এক মাসিমার অষ্টেণ্ডে সমুদ্রের তীরেই বাড়ি। তিনি নিমন্ত্রণও করেছেন—কিন্তু মিনা সেখানে যেতে চায় না—বলে, তার মাসিমা ভারি গোঁড়া খৃষ্টান ও বড্ড বেশি আবল-তাবল ধর্ম্মের কথা বকেন। তাই—'

"মিনা বাধা দিয়ে বলল : 'না—আমি যাব অষ্টেণ্ডেই।'

"হারমান একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বলল : 'সে কি ! আজই সকালে-যে তুমি সজোরে মাথা নেড়ে আপত্তি করলে ?' মিনা দাঁতে ঠোঁট চেপে একটু চুপ ক'রে রইল, পরে বলল : 'আমি-যে

কি-রকম স্বার্থপর তার কি কোনো পরিচয়ই তুমি এতদিন পাওনি হারমান? কিন্তু আর নয়। যখন তুমি আমাকে নিয়ে যেতে পারবেই না তখন আমি এ-রকম একগুঁয়েমি ক'রে ব'সে থেকে তোমার দুশ্চিন্তার বোঝা আর বাড়াব না। তাই—'

"হঠাৎ আমি ব'লে বসলাম: 'যদি হারমান একান্তই নিয়ে যেতে না পারে তবে আমি তোমাকে নিয়ে যেতে পারি রাইনে বেড়াতে—রাইন উপত্যকায় আমি সবে-মাত্র বেড়িয়ে আসছি—তাই অনেকটা জানি-শুনিও বটে—' হারমান খুসি হ'য়ে উঠে আমার দুই কাঁধে হাত রেখে বলল: 'নিলয়, আমার মনের কথা তুমি টেনে বার করেছ। কেবল রুগ্ন মিনার ভার তোমাকে নিতে বলতে সাহস পাচ্ছিলাম না—তুমি এত করেছ!'

"কথাগুলি ও অত্যন্ত সরলভাবেই বলেছিল। কিন্তু তবু আমি কোথায় একটা আবছা ব্যথা বোধ করলাম। হায়—মিনার জন্যে আমি এত করেছি, তত করেছি—বলার মানে?

"মিনা আমার মুখের পানে চেয়ে ঠিক্ এই সময়ে ব'লে বসল: 'না হারমান—আমি অষ্টেণ্ডেই যাব।' হারমান আশ্চর্য্য হ'য়ে বলল: 'কেন মিনা?' ও বলল: 'নিলয়ের ঘাড়ে আবার বোঝা হ'তে পারি না। কোনো মতেই না।'

"আমি আপত্তি ক'রে জানালাম যে, আমি সাগ্রহেই তাকে দেখা-শুনোর ভার নেব, হারমানও অনেক বোঝালো যে, আমার সঙ্গে গেলে ওর মন থাকবে ভালো—এ-সময়ে মন প্রফুল্ল থাকা একান্তই দরকার—তা-ছাড়া এখন তো ও সেরে উঠেছে, কাজেই আমার খুব বেশি বোঝা হবে মনে করছে কেন?—ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু বৃথা—মিনা তখন বেঁকে বসেছে, বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঐ একই কথা: আমার কাছে

ওর ঋণ আর বাড়াবে না, ওর দুর্ব্বহ বোঝা এবার থেকে সাধ্যমত নিজেই বইবে—ইত্যাদি।

"হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললাম : 'আমি আজ চলি হারমান—দু-একটা কাজ আছে।'

"হারমান বলল : 'কাল আসছ তো?' আমি শুষ্ক সুরে বললাম : 'না, কাজ আছে, তবে যদি মিনা কাল অষ্টেণ্ডে যায় তাহ'লে খবর দিও—একবার দেখা ক'রে যাব।' খানিকক্ষণ কেউই কথা কইলাম না। হারমান বলল : 'আর যদি কাল মিনার যাওয়া না হয়?' আমি বললাম : 'এখন তো মিনা সেরে উঠেছে কেবল কেবল এসে তাকে কেন মিথ্যে বিব্রত করা?' মিনার মুখ সাদা হ'য়ে গেল, বলল : 'বিব্রত?' আমি একটু শুষ্ক সুরেই বললাম : 'এখন থেকে আমি তোমার সঙ্গে গল্প ক'রে তোমাকে প্রফুল্ল রাখবার চেষ্টা করলেও তো তুমি সর্ব্বদাই ভাববে যে, তুমি আমার বোঝা বাড়াচ্ছ?' ওর পাণ্ডুর মুখ ঈষৎ আরক্ত হ'য়ে উঠল, আমার মুখের 'পরে অনুযোগ-ভরা দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রেই নিল চোখ ফিরিয়ে।

"হারমান আমাকে রাস্তা অবধি পৌঁছে দিয়ে বিদায় নেবার সময়ে শুধু বলল : 'নিলয়, ভুল বুঝো না কিন্তু।'

"হোটেলে পৌঁছতে-না-পৌঁছতে হারমান টেলিফোন করল যে, মিনা পরদিনই সন্ধ্যার গাড়িতে আমার সঙ্গে রাইন উপত্যকার দিকে রওনা হ'তে চায়—যদি আমি তার রূঢ় ব্যবহারের জন্যে তাকে ক্ষমা করতে পারি।—ওর বিশেষ মিনতি ইত্যাদি ইত্যাদি।

"মনের মধ্যে সেদিন সারাদিনই একটা অনুতাপ জাগতে লাগল যে, এই হারমানের সম্বন্ধে আমি বার বার বিরুদ্ধভাব পোষণ করেছি। নিজের চোখে এত ছোট বোধহয় কোনোদিন হই নি আজ অবধি।

"পরদিন সন্ধ্যাবেলা ষ্টেশনে একটি প্রথম শ্রেণীর 'কুপে'তে আমাদের তুলে দিয়ে হারমান মিনার ওষ্ঠে চুম্বন ক'রে আমার দুই হাত চেপে ধ'রে তার চির-স্নিগ্ধস্বরে বলল : 'মিনাকে দেখো নিলয়। এখন থেকে তুমিই ওর হর্তা কর্তা-বিধাতা।'

"আমার মনটার মধ্যে কেমন যেন ধ্বক্ ক'রে, এক সঙ্গে একটা গভীর কৃতজ্ঞতা ও অনুতাপ জ্বলে উঠ্‌ল। এতখানি বিশ্বাস! আর আমি তার অজ্ঞাতে মিনার ভালোবাসার ওপরে ভাগ বসাচ্ছি! কোথায় যেন একটা হীনতার ভাব···কী তপ্ত জ্বালা যে!···

"সমস্ত গাড়ী এই চিন্তা কেবলই আমাকে বিঁধতে লাগল যে, আমি মিনার সঙ্গে ব্যবহারে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ থাকতে পারি নি। তবে এই একটা সান্ত্বনা ছিল যে, আমি নিজে থেকে মিনাকে দু-একবার চুম্বন করেছি মাত্র। এবং যখন সেটা হারমান সন্দেহ করেনি তখন এতে কার কী এসে যাবে?"

পিয়ের ব'লে বসে : "সে কি নিলয়, এতদিন য়ুরোপে থেকে তুমি এমন একটা কাঁচা কথা ব'লে ফেললে যে, হারমান সন্দেহ করেনি?" Caro hei!" *

নিলয় বলে : "আমি তো বলি নি সে জানত না যে, মিনার ও আমার মধ্যে একটা মিতালি ছিল! তবে আমরা পরস্পরকে আমাদের ···অর্থাৎ···ভালোবাসা জ্ঞাপন-বিষয়ে যে এতদূর এগিয়েছি সেটা সে অনুমান করে নি—এইটেই—"

রেনের মুখেও এবার অকপট বিস্ময় ফ'লে ওঠে : "সে কি নিলয়! এখনও কি তুমি মনে করো যে, হারমান সেটা ধ'রে নেয় নি?"

নিলয় বলে : "তোমার মনে হয় নিয়েছিল?"

* এর পরে আরও কী শুন্‌ব!

রেনে বলে: "তাতে আর সন্দেহের লেশ থাকতে পারে?" বিশেষ যখন মিনাকে ও এত ভালোবাসত!"

নিলয় একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলে: "আমার নিজেরও যে এ-কথা দু-একবার মনে হয় নি তা নয়। কেবল আমার মনে হ'ত যে, যদি সে সন্দেহ ক'রে থাকত যে, মিনার সঙ্গে এ-রকম ব্যবহার করেছি তাহ'লে কি সে এতবড় একটা বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বেও তাকে আমার সঙ্গে একলা ছেড়ে দিতে একটুও দ্বিধা বোধ করত না?"

পিয়ের বলে: "নিলয়, থেকে থেকে বোঝা যায় কোথায় তুমি ওরিয়েণ্টাল—ও কেন তুমি আধুনিক য়ুরোপকে বুঝতে পদে পদে এত হোঁচট খাও।"

—"তার মানে

—"মানে খুবই সাদা। কেবল আশ্চর্য্য এই যে এমন স্বচ্ছ কথাটাও তোমাকে ব'লে বোঝাতে হ'ল। কেবল ভাবি: এতক্ষণ ধ'রে হারমানের যে-ছবি তুমি এঁকেছ সে-ছবি আঁকলে কী ক'রে—যখন তুমি এ-কথা মনে করতে পারলে যে, হারমান তোমাদের এ-অত্যন্ত স্বাভাবিক আচরণে মর্ম্মাহত হ'তে পারত? সাধারণ লোকে পারত—মানি। কিন্তু হারমানের মতন সত্যিকার উদার লোক—নাঃ! তুমি আমায় অবাক্ করেছ নিলয়!"

রেনে হেসে বলে: "তীরে এসে তরী ডোবালে নিলয়, করলে কি? পিয়েরের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। না; আমি আরও একটু বেশি দূর যাই। আমার মনে হয় যে, শেষ-পর্য্যন্ত না-গেলে য়ুরোপে এ-রকম একটু-আধটু আদর-আপ্যায়নকে সত্যি সত্যি দোষের মনে করে খুব কম লোক। মানে, আধুনিক উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে—অবশ্য পিউরিটান ও মিসেস্ গ্র্যাণ্ডিরা বাদ।"

ওল্‌গা একটু উষ্মার সঙ্গেই বলে : "এ আবার তোমাদের বড় বেশি বাড়াবাড়ি পিয়ের। দোষের মনে করে সকলেই—তবে বেশি আর কম এই মাত্র।"

রেনে ওল্‌গার হাতের ওপর সাদরে চাপড়াতে চাপড়াতে বলে : "একটু ধীরে, হে সনাতনী কন্‌ভেণ্ট-শিক্ষালব্ধা বালা! কারণ ভুলো না যে, আমি 'আজকালকার' নরনারীর কথা বলছি।"

ওল্‌গা আরও রাগ ক'রে কি-একটা উত্তর দিতে যাবে এমন সময়ে নিলয় বলে : "তুমি কি সত্যিই ঝোঁকের বশে একটু বাড়িয়ে বলছ না রেনে?"

রেনের উত্তর দেবার আগেই পিয়ের বলে : "'ম'শের', তুমি ভুলে যাচ্ছ যে, বিংশ শতাব্দীর একটা মস্তবড় প্রবণতা হচ্ছে—'বিবাহ-রূপ অনুষ্ঠানটির প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা হারানো। আর এতবড় একটা যুগসঞ্চিত শ্রদ্ধার মূলে আঘাত পড়ার ফলে—তার সুনীতি দুর্নীতির ধারণা ও মানদণ্ডের একটা গভীর পরিবর্ত্তন না হ'য়ে পারে?"

নিলয় চিন্তিত সুরে বলে : "গভীর—?"

—"সে-বিষয়ে কি তোমার মনে এখনো সন্দেহ আছে? সমস্ত য়ূরোপের শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে কি একটা অপরিমিত সংশয়ের কলকল্লোল শুনতে পাও না? ফ্রান্সে একদল উচ্চশিক্ষিতা নারী তো আজকাল প্রকাশ্যেই বলছেন যে, একজন মেয়ে একই সঙ্গে একজনের আদর্শ স্ত্রী, আর-একজনের আদর্শ প্রণয়িনী ও অন্য-একজনের আদর্শ মা হ'তে পারে—এবং শুধু হ'তে পারে নয়, তাই হওয়া উচিত। তাই দু-চারটে আল্‌গোছে চুম্বনাদি কি বেশি কথা—mon enfant?" *

নিলয় বলে : "এ তো হ'ল সেই শ্রেণীর মেয়েদের কথা যারা—হয়,

* বৎস আমার!

প্রকৃতিতেই উচ্ছৃঙ্খল—নয়, স্বামীর কাছে যা চেয়েছিল তা পায় নি। কিন্তু মিনা ও হারমানের মধ্যে একটা সত্য ভালোবাসা ছিল এই কথাটা যে তোমরা ক্রমাগত ভুলে গিয়ে গোল করছ!"

রেনে বলে : "গোল আমরা করছি না—মোটেই caro giovane †—করছ তুমি—তোমার পঞ্চদশ শতাব্দীর সুনীতি-দুর্নীতির মাপকাটি দিয়ে হারমানের মতন একজন পূর্ণবিকশিত বিংশ শতাব্দীর মানুষকে মাপতে গিয়ে।"

—"ঠিক বুঝলাম না। আমি—"

—"শোনো নিলয়। ব্যাপারটা এত কিছু কঠিন নয়। আসল কথা, তোমার মতন পঞ্চদশ শতাব্দীর মন-ওয়ালা মানুষও যদি এখানকার আবহাওয়ায় মেনে নিতে সক্ষম হয় যে একটু-আধটু অর্থাৎ আদর-আপ্যায়ন হচ্ছে রক্তমাংসের ধর্ম্ম, তাহ'লে কোন্ যুক্তিবলে তুমি বলতে চাও শুনি যে, হারমান বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর মানুষ হওয়া সত্ত্বেও এটুকু জেনেশুনে তার স্ত্রীকে তোমার হাতে সঁপে দিতে অক্ষম হবে? পাঁচ-পাঁচটা শতাব্দী তোমার মাথায় ওপর দিয়ে ব'য়ে গেলে এ-কাজ কি তুমিই পারবে না মনে করো?"

নিলয় চিন্তিত সুরে বলে : "হুঁ।"

পিয়ের বলে : "তাছাড়া যেখানে সে জানত যে, তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসো, ও যেখানে মিনার এ-সব বিষয়ে স্বাধীন মতামতও নিশ্চয়ই তার অগোচর ছিল না, সেখানে মনে করো কি-যে সে এ-সব বিষয়ে অল্প-স্বল্প—অর্থাৎ কিনা—যাকে তোমরা বলো চ্যুতি, তাতে মর্ম্মাহত হ'ত?"

নিলয় কি একটা কথা বলতে গিয়ে ওল্‌গার দিকে চেয়ে একটু ইতস্ততঃ ক'রে থেমে গেল।

† প্রিয় কিশোর আমার!

ওল্‌গা তিরস্কারের সুরে বলে : "নিলয়! এখনো সঙ্কোচ?"

নিলয় লজ্জা পেয়ে বলে : "ক্ষমা ওল্‌গা, তবে—" ব'লে আবার থেমে যায়।

রেনে বলে : "আবার সেই ওরিয়েণ্টাল! ওহে নিলয়, ওল্‌গাও হারমানেরই মতন বিংশ শতাব্দীর লোক, অন্তত সে তাই মনে করে নিজেকে ;—যদিও এ-দুয়ের মধ্যে একটু তফাৎ আছে।"

নিলয় এবার কুণ্ঠিতভাবে একটু হেসে হঠাৎ মনস্থির ক'রে বলে : "আমি মানছি রেনে, যে, এ-সব বিষয়ে মেয়েদের সঙ্গে খোলাখুলি কথাবার্ত্তা কইতে আমার এখনো সঙ্কোচ হয়—"

ওল্‌গা বলে : "কিন্তু কেন নিলয়? মেয়েদের প্রতি চরম শীলতা কি শুধু—তাদের দেখলে চেয়ার ছেড়ে দেওয়া? সমান সমান ভাবে মেলামেশা বা আলাপ-আলোচনাই-যে আসল সাম্য এটা স্বীকার না ক'রে শুধু বাইরের এই পিঠচাপড়ানো শিভালরিতে তো আমার গা দস্তুরমত জ্বালা করতে থাকে।"

নিলয় বলে : "সবই জানি ওল্‌গা!—তবু কি জানো? আমাদের দেশে একটা প্রবচন আছে যে, অনভ্যাসের ফোঁটায় কপাল একটু চড়-চড় করেই।"

ব'লে রেনের দিকে ফিরে : "স্ত্রীপুরুষের ব্যবহারে তোমাদের ভাষায় —'আদর-আপ্যায়নের' প্রসঙ্গে আমি যেটা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম সেটা এই যে, একটা কোথাও তো সীমা টানতেই হবে? তাই স্বামী স্ত্রীকে একেবারে পূরোপূরি রাশ ছেড়ে দিতে পারে কি—সে হাজারই উদার হোক্? উত্তর দেবার সময় কিন্তু একটু ভেবে দিয়ো রেনে! মনে রেখো, আমার প্রশ্ন এই, যে, থিওরিতে যাই হোক্ কাজে কি হারমান এতে ক্ষুণ্ণ হ'ত না একটুও?"

রেনে একটু চুপ ক'রে থেকে বলে : "শেষ পর্য্যন্ত গেলে হারমানের মনে কী হ'ত বলা অবশ্য একটু কঠিন। হারমানকে তো আমি চিনি না—"

নিলয় বলে : "হারমানকে না-ই বা চিনলে রেনে। সাধারণ উচ্চশিক্ষিত উদারপন্থী স্বামীকে তো চেনো? সে এক্ষেত্রে ঈর্ষা বোধ করত—না, করত না? সে কি এমন অকুণ্ঠে স্ত্রীকে তার অনুরাগীর হাতে ছেড়ে দিতে পারত—যদি জানত যে—"

ব'লে সে কথাটা অর্দ্ধসমাপ্ত রেখেই থেমে গেল।

রেনে চিন্তিত সুরে বলে : "অবশ্য এ-বিষয়ে জোর ক'রে কোনো কথা বলা কঠিন—মানি। হাজার হোক্ একটা পোষা, ঘরকন্না-করা, রেজিষ্ট্রী-ক'রে-পাওয়া—সাক্ষাৎ স্ত্রী হাতছাড়া হবার উপক্রম করলে—"

ওল্‌গা ব্যঙ্গের সুর ধরে : "এখন কোথায় গেল তোমার সব উদার মতামত রেনে?"

—"উদার মতামত আমার ঠিকই আছে ওল্‌গা। তবে এখন কথা হচ্ছে কী হওয়া উচিত তা নিয়ে তো নয়—কী হ'য়ে থাকে তাই নিয়ে।"

ওল্‌গা বলে :—"একে বলে camouflage!" *

রেনে বলে : "মানুষের মধ্যেকার নিহিত দুর্ব্বলতাটিকে স্বীকার করার মানে camouflage? বা রে বা! আদর্শ ও বাস্তব, আকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতার মধ্যে যে-চিরন্তন বিরোধ তার মূলে কি এই দুর্ব্বলতাটিই নেই?"

ওল্‌গা বলে : "এ-রকম বাজে উড়ো 'অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্‌ট' কথায় আত্ম-সমর্থন করাটা সহজ বটে, কিন্তু নিরাপদ কি?"

* কথার মারপেঁচ এড়িয়ে আত্মরক্ষা করা।

রেনে বলে : "তাহ'লে 'অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্‌ট' ছেড়ে 'কংক্রীটের' স্তরে নেমে আসি ?—আমার দোষ নেই কিন্তু।"

ব'লে ওল্‌গার দিকে চেয়ে একটু চোখ মিট মিট ক'রে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সুরে : "যদি এ-কথা বলি যে, হারমান তার স্ত্রীর সঙ্গে নিলয়ের ঘনিষ্ঠতার চরম প্রমাণ পেলে সম্ভবত তার উদারতা সত্ত্বেও ব্যথা পেত তাহ'লে সে-কথা বলার মানে তো এ-সম্বন্ধে আদর্শকে নাকচ ক'রে দেওয়া নয়। যেমন ধরো, তুমি যদি আমার নাকের সামনে পিয়েরের কণ্ঠালিঙ্গন ক'রে ব'লে বসো : 'প্রিয়তম পিয়ের, আমি তোমারও, রেনেরও'—তাহ'লে আমি মুখে যতই কেন না বলি যে, এ-কথা বলার তোমার অধিকার আছে—কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমার মধ্যেকার সেই মামুলি ভর্ত্তা রেনেটি উচ্ছ্বসিত সুরে পিয়েরকে ব'লে বসবে কি : 'বন্ধুবর ! আমার ও আমার প্রিয়তমার হৃদয়াসনে তুমি যেন একত্রেই জন্ম জন্ম আসীন থাকো ?"

ওল্‌গার মুখ রাঙা হ'য়ে ওঠে : রেনের পিঠে একটি চাপড় মেরে বলে : "যাও রেনে—বড় বাড়িয়ে তুলছ তুমি। আমি যতই রাশ আলগা দেই তুমি ততই তোমার মুখ ছোটাও।"

রেনে হেসে বলে : "ঐ উপমাটি থেকেই দেখছ তো যে, ভর্ত্তার রাশ ধরেন আজকাল—ভার্য্যা ? কাজেই স্ত্রীপুরুষের সাম্য একটা মুখের কথা। একজন অপরকে চালাবেই। হয় এ, নয় ও।"

নিলয় বলে : "বেশ বলেছ রেনে। কেবল আমি তোমার প্রতিবাদ করতে পারি বোধ হয় হারমানেরই দৃষ্টান্ত দিয়ে।"

—"যথা ?"

—"যথা—এ-বিষয়ে সে একটা বড় সুন্দর 'হার্মনিতে' পৌঁছেছিল। মিনাও তাকে চালাত না—সে-ও মিনাকে চালাত না। অথচ উভয়েই

উভয়কে এমন সুন্দর বুঝত যে, মনে হ'ত যেন একজন অপরের হৃদয়কে নিজের হৃদয়ের আয়নায় স্পষ্ট প্রতিফলিত দেখছে।"

কেউ কোনো কথা কয় না।···নিলয় খানিকক্ষণ চুপ ক'রে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। দিগ্বলয়ে দু-একটি ক'রে সান্ধ্যতারা ফোটে। একটি উজ্জ্বল স্থির গ্রহের দিকে চেয়ে সে বলে: "মিনা ও আমি যখন সেদিন হু-হু শব্দে সে 'কুপে' গাড়ীটিতে পাশাপাশি দুলতে দুলতে চলছি—তখন সমস্তক্ষণ আমার মনটাকে আচ্ছন্ন করেছিল—হারমানের কথা ও তার বিশ্বাস—বিশেষ ক'রে—তার শেষ কথাগুলি—'মিনাকে দেখো নিলয়!' প্রায় সমস্ত ট্রেনটাই ক্লান্ত ঘুমন্ত মিনার শিয়রে আমার কানে এই কথা কয়টি কতরকম সুরে রেশে ব্যঞ্জনায় যে বাজতে থাকে—!···

"মনে আছে—সেদিন-যে সমস্ত ট্রেনের পথটুকু আমার মনে মিনার চেয়ে হারমানের কথাই বেশি জাগছিল—এতে হয়ত তোমাদের আশ্চর্য্য বোধ হ'তে পারে—"

রেনে বলে: "না নিলয়। প্রেমের ক্ষেত্রে অনেক স্থলেই-যে বাঞ্ছিতকে তার দূরত্বের জন্যেই বেশি লোভনীয় মনে হয়, এ-কথা কে না জানে? তাই মিনাকে যখন ট্রেনে নিতান্ত মুঠোর মধ্যেই পেয়েছিলে তখন-যে এ-পাওয়ার মধ্যে আগেকার না-পাওয়ার গাঢ় মাদকতা একটু ফিকে হ'য়ে আসবে এতে বিস্ময়ের কী আছে?"

নিলয় প্রীতস্বরে বলে: "মিথ্যে বলো নি রেনে। জীবন সম্বন্ধে তোমাদের অভিজ্ঞতা এত রকম অলিগলি ঘুরেছে যে, তোমরা প্রতি পথচিহ্নকে দেখলেই যেন চিনতে পারো—তাকে ঠিক ওজনে ধরতে পারো। তোমাদের কাছে মনের কথা ব'লে সুখ আছে।" ব'লে একটু থেমে শান্ত সুরে ব'লে চলে: "বেশ মনে আছে, মিনাকে বহুদিন থেকে কতবারই না চেয়েছিলাম—অন্তত একবারের জন্যেও এম্‌নিই একান্তভাবে নিজের কাছে পেতে।

কিন্তু আশ্চর্য্য !—অবশেষে যখন তাকে একেবারে মুঠোর-মধ্যে পেলাম—তখন তার নেশার ঘোর মনের মধ্যে স্পষ্ট তরল হ'য়ে এসেছিল ! অন্তত সেদিন ট্রেনে-যে এসেছিল এ-কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি ।"

ব'লে আবার একটু থেমে কি-একটা কথা বলতে গিয়ে নিলয় খানিক ইতস্ততঃ করে। পরে বলে : "অথচ তবু মিনার নিদ্রালস শ্রান্তিপাণ্ডুর মুখখানি থেকে থেকে আমার মনের গায়ে-যে একটা সুধার প্রলেপ দিচ্ছিল বিছিয়ে। মনটা আমার একটা অনির্ব্বচনীয় কোমল গৌরবে অভিষিক্ত হ'য়ে উঠেছিল। সে-গৌরবের মধ্যে ছিল যেন একটা আশ্রয় দেওয়ার পৌরুষ, একটা অভিভাবকী আত্মপ্রসাদ, একটা—কিন্তু—যাক্—মনের এ-সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব-ব্যবচ্ছেদের পালা এখন মুলতুবি রাখি নইলে গল্প আমার ফুরুবে না সারা রাতেও।...

"ট্রেন 'কলোনে' পৌছলে আমরা দুজনে একটা বড় হোটেলে গিয়ে উঠলাম।

"হোটেলে সেদিন রাত দশটা অবধি মিনার শয়নকক্ষেই আবোল-তাবোল অনেক গল্প করলাম। তখনো ওর শরীর দুর্ব্বল, তার ওপর ট্রেনের ঝাঁকুনিতে ভারি ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল। কাজেই গল্পটা তেমন জম্‌ল না। মনটা কেমন-যেন একটু ক্ষুণ্ণ ও নিরাশ বোধ করে। যেন কী চেয়ে পেলাম না !...অথচ সেটা যে কী তা-ও নিজের কাছে স্বীকার করতে জাগে এমন শ্রীহীন কুণ্ঠা—!...

"ও বোধহয় খানিকটা বুঝতে পেরেছিল—ওর নারীহৃদয়ের সহজ দরদ দিয়ে। কেন না থেকে থেকে একটা বিষণ্ণ-মধুর দৃষ্টি গলিয়ে যেন ও নিংড়ে নিংড়ে আমার রোমে রোমে দিচ্ছিল ঢেলে। যেন সে-আঁখিতারাদুটি হাতছানি দিয়ে কেবলই আমাকে ডাকে...অথচ সঙ্গে সঙ্গে কি-একটা ব্যবধানের আড়াল ঠেকিয়ে দিয়ে আমাকে প্রতিহতও করে।...

"এমনি ক'রে অনেকক্ষণ ধ'রে একটা অর্দ্ধস্ফুট ডাক ও মানা, আলো ও ছায়া, আগ্রহ ও কুণ্ঠার খেলা চলে—ওর শয়ন-কক্ষে। ও বিছানার ওপর শুয়ে আর আমি পায়ের কাছে খাটের ওপরেই ব'সে। কত রকম দ্বিধাদ্বন্দ্বের দোলা সে স্প্রিংএর খাটটির দুলুনির সঙ্গে সঙ্গে!

"শেষে শুভরাত্রি জ্ঞাপন ক'রে বিদায় নিলাম।

"দুয়ারের হাতলে হাত দিয়েছি এমন সময়ে খানিকটা আমার অজ্ঞাতেই একটি দীর্ঘনিশ্বাস এল বেরিয়ে।

"অমনি ও হাত বাড়িয়ে আমার হাত দুখানি হঠাৎ চেপে ধ'রে বলে: 'অমন ক'রে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলো না নিলয়, লক্ষ্মীটি! আমার ভারি কষ্ট হয়!'

"আমি বললাম: 'কই, না—আমি তো—'

"ও আমার হাতদুটি পর-পর চুম্বন ক'রে বলে: 'জানি নিলয়, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলো না বলারও কোনো অধিকারই আমার নেই। তুমি নিজেকে বিলিয়ে দিতে জানো—নইলে আমার অসুস্থ দেহকে ব'য়ে বেড়াত কে?'—ব'লে নিজে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল: 'অথচ তবু তোমাকে এর পুরস্কার একরাত্রের জন্যেও-যে দিতে আমি অক্ষম'—ব'লেই মুহূর্ত্তে তার পাণ্ডুর মুখখানি জবাফুলের মতনই লাল হ'য়ে ওঠে।

"এতক্ষণ আমার প্রকৃতির উদ্দাম উৎসের ওপর বোধহয় একটা জগদ্দল পাথর ছিল চেপে: হঠাৎ এ-কথার ঝাঁকুনিতে যেন সেটা ছিট্‌কে পড়ল দূরে।

"সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় ও-ও বুঝতে পারল···হঠাৎ দুই বাহু প্রসারিত ক'রে ডাকতেই আমি তাকে বুকে চেপে ধরলাম।

"কিন্তু কি-একটা কুণ্ঠা যেন ওকে সে-আবেশের মধ্যেও থেকে-থেকে কাঁপিয়ে তুলতে থাকে!—আমার বাহুপাশের মধ্যে—আত্মসমর্পণ করবার

মুখে—হঠাৎ ওর নিজেরই একটি উদ্যত চুম্বনের মাঝখানে ও জোর ক'রেই নিজেকে নিল সরিয়ে।···সে-প্রয়াসে ওর মুখখানি এত পাণ্ডুর দেখায়! ···অধর দাঁতে-চেপে-ধরা।···

"নিজেকে আমার বাহুপাশ থেকে মুক্ত ক'রে নিয়েই ও বলল: 'এখন শুতে যাও নিলয়—আর আমাকে ক্ষমা কোরো—যদি পারো। আমি বড় ক্লান্ত।'

"লজ্জায় আমার মনে হ'ল—পায়ের নিচের মাটি দ্বিধা হ'লে ছিল ভালো। মিনা এখনো দুর্ব্বল। ডাক্তার বলেছে সবরকম উত্তেজনাই বিষ ওর পক্ষে। আর তাকে দেখার ভার না আমার!

"আমি অস্ফুটস্বরে ওর কাছে ক্ষমা চাইতেই ও বলল: 'তোমার দোষ নেই নিলয়, তোমার সুপ্ত শান্ত প্রকৃতিকে আমিই জাগিয়েছি—নানা ছদ্ম ইঙ্গিতে। দোষ আমারই—কেন না আমি তোমাকে প্রতিদান দিতে অক্ষম। তাই তুমিই আমাকে ক্ষমা কোরো—শুধু···আমার এ না-পারার ব্যথা একটু কল্পনা করতে চেষ্টা কোরো! শুভরাত্রি।'

" 'শুভরাত্রি মিনা'—ব'লে আমি বিদায় নিলাম।

"সেদিন সমস্ত রাত্রের মধ্যে আমার বোধহয় আধঘণ্টাও ঘুম হয় নি।···এ কী রকম কথাবার্ত্তা? পুরস্কার দেওয়ার অক্ষমতার কথা ও কেনই বা তুলল?···আমি তো কিছু না পেয়েই সন্তুষ্ট ছিলাম!···খেলা? ···কিন্তু এ কী খেলা? আমার প্রবৃত্তির মধ্যে সুপ্ত রাক্ষসকে জাগিয়ে আগুন নিয়ে খেলা?—বিশেষতঃ যখন ওর মধ্যেকার বুভুক্ষিতাও-যে প্রতি পদে চোখ মেলছিল সেটা এতই স্পষ্ট—"

রেনে বলে: "আমার মনে হয় নিলয়—কিছু মনে কোরো না—যে ঐ চরিতার্থতাটির দিকে তোমাকে বিশেষ ক'রে সচেতন ক'রে দিতেই ও তার অক্ষমতার কথা উল্লেখ করেছিল।"

ওল্‌গা রাগ ক'রে বলে : "সন্দেহ সম্বন্ধে তোমার যতখানি মৌলিকতা যদি ততখানি অন্তর্দৃষ্টি থাকত রেনে তাহ'লে মেয়েরা অন্তত—"

রেনে বলে : "রাগ কোরো না ওল্‌গা। আমি বলছি না যে, মিনা খুব সচেতন ভাবেই নিলয়ের সুপ্ত প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিল। সাপুড়ে বিষধর সাপ নিয়েও খেলা করে শোনো নি কি? খেলার মোহে সে অনেক সময়ে নিজের অজ্ঞাতে সাপকে খেলা ছেড়ে উদ্দীপনার কোটায় এনে ফেলতে চায়—কারণ তাইতেই তার জীবনের ম্লান নদীতে নামে আনন্দের ঢল। কিন্তু বাইরের লোক ভাবে সে বুঝি শুধু নিরাপদ খেলাই চায়—না বুঝে যে, বিপদ না থাকলে নেশার রঙ একটু ফ্যাকাশে হ'য়ে আসেই। তাই আমাদের মনটি বিপদকে এড়িয়ে চল্‌লেও অনেক সময়ে প্রাণটি বিপদ্‌কে সত্যিই চায়। এতে তুমি রাগ করো কেন? আমি তো মিনাকে দোষ দেবার জন্যে ও ইঙ্গিত করি নি।"

ওল্‌গা সজোরে ঘাড় নেড়ে বলে : "তা না করতে পারো। কিন্তু তবু—মেয়েদের মনস্তত্ত্বকে উদ্ভট প্রমাণ করতে চাওয়া-যে পুরুষদের মজ্জাগত না জানে কে? তাই আমার মনে হয়, তুমি মিনার সহজ কথাটিকে এমন পেঁচিয়ে ব্যাখ্যা করলে—ঠিক নিছক সত্যকে খোঁজার জন্যে নয়।"

রেনে বলে : "না ওল্‌গা। এ-কথা বলতে পারতে যদি আমি বলতাম যে, এ-ধরণের সন্দেহ পুরুষ সম্বন্ধে খাটে না;—কিন্তু তা তো কই বলি নি আমি! মিনা যদি অভিজ্ঞ পুরুষ হ'ত ও নিলয় যদি অনভিজ্ঞ মেয়ে হ'ত তাহ'লেও আমি যে ঐ কথাই বলতাম গো। আমি শুধু বলেছি যে, এ-ক্ষেত্রে এক পক্ষ অন্ধ ছিল ব'লেই অপর পক্ষ তার চোখ ফুটিয়ে দিতে চেয়েছিল। এতে চটো কেন? যেখানে দুজনারই মিলনাকাঙ্ক্ষা প্রবল, অথচ একপক্ষ অন্ধ বা শঙ্কাকুল, সেখানে অপর পক্ষের ছলনাময়ী না হ'লে কি চলে গো রাগময়ি?"

নিলয় বলে : "হয়ত তোমার সন্দেহ অমূলক নয় রেনে, কিন্তু আমি আজ পর্য্যন্ত এ-সমস্যার কোনো সমাধান ক'রে উঠতে পারি নি। তাই আমি জোর ক'রে বলতে পারি না যে সে 'না' ব'লে 'হাঁ' বোঝাতেই চেয়েছিল কি না।"

ওল্গা বলে : "যেতে দাও ও-সব 'হাঁ-না'-র 'দুর্ভাবনা। পরে কি হ'ল শুনি।—রেনে, বার বার বাধা দিয়ো না বলছি, ভালো হবে না।"

রেনে একটু হেসে কি বলতে গিয়ে নিলয়ের দিকে তাকায়। সে বাইরের আকাশে একটি পাণ্ডুর তারার দিকে শূন্য-প্রেক্ষণে চেয়ে।—দেখে রেনে চুপ ক'রে গেল।

খানিকক্ষণ এম্নি ভাবেই কাটে। পরে নিলয় হঠাৎ ঘরের মধ্যেকার নিস্তব্ধতার প্রতি সচেতন হ'য়ে একবার যেন চম্কে উঠে ওল্গার পানে চায়। তারপর আবার তার উদাস কণ্ঠে ব'লে চলে :

"পরদিন মিনার শরীর অনেকটা সুস্থ দেখলাম। সকালবেলা আমরা কলোনের গির্জ্জাটি দেখেই ফিরে এলাম। ও বড়-একটা কথাবার্ত্তা বলল না। কেমন যেন অন্যমনস্ক ভাব! কেবল থেকে থেকে আমার পানে তাকায়—একটা উদাস চকিত দৃষ্টি-প্রদীপের স্ফুলিঙ্গ জাগিয়ে। আমষ্টার্ডামে সেই ট্রামের কথা আমার বার বার মনে হ'তে থাকে।··· দৃষ্টিটা যেন অনেকটা সেই রকম!—মনটা, কেন জানি না, ভারি হ'য়ে আসে। অথচ একটা মধুর মূর্চ্ছনাও যেন ওর দৃষ্টি থেকে প্রতি পলকে লুটিয়ে লুটিয়ে ওর মনের কোন্ এক কুণ্ঠিত, প্রকাশোন্মুখ বাণী বহন ক'রে আনে।···"

ওল্গা বলে : "আগের রাতের ব্যাপারটার সম্বন্ধে আর আলোচনা হয় নি?"

—"না। আমার কেবলই ইচ্ছে হয় সে-প্রসঙ্গটা তোলবার, কিন্তু একটা কুণ্ঠার বাষ্প এসে যেন আমার কণ্ঠরোধ করে। আমি সে-সম্বন্ধে আলোচনা করা দূরে থাকুক, মিনার দিকে সরলভাবে তাকাতেও পারি না যেন!...

"এমনি ক'রে সমস্ত দিনটা কাটে।...

"বিকেলবেলার দিকে—ষ্টীমারে ক'রে রাইন নদীতে ঘণ্টা-দুই দু তীরের অপূর্ব্ব শোভায় একটা রঙীন নেশা আমাদের ধীরে ধীরে আবিষ্ট ক'রে তোলে। মিনা ষ্টীমার-ঘাট থেকে হোটেলে ফেরবার পথে হঠাৎ আমার বাহু অবলম্বন ক'রে চলে—যেটা ও অনেকদিন করে নি। আমারও মনটা উঠ্‌ল গান গেয়ে। তার পরশের মধ্যে একটা একান্ত নির্ভরশীলতার ইঙ্গিত আমার দেহে মনে বইয়ে দিল যেন একটা সুধাফল্গুর স্তিমিত ধারা। আমার মনে হ'ল যেন মিনাকে মধুরভাবে পেতে না গিয়ে বন্ধুভাবে পেতে যাওয়াই ভালো। এর তৃপ্তিও তো কম নয়!...তবে কেন মিছে যার নাগাল মেলে তাকে ছেড়ে দুর্লভের জন্যে হাত-বাড়ানো?

"ভাবলাম এখন থেকে মিনাকে একটু দূরে-দূরে রেখেই চলব। যাকে নিবিড়ভাবে পাওয়ার আশা সুদূরপরাহত, তার কাছ থেকে শুভ্র দূরত্বের মধ্যে দিয়ে শুধু প্রীতির খোরাক আহরণ ক'রেই চলব এই ব'লে অবুঝ মনকে বোঝালাম; নিজেকে বারবার বললাম—হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ত্যাগ ক'রে উঠতেই হবে।"

রেনে ওল্‌গার দিকে চেয়ে বলে: "এইখানেই বোঝা যায় নিলয় কোথায় ওরিয়েণ্টাল—দেখছ?" ওল্‌গা উত্তর দেবার আগেই রেনে আবার বলে: "আমি বেশ দেখেছি ওল্‌গা, যে, প্রাচ্যদেশের লোকের মনে এমন একটা দুর্গম স্থান আছে যেখানে সে একান্তভাবেই প্রাচ্য—অন্তত যেখানে পাশ্চাত্যের প্রবেশ-চেষ্টা হ'য়ে দাঁড়ায়—অনেকটা অনধিকার-

প্রবেশেরই মতন। অথচ তাদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্যটি-যে ঠিক কোন্‌খানে সেটাও সব সময়ে অতিনির্দিষ্ট ক'রে দেওয়া যায় না।"

নিলয় বলে : "এ-কথার সদর্থ?"

রেনে বলে : "ব্যাপারটা পরিষ্কার ক'রে বলা কঠিন ; কিন্তু কোথায় তোমাদের সঙ্গে আমাদের একটা পার্থক্য আছেই আছে এবং সেটা এতই স্পষ্ট—"

পিয়ের বলে : "কিন্তু মিলটা কি ঢের বেশি সত্য নয়?"

রেনে বলে : "সেটা তো হ'ল একটা প্ল্যাটিটিউড, পিয়ের। জীব যে-মুহূর্তে নরদেহ ধারণ করে, সে-মুহূর্তে মানবতার গুটিকয়েক মূল ধর্ম তার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠ্‌বেই। কিন্তু তাই ব'লে বিশ্বমানবতার মধ্যে শুধু ঐক্যটুকুকেই একান্ত ক'রে মেনে মানুষে-মানুষে ও জাতিতে-জাতিতে যে-মূলগত পার্থক্যটি আছে তাকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।"

ওল্‌গা বলে : "তোমার যত সব অ্যাবষ্ট্র্যাক্‌ট্‌—"

রেনে বলে : "অ্যাব্‌ষ্ট্র্যাক্‌ট্‌ কেন? কংক্রীট-এ যদি আসতে চাও তাহ'লে নিলয়ের এই ইতস্ততঃ-করার দৃশ্যটাই গ্রহণ করো না।"

নিলয় বলে : "বুঝলাম না ঠিক।"

রেনে বলে : "ধরো, আমি বা পিয়ের এ-রকম স্থলে কখনই মিলনকে এতটা ভয় ক'রে চলতাম না—বা মিনাকে বিশুদ্ধা বান্ধবী-ভাবেই পেতে হবে এমনতর উদ্ভট মন্ত্র এত শত জপ করতাম না।"

নিলয় পিয়েরের দিকে তাকিয়ে বলে : "তোমারও এই মত নাকি?"

পিয়ের অত্যন্ত সহজ সুরে বলে : "হাঁ নিলয়। এ বিষয়ে রেনের সঙ্গে আমার তিলার্দ্ধও মতভেদ নেই—বিশেষত এ-ক্ষেত্রে।"

ওল্‌গা বলে : "'বিশেষত'—মানে?"

পিয়ের দুষ্টুমির হাসি হেসে বলে: "যদি মিনা এমন কোনো কুমারী হ'ত যাকে বিবাহ করা অসম্ভব, কেবল সেই ক্ষেত্রেই হয়ত আমি সংযম করতাম—পরিণামের কথা ভেবে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তোমার তো সে বালাই ছিল না মনামি।" ব'লে গম্ভীর সুরে বলল: "এ আমার রঙ্গ নয় নিলয়। যেখানে প্রেম সত্য সেখানে দৈহিক মিলনকে আমাদের মধ্যে ভালো লোকেও সহজেই মেনে নিয়ে থাকেন, উচ্ছৃঙ্খল বা বেপরোয়া লোকের ত কথাই নেই। তাই মিনার সঙ্গে মেলামেশার ক্ষেত্রে বিপদটাকে আমরা সম্ভবতঃ এত বড় ক'রে দেখতে যেতাম না, বা হৃদয়কে নিরর্থক উপবাসী রাখবার মতন বিজ্ঞমূঢ় হতাম না! কিন্তু ঠিক্ ক'রে বলো তো আগে কী ভেবে তুমি অত ডরিয়ে উঠলে?"

নিলয় বলে: "আমি-যে ঠিক্ দৈহিক বিপদের কথা ভেবেই পিছিয়েছিলাম, তা-ও তো বলতে পারিনে।" ব'লে একটু থেমে চিন্তিত সুরে: "ঠিক্ যে কী হয়েছিল সেটা বোঝাই কী ক'রে? সম্পূর্ণ আন্তরিক হওয়াটা কত শক্ত জানোই তো: সম্ভবত অনেকগুলো যুক্তি ও ভয় একসঙ্গে আমার মনকে ফেলেছিল দ্বিধার মধ্যে। কেন না··· এ-রকম ক্ষেত্রে মানুষ প্রভাবিত হয় বোধহয়···অনেকগুলো কারণের সমষ্টিতে। আর তাদের মধ্যেও থাকে উলটোপালটা স্রোত।"

পিয়ের বলে: "উলটোপালটা স্রোত বলতে—"

—"বলি শোনো। মিনাকে-যে আমি দূরে-দূরেই রেখে চলতে চেয়েছিলাম, তার একটা কারণ ছিল অবশ্য এই যে, ওর শরীর ভালো ছিল না। আর একটা কারণ ছিল বোধহয় আমার অহমিকার সঙ্কোচ —পাছে চেয়ে ঘা খেতে হয়—"

রেনে বলে: "কিন্তু এ-রকম ক্ষেত্রে-যে চাইলে ঘা খেতে হবে এ-কথা তুমি ভাবতে পারলে কেমন ক'রে নিলয়? প্রেমের ক্ষেত্রে-যে মেয়েরা

পুরুষের চেয়ে বেশি দান-উন্মুখ হ'য়ে থাকে প্রেমের এ হেন 'ক-খ'-ও কেমন ক'রে তোমার অজ্ঞাত ছিল ভেবে পাই নে।"

নিলয় ঈষৎ অসহিষ্ণু স্বরে বলে: "তোমরা-যে একটা জিনিষ কেবলই ভুলে যাচ্ছ রেনে, যে, তার 'না' কে আমি 'হাঁ' বুঝি নি। তাই সেদিন যখন সে নিজেকে আমার বাহুপাশ থেকে মুক্ত ক'রে নিল—তখন আমি একবারের জন্যেও ভাবি নি যে, সেটা সে করেছিল—শুধু আমাকে উদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে—যা তুমি বলছ।"

রেনে বলে: "ঠিক্ অতটা তো আমি বলি নি নিলয়! মিনার মনেও হয়ত তোমারই মতন খানিকটা দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছিল।—অন্তত থাকা অসম্ভব নয়। আমি বলতে চেয়েছিলাম যে, সে যদি খুব নব্যা মেয়ে হয় —তবে তোমাকে নিজের অজ্ঞাতেও একটু খেলাতে চেয়ে থাকবে—যেহেতু এটা হচ্ছে—নারীধর্ম্ম। বুঝতে চেষ্টা কোরো কিন্তু: আমি ঠিক কী বলতে চাচ্ছি—"

নিলয় নরম সুরে বলে: "বুঝেছি এবার। কিন্তু…যদি একবারও আমার মনে এ-সন্দেহ উদয় হ'ত তাহ'লে হয়ত আমার আচরণ যেত উলটে।"

ওল্‌গা বলে: "যাক্—বলো যা বলছিলে। মিনাকে দূরে রাখার আর কি-কি কারণ ছিল?"

নিলয় বলে: "একটা ছিল সম্ভবতঃ এই, যে, দৈহিক মিলন সম্বন্ধে একটা অজ্ঞাতের ভয়—একটা অনির্দ্দিষ্ট শঙ্কা—আমার মনের মধ্যে বরাবরই ছিল। কারণ মনে রেখো যে, পূর্ণ-মিলন সম্বন্ধে আমার কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না, সত্যি বলছি।"

রেনে বলে: "তোমার উচ্চস্বরে শপথ না করলেও সে-কথা আমরা বিশ্বাস করব নিলয়—ভেবো না। কেন না আমাদের কাছে এ-বিষয়ে

তোমার অসত্য বলার কোনো মানেই-যে থাকতে পারে না তা আমরা জানি।”

নিলয় বলে : “তার মানে?”

রেনে বলে : “এ-সব বিষয়ে আমরা সত্য গোপন করি কি প্রধানতঃ এই কারণে নয় যে, না-করলে আমাদের পাঁচজনে নিন্দা করে ও তাতে সমাজে আমাদের নানা রকম অসুবিধে হয়? যদি এ-জন্যে নিন্দা না ক'রে লোকে প্রশংসাই করত—তাহ'লে আমরা নিশ্চয়ই যৌন-সংক্রান্ত বিষয়ে গোপনতার চেয়ে খোলাখুলি কথাবার্ত্তারই বেশি পক্ষপাতী হ'য়ে উঠতাম। তাই যখন তুমি জানো যে, যৌন-সংক্রান্ত বিষয়ে তুমি অজ্ঞ ছিলে—এ-কথা শুনে আমরা কেউই তোমার মঙ্ক-বিনিন্দিত চরিত্র-গৌরবের কথা ভেবে শিউরে উঠব না, তখন তুমি কেন এ-বিষয়ে মিথ্যে-মিথ্যে তোমার শুভ্র পবিত্রতা জাহির করতে যাবে বলো?”

ওল্‌গা ভাবিত সুরে বলে : “কিন্তু আমরা-যে যৌন-সংক্রান্ত বিষয়ে পবিত্রতাকে বড় ক'রে দেখি—সেটা কি শুধুই লোকমতের অত্যাচারে? এ-সব বিষয়ে পবিত্রতার মধ্যে কি কোনোই সত্য গৌরব থাকতে পারে না?”

রেনে বলে : “না। কেন না, এ-পবিত্রতা-যে শুধুই আচারগত। তাই আচার বদ্‌লালে দুদিনে এ-রকম দেহশুদ্ধি—এমন কি হাস্যাস্পদও হ'য়ে পড়তে পারে।”

নিলয় সন্দিগ্ধ সুরে বলে : “তাই কি সত্যি?—তোমার কী মনে হয় পিয়ের?”

পিয়ের বলে : “রেনে মিথ্যা বলে নি নিলয়। উদাহরণ দিয়ে সহজেই এ-কথা প্রমাণ করা যায়। ধরো, লুইদের রাজত্বের সময়ে ফ্রান্সের অভিজাত সম্প্রদায়ের একটা প্রধান গল্পের ও গর্ব্বের বিষয় ছিল কে কবে

ক'টি সুন্দরী শিকার করেছেন। গ্রীকদের মধ্যেও এবং রোমক-সাম্রাজ্যের পতনের সময়েও hetaera-দের দারুণ প্রতিপত্তি ও তাদের জন্যে মানুষের প্রকাশ্য রেষারেষির কথা কে না জানে ?"

রেনে বলে : "এ-সাদা সত্যকথাটিও কি-আর ঐতিহাসিক প্রমাণের অপেক্ষা রাখে নিলয় ? সুন্দরীর চকিত চাহনি ও স্নিগ্ধ হাসি আমাদের মনের কোণে যে-রঙীন ফুল ফোটায় তার উচ্ছল সৌরভকে মানুষ সাধে গোপন করে ভাই ? সমাজের দারুণ চোখ-রাঙানি ও অজস্র অসুবিধাতেই কেবল এ-ঢাকাঢাকি ও 'চুপ্‌ চুপ্‌' সম্ভব হয়।"

ওল্‌গা বলে : "তোমরা বড় বাধা দিচ্ছ কিন্তু ফের।"

রেনে ও পিয়ের প্রায় একত্রে বলে : "না না, বলো নিলয়।"

নিলয় বাইরের দিকে চেয়ে একটু চুপ ক'রে থেকে ফিরে বলে : "কি বলছিলাম ?"

ওল্‌গা বলে : "কি-কি কারণে মিনাকে তুমি দূরে-দূরে রাখতে চেয়েছিলে—"

নিলয় বলে : "হ্যাঁ, মনে পড়েছে।" ব'লে স্বর নামিয়ে নিয়ে বলে : "যে-কয়টি কারণ বললাম সে কয়টিই আমাকে প্রভাবিত করেছিল বটে কিন্তু সবচেয়ে বড় কারণ বোধহয়—হারমানের বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখার একটা নিহিত আকাঙ্ক্ষা। কেন না আমার মনে ক্রমাগতই তার বিশ্বাসের ও স্নেহের চিন্তা যে একটা সত্য বল দিত, এ-কথা জোর ক'রেই বলতে পারি। নইলে সে-সময়ে দু-তিন সপ্তাহ মিনার সঙ্গে একলা কাটিয়েও নিজের দৃঢ়সঙ্কল্প বজায় রাখতে পারতাম কি না সন্দেহ।"

পিয়ের বলে : "এটা অনেকটা বোঝা যায়।"

* গ্রীসে একদল অতিশিক্ষিতা সুন্দরী নারী।—তাদের ওখানে বিদগ্ধের ছিল আড্ডা। নানা বিখ্যাত মানুষের হ'ত এরা প্রণয়িনী।

রেনে বলে : "না পিয়ের—এখানেও আমি তোমার কথায় সায় দিতে পারলাম না। বোঝা যেত—যদি হারমান সাধারণ গোছের লোক হ'ত। কিন্তু নিলয় হারমানকে যে-রঙে এঁকেছে তাতে তোমার কি মনে হয় এক্ষেত্রে তার ব্যথা খুব তীব্র হ'ত বা মিনাকে সে হারাত—যদি নিলয় মিনাকে পেতে গিয়ে—অর্থাৎ একটু বেশি বাড়াবাড়িই ক'রে ফেলত? আমি তো অন্তত—"

নিলয় অধীর সুরে বলে : "আমার মনোভাবটি বোধহয় তোমাদের ঠিক্ বোঝানোর চেষ্টা করা বৃথা রেনে। হয়ত সত্যিই তোমাদের সঙ্গে আমাদের মতন ওারয়েন্টালের একটা মস্ত প্রভেদ আছে। তাছাড়া অনুরূপ কোনও অভিজ্ঞতা না হ'লে মানুষ বোধহয় অপরের অভিজ্ঞতার বা সমস্যার স্বরূপটি ঠিক্ বুঝতেও পারে না। তবু কেন যে করি এ-বিড়ম্বনা—"

ওল্‌গা তার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে : "কেন বুঝতে পার না নিলয়? তোমার কথা আমার কাছে তো মনে হচ্ছে কাকস্বচ্ছ। তুমি বলতে চাচ্ছ তো এই কথা যে, মিনাকে পাওয়ার পথে তোমার প্রধান বাধা ছিল হারমানের প্রতি তোমার সত্য-আচরণের কামনা? তুমি সম্ভবতঃ ভাবতে যে, মিনার সঙ্গে এরূপ কোনো আচরণ করা তোমার পক্ষে অনুচিত হবে যা হারমানের সাম্‌নে করতে পারো না। এই না? বলো তো?"

নিলয় প্রীত সুরে বলে : "ধন্যবাদ ওল্‌গা। শুধু তুমিই আমাকে তবু একটু বোঝার চেষ্টা করলে। সত্যিই আমার বার বার মনে হয়েছে যে, হারমানের কাছে যদি আমি সব স্বীকার করতে পারতাম—তাহ'লে মিনাকে এড়িয়ে চলতাম না কখনই। কিন্তু মিনার সঙ্গে আচরণে গোপনতা অবলম্বন করলে-যে আমি আর হারমানের মুখের দিকে সোজা

চাইতে পারব না, এ-চিন্তাটাও আমাকে কুণ্ঠিত ক'রে তুলত। কিন্তু এটা-যে আমার আত্মপ্রবঞ্চনা নয় তা রেনে ও পিয়েরকে হয়ত বোঝাতে চেষ্টা করা বৃথা। ওরা হয়ত ভাবছে আমি সব সাজিয়ে বলছি।"

পিয়ের বলল: "Je vous assure"—* কিন্তু মাঝপথে বাধা দিয়ে রেনে তার কাঁধে হাত দিয়ে নরম সুরে বলল: "তোমায় আমরা মোটেই অবিশ্বাস করি না নিলয়, আমাদের ভুল বুঝো না। আর ভুল বুঝবে না ভেবেই আমরা এতক্ষণ খোলাখুলি কথা বলছিলাম। তবে যদি তুমি ক্ষুব্ধ বোধ করো তাহ'লে আমরা আর কোনো-রকম মন্তব্যই প্রকাশ করব না।"

নিলয় সঙ্কুচিত হ'য়ে বলল: "না রেনে। ক্ষোভের কথা নয় এ। কেবল আমার মনে হচ্ছিল, হয়ত তোমরা ভাবছ আমি একটু সত্য গোপন করছি। তাই হয়ত একটু আহত হয়েছিলাম। হয় কি জানো? এ-রকম কাহিনীর সযত্নরুদ্ধ আগল যখন মানুষ বন্ধুর কাছে খুলে মনের ভার লাঘব করতে উদ্যত হয় তখন সে চায় যে, বন্ধু তার কথার সবটাই বিশ্বাস করবে। কেন না এ-রকম ব্যথার কাহিনী যখন মানুষ বন্ধুর কাছে খোলাখুলি বলে তখন সে তো আর শুধু তার শুষ্ক বিশ্লেষণের মন্তব্যই চায় না ভাই।"

রেনে নিলয়ের একটা হাত চেপে ধ'রে শুধু বলল: "নিলয়—আমাকে ক্ষমা কোরো যদি আমার মন্তব্যগুলি তোমার ব্যথাতুর হৃদয়ে আঘাত দিয়ে থাকে। কেবল বিশ্বাস কোরো ভাই, যে, তোমাকে অবিশ্বাস করার কথা স্বপ্নেও আমাদের মনে হয় নি কারুর। কারণ তোমার বেদনা আমাদের কাছে শুধু কল্পনার বস্তুই নয়—প্রত্যক্ষ।"

পিয়ের বলে: "আর আমরা তোমার কথার খানিকটা সত্য মনে

* আমি তোমায় সত্যি বলছি—

ক'রে বাকিটা বাদ দিচ্ছি ভেবে বস্‌লেও আমাদের প্রতি হবে অবিচার নিলয়। তোমাকে আমরা খুব বেশিদিন না জানলেও বোধহয় তোমার সঙ্গে আমাদের একটা সহজ মনের মিলের যোগসূত্র আছে। অন্তত তোমাকে এতটা চিনি যে, তোমার সত্যনিষ্ঠার 'পরে পূর্ণ আস্থা রাখতে পারি।"

ওল্‌গা কি বলতে যাচ্ছিল এমন সময়ে রেনে বলে: "পিয়ের ঠিকই বলেছে নিলয়। আমরা-যে তোমার কথাকে কেটেছেঁটে বাদ দিয়ে তবে বিশ্বাস করতে গিয়েছিলাম তা নয়। মোটের ওপর আমাদের বক্তব্য ছিল শুধু এই যে, জীবনে যখন প্রতি পদে আমরা কম-বেশি আদর্শের সঙ্গে একটা রফা ক'রেই চ'লে থাকি, তখন মিনার সঙ্গে তুমি যা-কিছু ব্যবহার করবে তাই-যে তোমার হারমানকে বলতে হবে—এ-আদর্শ থেকে একটু-আধটু চ্যুতি খুব বেশি দোষের হ'ত না হয়ত।"

ওল্‌গা বলে: "তোমার কথায় আমি মোটেই সায় দিলাম না রেনে।"

রেনে মৃদু হেসে বলল: "সে আমার কপালদোষ ওল্‌গা, তুমি করবে কি? তবে ঘরণী না হ'য়ে হ'তে যদি হায়, innamorata—" *

ওল্‌গা রাগত সুরে বলে: "ফের ফাজলামি?"

রেনে বলে: "কিন্তু ফাজলামির আশ্রয় না চেয়ে করি কী বলো ওল্‌গা—যখন আমাকে পদে পদে ভুল বুঝবেই বুঝবে।"

—"কী ভুল? মিনার সঙ্গে ব্যবহারে ছোটখাটো ত্রুটি—"

—"হ'লে বিশেষ ক্ষতি হ'ত না বলবার সময়ে এমন ইঙ্গিত আমি করতে চাইনি যে, যে-কোনো ক্ষেত্রে এটা সমর্থনীয়। মিনা ও নিলয়ের মধ্যে একটা সত্য অনুরাগ ছিল ব'লেই এ-কথা বলেছি। যদি সে-সম্বন্ধটা নিছক মোহের ওপর প্রতিষ্ঠিত হ'ত তাহ'লেও-যে এ-রকম সত্য-গোপনে

* প্রণয়িনী

ক্ষতি হ'ত না তা বলি না—যদিও মোহ যে ঠিক্ কখন নিজের এলাকা ছেড়ে ভালোবাসার কোঠায় পা দেয় সেটা বলা সহজ নয় মোটেই। কিন্তু সে-সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এখন থাকুক। আমি বলতে চেয়েছিলাম যে, এখানে সত্য-গোপনে খুব মারাত্মক অপরাধ হ'ত না, যেহেতু এখানে সম্বন্ধটা ছিল—ভালোবাসার, ও তার ওপর হারমান সত্যিই মনে প্রাণে ছিল উদার। কাজেই—"

ওল্‌গা বাধা দিয়ে বলে: "এ আবার তোমার উদ্ভট উদারতা রেনে। হারমান উদার ছিল ব'লেই নিলয় ঝোপ বুঝে কোপ মারবে? বা রে ফিলসফার!"

পিয়ের বলে: "তুমি রেনেকে ঠিক্ বুঝতে চাইছ না ওল্‌গা। উদারতা ব'লে তো কথা নয়: প্রশ্ন হচ্ছে যেখানে আকর্ষণটা মোহমাত্র নয়—সেখানে একটু-আধটু মিথ্যা বললে বিশেষ আসে যায় কি না।"

ওল্‌গা দৃঢ়স্বরে বলে: "মিথ্যা আচরণ চিরকালই মিথ্যা। তা কখনো সত্য হয় না।"

পিয়ের বলে: "ওল্‌গা, এ-কথাটা তোমার হ'ল অনেকটা বৈয়াকরণিকদের মতন যারা কবিত্বকে ডিঙিয়ে ব্যাকরণকে বড় ক'রে ধরতে চায়। কোন্ আচরণ-যে সত্য আর কোন্‌টা মিথ্যা সেটা বোঝা সব সময়ে এত সহজ মনে কোরো না। অত্যাচারী রাজাকে অনেক সময় গুপ্তহত্যা করা দরকার হয়—লক্ষ মানুষের মঙ্গলের জন্যে। সেক্ষেত্রে দৃশ্যত মিথ্যার আশ্রয় নেওয়াটাই কি সত্য নয়? অন্তত আমি তো মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে, নিরোর মতন সীজারের মতন রাজাকে সরানোই পুণ্য কাজ। তাছাড়া আনুষ্ঠানিক সত্য যে অনেক সময়েই প্রকৃত সত্যের উপহাস হ'য়ে দাঁড়ায় কে না জানে বলো? মনে নেই সেদিন তোমাকে মহাভারতের অনুবাদ প'ড়ে শোনাচ্ছিলাম শ্রীকৃষ্ণের কথা—সেই যেখানে

অর্জ্জুনকে তিনি বললেন যে, শুধু নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার খাতিরে বড় ভাইকে হত্যা করতে বাধ্য হওয়াটা ধর্ম্ম নয়? কারণ সেখানে মিথ্যা কথা বলা অর্থাৎ অন্যায় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাই যে সত্যিকার সত্যাচরণ। আর এ-যুক্তিটা-যে নিতান্ত বাজে যুক্তি নয় তার প্রমাণ—সমাজে নানা মহৎ প্রচেষ্টায় এর প্রয়োগ নিত্য দেখা যায়—লোকোত্তর জ্ঞানীদের মধ্যেও।"

রেনে বলে: "সত্যি ওল্‌গা। জীবনটা যদি একটা একটানা সরল-রেখায় তর্ তর্ ক'রে চল্‌ত, তাহ'লে সত্যাচরণের একটা সরল মাপকাটি তৈরি করাও হয়ত সুসাধ্য হ'তে পার্‌ত। কিন্তু বহুযুগ ধ'রে যে-সব কুসংস্কার জমে তাদের সারে অসত্যের আগাছা জন্মায় যে সত্যের ফুল-শপথ রঙেই। এ-রঙের মোহ সহজে কাটতে চায় না; কাজেই তাদের উপ্‌ড়ে ফেলতে হ'লে অনেক সময়েই কৌশল অবলম্বন করতে হয়। সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে দেখতে গেলে এ-রকম পন্থাকে মিথ্যা-আচরণ বলতে পারো—কিন্তু গাছকে যদি তার ফল দিয়ে বিচার করাটা জীবনে বহুদর্শীর কাজ হয় তাহ'লে মানতে হবেই হবে যে, দৃশ্যত যা মিথ্যা তা আসলে অনেক সময়ে সত্য হ'তে পারে।"

ওল্‌গা বলে: "তোমরা আমাকে ভারি আশ্চর্য্য করলে এবার রেনে। সমাজের কোনো যুগসঞ্চিত আগাছাকে দূর করার জন্যে কখনো কখনো মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া আর নিজের প্রবৃত্তি-চরিতার্থতার জন্যে কপটতা—এ-দুই এক শ্রেণীর মিথ্যা হ'ল? এ কী রকম উড়োতর্ক? আমাদের স্বভাব সহজপন্থী। সেই সুখপ্রবণতাকে জয় ক'রেই না মানুষের মনুষ্যত্ব! প্রকৃতিকে নির্ব্বিচারে মেনে-নেওয়ার মধ্যে দিয়ে মানুষ সত্যি বড় হয়নি কখনো, হয়েছে—সহজ সস্তা লোভের পিছুটানকে জয় ক'রে তবেই। কাজেই এক্ষেত্রে নিলয়ের পক্ষে তার প্রবৃত্তি-চরিতার্থ-করাটা-যে কেমন ক'রে বড় জিনিষ হ'য়ে দাঁড়াত তা অন্তত আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির তো অগম্য!"

নিলয় ওল্‌গার দিকে চেয়ে কৃতজ্ঞ স্বরে বলে: "তুমি-যে আমার কুণ্ঠার স্বরূপটি ঠিক্ বুঝেছ ওল্‌গা, এজন্যে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জেনো: তাছাড়া মিনার সঙ্গে ব্যবহারে আমার প্রবৃত্তি-চরিতার্থতা-করা-সম্পর্কে আরও একটা কথা প্রায়ই মনে হ'ত। সেটা এই যে প্রেমকে মুক্ত করতে চাও বেশ কথা—কিন্তু প্রতি মুক্তির অগ্রসারের জন্যে দাম দিতে হবে তো? গোপনে মিনার দুর্ব্বলতার সুবিধে নিলে কি এ-দাম দেওয়া হ'ত? যদি হারমানকে সব কথা খুলে বলার বুকের পাটা আমার থাকত—তবেই আমার পক্ষে মিনার প্রতি প্রেমজ্ঞাপন করা সত্যাচরণ হ'ত। কারণ তাহ'লে আমি শুধু-যে লোকনিন্দার, অশান্তির ও বন্ধুবিচ্ছেদের দাম দিতাম তাই নয়, দায়িত্ব নেওয়ার দরুণ ভোগটাও হ'য়ে উঠত সত্যি উপভোগ্য। কিন্তু প্রেমের দাম দেব না—শুধু গোপনে ভোগ করব এটা কি একটা পুরুষের মতন কথা! পরকীয়া প্রেম পরকীয়া প্রেম ক'রে তরুণদের মতন বড়াই করো—বেশ কথা। কিন্তু তাহ'লে আগে পরকীয়াকে স্বকীয়া বলার সাহস সঞ্চয় করো। নইলে পরকীয়া প্রেম তো অর্জ্জিত সম্পদ হবে না—হবে ভিক্ষার দান। আর উঞ্ছবৃত্তি মুষ্টিভিক্ষার প্রসাদে মানুষ মনুষ্যত্বের দিক্ দিয়ে বড় হয়েছে কি কোনোদিন?"

রেনে বলে: "এটা একটা ভাববার মতন কথা বলেছ বটে। এদিক্ দিয়ে ব্যাপারটাকে আমি কখনো ভেবে দেখিনি কবুল করছি।"

পিয়ের শুধু বলে: "হুঁ।"

নিলয় বলে: "তাছাড়া এখানে ছিল হারমানের ভালোবাসা ও বিশ্বাস; কাজেই মিনার ভালোবাসার বিরুদ্ধে দাঁড়াল তার ভালোবাসার

দাবি। এর উপায় কী বলো? মানি যে, মিনার ভালোবাসার দৈহিক দাবিটা একটা সত্য দাবিই ছিল—আমাকে সে-রকম পিউরিটান মনে করবে না আশা করি যে, যৌন-প্রেমে দেহের-দাবিকে আমি নগণ্য মনে করব—কিন্তু হারমানের বিশ্বাসের ও ভালোবাসার দাবিকেও ত তাই ব'লে হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না! এককথায়—সংসারে ভালোবাসার দৈহিক দাবিকে সত্য বললেই তো অন্য সবরকমের বিচিত্র বন্ধন ও দাবি-দাওয়াকে নাকচ করা হয় না! কারণ ওগুলোও যে 'আছে'। আর, যা কিছু 'আছে' তার মূল্যও থাক্‌তে বাধ্য।"

ওল্‌গা স্নিগ্ধ সুরে বলে: "তোমার মনের ছবিখানি আমি যেন ঐ সাম্‌নের, চাঁদনি-রঙীন আইভির মতন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি নিলয়। বুঝতে পারি কেমন ক'রে হারমানের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা তোমার মধ্যেকার বড় সত্তাটিকে জাগিয়ে দিয়েছিল, যাতে ক'রে তার দানের পরিবর্তে তুমি একটা বড় প্রতিদান দিতে এত ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিলে। আমি বুঝি না কেমন ক'রে—কোন্ উদারতার মোহে—রেনে ও পিয়ের এই সাদা সত্যটা অস্বীকার করতে চায় যে, কোনো পাওয়াই সত্য হয় না যদি তার জন্যে আমরা কিছু ছাড়তে না প্রস্তুত থাকি! ত্যাগটা তো আর নিছক রিক্ততা নয়—সেটা-যে সব বড় উপলব্ধিরই মূল্য-স্বরূপ। এ যদি না হ'ত তাহ'লে কি মানুষ কখনো অধ্রুবের জন্যে ধ্রুবকে ছাড়তে পারত—এক দিনের জন্যেও?"

ঘরের মধ্যে আবার খানিকক্ষণ কেউই কথা কইল না।...

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে প্রথম রেনে: "ওল্‌গা—এ যাত্রা বোধহয় তুমি ঠিক্‌ই বলেছ। কি জানি...হয়ত বেপরোয়া হ'তে চাওয়ারও একটা মোহ আছে। সম্ভবতঃ আমাদের সমাজের সঙ্কীর্ণতায় একটু বেশি আহত

হওয়ার দরুণই আমি এ-বেপরোয়া হওয়াকে একটু বেশি রাশ ছেড়ে দিয়ে থাকব। অন্তত এ-ব্যাপারটাকে আমি যে ঠিক্ এদিক দিয়ে এমন ক'রে ভেবে দেখি নি—মানছি। আমি এটা পরে আরও একটু ভেবে দেখব।"

খুসিতে ওল্‌গার মুখ আর্দ্র হ'য়ে ওঠে, কিন্তু সে-কথা বলবার আগেই পিয়ের নিলয়কে বলে: "কিন্তু নিলয়, ক্ষমা, কোরো, ওল্‌গার ওকালতির মধ্যে সার থাকলেও, তোমার এ-সব তর্ক অনেক-পরে-ভেবে-বের-করা-যুক্তি। তখন তুমি এত শত ভাবো নি কখনোই—এ আমি বাজি রেখে বলতে পারি।"

নিলয় বলে: "খুব সজাগভাবে হয়ত ভাবি নি। কিন্তু হারমানের উদারতা, বিশ্বাস ও ভালোবাসা আমার মনের চেতনার ওপর-যে একটা গভীর ছাপ ফেলেছিল এটা নিশ্চিত। নইলে দু-তিন সপ্তাহ মিনার সঙ্গে একলা থাকার পরেও-যে বাইরের দিক্ দিয়ে মোটের-উপর অক্ষত অবস্থায় ফিরতে পারতাম তা তো মনে হয় না। অন্তত মিনাকে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টাটাও-যে করতাম সেটা ধ্রুব।"

রেনে বলে: "কিন্তু নিলয়, প্রেমের ক্ষেত্রে কি জোর ক'রে প্রলুব্ধ করার দরকার হয়? সান্নিধ্যেই-যে অনেক সময়ে যথেষ্ট প্রলুব্ধ করা হয়।"

নিলয় একটু চুপ ক'রে থেকে বলে: "তা হ'তে পারে। কিন্তু মিনাকে পাওয়াটা আমার কিছুমাত্র অন্যায় নয় এ-রকম বিশ্বাস যদি আমার প্রথম থেকে থাকত, তাহ'লে নানা ক্ষেত্রে তার সঙ্গে আমার ব্যবহারটা গোড়া থেকেই একটু অন্যরকম হ'ত না কি?"

পিয়ের বলে: "কি রকম?"

নিলয় বলে: "অর্থাৎ নানা-সূত্রে মিনার সঙ্গে ভাবটা নিবিড় ক'রে তোলার জন্যে খুব বেশি ব্যগ্র হতাম, এই আর কি। একটা দৃষ্টান্ত দিলে বোধহয় বোঝাতে পারব, আমি ঠিক্ কী বলতে চাইছি।"

নিলয় বলে : "একদিনের কথা আমার বেশ মনে পড়ে। আমি ও মিনা ষ্টোলজেন্‌ফেল্‌স্‌ ব'লে রাইন নদীর একটি ছোট্ট সহরে ছিলাম।

"হারমান সেদিন আমাকে একটি চিঠি লিখেছিল। শীতের বিকেলে আঁধার নেমেছিল অবেলায়ই, তাই আমি আমার ঘরের জানলার একটু কাছে গিয়ে চিঠিটা পড়ছিলাম।

"হঠাৎ মিনা আমার ঘরে ঢুকল। আমি তার দিকে চাইতেই বলল : 'আচ্ছা, শেষ ক'রে নেও।'

"ব'লে সে পাশের জানলার কাছে এসে সাম্‌নের নদীর দিকে তাকিয়ে রইল।

"আমার একবার মনে হ'ল চিঠিটা এখন আমার পকেটের মধ্যে রেখে দেওয়াই বিধি—বিশেষত যখন ঘরের মধ্যে এমন সুন্দরী অতিথি। তারপরই ভাবলাম মিনা যখন শেষ করতে অনুমতি দিয়েছে তখন অভদ্রতা হবে না।

চিঠিটা ছিল লম্বা ও জার্ম্মান ভাষায় হাতের-লেখা পড়াটা আমার সে সময়ে কেমন রপ্ত ছিল না। তাছাড়া হারমানের হৃদয়টি ছিল যেমন স্বচ্ছ, লেখা ছিল তেম্‌নিই দুর্ব্বোধ। কাজেই আরও দশমিনিট আমার ওর অক্ষর চিনে চিনে পড়তেই গেল কেটে।

"চিঠিটার শেষ পাতায় পৌঁছেছি, এমন সময়ে মিনা যেন একটু অধীর সুরেই ব'লে বসল : 'চলো নিলয়, একটু বেড়িয়ে আসি।'

আমি বললাম : "একটু দাঁড়াও মিনা, আমার চিঠিটা প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। হারমান ভারি সুন্দর লিখেছে!'

"মিনা কি-একটা প্রশ্ন করল। কিন্তু ঠিক সে-সময়ে হারমানের লেখার শেষ কয়-ছত্র উদ্ধার করতে আমি এতই অথই জলে…।

"ও যে-জানলাটার কাছে দাঁড়িয়েছিল সেটা ছিল আমার পিছন দিকে। মিনিট দুই পরে চিঠিটা শেষ ক'রে পিছন ফিরতেই দেখি মিনা নেই।

"আমার মনের মধ্যে একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা এল ঘনিয়ে। মিনা কি-যেন একটা প্রশ্ন ক'রে উত্তর পায় নি? ঝড় আছে থম্‌কে যেন!...

"আমি তাড়াতাড়ি ওর ঘরের দোরে গিয়ে আঘাত করলাম। ও বলল: 'Herein' *

"গিয়ে দেখলাম ও বালিশের ওপর মুখ গুঁজে শুয়ে।

"আমি ওর মাথায় হাত দিতেই ধীরে ধীরে আমার হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিল।

"আমি বললাম: 'আমি শুনতে পাই নি মিনা।'

"ও কথা কইল না। ভারি আক্ষেপ হ'ল: চিঠিটা তখন রেখে দিলেই হ'ত; কিন্তু তখনি আবার মনে হ'ল যে, মিনার সঙ্গে তো গত ক'দিন ধ'রে একটু দূরত্ব বজায় রেখেই চলছিলাম। তবে?...

"কী বলব ভেবে না পেয়ে বললাম: 'শরীর কি খারাপ মনে হচ্ছে মিনা?'

"ও কোনো কথা বলল না, শুধু মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল: 'না'।

"আমি আবার সেই বাধা বোধ করতে লাগ্‌লাম। ইচ্ছা হ'ল: ওর মুখখানি তুলে ধ'রে একটু আদর করি। কিন্তু যদি ও আমার আদরকে প্রত্যাখ্যান করে?—ভাবতেও লজ্জায় যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গেলাম।"

রেনে বলে: "কিন্তু আমার আশ্চর্য্য বোধহয় নিলয় যে বারবার তুমি ভাবতে পারতে যে, ওর পক্ষে তোমাকে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব ছিল! পুনরুক্তির জন্যে ক্ষমা কোরো।"

* ভিতরে এসো।

নিলয় বলে : "তুমি ভুলে যাচ্ছ রেনে যে, আমার বাহুপাশ থেকে ও নিজেকে সেই যেদিন ছাড়িয়ে নিয়েছিল সেদিন থেকে এই অভিমানটা আমার মনে বরাবরই জাগরূক ছিল। ছেলেবেলা থেকে আমি ভারি অভিমানী। তার ওপর এ-ক্ষেত্রে মিনার হৃদয়ে আমার স্থানটি-যে ঠিক্ কোথায় কখনো নিশ্চিতরূপে ঠাউরে উঠতে পারি নি। তবে—কে জানে —পারলে হয়ত আমার পক্ষে রাইন-বিহারের কয়দিনের মধ্যে···অন্তত··· অর্থাৎ···বড়রকম স্খলন না-হ'য়ে ফিরে-আসা অসম্ভব হ'য়ে উঠত।"

ওল্‌গা বলে : "থাক্ সে-জল্পনা। এখন গল্পটা শুনি।"

—"খানিকক্ষণ কাট্‌ল এম্‌নিই অস্বস্তির মধ্যে। আমি শেষটায় কী বলব ভেবে না পেয়ে বললাম : 'হারমান বড় সুন্দর চিঠিটা লিখেছে মিনা—শুনবে ?'

"ও বালিশ থেকে মুখ না তুলে চাপা সুরে জবাব দিল : 'আমার সঙ্গে না এসে তার সঙ্গে বেড়াতে এলেই বোধহয় সৌন্দর্য্যের তৃষ্ণা তোমার মিটত বেশি।'

"আমি কি বলব ভেবে পেলাম না।···

"ও একটু পরে সেই-ভাবেই বলল : 'হারমান কত মহৎ, কত উদার, কত সরল! আর আমি—' ব'লে যেন একটা ঠেলে-ওঠা কান্নাকে প্রাণপণে সংবরণ ক'রে নিল।"

বলতে বলতে নিলয়ের সুর মৃদু হ'য়ে এল। তার শেষ কথাগুলির রেশ যেন আকাশে গেল মিলিয়ে। ঘরের মধ্যে সকলেই খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইল।

নিলয় করতলে চিবুক রেখে বাইরের দিকে খানিক চেয়ে রইল। পরে যেন আপন মনেই বলতে লাগল : "আমি-যে সময়ে-অসময়ে হারমানের প্রশংসা ক'রে এভাবে ওকে আঘাত দিয়ে এসেছি, সেটা মুহূর্ত্তে বিজ্‌লির

মতন খেলে গেল আমার মনে। অথচ···আশ্চর্য্য···সঙ্গে সঙ্গে একটা আনন্দও বোধ করলাম যে, ওকে ব্যথা দেবার ক্ষমতা আমার আছে। সেই যেদিন আমি না-যাওয়ার দরুণ মিনার জ্বর হয়েছিল সেদিনও এমনিই একটা নিষ্ঠুর আনন্দ পেয়েছিলাম।”

ব'লে আবার একটু চুপ ক'রে থেকে বলল : “অথচ ওর ব্যথার জন্যে বেদনাও ছিল আমার সমান সত্যি।···কিন্তু এর···সমাধান কোথায় ?”···

ঘরের মধ্যে আবার কিছুক্ষণ একটা নিস্তব্ধতা যেন আপনা থেকেই তার ছায়া-আঁচল দিল নামিয়ে।···

বাইরের দু-একটা গাছের পাতার মধ্যে দিয়ে জ্যোৎস্নাস্নাত মর্ম্মরে ভেসে ওঠে একটা উদাস আকুতি···সকলে কান পেতে শোনে···

নিলয় আপন মনেই ব'লে চলে যেন : “ঐ আবছা মর্ম্মরের অন্তরে যে-মাধুর্য্যটুকু উপ্ত, তার মধ্যে কোমল একটা ব্যথার রেশ বাজে না কি ? প্রতি প্রেমের উচ্ছল দীপ্তির মধ্যেও কোথায় যেন এম্‌নিতরই একটা অতৃপ্তির, একটা ব্যথার একটা না-পাওয়ার···পেয়ে-হারানোর ছায়া থেকে থেকে যায় বিছিয়ে। নয় কি ? হয়ত···কে জানে ?···হয়ত···হৃদয় সেই ব্যথাটাকে এড়াতে গিয়ে ব্যথা দিতে ব্যগ্র হ'য়ে ওঠে!···নইলে যাকে ভালোবাসি তাকে ব্যথা দিয়ে আনন্দ পেতে চাই কেনই বা ?”···

আবার খানিকক্ষণ ধ'রে ঘরের মধ্যে শুধু গাছপালার মর্ম্মর-রবই মুখর হ'য়ে ওঠে।

এবার প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙে—রেনে : “আমি কিন্তু কী দেখছি জানো নিলয় ?—মিনার হৃদয়টি। আর তোমার বেদনার সঙ্গে তার

ব্যথার যে-মূর্চ্ছনাটুকু আমি কান পেতে শুন্‌ছি সেটা এই যে, তোমার কাছে সে যেটা চেয়েছিল সেটা শুধু হারমানের প্রতি তার শ্রদ্ধা ভালোবাসার প্রতিধ্বনিটি মাত্র নয়—তবে আশা করি এ-কথা বলার জন্যে কিছু মনে—"

নিলয় কোমল স্বরে বলে : "না রেনে। আমার নিজেরও আজকাল মনে হয় যে, হয়ত আমি বরাবর একটু বেশিই ভেবেছি নিজের কথা। তাই আমার নিজের মনেও আজকাল তোমার এ-সন্দেহ মাঝে মাঝেই উদয় হয়। সঙ্গে সঙ্গে একটু বিস্ময়ও-যে বোধ না করি তা নয় : যে, এ রকম কথা তখন কেন মনে হয় নি? যদি মনে হ'ত···কিন্তু···" একটু থেমে :

"কিন্তু হয়ত একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে যে, হয়নি।"

পিয়ের বলে : "কেন!"

—"কারণ, কে জানে, যদি তখন এ-কথা মনে হ'ত তাহ'লে আমার শত যুক্তি ও চেষ্টা সত্ত্বেও আমি হারমানের কাছে খাঁটি থাকতে পারতাম কি না?"

পিয়ের বলে : "ঠিক্ বুঝলাম না, নিলয়।"

নিলয় বলে : "কি জানো?—আমার মনে হ'ত ও-ও বুঝি নিরন্তর চেষ্টা করছে—হারমানের বিশ্বাসের যোগ্য হবার। কাজেই আমার মনে দৃঢ় ধারণা জন্মেছিল যে, এরূপ ক্ষেত্রে আমার উচিত ওর সাহায্য করা—অন্তত সাহায্য যদি না-ও করি, তাহ'লেও ওর দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় না দেওয়া। কারণ, দিলে সেটা আমার পক্ষে হবে—নিতান্তই কাপুরুষের মতন কাজ। ফলে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করতাম ওর কাছ থেকে একটু দূরে-দূরে থাকতে।"

ব'লে নিলয় খানিকক্ষণ বাইরের একটি তারার দিকে থাকে চেয়ে।

পরে যেন আপন মনেই ব'লে চ'লে : "অথচ···আমাদের মনটা-যে কী বিচিত্র ব্যাপার ! ··সময়ে-সময়ে মনে হয় যেন সেটা আর কারুর—তার সঙ্গে পরিচয়টা আমাদের নিতান্ত মৌখিক মাত্র। নয় কি ?—অন্তত আমাদের চরিত্রের নানা রকম উলটো-পালটা ইচ্ছের ঠোকাঠুকি দেখ্‌লে ? ···বেশ মনে আছে—এ-সময়ে একদিকে যেমন ওকে প্রলুব্ধ করতেও চাইতাম না—অন্যদিকে সংযমের ছদ্মবেশে ওকে আকর্ষণ করতেও বাধত কই ?"

ওল্‌গা বলে : "কথাটা কিন্তু ঠিক্ পরিষ্কার হ'ল না নিলয়।"

—"পরিষ্কার ক'রে বলাটা একটু কঠিন—কারণ আমার নিজের কাছেই—ঐ-যে বলছিলাম—আমার নিজের মনের অনেক গতিবিধিই ভারি ঝাপ্‌সা ঠেকে—এখনও। তবু—এ-অসঙ্গতির কথাটা নিয়ে তোমাদের সঙ্গে একটু আলোচনা করতে ইচ্ছে হয়। তাই বলি শোনো।"

ব'লে বাইরের দিকে চেয়ে স্বর আরও একটু নিচু ক'রে নিয়ে ব'লে চলে : "কি জানো ? তখন এ-কথা স্বীকার না করলেও এখন স্পষ্টই দেখতে পাই যে, আমার সংযমের মধ্যে সোনা কিছু থাকলেও খাদই ছিল বেশি। তাই আমি ঠিক্-যে সংযমের জন্যেই সংযম করতাম তা নয় ; আমি করতাম—সংযমের অভিনয়—শুধু অভিনয় করতাম তার চোখে বড় হ'য়ে ওঠবার জন্যে। অর্থাৎ আমি আসলে তাকে প্রলুব্ধই করতাম—একদিক দিয়ে—অথচ নিজেকে নিরন্তর বোঝাতাম যে, আমি সংযমী। কথাটা হয়ত এখনও ঠিক্ পরিষ্কার হ'ল না—"

ওল্‌গা তার হাতের ওপর একটি হাত বুলোতে বুলোতে বলে : "বোধ হয় বুঝেছি ঠিক্ কোন্‌খানে তোমাকে বিঁধছে।—কিন্তু—কিছু মনে কোরো না নিলয়—আমার মনে হয় যে তুমি এবার একটু বেশি

সেন্টিমেণ্টাল হ'য়ে পড়্ছ।—না ; ঠিক্ সেন্টিমেণ্টাল নয় : তুমি নিক্তির ওজনে আন্তরিক হবার তাগিদে নিজের ওপর একটু অযথা কঠোর হচ্ছ।"

—"তোমার বল্বার কথাটা—"

—"এই, যে, প্রেমাস্পদের দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় না-দেওয়া এক, কিন্তু তাই ব'লে তার চোখে প্রাণপণ চেষ্টায় ছোট হ'য়ে তার মন থেকে স'রে যাওয়া চলে না।—অন্তত যে ভালোবেসেছে সে তো এ-রকম চেষ্টা করতে পারে না ভাই! ভালোবাসা-যে সত্যিই চায়—নিজের সবচেয়ে বড় জিনিষটি প্রেমাস্পদকে দিতে। নয় কি? তাই তোমার এ-কুণ্ঠাটা একটু বেশি বাড়াবাড়ি মনে হ'ল। কিন্তু আশা করি—"

—"না না, মনে করব কেন এতে? কিন্তু—"

—"কিন্তু তাই ব'লে আমাকে যেন ভুল বুঝো না ভাই, বা এ-কথা ভেবে বোসো না যে, তোমার এ-কুণ্ঠার জন্যে তোমায় আমি শ্রদ্ধা করি না—কিম্বা রেনে ও পিয়েরের মতন তোমার ভাবালুতাকে ওরিয়েণ্টাল মিস্টিসিস্‌ম্ ব'লে চাই হেসে উড়িয়ে দিতে। তোমার এ-রকম কুণ্ঠা তোমারই যোগ্য ব'লে আমি মনে করি নিলয়, বিশ্বাস কোরো।"

রেনে গম্ভীর সুরে বলে : "এবার কিন্তু তুমি আমাদের ওপর সত্যিই একটু অবিচার করছ ওল্গা। কেন না প্রথমত, বন্ধুর প্রতি বিশ্বস্ততার কোনো দামই নেই এ-কথা আমরা কখনো বলি নি ; দ্বিতীয়ত, বোধহয় এটুকু বোঝবার বুদ্ধিও আমরা ধরি যে, এরূপ ক্ষেত্রে নিলয়ের মনে এ-অহঙ্কার উদয় হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, মিনাকে প্রলুব্ধ করতে যাওয়ার ফলে ও তার দেহকে পেলেও তার মনের চোখে ছোট হ'য়ে যেতে পারে।"

নিলয় প্রীত হ'য়ে বলে : "ধন্যবাদ রেনে, যে, শেষকালে তুমি আমাকে একটু আমার-দিক-থেকে বোঝবার চেষ্টা করেছ। বাস্তবিকই

আমার মনের কোণে বারবার এই আশঙ্কাটি জাগত যে. একটুখানি ক্ষণিক প্রবৃত্তি-চরিতার্থতার লোভে প'ড়ে হয়ত সঞ্চয়ের কোটায় যা পাব স্মৃতির দৈন্যের কোটায় মিলবে না তার ক্ষতিপূরণ।"

পিয়ের টপ ক'রে বলে: "কিন্তু—ক্ষমা কোরো 'মনামি'—সে সময় বাসনার সে-প্রবল বানের মুখে—কি তুমি এত শান্তভাবে ভেবে নৌকো চালিয়েছিলে বলতে চাও? না, হাল পাল কাপাস তেমন কাজ দিয়েছিল?"

নিলয় বলে: "সে সময়ে কিছু আমি এতটা পরিষ্কার ক'রে ব্যাপারটা ভাবতে পারি নি—সত্যিই।···হয়ত এ-রকম তোড়ের মুখে শান্তভাবে ভাবা সম্ভবও নয়। তাই ঠিক্ কি রকম জোড়াতাড়া দিয়ে যে তখন আমি টাল সাম্‌লেছিলাম সেটা হয়ত বিশ্লেষণ ক'রে দেখার চেষ্টা পাওয়াও বিড়ম্বনা। আমাদের মনের মূল উৎসধারার প্রকৃতির কতটুকু বা আমরা জানি বলো? অথচ—তবু—মনে হয়, যে, একটা সত্যিকার উচ্চাশা আমাদের মধ্যে ছিল। যদিও দুর্ব্বলতার বেড়াজালে তার চলৎশক্তি রোধ হবার জো হয়েছিল—কাজেই মহত্ত্বের দাবি করা আমার সাজে না।"

ওল্‌গা বলে: "এ-কথা তোমার ঠিক্‌ও বটে ভুলও বটে। ঠিক্ এইজন্যে যে, দুর্ব্বলতাগুলি—কাল্পনিক নয়—বাস্তব; ভুল এইজন্যে যে, এতে ক'রে বলা হয় যে, আমাদের দুর্ব্বল মুহূর্ত্তগুলিই হচ্ছে আমাদের মনের আসল স্বরূপ; নয় কি? কোন্ যুক্তিবলে আমরা বলি যে আমাদের স্বপ্ন ও উচ্চাশার আড়ালে নেই কোনো সত্য অবলম্বন—যেটা আছে শুধু প্রবৃত্তির পিছুটানের?"

নিলয় চিন্তাবিষ্ট স্বরে বলে: "কথাটা আমারও-যে আগে মনে হয় নি তা নয় ওল্‌গা। কিন্তু—কি জানো?—এ-বিষয়ে উচ্চাশা ও স্বপ্নকে

আঁকড়ে ধরতে যাওয়াও মুস্কিল।—কেন না···যদি আমাদের মধ্যেকার স্বপ্নবিলাসী মানুষটাই আমাদের সত্তার প্রকৃত পরিচয় হয়—তবে তার কল্পনাদৃষ্টির পরিসর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যেকার দুর্ব্বল কাপুরুষ মানুষটিই বা ম'রেও মরে না কেন বলো?"

ব'লে একটু থেমে ব'লে চলে: "আত্মসম্মান নইলে বাঁচতেও পারি না অথচ—প্রবৃত্তির পায়ে তাকে বলি দেবার এ-নিবিড় আগ্রহই বা-যে কেন থেকে থেকে দুর্নিবার হ'য়ে ওঠে···দুদণ্ডে আমাদের দিশেহারা ক'রে রেখে যায়—কে বলবে? কিন্তু—তবু মনে হয় ওল্‌গা, যে, তোমার কথাই গভীরতর ভাবে সত্য।···মনে হয় যে···আমাদের দৈন্যই আমাদের সত্তাটির সবচেয়ে বড় পরিচয় নয়···কেন না মুহূর্ত্তের আলোর সাম্‌নেও যুগসঞ্চিত অন্ধকার একটু একটু ক'রে পালায় না—দপ্‌ ক'রে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে।···ঐখানেই কি আলোর গরিমা নয়?"

সকলে চুপ ক'রে গেল।···

বাইরে থেকে একটা বাঁশির সুর হঠাৎ ফুটে উঠ্‌ল।···বাঁশিতে লুটিয়ে লুটিয়ে একটি পরিচিত ইতালিয়ান গানের একটি চরণই বাজ্‌ছিল: "Sono povero?—"

'দীন গো আমি—রিক্ত'—
এমন হীন মূর্চ্ছনা
সাধিব না তো নিত্য
ছায়া-আরতি-বিলাসে:
প্রেম-আকাশে হে প্রিয়,
করিব তব অর্চ্চনা
গোপন আলো-অমিয়
ঝরায়ে রবি-উছাসে।'

ওল্‌গা নিলয়ের একটা হাতের উপর অন্যমনস্ক ভাবে হাত বুলোয়!... রেনে ও পিয়ের বাইরের একটি ছায়ানিবিড় আইভি লতার কোলের দিকে চেয়ে থাকে।...পাশে একটি ঝাউগাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে কৌমুদীর স্নিগ্ধ হাসি অন্ধকারের ঘোম্‌টা উঠিয়ে উঠিয়ে খেলে লুকোচুরি খেলা।...

বাঁশিটা থেমে যায়—যেন মাঝপথে।

নিলয় তার শান্ত উদাস স্বরে বলে: "সময়ে সময়ে মনে হয় আমাদের জীবনের কুণ্ঠাসঙ্কোচে পদে পদে আমাদের হৃদয়ের নানান্‌ মূর্চ্ছনাবিলাসী গতি ঐ বাঁশির উছল তানের মতনই মাঝপথে যায় থেমে। কত-শত সাবধানতার বিবর্ণ বাষ্প আমাদের হৃদয়ের কত আফোটা কুঁড়িকেই না কিরণ-বঞ্চিত রেখে অঙ্কুরেই দেয় ঝরিয়ে! হয়ত এটা একটা নিছক ট্রাজিডি!...কে জানে! কিন্তু তাই ব'লে তো আর সর্ব্বদা রোখ ক'রে শুধু প্রাণের ধারাকেই সম্বল ক'রে চলা যায় না!"

ব'লে আবার একটু থেমে চিন্তিত সুরে বলল: "যেতে পারত হয়ত—যদি হৃদয়ের বিকাশের দাবি আমাদের সমাজে স্বার্থের দাবি পদবী পেত। কিন্তু তা যখন পায় নি—তখন অন্তত সমাজে বসবাস করার খাতিরেও তো সময়ে সময়ে হৃদয়ের নানা জোয়ারকে রুখতে হয় বাঁধ দিয়ে।"

শান্তস্বরে নিলয় বলে: "না মেনে গতি কী যে, জীবন বিচিত্র ব'লে জীবনের নানা অবদানেরই দাম দিতে হয়। এ-কথা স্বীকার না ক'রে উপায় কী যে, দৈহিক্‌ স্বাধীনতার একটা মস্ত দায়িত্ব আছেই? যদি হারমানের কাছে সব খুলে বলতে পারতাম তাহ'লে হয়ত এ-দায়িত্ব সম্বন্ধে এতখানি কুণ্ঠা বোধ করতাম না।—যদি হারমান আমাকে বিশ্বাস না করত·· যদি বিশ্বাস না ক'রে আমার ভিতরকার সত্য দায়িত্বজ্ঞানটিকে

না জাগিয়ে প্রথম থেকে সন্দেহ ক'রে আমার ভিতরের আত্মমর্য্যাদাকে অপমান ক'রে বস্‌ত ! · কিম্বা আমাকে ভালো না বাস্‌ত···তাহ'লেও মিনাকে হয়ত এমন ভাবে হারাতাম না। কিম্বা···" ব'লে হঠাৎ সুর নামিয়ে নিয়ে বাইরের একটি অচঞ্চল তারার দিকে অন্যমনস্ক ভাবে তাকিয়ে : "কে জানে ?·· হয়ত হারানোই আমার দরকার ছিল !"

ওল্‌গা মৃদুস্বরে বলে : "কেন নিলয় ?"

—"আমার মনে হয়।···কোনো যুক্তি দিতে পারি না। শুধু···মনের কোণে একটা গোপন স্বর থেকে থেকে কানে কানে কথা কয়, বলে : জীবনে পাওয়া বড় ব'লেই কি বলা চলে যে, হারানো খতিয়ে লাভের কোটায় অঙ্কপাত করতে একেবারেই অক্ষম ? না, তার মধ্যেও একটা ক্ষতিপূরণ থাক্‌তে পারে না—আমাদের স্থূল অনুভূতির পরিধির বাইরে কোথাও ? কে বলতে পারে ?"

ওল্‌গা তার হাতের উপর আবার হাত বুলোতে বুলোতে বলে : "হারানো মানে ?—মিনার মৃত্যু ?"

—"না। সে মারা গেছে তো আজ মাত্র দুমাস। কিন্তু চার মাস আগে যখন তার সঙ্গে আমার এক বৎসরের অদর্শনের পর দেখা হয়েছিল তখন সে একেবারে বদ্‌লে গিয়েছিল।"

রেনে বলে : "মানে ?—তোমাকে আর ভালোবাসত না ?"

নিলয় বলে : "তা মনে করতে পারলেও হয়ত খানিকটা সুখী হ'তে পারতাম—সে শেষটায় একটু শান্তি পেয়েছিল ভেবে। কিন্তু তা-ও তো নয় !···আমাকে দেখে ওর চোখ-দুটি প্রথমটায় এমন স্পষ্ট জ্বলে উঠেছিল যে"—ব'লে একটু থেমে : "সে-কথা আমি জীবনে কখনও ভুলতে পারব ব'লে মনে হয় না।"

নিলয় ব'লে চলে : "কিন্তু পরক্ষণেই ওর কালো আঁখি-মণি দুটি এল ম্লান হ'য়ে—ধূসরিমার ছায়াচুম্বনে অস্তাচলের ক্ষণ-উদ্ভাসিত মেঘের মতন ! ...ওর কাছ থেকে কোনো কথাই টেনে বা'র করতে পারলাম না।"

আবার ঘরের মধ্যে খানিকক্ষণ নিশ্চুপ।...

নিলয়ই ফের ভঙ্গ করে নিস্তব্ধতা : "শুধু কথা টেনে বার করতে পারলাম না নয়—সে-প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেও কেমন-যেন একটা সঙ্কোচ..."

ওল্‌গা কোমল স্বরে বলে : "কেন ?"

নিলয় বলে : "কি জানি ? হয়ত অনেকদিনের পর দেখা হ'লে যে-একটা আড়ষ্টভাব উদয় হয়—তারি জন্যে।...হয়ত ও আমাকে ভুলতে চেষ্টা ক'রেও পারছে না মনে হ'য়ে মনের মধ্যে একটা অনুকম্পা... কিম্বা হয়ত...এ-প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে পাছে সে 'না' ক'রে আমাকে আঘাত ক'রে বসে এই আশঙ্কায়।"

একটু থেমে ম্লান সুরে বলে : "অথচ তবু মনের কোণে একটা বেদনা বার বার আসে ঘনিয়ে...ঠিক বেদনাও নয়...অভিমান...যে, শেষ দিনেও আমাকে এত দূরে রাখতে পারল ও কেমন ক'রে ? মনে হয় কী-আশায়ই বা ওর সঙ্গে শেষ-দেখা করতে গিয়েছিলাম,—আর কেনই বা ওর সঙ্গে শেষ-দেখা না ক'রে বিদায় নেওয়ার মতন শক্তি মনের মধ্যে খুঁজে পেলাম না ?...ভালোবাসা চেয়ে-না-পাওয়া সওয়া যায়, কিন্তু পেয়ে হারানো—" কথাটা অসমাপ্তই থেকে যায়।...

ওল্‌গা কিছু না ব'লে ওর একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে নেয় টেনে। রাত্রি গভীরায়মান।...'কাফে'টির মধ্যে ওরা ক'জন ছাড়া আর লোক কেউ নেই তখন।

ওল্‌গা বলে : "আর হারমান ?"

নিলয় গাঢ় স্বরে বলে : "তার স্নেহ প্রকাশকুণ্ঠ, কিন্তু তারার মতনই স্বচ্ছ, উজ্জ্বল, অটল। মিনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন চ'লে আসছি তখন সে আমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে বলল : 'নিলয়, তুমি এই বছরের শেষে দেশে ফিরছ, যাও। তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে কি না জানি না। তবে দেখা হোক্‌ বা না হোক্‌ জেনো যে, আমার শুভেচ্ছা তোমাকে চিরদিনই থাকবে ঘিরে।'

"আমি কোনও কথা বলতে পারলাম না।...ট্রেন ছাড়ল।...হারমান ট্রেনের সঙ্গে চলতে চলতে শুধু বলল : 'তুমি যা হাতে পেয়েও ছেড়েছ তার চেয়ে বড় জিনিষ যেন তুমি পাও নিলয় !"

হঠাৎ আবার একখণ্ড কালো মেঘের নিচে প'ড়ে চাঁদের দ্যুতি এক অপরূপ মধুর ম্লানিমায় ছায়াচ্ছন্ন হ'য়ে ওঠে !...

নিলয় যেন নিজের মনেই বলে : "মিনার ভালোবাসাকে হয়ত আমি অঙ্কুরেই নষ্ট করেছি, অসম্ভব নয়।...হয়ত সেটা একদিক দিয়ে আক্ষেপের বিষয় ! কে জানে ! যদিও...যদিও সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় সে-ভালোবাসায় দুজনে অকুণ্ঠে সাড়া দিতে পারলেই-যে কিছু অঘটন ঘটত তা-ও মনে করা কঠিন !...অবশ্য হয়ত তাতে সুবিধা না হ'লেও সম্পদ মিলত বলতে পারি না।—আমাদের খতিয়ে পাওয়া-না-পাওয়ার ইতিহাস জানেই বা কে ? আর, সব হারানোর মধ্যেই বা মনের কোণে একটা নিবিড় সান্ত্বনা জাগে কেন বলো যে, মিনাকে না হারালে হয়ত হারমানকে এমন ভাবে পেতাম না ?"

ওল্‌গা যেন আপন মনেই অস্ফুটস্বরে বলে : "কিন্তু তাতে কি কোনো সত্য ক্ষতিপূরণ মিলতে পারে ? প্রেমের বদলে বন্ধুত্ব !"

নিলয় উদাস সুরে বলে : "কে জানে? হয়ত মিনাকে পেলে একেবারে স্মৃতির কোটায় দেউলে হ'য়ে ব'সে থাকতাম, হারমানের স্নেহও খোয়াতাম। অথচ...আশ্চর্য্য এই যে, তবু আক্ষেপ হয়!·· মনটা অবুঝের মতনই প্রশ্ন করতে ছাড়ে না যে, ছুজনের ভালোবাসা কি একসঙ্গে বজায় রাখা যেত না?···প্রাণটা বিদ্রোহের সুরে প্রশ্ন ক'রে বসে যে, ছুটো বড় সম্পদের মধ্যে শুধু স্বতোবিরোধটাই কি অবিনশ্বর—তাছাড়া আর সবই মায়া?"

অশ্রু-আভাষে ওল্‌গার চোখ-ছুটি চিক্ চিক্ ক'রে ওঠে···সেই সময়ে নিলয়ের সঙ্গে ওর দৃষ্টি মিলিত হ'তেই ও সলজ্জে মুখ ফিরিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে।···

খানিকক্ষণ কেউই কথা কয় না।

ওল্‌গা চকিতে তার হাতের ঝালর দেওয়া ব্যাগটি খুলে তার রেশমী রুমালটি বা'র করে। সঙ্গে সঙ্গে একটা চিঠি রুমালের সঙ্গে উঠে ব্যাগ থেকে মাটিতে প'ড়ে গেল।

নিলয় তাড়াতাড়ি চিঠিটি তুলে তার হাতে দিতে যেতেই ওল্‌গা বলল : "ওহো, আমাকে ক্ষমা কোরো নিলয়। এ-চিঠিটি যখন আজ সন্ধ্যাবেলায় এসেছিল, তখন তুমি কোথায় গিয়েছিলে। আমি তোমাকে দেব মনে ক'রে এ ব্যাগের মধ্যে রেখে তোমার গল্পের তোড়ে একদম ভুলে গিয়েছিলাম। আশা করি খুব জরুরি চিঠি নয়।"

নিলয় "না না" ব'লে চিঠির শিরোনামার দিকে চেয়েই অস্ফুটস্বরে বলে : "হারমান!—"

কম্পিত হস্তে খামটি খোলে।···

ওল্‌গা তার মুখের দিকে চেয়ে বলে : "কার চিঠি? মিনার লেখা?"

সকলেই ওর দিকে তাকায় একসঙ্গে।

নিলয় পাতা কয়টির দিকে চেয়ে বলে : "হাঁ, তারই বটে, তবে চিঠি তো নয়,—এ কী—তার ডায়ারির কয়েকটা ছেঁড়া পাতা দেখছি। হারমান পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কেন?—ও—"

কতক্ষণ বাদে কেউ জানে না। নিলয় পড়া শেষ ক'রে মুখ তুলে গাঢ় কণ্ঠে বলে : "পড়বে?" ওল্‌গা হাত বাড়িয়েই হাত টেনে নেয়।

নিলয় বলে : "না, কুণ্ঠার কিছুই নেই ওল্‌গা। বলো তো আমিই পড়তে পারি তোমাদের কাছে। পড়ব?"

ওল্‌গা কোমল কণ্ঠে বলে : "যদি তোমার ব্যথা না—" ব'লেই থেমে যায়।

নিলয় হঠাৎ ওল্‌গার চোখের পানে চেয়ে বলে : "নতুন ক'রে আর কী ব্যথা এতে বাজতে পারে বলো? বরং এতে একটু···সান্ত্বনা আছে। এ তো তারই লেখা ও গোপন প্রাণের কথা।"

ওল্‌গা ওর কাঁধে একটি হাত রেখে ঝুঁকে পাতা কয়টির দিকে চেয়ে বলে : "পড়ো নিলয়।"

নিলয় থেমে-থেমে পড়ে :

"২৫শে জানুয়ারি।

আজ ও আবার হারমানের কথা তুলল। কেন—কেন—কেন—তোলে? আর আমার সাম্‌নে অত মগ্ন হ'য়ে তার চিঠি পড়া?···

"কিন্তু এ কী! আমি হারমানের প্রতি ঈর্ষা বোধ করছি?—যেখানে হারমান সব জেনে-শুনেই আমাকে ওর সঙ্গে দিয়েছে পাঠিয়ে? না—আমার এ-ক্ষুদ্রতা আমি জয় করবই করব।

"আজ রাত্রে এক ফোঁটাও ঘুম নেই আমার চোখে। ঐ সামনের আকাশে দুটি তারা কার জন্যে তৃষিত হ'য়ে আমারই মতন নিদ্রাহারা? ওদেরও মনে কি আমাদের মতনই ব্যথা-আনন্দ, আশা-ভয়, অশ্রু-হাসি, কামনা-বাসনা দোল দিয়ে যায়? ওরাও কি না-পেয়ে পিয়াসী চোখে দয়িতের পানে চেয়ে চেয়ে থেকেছে কথনো? কে জানে?…

"না না…এক-একটা তারা তো এক-একটা সূর্য্য!…

"কে বলল? কে বলবে ওরাও বিরহিণী নয়? প্রেমাস্পদকে ব্যথা দিয়েছে তাই হয়ত ওদের চোখ শুকনো…এক ফোঁটা জলও নেই!

"কেন আমি ওকে আজ ব্যথা দিলাম? ও যে-পথ নিয়েছে—দূরে দূরে থাকবার—সেই-পথই-কি এ-ক্ষেত্রে একমাত্র পথ নয়? সামীপ্য যেখানে শুধু ব্যর্থতাই বহন ক'রে আনে সেখানে দূরত্ব ছাড়া উপায় কি? অথচ…জীবনে যা-কিছু কাম্য, যা-কিছুর দানে মনের গোপন কুঞ্জে সৌরভ ওঠে ঘন হ'য়ে…যা-কিছু আশা-নিরাশা, আনন্দ-বেদনা, হর্ষ-বিষাদের ঢেউকে তোলো উচ্ছল ক'রে—তা-কি কথনো নিছক ব্যর্থতা আনতে পারে? দিনান্তে ঝরা-দলের পথ বেয়ে হয়ত ফুলের স্মৃতি মনের কোলে ব্যর্থ কামনাকে বহন ক'রে এনে দেয়, কিন্তু তাই ব'লে কে বলবে সৌরভের ছায়া স্নিগ্ধ নয়? কর্ত্তব্যই কি সব? তৃষ্ণা কিছুই নয়?

"আচ্ছা—আমি যদি এর প্রতিশোধ নিই? কাল থেকে যদি ফাঁদ পাতি? পারে ও ওর কর্ত্তব্যে অটল থাকতে?

"মনে হয় সেদিন অনর্থক ওর বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়েছিলাম। নিজেকে ছেড়ে দিলেই হ'ত! কী? ফলে আমার মনের তৃষ্ণা আরও বাড়ত?—না হয় বাড়তই--কিন্তু ওর পবিত্রতার অহঙ্কার তো হ'ত চূর্ণ!…

"আচ্ছা! সেটা চূর্ণ করাও তো এথনো আমারই হাতে। আজই

রাত্রে ওকে আমি প্রলুব্ধ করব। দেখিই না কেন! নারী দয়া ক'রে ছেড়ে দেয় ব'লেই না পুরুষ কর্ত্তব্যের ও সংযমের বড়াই করতে পারে?… হৃদয়ের নিবিড় উদ্দাম কামনার ক্ষেত্রে মাথা উঁচু ক'রে থাকা?—যায় কখনো? সেটা করে মানুষ—কখন?—যখন মাথা নিচু করলে তৃষ্ণা মেটে না তখনই না? ওর উঁচু মাথা করব তবে হেঁট?

"কিন্তু না!…সেটা কি আমার গৌরবের কথা হবে? না, ওর মাথা হেঁট হ'লে আমার মাথাই উঁচু থাকবে? নিজের 'পরে শ্রদ্ধা যদি ও হারায় তাহ'লে সেই সঙ্গে আমার প্রতি শ্রদ্ধাই কি ওর থাকবে? না না, এ-কথা যে ভাবতেও পারি না। ওর প্রেমের এ-রকম দু-চারটে ছুড়ে-ফেলে-দেওয়া কণা পেলেও যদি বা দিন কাটে—ওর শ্রদ্ধা হারালে শুধু রিক্ত লালসার উষ্ণ স্পর্শে কি প্রতি মুহূর্ত্ত আমার কাছে দুর্ব্বহ হয়ে উঠ্‌বে না? তাতে কি কোনো সত্য ক্ষতিপূরণ মিলতে পারে কখনো? ওকে প্রলুব্ধ করব? আমি? ছি!

"২৮শে জানুয়ারি।

কিন্তু এ-অন্তঃসারশূন্য শ্রদ্ধা নিয়েই বা কী করব আমি? মেঘ না বর্ষালে শুধু ঘনঘটার আড়ম্বরে প্রেমের তৃষ্ণা মেটা? শুষ্ক শ্রদ্ধার বন্ধ্যা বীজে মরুবুকে শ্যামলিমা জাগানো? পাগল?

"ও এ-দুদিন বড় বিমনা হ'য়ে আছে।…

"আমিও দুদিন কিছু বলতে পারি নি। একসঙ্গে বেড়িয়েছি, খেয়েছি—এমন কি রাইনে সাঁতার পর্য্যন্ত কেটেছি। কিন্তু তবু কি-একটা অনাহূত আড়াল আমাদের মধ্যে রুক্ষ দাঁড়িয়ে সেই সেদিন থেকে। কি-একটা মেঘের কালো আবরণ—যাকে আমাদের উন্মুখ সান্নিধ্যের প্রবল বাতাসও সরিয়ে দিতে পারছে না। কী এ?…

"৩০শে জানুয়ারি।

"বুঝেছি। এ ছায়া—হারমানের। নিলয়ের অসহিষ্ণুতা ও বিরক্তি দেখে মনে হচ্ছে হারমান সত্যি কত বড়। তাকে কোনো দিন কোনো কালিমার গ্লানি কখনো স্পর্শ করতে পারে নি। মেঘের ম্লানিমা তাকে ঘিরল এ কি কখনো দেখেছি? ঘিরবে কেমন করেই বা? মেঘ অত উঁচুতে পৌঁছয়ই না যে!

"নিলয়?…সে ঢের নিচের স্তরের। হারমান চিরদিন আমার কাছে বড়ই থাকবে। নিলয়?…ও তো চোখের মোহ!

"কিন্তু…তাই কি? যাকে কোনোদিন পাই নি, হারমানের সঙ্গে যার রূপের তুলনাই হ'তে পারে না, যার মনটার অদ্ভুত গতি পদে পদে আমাকে প্রতিহত করে—তার প্রতি মোহ এত প্রবল হয় কখনো?—আর হারমানের বহুদিন-সঞ্চিত বহুযত্ন-সিঞ্চিত ভালোবাসার মায়া কাটিয়ে?—কে জানে?

"২রা ফেব্রুয়ারি।

"এ-তিনদিনে আবার বসন্তের হিল্লোল বয়েছে। ও আবার হেসে কথা কয়েছে!… কী আনন্দ! কী আনন্দ!…

"না—ওর প্রতি আমিই অবিচার করেছি।

"এ-রকম অবস্থায় পড়লে হারমানও কি পড়ত না দ্বিধায়? নিলয়ও সামান্য উপাদানে তৈরি নয়! ছি—কেন ওর সম্বন্ধে সেদিন অমন কথা ভাবলাম? এমন যোগাযোগে পারে—দ্বিধা না-এসে?

"কিন্তু…আমার? আমার দ্বিধা আসার তো কথা নয়।…কী ক্ষতি হ'ত যদি—

"না, হয়ত…এ নিছক দ্বিধাই নয়! যদি শুধু দ্বিধাই হ'ত তাহ'লে সেদিন ওর বাহুপাশ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার মতন শক্তি কি নিজের মধ্যে খুঁজে পেতাম কখনো?

"আজই যে তাহ'লে ওকে ডেকে তার অটল-প্রতিজ্ঞা ভাসিয়ে দিতাম।

"কিন্তু সত্যিই কি ডাক দিতে পারতাম ওকে? আসলে ও 'না' বলতেও পারে এই আশঙ্কা ও সঙ্কোচই কি আমাকে বাধা দিচ্ছে না? সেদিন আমার বাহুবন্ধনের উন্মাদনায় ও হয়ত 'না' করতে পারত না—কিন্তু তাই ব'লে কি এ-গর্ব্ব করা সাজে যে যে-মুহূর্ত্তে ইচ্ছে ওকে ডাকলেই ও নির্ব্বিচারে আমার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়বেই পড়বে?···সেদিন ওর দুর্ব্বলতা, মোহ ও নেশার যোগাযোগ মিলেছিল। কিন্তু আমি যখন ইচ্ছা করব তখনই মিলবে এ-কথা জোর ক'রে বলা কি সাজে? আমাদের মনটার গতিস্রোতের মোড় যে কত সূক্ষ্ম কারণে সম্পূর্ণ উল্‌টো দিকে ফিরে যায়, সেটা কি দৈনন্দিন তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনার আলোছায়ার মধ্যে দিয়েও স্পষ্ট দেখা যায় না? তবে? কী সাহসে অপরের মনের ওপর আমাদের প্রভাব স্থায়ী হবেই হবে ব'লে বড়াই করি?···আর স্রোতের ধারা কখন কোন্ দিকে বেঁক নেয় নদী কি নিজেই জানে?

"ওরা ফেব্রুয়ারি।

"দূর্—পুরুষের আবার প্রতিজ্ঞা? নারীর বিলোল আহ্বানের সাম্‌নে কি সে সূর্য্যোদয়ে কুয়াশার মতনই মিলিয়ে যায় না? যদি নারী বাহু বাড়িয়ে ডাকে অবশ্য। স্রোতের গতি এখানে-ওখানে-সেখানে একটু একগুঁয়ে হ'তে পারে বটে—কিন্তু শেষটায় সাগরের ডাককে সে এড়াতে পারে কি কখনো? সেখানে যে তাকে যেতেই হবে। তার সমস্ত সার্থকতার হাতছানি যে সেইখানেই উপচিত!···

"কিন্তু কেন ডাকি না তাহ'লে? কিসের কুণ্ঠা এ? তার শ্রদ্ধা হারানোর আশঙ্কা? তাই কি? না, আমার নিহিত মনের অন্য কোনো আকৃতি? কে জানে?

"কিম্বা ওর শ্রদ্ধার কামনা সত্যিই এত নিবিড়—আমার অবচেতন মনে ?"

"অসার কথা ! প্রেমের শূন্য বেদী কি শ্রদ্ধার রাঙ্‌তামোড়া প্রতিমা দিয়ে ভরাট হয় কখনো ?

"না—প্রেমকে রুখতে পারে শুধু প্রেম।

"কিন্তু···হারমানকে আজও কি আমি সেইরকম ভালোবাসি ?"

"সেই সর্ব্বগ্রাসী ভালোবাসা ? যার ডাকে আমি কাউণ্টেসের মেয়ে হ'য়েও, পিতামাতা আত্মীয়স্বজনের আপত্তি সত্ত্বেও, দরিদ্র নির্ব্বাসিতকে স্বয়ম্বরার মালা দিয়েছিলাম ?···না, সেটা নেই। মলয়ের প্রথম হিল্লোল ক'দিন থাকে ? প্রেমের নেশার রঙীন মাদকতা বাস্তবের অভিঘাতে ক'দিন স্থায়ী হয় ? শরতের আকাশ তার নীলের ঘনিমাকে নিবিড় ক'রে দেখায় কি শুধু আসন্ন শীতের রিক্ততাকেই বড় ক'রে দেখাবার জন্যে নয় ? প্রেমের প্রথম উন্মাদনা—শুধু জীবনের স্থায়ী রিক্ততার দিকেই অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করে না কি ?

"কিন্তু তবু হারমানকে ছাড়তে হবে ভাবলেও যে থাকতে পারি না ? সে পাশে আছে এ-অনুভূতির মধ্যে আগেকার মাদকতা ফিকে হ'য়ে এসেছে হয়ত···কিন্তু সে পাশে নেই এ-চিন্তার মধ্যে আছে যে শুধু—নিবিড় শূন্যতা !

"কিন্তু · তবু নিলয়ের প্রতি এ-টান—কিসের এ ?

"এর সঙ্গে মিশিয়ে রয়েছে কী ?—হারমানের প্রতি পূর্ব্বরাগের আভাষ ?—মানি, কিন্তু তবু এ-প্রেমে একটা নতুন অনুভূতিও কি নেই ?

"একটা অনুভূতির ইন্দ্রধনু কি দুবার একই রঙে ধরা দিতে পারে কখনো আমাদের চিত্তাকাশে ? দুটো শিশির বিন্দুও যমজ নয়, আর প্রেমের দুটো প্রবল অনুভূতি হবে অবিকল এক ? হয় কখনো ?

"আচ্ছা, সত্যিই কি হারমানের ভালোবাসাই আমাকে রুখছে? না, আর কিছু?...

"এর মধ্যে অনেকদিনের সংস্কার আছে—আছে অনাগতের আশঙ্কা—বিশ্বাসের মর্য্যাদা আছে—আর—আছে—সে কি অচেনার ভয়?

"না...বিশ্বাসের মহিমাটাই এখানে বোধহয় সবচেয়ে বেশি বিঁধছে আমাকে। ভয় নয়—সংস্কার নয়। না না না।

"কিন্তু কী আশ্চর্য্য! হারমান যদি আমাকে একটুও সন্দেহ করত! যদি বিশ্বস্ততার দাবি করত!...

"হায়, কেন করল না? তাহ'লে এ-অদৃশ্য অথচ কঠিন নাগপাশ থেকে আমি মুক্তি পেতাম যে! ওর এই বিশ্বাস রাখার কর্ত্তব্য।

"ছেড়ে দিয়েই যে সে আমাকে বেঁধেছে। বাঁধতে যদি যেত!—হায়...কেন-যে বাঁধতে গিয়ে আমাকে মুক্তি দিল না!...

"কত কথাই মনে হয়!...হারমানের সঙ্গে সেই দেখা—দশবৎসর আগে!...চাঁদের সোনা উপ্‌ছে পড়ছে গ'লে গ'লে!...যেথানে চাই ওর শুভ-দৃষ্টির ঢল নামে হীরের রঙে!...যেন কালকের কথা সে!...সেই—চন্দ্রিকা-স্নাত দানিয়ুব নদীবক্ষে একটি ছোট্ট নৌকার ওপর আমাকে সেই তার প্রথম চুম্বন!...এখনো সে-স্মৃতিতে মনের মধ্যে একটা তড়িৎ খেলে যায়!...

"অথচ সে-নেশা, সে-উচ্ছ্বাস, সে-আবেগ আজ কোথায়?

"হারমানের সাহচর্য্যে এখনও স্নিগ্ধতা আছে অক্ষয় হ'য়ে,—থাকবেও। কিন্তু কই সে-উন্মাদনা? কই সে-মাদকতা?—হায় প্রথম যৌবনের সে-আবেশ সে-শিহরণ, সে-উন্মাদনা...মিলিয়ে যায় হাওয়ায় কর্পূরের মতনই!...তাকে ধ'রে রাখতে পারা যায় না কেন? উপলের মতন দীর্ঘজীবী হয় না সে কেন?...কিম্বা যদি চ'লেও যায়—ফিরে আসে না কেন আর? বসন্তও যায় কিন্তু আবার ফেরেও তো!...তবে?

"না—উন্মাদনাও ফেরে কিন্তু বেশ বদ্‌লে। ছন্দ ভেঙ্গে। তাই বুঝি নিলয়ের সংস্পর্শে—মাত্র সেই একদিনের চুম্বনে সে যে-আবেশ বিছিয়ে গেল দেহে মনে, ঠিক্ সে-আবেশ হারমানের প্রথম চুম্বনেও ছিল না···কিন্তু ছিল না কেন? সে-প্রেম এ-প্রেমের মতন নিষিদ্ধ ছিল না ব'লে?··· তাই কি?···

"অথচ—নিলয়ের সাহচর্য্যে মন ত কই ভরে না—যেমন ভরে হারমানের সংস্পর্শে, সোহাগে, আদরে?—শুধু তৃষ্ণাই ওঠে জেগে!··· কেন এমন হয়?

"বোধহয় প্রতি প্রেমের সুরার আস্বাদও যেমন ভিন্ন, প্রতি প্রণয়ীর নেশার প্রকৃতিও তেম্‌নি স্বতন্ত্র! তাই কি?

"কিম্বা বোধহয়···প্রতি প্রেমের মধ্যে আমরা আমাদের প্রত্যেকের নিজের প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন রূপের প্রতিচ্ছায়া দেখতে পাই। তাই কি?

"ভাবি: প্রেম কী বিচিত্র! বনানীর অন্তরালে শ্যামশ্রীর মতন কাছে তার রূপ এক রকম—আবার দূরে আর-এক রকম!

"হারমান পাশে যখন থাকে তখন তার স্নেহ পূর্ণ স্বাস্থ্যের মতনই থাকে যেন অনুভবের অগোচরে—যেন রক্তে নিশ্বাসে দেহের অণুতে অণুতে থাকে জড়িয়ে মিশে। কিন্তু দূরে তার স্পর্শ হ'য়ে ওঠে ভাস্বর।

"আর নিলয়! তার সান্নিধ্যও আমাকে তার মোহ থেকে খানিকটা মুক্তি দেয় বৈ কি···অথচ···দূরত্বের ব্যবধানে সে হারমানের মতন উজ্জ্বল তো হয় না এমন! কেবল তার আকর্ষণে সমস্ত দেহমন আমার টন্ টন্ করতে থাকে। প্রতি শিরায় ধরে টান···প্রতি রক্তকণায়—জ্বালা।

"কেন এমন হয়?···কে জানে?...

"৬ই ফেব্রুয়ারি।

"আজ সমস্তদিন ধ'রে আবার আমার অন্তর-লোকে হারমানের

স্মৃতি উজ্জ্বল মধুর হ'য়ে উঠেছে। তার কতদিনের কত আদর, কত চাহনি, কত স্নিগ্ধতা মুহূর্তে যেন এক যাদুকরের সৌরভের ইন্দ্রজাল বুনছে!···নিলয়কে আজ যেন একটা অন্য জগতের উদাসীন পথিকের মতনই হয় মনে!···যেন একটা মেঘের আধস্বচ্ছ-ঘেরাটোপ-পরা শৈলমালার আবছা সীমারেখার মতন সুন্দর ছায়ানিবিড়···কুহকময়···

"৮ই ফেব্রুয়ারি।

"কিন্তু আজ আমার শয়নকক্ষে আমার একটা দুষ্ট চাহনির উত্তরে নিলয় চুম্বনের শাস্তি দিয়ে গেল—ঠিক আমার উষ্ণ ওষ্ঠাধরের ওপর।··· শাস্তি বই কি···অথচ···অথচ মনে হ'ল যেন এই অশান্তিময় পুরস্কারের জন্যেই আমি এতদিন তৃষিত ছিলাম।···শুধু অশান্তিই তো না···সঙ্গে কী-একটা বেদনা! শুধু ওষ্ঠে-ওষ্ঠ স্পর্শে পাপ কোথায়?—কিন্তু বৃথা—বৃথা প্রবোধ···মন যেন কি-একটা গ্লানির ভারে নুয়ে পড়ছে। কেন?

"হারমানের মূর্তি আবার মুহূর্তে ম্লান হ'য়ে গেল কেমন ক'রে? —যখন পরশুদিন নিলয়কে এত দূরের উদাসীন পথিক ব'লে মনে হয়েছে?

"আঙুলের মধ্যে দিয়ে জলকে কি ধ'রে রাখা যায় মুঠো বেশি শক্ত করলেই?···হৃদয়কে বেশি কাছ থেকে জানতে গেলেই সে-ও যায় বুঝি ঠিক্ তেম্নি ফস্কে · কোথা দিয়ে যে · চেতনার কোন্ ফাঁক দিয়ে? কে জানে?

"কেন এ-ক্ষোভ জাগে যে, নিলয় আরও একটু রইল না? সে অপরাধীর মতন রক্তবর্ণ মুখে পালিয়ে গেল কেন? এতে এমন কী অন্যায় থাকতে পারে! এতে কী এমন দুরন্ত ফল ফলতে পারে?

"৯ই ফেব্রুয়ারি।

"কিন্তু পারে যে।···কালকের চুম্বনের স্মৃতি এখনও আমার মনের উপকূলে কেবল তার অশ্রান্ত ঝঙ্কারের ঢেউ তুলছে···প্রতিক্ষণে!···

"আজ বিকেলে নৌকাবক্ষে কিসে আমায় বাধ্য করল—অনিচ্ছাসত্ত্বেও এমনতর দুষ্টুমি করতে?

"নিলয় দাঁড় টান্‌তে টান্‌তে যখন আমার ধারে তাকাচ্ছিল তখন তো ওর মধ্যে সে-ক্ষুধার দৃষ্টি ফুটে ওঠে নি!…কেন আমি এ-আগুন নিয়ে খেলা করতে গিয়ে ওর সে-ক্ষুধাকে তুললাম জাগিয়ে!

"যদি তুললামই—তবে সে-ক্ষুধা কেন মেটালাম না? কেন ওকে কাছে আসতে দিয়ে আবার প্রতিহত করলাম?—কেন নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারলাম না?

"এটা পাপ ব'লে? কিন্তু যদি তাই হয়, তবে নিলয়কে নিয়ে এ-নিষ্ঠুর খেলা খেলি কেন?

"খেলা?…কিন্তু আমার হৃদয়ের কাছে এটা কি সত্যই খেলা? এ-কাঁটার ও বাধার ঘায়ে কি আমিও ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে যাইনি?…তবে?

"রক্তধারা অঝোরে ঝর্‌বে জেনেও কি কেউ নিজের শিরে আঘাত করে কখনো? যে-ডালে বসে সে-ডালের গোড়ায় করে আঘাত?

"ওর আলিঙ্গনের মাঝখান থেকে কেন নিজেকে নিলাম ছিনিয়ে? বার বার এই তিনবার ওকে আমি অকারণ মরীচিকার লোভ দেখিয়ে নিরাশ করেছি, উদ্যত তৃষিত ওষ্ঠ থেকে বারিপাত্র নিয়েছি কেড়ে!

"হায়! প্রেম কি সত্যই যেমন অন্ধ তেম্‌নি নিষ্ঠুর? অন্ধ—বুঝি। সব ইন্দ্রিয় সবারই থাকে না। কিন্তু নিষ্ঠুর কেন?…কী দরকার ছিল?…

"১০ই ফেব্রুয়ারি।

"ডাকব ওকে? ডাকি। এখন রাত বারোটা। কিন্তু পাশের ঘরে ও এখনও নিশ্চয় জেগে। নিশ্চয়—নিশ্চয়। ওর মধ্যেও যে এম্‌নি

দ্বন্দ্বই চলেছে। দেবে-দানবে মিলে আমাদের নিয়ে যায় কোন্ উধাও অভিসারে—অচিন মোহানায় ?

"ডাকি ওকে।

"না, যাব ওর ঘরে ?···অভিসারিকা ?···

"কিন্তু যদি ও ফের ব'লে বসে : দুনৌকায় পা দিয়ে চললে হবে না ? আজ সকালে অনেকটা ঐ ধরণেরই একটা গল্প বলছিল—টুর্গেনিভের-না-কা'র একটি বই থেকে।

"মেয়েটি ছেলেটিকে শেষটায় তার গুপ্ত প্রণয়ী হ'য়ে থাকতে বলল—সব ছেড়ে ছুড়ে তার সঙ্গে চ'লে যেতে পারল না। প্রথমটায় কী বড়াই ক'রেই না বলেছিল যে, পারবে!

"কিন্তু কেন পারল না ?—বিশেষত যখন সে তার স্বামীকে ভালোবাসত না ? সমাজের শূন্য মন্ত্রণা তার কাছে এতই বড় হ'ল ?

"কিন্তু তাকে দোষ দেবারই বা আমার কী অধিকার ? আমিও তো পারলাম না।

"কিন্তু···না···আমি পারি না তার কারণ আছে। আমার সমস্যাই যে আলাদা।

"হারমানের কাছে আমি যতটা সত্য হারমানও তো আমার কাছে তার চেয়ে কম সত্য নয়!

"আমি তাকে ছেড়ে গেলে সে ভেঙে পড়বে যে!···আর আমিও কি শেষ-অবধি নিজের চোখে সোজা হ'য়ে পারব দাঁড়াতে ?

"না···এ-চিন্তাও পাপ।···একে অঙ্কুরেই করতে হবে বিনাশ—করতেই হবে—করতেই হবে।

"তবু···নিলয়কেও-যে আমার চাই। কে বলে এ-চিন্তাও পাপ ?

"কিন্তু কেমন ক'রে পাব তাকে ?···যদি ও বলে : হারমানকে

ছেড়ে চ'লে এসো—তবে তোমার আকণ্ঠ তৃষ্ণা মেটাব;—তাহ'লে? কেমন ক'রে বাঁধব তাকে? যদি বলে ও: সবই দেবে—কেবল, যদি আমি সব ছাড়ি?—পারি?

"না; যে-প্রেম হারমানের হৃদয়রক্তে রাঙা তাকে কি আর কাউকে নিবেদন করা চলে?—পারি না। বৃথা ভেবে ফল কী!

"শুধু নিলয়কে নিয়ে আমি সুখী হ'তে পারি কখনো?

"পারতাম—যদি হারমান এমন কোনও ক্ষুদ্রতা দেখাত—যাতে ক'রে মনটা আমার তার প্রতি বিমুখ হবার সুযোগ পেত।

"হায়, তা যে অসম্ভব!…

"কিন্তু কী চিন্তা এ!…ছি ছি। যত সব অসম্ভব…

"এটা সম্ভব হ'লে কি আমি সুখী হতাম তাহ'লে? তবে কি আমি হারমানকে সত্যি ভালোবাসি না?—শুধু কর্তব্যের নিঃস্বাদ জল দিয়ে চেয়েছি প্রেমের রঙীন সুরাতৃষ্ণাকে মেটাতে?

"না…অসম্ভব!

"কিন্তু যদি অসম্ভব, তাহ'লে এ-আক্ষেপ কেন? কে জানে?

"অথচ এই দোটানায় দিন কাটবে কেমন ক'রে?…যদি হারমানের বন্ধন কাটাতে না পারি তবে নিলয়ের বন্ধন কাটাবারও কি কোনই উপায় নেই?…কেমন ক'রে ওর প্রতি এ-টান থেকে মুক্তি পাব? এ যে আজ আমার দেহেমনে সুধাপ্রলেপের ছলে আগুনের ফুল্‌কি দিচ্ছে বিছিয়ে! ভগবান্‌। ওর প্রতি আমার ভালোবাসা কি তুমি মুহূর্তে ধূলিসাৎ ক'রে দিতে পারো না?…নিশ্চিহ্ন ক'রে মুছে?

"হয়ত পারো, যদি সত্যিই তোমায় ডাকি!…কিন্তু মনেপ্রাণে তোমায় যে ডাকতেও পারছি না আজ!…আমার সমগ্র প্রাণের নিবিড় আকাঙ্ক্ষার ঢলের মুখে আমার বড়-আদরের প্রেমকে ভরাডুবি থেকে

রক্ষা করো—এ-প্রার্থনাও-যে আজ বেসুর বাজে প্রভু !···চিত্ত আমার পূর্ণতালে সাড়া দিতে পারছে কই ?···বলতে পারছে কই : নিলয়ের বা হারমানের ভালোবাসা যাক্ মুছে ? সে যে দুয়েরই কাঙাল !···

"হায়, যদি দুজনার একজনও একটু কোনো হীন আচরণ করত ! —এমন কোনো ক্ষুদ্রতা—যাতে আমার হৃদয় তার প্রতি মুহূর্তে বীতরাগ হ'য়ে পড়ে !

"কিন্তু নিলয় বা হারমান কেউই ত নীচ ব্যবহার করতে জানে না ! ম'রে গেলেও যে তারা কেউ তাদের মর্য্যাদা হারিয়ে প্রবৃত্তিকে আঁকড়ে ধ'রে থাকতে চাইবে না ! দুজনার কাছেই-যে হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির চেয়ে উচ্চাশা বড়—মনুষ্যত্বের দাবি রাখার উচ্চাশা !···তাই সহজকে তো তারা কেউ চাইবে না !···

"কিন্তু আমাকে বাঁচাবার জন্যেও কি চাওয়া উচিত ছিল না ?—যে-আমি দুজনকেই এত ভালোবাসি—তার মুখ চেয়েও না ?

"ভালোবাসি ?—না, আমি দুজনকেই ঘৃণা করি !···

"বাস্তবিক কাকে আমি বেশি ঘৃণা করি ?—নিলয়কে. না হারমানকে ? কে জানে ?···

"নিলয়ের ব্যবহার কেন এত নমনীয়, উজ্জ্বল, নির্ম্মল ? আমি নানা ছলে তাকে লোভ দেখিয়েছি, ইচ্ছায়ও বটে—অনিচ্ছায়ও বটে। কিন্তু ও তো কখনো আমাকে প্রতিশোধের ইচ্ছায়ও প্রতি-লোভ দেখাতে উদ্যত হয়নি !···অথচ হ'তে তো পারত—আর তখন আমার সে-সংযমের বাঁধ কোথায় থাকত শুনি,—যে-সংযমের গণ্ডি দিয়ে আমি প্রথম দিনই নিজেকে ঘিরেছিলাম ওকে প্রলুব্ধ করার জন্যে ? কিন্তু কই, নিলয় তার পৌরুষের অহমিকার ক্ষোভবশেও তো আমার নারীত্বের বা অর্থহীন সতীত্বের গর্ব্বকে চূর্ণ করতে চায় নি !···

"কিন্তু আবার ভাবি সতীত্বের গর্ব্ব আমার কোথায়?…মনে-মনে যে দ্বিচারিণী বাইরে তার দেহের দিক্ দিয়ে একনিষ্ঠতার মানেই বা কি, আর সার্থকতাই বা কোন্‌খানে?…তাছাড়া এ-মনগড়া সতীত্বের সীমানির্দ্দেশে কবেই বা আমার অন্তর সায় দিয়েছিল?…

"তবু…দ্বিধা তো ঘোচে না!

"ঘোচে না কেন?…হারমানের জন্যেই কি? না, সমাজের?

"না; হারমানেরই জন্যে বোধহয়। আমার মধ্যে এখনও সত্যিকার নারীত্ব—না, নারীত্ব কেন, মনুষ্যত্ব—যেটুকু আছে সেটুকু হচ্ছে হারমানের প্রতি এই ভালোবাসা, অনুরাগ, নিবিড় শ্রদ্ধা।

"হারমান-যে আমাকে জেনেশুনে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর আলিঙ্গনের মধ্যে দিল পাঠিয়ে! এমন অকুণ্ঠে…সহজ সম্ভ্রমে…

"হায়, হারমান যদি ভুলেও কখনো আমার কাছে কোনো কিছুর দাবি করত!… কিছু আদায় করবার কাঙালপনা!…কিন্তু। না; তা কি সে পারে? মেঘ নামে কখনো নিচুপানে?

"সে যে চিরকাল শুধু প্রতীক্ষাই করেছে—আমার স্বত-উৎসারিত প্রেমের জন্যে! · আমার আপ্‌না-বিলোনো দানের জন্যে।

"অন্য কিছুতে তার মন ভরত না যে—এমনিই মন তার!

"এমন যে-মানুষ তাকে কি নিলয় দুদিনে আমার হৃদয়াসন থেকে চ্যুত করতে পারে কখনো! প্রেমের গৌরবের প্রতিষ্ঠা তো আর বালির স্তূপের ওপর নয়!

"এ আমার গৌরব যে, আমার বরণমালার জন্যে এমন দুজন মানুষ লালায়িত!…

"কিন্তু কাকে সে-মালা দেব আমি?…দুজনকেই নয় কেন?…

"ভগবান্! কেন গড়লে এমন সঙ্কীর্ণ সমাজ যখন হৃদয়ধারাকে

একমুখী ক'রে সৃষ্টি করো নি?…এ কী নিষ্ঠুরতা তোমার!…স্বভাব-বহুমুখী-যে তাকে একটি খাতে বেঁধে এই-যে পীড়ন এতে কী সুখ পাও তুমি প্রভু?

"ঐ—কার পদশব্দ!…কার?…ও! নিলয়ের!…এই ঘরের পাশেই যে তার ঘর! আমাদের পালঙ্কের মাঝখানে শুধু একটা সরু কাঠের দেয়াল! কত কাছে!…অথচ কত দূরে!…

"আশ্চর্য্য! একটা অতি অবান্তর কারণেও মানুষের উন্মুখ উদ্দাম হৃদয়ধারা কী আশ্চর্য্য রকমেই না প্রতিহত হ'তে পারে! যদি হঠাৎ কোনো দৈবঘটনায় মাঝের এই কাঠের দেয়ালটা অন্তর্হিত হ'ত—!…যদি …হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় সে আমার পাশে এসে দাঁড়াত এই মুহূর্ত্তে!…

"আমাদের দুজনের উচ্ছল হৃদয় পরস্পরের পায়ে লুটিয়ে পড়তে চাইছে, আজ এই নিশীথ রাতে! কিন্তু বাধা দিচ্ছে শুধু একটা কাঠের দেয়াল!…

"ভাবলে আশ্চর্য্য বোধহয় না কি সময়ে সময়ে?…বাইরের ছোট্ট কত-কী-ই না জীবনের ধ্বনিপ্রতিধ্বনিতে ওঠে মস্ত হ'য়ে! অথচ তবু গর্ব্ব করি আমরা যে নিজেকে চিনি, নিজেকে চালাই!…

"আজ রাত্রে ও-ও ঘুমতে পারছে না—নিশ্চয়!

"সম্ভবত একই চিন্তায় ওর-আমার হৃদয়ে ক্ষণে-ক্ষণে ফুল-কাঁটার আলোছায়া যাচ্ছে খেলে—এই মুহূর্ত্তে। যাচ্ছে কি?…কে জানে?…

"কিন্তু শেষটায় কাঁটার ব্যবধান কেন কাটে না? ছায়ার ব্যবধান কেন হয় আলোজয়ী?

"এই বাইরের ব্যবধানকে অস্বীকার করলে এ-বিশ্বের কী-ই বা এমন ক্ষতি হ'ত?

"হ'ত বোধহয়!...যতই কেন না বলি, তাহ'লে হারমান ও আমার মধ্যে একটা অতল গহ্বর কাটা হ'ত না কি? তার উপর দিয়ে সেতু হয়ত বাঁধা যেত কিন্তু সে-সেতু চিরদিনই করত টলমল।

"করত কি? হারমান তো আমাকে বার বার বলেছে, ও সতীত্বে বিশ্বাস করে না—করে প্রেমে; শিকারে বিশ্বাস করে না—করে স্বয়ম্বরায়; বাঁধনে বিশ্বাস করে না—করে মুক্তিতে।

"তবে?...ঐখানেই না আমার যত বেদনা আছে জমা হ'য়ে, কালো হ'য়ে—উন্মুখ মেঘের মতন: প্রাণ ভ'রে বর্ষাতেও পারে না অথচ জলভরা বেদনায় সমস্ত বুক টন টন করে!...কী অসহ ভার এ-সমৃদ্ধির? ব্যথা শুধু দারিদ্র্যে—বলে কে? সবচেয়ে ব্যথা—ঐশ্বর্য্যের বোঝা—যে-ঐশ্বর্য্য আপনাকে নিঃশেষ করতে পারে না বিলিয়ে।

"হারমান এ-ভারের বোঝা তো তার নির্ম্মল বিশ্বাস ও প্রেমে লঘু ক'রে দেয় নি। দখিনা হাওয়ার মতন তার প্রেমের মলয় বেদনার কালোমেঘকে দূর ক'রে দিল কই?—বরং দূরের ব্যথাও উড়িয়ে এনে হৃদয়ের মাঝখানে ধরল নিবিড় ক'রে।...

"সে আমার ও নিলয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়েছে—তার জোর দিয়ে তো নয়, তার অধিকার দিয়েও না;—দাঁড়িয়েছে—তার প্রেমের—স্থিতিশীলতার সহজ জোরে—বিশ্বাসের সরল গৌরবে—নিরভিমানতার নির্ম্মল প্রতিষ্ঠায়।

"না, হারমানকে ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। নিলয়কে আমি চাই মাত্র, কিন্তু হারমান আমার পক্ষে অপরিহার্য্য!...কী করব? এ তো শুধু কর্ত্তব্য নয়, শুধু শ্রদ্ধার দাবিও নয়;—এ-যে বহুদিনের মমতার ডোর, স্নেহের স্মৃতি, শুশ্রূষার সুষমা! দুর্নিবার বাঁধভাঙা প্রেমও এ-মধুর পেলব বন্ধন কাটতে পারে না যে!...হায়! এ কী বিড়ম্বনা!...

"ভগবান্! তোমার এ-অপূর্ব্ব সৃষ্টিতে তপ্ত বাসনা যদি এতই পাপ তবে তার শিরে এমন অনিন্দ্য আরতির টীকা পরিয়েছিলে কেন?···শুধু বিরহের পূজারীকে অশ্রুপাত করাতে?···তাই কি?···

"না, এ শুধু যুগ-যুগের সংস্কার?···কে বলবে?···

"না, এ শুধু ভয়? অজ্ঞাতের প্রতি নিহিত শঙ্কা? শঙ্কা, ভয়ই বটে।

"যদি তা না হবে তবে কেন সব ভাসিয়ে দিয়ে উধাও টানে ভেসে যাবার শক্তি দুদিনের জন্যেও পাচ্ছি না?··· তাতে জগতের কী এমন ক্ষতি হ'ত?

"হায়!···কে বলবে?···লাভ-ক্ষতির কতটুকুর হিসেব রাখে মানুষের মন!

"কিন্তু বৃথা, বৃথা আমার অশান্ত উদ্বেল হৃদয়কে এভাবে আর কতক্ষণ শান্ত রাখব? তবু···নিজের বেদনাকে উজাড় ক'রে আখরে আঁকলেও যেন খানিকটা সান্ত্বনা মেলে!—অন্তত নিজের চিন্তার রক্তরাঙা রূপটির প্রত্যক্ষ সাহচর্য্যও তো পাওয়া যায়!···নইলে-যে মনে হয় আরও একলা···তাই বুঝি লিখি? ·····কে জানে!···

"কিন্তু হলাণ্ডে ফেরবার আগে এ-সব পুড়িয়ে দিয়ে যাব।

"কে জানে হলাণ্ডে আবার ফিরব কি না।

"আজ সকালেই-যে নিলয় বলছিল প্রেমে সে বিশ্বাস করে—কিন্তু বেপরোয়া প্রেম—নিষ্ঠুর, দুর্ব্বার, ঐকান্তিক অনুরক্তি!···হায় ঐকান্তিক অনুরক্তি কি মরীচিকা নয়? সেটা কি সত্যি প্রকৃতির ধর্ম্ম হ'তে পারে কখনো?·· মানুষের হৃদয় বহুমুখী না হ'য়ে পারে?

"অথচ—ঐকান্তিকতা যদি মরীচিকা হয় তবে দোটানাকে অস্বীকার করার এ-প্রবৃত্তিই বা আসে কেন?···

"নিলয় বলছিল: আটঘাট বজায় রেখে যে-প্রেমের চর্চ্চা হয় তাতে

কেবল রিক্ততাই সম্বল হয়, কারণ কোনো বড়-কিছুই প'ড়ে পাওয়া যায় না—মূল্য দিতে হয়।

"এ-কথা সে কেন বলল আজ হঠাৎ? এর মানে কি আমাকে বলা নয় যে, সব ছেড়েছুড়ে এসো চ'লে?

"যাব?··· ডাকব তাকে? তার দর্পচূর্ণ করতে এমন ইচ্ছে হয় সময়ে সময়ে!—বলতে ইচ্ছে হয়—'ছাড়লাম সব, এখন চলো আমার হাত ধ'রে নিয়ে—কোথায় যেতে চাও।'

"বলব তাকে? ··

"হায়!···আমি স্বপ্ন দেখছি। আমি-যে দুর্ব্বল। বেপরোয়া হবার বিশ্বাস আমার কোথায়? সে-নির্ভর আমার কই?

"কিন্তু তবু সময়ে-সময়ে মনে হয় এ-শক্তি আমার ছিল, কেবল দোটানার অবিশ্রান্ত ঘর্ষণে গেছে ক্ষয় হ'য়ে।···হায়! যদি শুধু একজনকে ভালোবাসতাম!···যদি প্রেমের ধারা একমুখী হ'ত তাহ'লে নিতুই নতুন বন্ধুর বাধা বাজত কি তার পায়ে?

"কিন্তু হারমানকে কি ভালোবাসি আমি সত্যিই?

"বাসি বৈ কি। নইলে এখনো কেমন ক'রে শান্ত আছি? এতদিন কেমন ক'রে নিজেকে নিলয়ের পায়ে ঢেলে না দিয়ে স্থির রয়েছি?··· হারমানের প্রতি ভালোবাসার বন্ধন না থাকলে নিলয়ের পানে আমার উদ্দাম উন্মাদনাকে সাধ্য কি অন্য কোনো বাঁধ রোখে!·· সব ছেড়ে তার সঙ্গে নিরুদ্দেশ যাত্রা করতাম না?

"না—আর পারি না যে!...

"আমার ঘুমের ওষুধ মর্ফিয়ার মাত্রা একটু বেশি ক'রে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি! কালই হলাণ্ডে ফিরব! এ-দ্বন্দ্বে শরীর কখনো সারে? হারমানের কী বিবেচনা!···কী ব'লে আমাকে নিলয়ের সঙ্গে দিল

পাঠিয়ে ?···ভগবান্ !···বল দাও। এ মাতাল প্রবৃত্তির সঙ্গে যুঝবার শক্তি দাও !···ব্যথায় সমস্ত চিত্ত যদি আমার রাঙা হ'য়ে ওঠে তবুও···"

নিলয়ের স্বর ভারি হ'য়ে আসে। সে মুহূর্ত্তের জন্যে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

অশ্রু-আভাসে ওল্‌গার চোখ দুটিও চিক চিক ক'রে ওঠে।

সে নিলয়ের হাত দুখানি নিজের দুটি হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে চুপ ক'রে থাকে।···কেউ একটিও কথা বলে না। রেস্তরাঁটিতে একটি মেয়ে গাইছে উদাস সুরে। মনে হয় সকলের : যেন তার কনট্রাল্‌টো কণ্ঠস্বরের পথহারা মূর্চ্ছনা আপন অবসানের শ্রান্ত রেশটুকু লুটিয়ে বেড়াচ্ছে ! মেয়েটি গাইছে :

তোর হৃদয়খানি
চিনি' তবে লো মানি :
তার রসদোলে না দুলিলে পা'ব কেমনে
প্রেম-স্বাদ জীবনে ?
তোর অমিয়া বাণী
আমি জানি লো জানি :
চাই চিরপরিচয় যার—তারে কেমনে
পেয়ে ঠেলি চরণে ?

নিলয় একবার ওল্‌গার দিকে হঠাৎ তাকাল !···তার দুই চোখে দু'ফোঁটা অন্যমনস্ক অশ্রু যেন ঐ সুদূর রেশটির জন্যেই কান পেতে থমকে !···

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ধরা গলায় নিলয় পড়ে :

"১০ই ফেব্রুয়ারি।

"আজ ঠিক্ একবৎসর বাদে নিলয় আবার ফিরে এসেছিল।"

"কেন এল?…তাকে আমি তবু একটুও তো ভুলেছিলাম!…মনকে খানিকটা শান্তও করেছিলাম বৈ কি! ঠিক্ একটি বছর এ-ডায়ারিটি ছুঁইনি!…সেই যেদিন রাত্রে ষ্টোলজেনফেল্‌সে গত বৎসর ১০ই ফেব্রুয়ারি মর্ফিয়া খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—সেদিনকার দ্বন্দ্ব আজ আবার আমার মনের মধ্যে তার সমস্ত আনন্দ, সমস্ত বেদনা, সমস্ত মাদকতার ঢেউ এমন উচ্ছল ক'রে তুলল কোন্ জাদুতে?… মনে হচ্ছে যেন সে কালকের কথা!—সেই সেদিন—যেদিন তাকে বলতে দুর্নিবার বাসনা হচ্ছিল একটি গানের শেষ দুটি চরণ :—

চিনি নি যবে তোমায় পথ কাঁটায় ছিল ঢাকা যে!
সমীপে মলয়বায় কাঁটা লুকায় কুসুম-লাজে!

"আজও আবার সেই কথাই বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল—অথচ…বললাম না! কেন?…

"আজ বুঝছি মনকে বোঝানো আমার সবই বৃথা। আগাগোড়াই ফাঁকি। কে বলে চেষ্টার অসাধ্য কাজ নেই? এ একবছর কি আমি করি নি চেষ্টা? দিনের-পর-দিন, রাতের-পর-রাত যুঝেছি নিজের সঙ্গে, হারমানকে বুঝতে দেই নি একবারও!—তার প্রেমে আনন্দও-যে পাইনি তা-ও তো নয়!… তবু নিলয়ের স্মৃতি এতটুকুও ক্ষীণ হ'ল কই?

"না—আজ দেখছি—সবই নিষ্ফল! নিলয়কে আমি ঠিক সেই রকমই ভালোবাসি।…না—ঢের বেশি। দূরত্বের ব্যবধানে তার স্বরূপের

ছবিখানিও যেন আরও উজ্জ্বল, আরও করুণ, আরও প্রশান্ত হ'য়ে উঠেছে !···

"সঙ্গে সঙ্গে হারনানের চোখ দুটি আজ যেন আবার একটা কুয়াশার অন্তরাল থেকে আমার ধারে তাকাচ্ছে।···তার ভালোবাসা যেন একটা ইতিহাস মনে হচ্ছে !

"কী জিনিষ এ !···প্রেমের ওঠানামা কি একটা অবিশ্রান্ত জোয়ার-ভাঁটার ইতিহাস ?···

"কিন্তু এবার আর ওকে প্রশ্রয় দেইনি !···

"লাভ কি ? শুধু ব্যথাই যখন সম্বল ?···

"১১ই ফেব্রুয়ারি।

"আহা—ওকে বড় ব্যথা দিয়েছি কিন্তু !···

"কেন দিলাম ?···কেন একটি মিষ্ট কথাও বললাম না ?...এক বছর পরে ও এসেছিল কি শুধু আমার বিমুখতাকেই নিবিড় ক'রে পেতে ?

"ওগো, কেন তুমি আবার এলে—শুধু ব্যথাকেই সম্বল ক'রে ফিরে যেতে ? না জানি কত ব্যর্থ ঘুরে এসেছিলে চেনা ঘাটে পিপাসা মেটাতে !—

"১২ই ফেব্রুয়ারি।

"আমার নিজের বেদনাই আমার কাছে এত বড় হ'ল ! পাছে আমার সুপ্ত ব্যথা জেগে ওঠে সেই ভয়ে তার মনে এই বেদনার দাগ চিরকালের জন্যে এঁকে দিলাম ?—পারলাম কোন্ প্রাণে ?···আমি কি সেই মিনা যে একদিন নিলয়ের একটুখানি হাসিমুখ দেখবার জন্যে কী না করতে পারত ? অথচ আমার এ-রূপটিও তো তখনো আমার মধ্যেই ছিল !···কিন্তু কোথায় ছিল লুকিয়ে ?

"১৩ই ফেব্রুয়ারি।

"কেন এমন কাজ করলাম?—বিশেষত যখন ডাক্তারে বলেছে যে, রক্তের চাপ আমার স্নায়ুতে এত বেশি যে, সামান্য একটু উত্তেজনাতেই আমার মৃত্যু হ'তে পারে?

"হয়ত তাকে ব্যথা না দিলে গত ক'দিন ধ'রে এতটা উত্তেজনা হ'ত না? কেন দিলাম?

"দিনরাত দ্বন্দ্বে ও অশান্তি-অনিদ্রায় কি আমরা যা করি তার গুরুত্ব বুঝি? হৃদয়ের তুলাদণ্ড কি ঠিক থাকে? থাকতে পারে কখনো?

"তবু—যখন জানি যে, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে তখন কেন ওর অনাদর করলাম? কেন ওকে জানিয়ে দিলাম যে, ও আজ আমার কেউ নয়—যখন আমার হৃদয়ে ওর আসন তেম্‌নিই পাতা?

"১৪ই ফেব্রুয়ারি।

"হয়ত ভালোই করেছি! কেন মিছে আবার সেই লুপ্ত বেদনার পুনরুজ্জীবন?...যা গেছে, যা থাকবার নয়, তাকে কাড়াকাড়ি ক'রে কি ধ'রে রাখা যায় কখনো? আর ধ'রে রাখার বিড়ম্বনাই বা কেন? আজ এইখানেই যেন টানতে পারি চির-সমাপ্তির রেখা।

"ভগবান্‌, সেই শক্তি দাও।

"উঃ...আজ বড় ব্যথা করছে মাথার মধ্যে। কাল সারারাত দুটি চোখের পাতা এক করি নি ব'লেই কি? কিন্তু ওর সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে কটা দিনই বা সুনিদ্রা আমার ভাগ্যে জুটেছে? যাক্‌।...

"ও জানবে না কোনোদিনও। ভাববে—আমার প্রেম গেছে নিঃশেষ হ'য়ে। এ-চিন্তায় ব্যথা পাই কেন—যখন আমি চাই যে, ও এই কথাই

যেন ভাবে ?—যখন আমি ওকে এই কথা বোঝাবার জন্যেই নিষ্ঠুর হ'য়ে শীলতার মুষ্টিভিক্ষা মাত্র দিয়ে দিয়েছি বিদায় ?

"কিন্তু মিথ্যা কেন ভাবতে দেব ওকে ?

"না এই কথাই ও ভাবুক। তাতেই হয়ত ওর ব্যথার উপশম হবে।…ও তো আর স্মরী নয়, পুরুষ যে!‥ প্রতিদান না পেলে ক'দিন ওর ভালোবাসা অম্লান থাকবে!…সে-ই ভালো। ওর ব্যথাই হোক হাল্কা! আমার ব্যথা বাড়বে তাতে? কী আসে যায়?—বিশেষত যখন আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে বেশ বুঝতে পারছি।

"কিন্তু তবু অবোধ হৃদয় মানে না যে! তবু সে যে চায়ই নিজের গোপন প্রাণের বেদনার ডালিটিও ওকেই নিবেদন করতে!—লুটিয়ে প'ড়ে বলে—যদি ওকে একবারও জানানো সম্ভব হ'ত যে, আমার হৃদয়ে আসন আজও তেম্‌নিই পাতা আছে!…

"আকুল বাসনা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ফিরে ফিরে যায়—যদি ওকে জানাতে পারতাম—! কিন্তু হায়, তার তো কোনো উপায় নেই আর!…ও গেছে ফিরে।

"না—ওকে দেব না জানতে। কোনোমতেই না। এ-সব কালই ফেলব পুড়িয়ে।

"বিশ্বের লক্ষ-কোটি ব্যর্থ বাসনার অতৃপ্ত বুদ্‌বুদের মতন আমার সামান্য একটি অপূর্ণ বাসনাও যেন জগৎজোড়া আকাঙ্ক্ষা-বারিধির অতল-তলে চিরতরে যায় বিলীন হ'য়ে।

"মাথাটা কেমন অস্থির করছে। শেষদিন কি সত্যিই এল ?—কিন্তু এত শীঘ্র ? আর একবারও তাকে দেখতে পাব না ?…না ;—তাকে ব্যথা দিয়েছি তাই হয়ত শেষ হিসেব-নিকেশের দিন—"

পরের কথাগুলি আগুনে পুড়ে গিয়েছিল পড়া গেল না।

শেষে হারমানের কয়েক ছত্র ছিল।

নিলয় ওল্‌গাকে বলে : "তুমি পড়ো।" ওল্‌গা তার কাঁধে একটি হাত ন্যস্ত ক'রে গাঢ়স্বরে পড়ে :

"বন্ধু,

"তোমার চ'লে যাবার কয়েকদিন পরেই ওর মৃত্যু হয়। মাথার একটা রক্তকোষ ফেটে যায়। সম্ভবত বেশি উত্তেজনায়। ডাক্তার এই আশঙ্কাই করেছিল।

"আমি জানতাম ও তোমায় ভালোবাসত, কিন্তু এতখানি—জানতাম না। জানলে হয়ত ওর অকালমৃত্যু নিবারণ করার একটু চেষ্টা করতে পারতাম। কিন্তু এ-সম্বন্ধে ও একদিনও আমাকে কিছু বলে নি, আমিও জিজ্ঞাসা করি নি। আর ও নিজে থেকে কিছু না বললে তো এ-রকম কথা আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি না। তুমি জানো, কোনো দিনই আমি বিশ্বাস করি নি যে, স্ত্রীর সব গোপন কথা জানবার অধিকার স্বামীর আছে। সব প্রাণের কথা মনের পরশই দেবতার দান—আপনা থেকে নেমে এলে তবেই তার মর্য্যাদা—দাবি করলেই হ'য়ে যায় মলিন—নিষ্প্রভ।

"অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় ওর ডায়ারির মাত্র এই উনিশটি পাতা ওর চুল্লীর কাছে পাওয়া গেছে। বাকী সব পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে। শেষ মুহূর্ত্তে ও টলতে টলতে ডায়েরিটি আগুনে দিয়েই পাশে প'ড়ে যায়, কয়েক মিনিটের মধ্যেই হয় মৃত্যু।

"পড়া হ'লে পাতা-কটী তোমার কাছেই রেখে দিও। তোমায় পাঠালাম, কেননা জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে ও তোমার কথাই বেশি ভেবেছে

—চেয়েছে—যেন তুমি জানতে পারো। ওর অন্তিম ইচ্ছাটা অন্তত পূর্ণ হোক।

"আমি ওর জীবনের মধ্যাহ্নে দেখা দিয়েছিলাম, তুমি—প্রদোষে।

"সম্ভবত আমাদের দুজনেরই প্রেমের ওর প্রয়োজন ছিল—যদিও সময়ে-সময়ে মনে প্রশ্ন ওঠে———কী প্রয়োজন? জীবন-বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয়—সৃষ্টির কী উদ্দেশ্য সাধিত হ'ল ওর মতন একটা সুন্দর হৃদয়ের এই ব্যর্থপ্রেমে?

"এ-প্রশ্নের হয়ত উত্তর নেই! তাতে দুঃখও নেই আমার। জীবনে ক-টা প্রশ্নেরই বা উত্তর মেলে বলো? আমার দুঃখ শুধু এই যে, আমি তোমাদের দুজনার কারুর কাছেই নিজের স্বরূপটি ভালো ক'রে ফলিয়ে তুলতে পারি নি। অন্তত যদি ওকেও ভালো ক'রে বুঝিয়ে দিতে পারতাম যে, আমার কাছে ভালোবাসাটা ঠিক যতখানি বড়—সতীত্ব বা দেহশুদ্ধি ঠিক ততখানিই অকিঞ্চিৎকর—!...

"কিন্তু হায়! এখন আক্ষেপে ফল কি? আমি যে নিজেকে তার বা তোমার কাছে প্রকাশ করতে পারি নি—সেইখানেই না আমার চরম পরাজয়!...জীবনের অনেক অপূর্ণতার বেদনাই সওয়া যায়—অনেক আশাভঙ্গের ব্যথাই বহন করা যায়—কিন্তু নিজেকে প্রিয়তম বন্ধুর কাছেও ফুটিয়ে তুলতে না-পারার যে-অক্ষমতা—তার ক্ষতিপূরণ আছে কি?

"অবশ্য হয়ত—হয়ত কেন, খুব সম্ভবত—তোমার সঙ্গে তার মিলন হ'লে প্রথমটায় ব্যথা আমি পেতামই। কিন্তু সেই ব্যথাটাই কি আমার স্বরূপের চরম পরিচয়? না, সেটা আমাদের অনেকদিনের ছায়াচ্ছন্ন সংস্কারের সঞ্চিত ক্ষোভ ছাড়া আর কিছু?—আমার ভিতরকার 'ছোট-আমি'টির ক্ষুদ্র ঈর্ষা,—শুধু কাড়াকাড়ির গ্লানি ছাড়া আর কি?

"আসলে সে যেটা এমন নিবিড় আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে কামনা করেছিল

সেটা যে পায় নি শুধু আমারই জন্যে—এই চিন্তাই আমার মনে আজ রক্ত-কাঁটা হ'য়ে বেঁধে। আর এই বেদনাই হচ্ছে আমার মধ্যেকার 'বড়-আমি'টির বেদনা—যে-বেদনা মানুষকে ছোট করে না, করে—বড়।

"অথচ অনর্থক তোমাদের তীব্র আকাঙ্ক্ষার উচ্ছল স্বতঃ-প্রবাহকে বরাবর এই অবাস্তব বাঁধের পায়েই মাথা কুটতে হয়েছে।—অবাস্তব বলছি এজন্যে নয় যে, এ-বাঁধ নেই—আছে : আমাদের সমাজে খুব উগ্র হ'য়েই পীড়া দেয় এ-সব জাঙাল। অবাস্তব বলছি এইজন্যে যে, তোমাদের উভয়কে এত দুঃখের তৃষ্ণাকে সংযত করতে হ'ল শুধু আমার মধ্যেকার এই অবান্তর 'ছোট-আমি'টিরই তুচ্ছ বেদনার কথা ভেবে ;—'বড়-আমি'টির ওপর নির্ভর করবার কথা তোমাদের মনে হয় নি।

"তাই তো আজ ক্ষোভ আমার মনের মধ্যে এমন কালো হ'য়ে উঠেছে নিলয়,—আমি নিজেকে প্রকাশ করতে পারি নি ব'লে, শিখি নি ব'লে। সমাজকে বড় করতে হ'লে এ-পারা, এ-জানা, এ-শেখা যে দরকার! সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ হয় যে, আমাদের সমাজের এ-যুগের আব-হাওয়া এমনই, যে, তার চাপে মানুষের বড় সত্তাটির ফুটে ওঠা সহজ হয় না, হয়—ছোট রূপটির প্রশ্রয় পাওয়া। নইলে আমার ক্ষুদ্রতাটুকুই বা তোমাদের দুজনার কাছে সব ছাপিয়ে বড় হ'য়ে উঠল কেমন ক'রে?

"একটা প্রশ্ন জাগে কিন্তু : যে, আমাদের নিবিড়তম বন্ধুত্বের আদান-প্রদানেও আমাদের মধ্যে যেটা সঙ্কীর্ণ সেটাকেই বা নিত্য বড় হ'য়ে উঠতে দেখা যায় কেন? কেনই বা আমাদের মধ্যে যেটা উদারতম সত্যতম সেটাই প্রকট হ'য়ে ওঠে না? এজন্যে দোষটা কার? আমাদের মূল প্রকৃতির—না, সমাজের?

"দোষ যদি আমাদের হয় তাহ'লে হয়ত এ-ব্যাধির প্রতীকার নেই। কেন না আধারই যদি ছোট হয়, তবে উচ্চাশার আশ্রয় কোথা বলো?

"কিন্তু—আবার—দোষ যদি সমাজের হয় তা'হ'লেই বা সান্ত্বনা কি? অর্থহীন সামাজিক দাবির পায়ে হৃদয়ের সর্ব্বস্বান্ত ঢেউ-ভাঙায় এক বিষাদের ছাড়া আর কিসের মূর্চ্ছনা রণিয়ে উঠতে পারে? প্রাণের কিরণ-বিলাসী কুঁড়িগুলিকে অনাদরের আওতায় শুকিয়ে যেতে দিলে তাতে ক'রে সৌরভের একান্ত রিক্ততা ছাড়া আর কী-ই বা উপচিত হয়? যুগসঞ্চিত সঙ্কীর্ণতার দূষিত বাষ্পে যখন অন্তরের বর্ণ-ধনিমা তিল্ তিল্ ক'রে যায় বিবর্ণ হ'য়ে, তখন তার ফলে কোন্ সার্থকতার ইন্দ্রধনু মনের চক্রবালে তার বর্ণজাল মেলে দেয় বলো? যখন আমাদের নিভৃত প্রাণের সহস্রদল তার তৃষিত পাপড়িগুলি মেলতে চায়—শুধু তারাস্তৃত নীলিমার ডাকে, তখন মাটির মাধ্যাকর্ষণে উচ্চাশার আশ্রয় মিলতে পারে কখনো?

"মর্ম্মের অতল-তলে এই আবছা অনুভূতিটি কি তখন নিরত আমাদের চঞ্চল ক'রে তোলে না যে কেবল ঐ-রকম কোনো উধাও উর্দ্ধলোকেই প্রাণের চরম সার্থকতা নিহিত? মাটির পিছুটানকে কি সে তখন অস্বীকার করতে একটা নিবিড় প্রেরণা অনুভব করে না?

"করে বৈ কি।—আর করে ব'লেই তো মানুষ—মানুষ হ'য়েও দেবতা। আমার মনের কোণে বাঁশি বাজে থেকে থেকে। কী বলে জানো নিলয়?

"বাঁশি বলে—আমরা স্বপনচারী, মাটির কায়া নই, নই, নই। বাঁশি বাজে—উচ্চাশা অবাস্তব ব'লেই ব্যর্থ নয়, নয়, নয়। বাঁশি গায়—আমাদের মানসলোকে যা-কিছু আজ কল্পলোকে অশরীরী তা কাল রূপলোকে সত্য হবে, হবে, হবে।

"তাই জীবনের নিরুদ্দেশ অভিসারে ক্ষুদ্র সফলতার চেয়ে বড়—বৃহৎ ব্যর্থতা, সুখের চেয়ে বড়—অশ্রু, তৃপ্তির চেয়ে বড়—অতৃপ্তি। প্রাণের ধারা বাধাহীন স্বচ্ছতার মধ্যে দিয়ে তো গতিসমৃদ্ধি লাভ করে না—করে: ব্যথার উপলখণ্ডের মধ্যে দিয়ে।

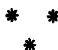
"কেন না সীমাসংক্ষুব্ধ দিগন্তের নিরবসর সুখের মধ্যে আকাশ কতটুকু বলো? বিস্তৃতি কী অনুদার! কামনা যে-ই হ'ল পূর্ণ, অম্‌নি তার গতির নূপুর হ'ল শৃঙ্খল। তাই না কামনার অপূর্ণতাই ফুটিয়ে তোলে সব সত্য পূর্ণতাকে। তাই না ব্যথার অঙ্কুশে বিষ না ঝ'রে ঝরে অমৃত। বেদনার অঞ্জন বিনা আমাদের দৃষ্টির সাম্‌নেকার যবনিকা কি হয়েছে কোনোদিন স্বচ্ছ?—চিরগুণ্ঠিত জ্যোতির্লোক হয়েছে সমুদ্ভাসিত? না নিলয়, এ-কথা কবির কল্পনা নয় যে, দৈনন্দিন সুখের মধ্যে আছে শুধু স্বস্তি—সার্থকতা না। সার্থকতা লুকিয়ে থাকে ঐ—অতৃপ্ত বাসনার ব্যথা-পাথারের অতল তলে।

"তাই কে জানে—মিনার অশ্রু, তোমার অতৃপ্তি ও আমার পরাভব,—অদূরে এমন কোনো দিক্ দিয়ে কুসুমগন্ধের সার্থকতায় ফেটে পড়বে না যার একটা পলাতক আভাষও আজ আমরা কেউই পাচ্ছি না? কে বলতে পারে?

"তাই আজ আমি দুঃখ করব না। কেবল উপর দিকে চেয়ে থাকব—সেই গোপন উপলব্ধির দু-একটি চূর্ণ রশ্মির জন্যে—যে-রশ্মি মুহূর্তে সব বিফলতাকে ক'রে তোলে জয়শ্রীমণ্ডিত, ব্যথাকে—মহিমান্বিত, অর্থহীনকে—চিরকৃতার্থ।

"প্রার্থনা করি—তুমিও যেন একান্তভাবে এম্‌নিই চেয়ে থাকতে পারো!···

তোমার সখ্যধন্য হারমান।"



ঘরের মধ্যে চাঁদ তখন সোনার ঢল দিয়েছে নামিয়ে।

বাইরে নদী বিরহিণীর বুকের মতই ফুলে ফুলে ওঠে…ক্ষণে-ক্ষণে-লুটিয়ে-পড়া মেঘের ছায়াচুম্বনে শান্ত হয় না…আরও কুঞ্চিত হ'য়ে ওঠে অকারণ—রঞ্জিত অভিমানে।…

রাস্তা দিয়ে গিটারের সঙ্গতে কে-একজন ভিখারী পথিকের গান শোনা যায়:

কে বা তখন জানিত বলো
সুদূর করে সফল
সমীপ যে-বাণী নাহি জানে?
খোঁজে মিলনের নিতি-চাওয়া
নিবিড় পরম পাওয়া
বিরহের না-পাওয়ার তানে!

* *
*

ধীরে ধীরে শেষ রেশটি বাইরের দেবদারু বীথিকার মর্ম্মরে ম্রিয়মান মৌনের বুকে যায় মিলিয়ে।…

ওলগা হঠাৎ চম্‌কে ওঠে…নিলয়ের চাঁদের-আলো পড়া মুখের দিকে তাকায়।…

ও শূন্যপ্রেক্ষণে দূর দিগন্তে একটি কালো মেঘের দিকে চেয়ে!……

রেনে ও পিয়ের ওর দুই কাঁধে দুই হাত রেখে স্নিগ্ধ কণ্ঠে ডাকে: "নিলয়—"

নিলয় কথা কয় না: তেম্‌নিই চেয়ে।……

ওল্‌গা ব'লে : "যেখানে চেয়ে রয়েছ সেখানে একখণ্ড কালো মেঘ ফুলে উঠছে, দেখছ না ?"

রেনে ও পিয়ের দাঁড়ায় উঠে।

নিলয়ও ওঠে : "হাঁ বাতাসও উঠল। ঝড় উঠতে পারে হয়ত। চলো।"

নদীবক্ষ থর থর ক'রে কেঁপে কেঁপে ওঠে।...

চাঁদকে একখণ্ড কালো মেঘ এসে ঢেকে ফেলে।...

খানিক আগে সোনার হাসি যেন ছায়াশ্রু-পাথারে যায় ডুবে।......

সমাপ্ত